ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুযায়ী প্রণীত

হিসাববিজ্ঞান প্রথমপত্র

একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণি

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা, ফোন : 9881355, 01720557170/80/90

রেফারেন্স বই

হিসাববিজ্ঞান

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মো. গোলাম মোস্তফা
সহযোগী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম অনার্স, এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
মাস্টার ট্রেইনার (হিসাববিজ্ঞান)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বিন ইউসুফ
বি.কম অনার্স, এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
এসিসিএ ফাইনালিস্ট

হেলাল উদ্দিন
বিবিএস, এমবিএস (হিসাববিজ্ঞান)
এসিসিএ ফাইনালিস্ট

মো. সাফায়েত হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম অনার্স, এম.কম, হিসাববিজ্ঞান
সি.এ (সি.সি)

মো. এজাজ-উর-রহমান
প্রভাষক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.বি.এ, এমবিএ (হিসাববিজ্ঞান)

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন
প- ট—২, গুলশান সার্কেল—২, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল: ৯৮৮১৩৫৫, ০১৭২০৫৫৭১৭০/৮০/৯০

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট-২, গুলশান, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ১ জুলাই, ২০১৩

ট্রেডমার্ক রেজিঃ নং- ৯৬৫০৪, শ্রেণি-১৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাপ্তি স্থান: ক্যামব্রিয়ান বুকস্ এন মোর
৭২, প্রগতি সরণি,বারিধারা, জে-ব্লক, ঢাকা।
ফোন: ০১৮২৩০৫৫৩৯৯, ০১৭২০৫৫৭১৭৭

কম্পিউটারে পুস্তক সজ্জায়
মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া

প্রচ্ছদ
ইউনুছ মিয়া

চিত্র
সংগৃহীত

মূল্য: টাকা______________________

লেখকদের কথা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২" অনুসারে **হিসাববিজ্ঞান প্রথমপত্র** বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এতকাল ব্যবহৃত প্রচলিত শিক্ষাক্রমের তুলনায় নব প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম অনেক বেশি উচ্চমানের ও আধুনিক। এই উচ্চমানের আধুনিক শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আমরা অধীকতর সতর্ক ছিলাম। সে সঙ্গে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট যেন হিসাববিজ্ঞান বিষয়টি অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সু-পাঠ্য হয়। লেখার ক্ষেত্রেও সহজ ভাষা ও বিষয়বস্তুর সরলীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিখনফল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। বইটি শিক্ষার্থীদের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস রাখি।

গ্রন্থটি প্রণয়নে আমরা দেশি, বিদেশি বিভিন্ন বই, জার্নাল ও ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়েছি। এছাড়ও যাঁদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য নিয়েছি তাদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে থাকলাম। বইটি প্রণয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি বইটি যেন নির্ভুল হয়। তথাপিও কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। ভুলগুলো সংশোধনের জন্য এবং বইটির মান উন্নয়নে শিক্ষার্থী ও সম্মানিত শিক্ষকদের নিকট যে কোনো পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকব। একই সাথে বইটির মান উন্নয়নে নিয়মিত সংস্করণের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি।

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেন্স পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্বভার নেওয়ায় আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও পুস্তকটি প্রনয়নে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেন তাদের সকলের প্রতি আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় আবারও মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের প্রসারে যে সমস্ত সম্মানিত শিক্ষকগণ নিবেদিত হয়ে কাজ করছেন তাদের সকলের প্রতি শুভ কামনা রইল ।

পুস্তকটি দেশের সকল সম্মানিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট নিবেদন করছি।

ধন্যবাদান্তে
লেখকবৃন্দ

লেখকবৃন্দের নাম ও মোবাইল নম্বর

নাম	মোবাইল নম্বর	নাম	মোবাইল নম্বর
■ মো. গোলাম মোস্তফা	০১৭২০৫৫৭১৭৭	■ মোঃ সাফায়েত হোসেন	০১৮১৬৭৫৪০৪২
■ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বিন ইউসুফ	০১৭১৫৪১৩৫৫৫	■ হেলাল উদ্দিন	০১৭১৫২৮৮০২০
■ মোঃ এজাজ-উর-রহমান	০১৭৩৮৮২২৬৯৪		

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি **INTRODUCTION TO ACCOUNTING**	০১ – ২৬
২.	হিসাবের বইসমূহ **BOOKS OF ACCOUNTS**	২৭ – ৭৪
৩.	ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী **BANK RECONCILIATION STATEMENT**	৭৫ – ৯৪
৪.	রেওয়ামিল **TRIAL BALANCE**	৯৫ – ১১৮
৫.	হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা **PRINCIPLES OF ACCOUNTING**	১১৯ – ১৩২
৬.	প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ **ACCOUNTING FOR RECEIVABLES**	১৩৩ – ১৫২
৭.	কার্যপত্র **WORKSHEET**	১৫৩ – ২০৪
৮.	দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ **ACCOUNTING FOR TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS**	২০৫ – ২৪২
৯.	আর্থিক বিবরণী **FINANCIAL STATEMENTS**	২৪৩ – ২৯৬
১০.	একতরফা দাখিলা পদ্ধতি **SINGLE ENTRY SYSTEM**	২৯৭ – ৩২৮
➡	**গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনী: (০১–১০৮ পৃষ্ঠা) অতিরিক্ত সংযোজিত হলো-** হিসাব সমীকরণ-১, সাধারণ জাবেদা-৩, বিশেষ জাবেদা-৩৬, নগদান-৪০, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী-৪৯, ভুল সংশোধনী ও রেওয়ামিল-৫৪, প্রাপ্য হিসাবসমূহ-৫৬, কার্যপত্র-৬৬, অবচয়-৬৮, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ-৭০, একতরফা দাখিলা পদ্ধতি-১০১	

প্রথম অধ্যায়

হিসাববিজ্ঞানের পরিচিতি

INTRODUCTION TO ACCOUNTING

চিত্র: হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে সুনির্দিষ্ট বিধান মোতাবেক লিপিবদ্ধ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করাই হিসাববিজ্ঞান। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে। হিসাববিজ্ঞান হলো মূলত ব্যবসায়ের ভাষা। এ ভাষা যারা বুঝে তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেকোনো তথ্য বুঝতে পারেন। এ ভাষার মূল উপাদান হলো আর্থিক ঘটনা। এ ঘটনাগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ করে চূড়ান্তভাবে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে থাকে। এ অধ্যায়ে তথ্যসমূহ কারা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘটনাগুলো চিহ্নিতকরণ থেকে হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া কীভাবে কার্য সম্পাদন করে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হিসাববিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, তাই হিসাববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে তা এ অধ্যায়ের আলোচনায় থাকবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- ব্যবসায়ের ভাষা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহার ও ব্যবহারকারিদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- ব্যবসায়ের লেনদেন চিহ্নিত করে হিসাব সমীকরণে এগুলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লেনদেন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে হিসাবের শ্রেণি অনুযায়ী চিহ্নিত করতে পারবে।
- অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে উদ্বুদ্ধ হবে।

১.০১ হিসাববিজ্ঞান
Accounting

হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য পদ্ধতি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করাকে হিসাববিজ্ঞান বলে। লেনদেন লিপিবদ্ধকরণকে হিসাবরক্ষণ ও লেনদেনের প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং তথ্য সরবরাহকে হিসাববিজ্ঞান বলে। কেউ কেউ মনে করেন, হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজকে হিসাবরক্ষণ ও চূড়ান্ত কাজকে হিসাববিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ থেকে খতিয়ানভুক্ত করে উক্ত খতিয়ানের জের নির্ণয় পর্যন্ত হলো হিসাবরক্ষণ। অবশিষ্ট কাজ হিসাববিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। যেভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া হোক না কেন হিসাববিজ্ঞানের কাজটি মূলত তিনিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা–

- লেনেদেন লিপিবদ্ধকরণ
- প্রক্রিয়াকরণ
- তথ্য সরবরাহ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের আর্থিক কার্যকলাপের সঠিক ও সুশৃঙ্খল হিসাব তৈরি করা হিসাববিজ্ঞানের লক্ষ্য। তবে হিসাববিজ্ঞানে শুধু যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন নয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও যেকোনো প্রতিষ্ঠান, সরকার এমনকি ব্যক্তির জন্যও হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজন। অতএব আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার রয়েছে।

হিসাববিজ্ঞান একটি সেবামূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞান। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পসারণের সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসাববিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। যেহেতু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যাবতীয় লেনদেন হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেমন সমাজের অংশ সেহেতু অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় হিসাববিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো কার্য সম্পাদনের বিশেষ পদ্ধতিকে কলা বলা হয়। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহকে সুনির্দিষ্ট ছক, সূত্র ও পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করে থাকে। সুতারং হিসাববিজ্ঞান একটি কলা।

পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে যা সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞানেও এমন কিছু সূত্র ব্যবহার করা হয়। তাই হিসাববিজ্ঞান একটি বিজ্ঞানও বটে। তাই কেউ কেউ হিসাববিজ্ঞানকে একই সাথে কলা ও বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হিসাববিজ্ঞান সংঘটিত লেনদেন লিপিবদ্ধ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের বাস্তব জ্ঞান দান করে। তাই হিসাববিজ্ঞানকে একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এজন্য হিসাববিজ্ঞানকে একটি প্রক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিকে ঐতিহাসিক ও ব্যবস্থাপকীয়-এ দুভাগে ভাগ করা যায়। ঐতিহাসিক কাজের মধ্যে লেনদেন সনাক্তকরণ, লেনেদেন লিপিবদ্ধকরণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ, উদ্বৃত্ত নির্ণয়, হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণ, আর্থিক ফলাফল নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা নির্ণয়, করের পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। অন্যদিকে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির মধ্যে আর্থিক তথ্য প্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, জাল জুয়াচুরি রোধ, বাজেট প্রণয়নে সহায়তা প্রভৃতি।

হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই অতি প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যপরিধিও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং এর চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন অনুসারে উন্নতির ধাপে ধাপে আজকের এ হিসাববিজ্ঞান।

হিসাববিজ্ঞানই আজকের যে আধুনিক রূপ লাভ করেছে তার ধাপগুলোকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– উন্মেষকাল, প্রাক্-বিশ্লেষণকাল, বিশ্লেষণকাল ও আধুনিককাল।

হিসাববিজ্ঞানের উন্মেষকাল হলো আদিম যুগ থেকে ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত। এসময় মানুষ যখন পশুপাখি ও বনের ফলমূল খেয়ে জীবন যাপন করত তখন তারা পাথরে বিভিন্ন দাগ বা চিহ্ন দিয়ে পশু-পাখি শিকারের সংখ্যার হিসাব রাখত। পরবর্তীতে তারা তাদের হিসাব রশিতে গিরা দিয়ে কিংবা বা মাটিতে বা দেয়ালে দাগ দিয়ে হিসাব রাখত। একটা পর্যায়ে শুরু হলো বিনিময় প্রথা। আর বিনিময় প্রথার সমস্যার কারণে শুরু হলো মুদ্রার প্রথা। মুদ্রার মাধ্যমে তারা তাদের লেনদেন সম্পন্ন করত।

প্রাক্-বিশ্লেষণকাল বলা হয় ১৪৯৪ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্তকে। এসময় শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং খাতে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এসময় আবিষ্কার হয় আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের মূলমন্ত্র দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি।

বিশ্লেষণকাল বলা হয় মূলত ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে। এসময় শিল্প বিপ্লব হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয় যৌথমূলধনী কারবার। এসময় আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিসাববিজ্ঞান সংস্থা। আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের পাশাপাশি এ যুগে হিসাববিজ্ঞানের নানা শাখা নিরীক্ষাশাস্ত্র, আয়কর আইন, কোম্পানি আইন, উৎপাদান ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, সরকারি হিসাববিজ্ঞান, সামাজিক হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা পায়।

হিসাববিজ্ঞানের আধুনিককাল বলা হয় ১৯৫১ সাল থেকে বর্তমান সময়কালকে। এসময় হিসাববিজ্ঞানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সাথে সাথে ব্যবসায়-বণিজ্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় কম্পিউটারের। ফলে হিসাববিজ্ঞানের যেমন ব্যবহার ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি হিসাবরক্ষণেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। এসময় যুক্তরাজ্যে হিসাবমান রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক হিসাব মান কমিটি। এসময় হিসাববিজ্ঞানের আরো অনেক শাখার উদ্ভব হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, মুদ্রাস্ফীতি হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান, সামাজিক হিসাববিজ্ঞান প্রভৃতি।

ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করা ও অন্যায় ও অসত্যকে বর্জন করার চিন্তা-চেতনাকে মূল্যবোধ বলে। হিসাববিজ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে কারবারি লেনদেনসমূহকে লিপিবদ্ধ করে সঠিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত করে। এতে সততার মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পৃথিবীতে প্রদত্ত সকল প্রকার সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার এবং তার হিসাব-নিকাশ রাখা ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে পড়ে। হিসাববিজ্ঞান সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে মানুষের মধ্যে এরূপ মূল্যবোধ সৃষ্টি করে থাকে। হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনগুলো সু-শৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে এবং আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করে থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে হিসাব সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

সঠিক হিসাবরক্ষণ মানুষকে সচ্ছতা শেখায় ও হিসাব সচেতন করে তোলে। হিসাব সচেতনতা মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতা শিক্ষা দেয়। এর ফলে মানুষের উন্নত চরিত্র গঠিত হয়। হিসাববিজ্ঞানের কারণে মানুষ ঋণ পরিশোধে সচেতন হয়েছে। হিসাববিজ্ঞান কালোবাজারিকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে এ

কাজে সবাইকে নিরুৎসাহিত করে। হিসাববিজ্ঞান দুর্নীতি ও জাল জুয়াচুরি উদ্ঘাটন করতে ও তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ফলে অনেকেই এহেন কাজ থেকে বিরত থাকতে সবাইকে বাধ্য করে। পণ্য মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মুনাফা অর্জন করা কোনোভাবেই হিসাববিজ্ঞান সমর্থন করে না। যারা একাজ করে তাদের সনাক্ত করতে হিসাববিজ্ঞান সহায়তা করে থাকে যা প্রকারান্তে মানুষের মধ্যে মূলবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। হিসাববিজ্ঞান কর ফাঁকি রোধে সহায়তা করে এবং করদাতাদের নিয়মিত কর পরিশোধে উৎসাহিত করে থাকে।

অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের অনুসৃত নীতিমালা আর্থিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে। হিসাববিজ্ঞান জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যে কলাকৌশলগুলো ব্যবহার করে থাকে তাহলো বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, প্রমাণ ব্যয় হিসাব, দায়িত্ব কেন্দ্র, ব্যয় কেন্দ্র, আয় কেন্দ্র, বিনিয়োগ কেন্দ্র ও ফলাফল মূল্যায়ন।

হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে ভাগ করে দেয়। পরবর্তীতে একাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। ফলে কর্মীদের জবাবদিহিতায় আনা যায়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। হিসাববিজ্ঞানে জবাবদিহিতা থাকায় প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সচেতন থাকে। ফলে এর প্রতিফলন প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। হিসাববিজ্ঞান সকল পর্যায়ের দুর্নীতি ও জাল-জুয়াচুরি উদ্ঘাটনে সহায়তা করে। ফলে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সহজ হয়। অন্যদিকে এ জবাবদিহিতা থাকায় যদি কারো অসৎ উদ্দেশ্য থাকেও তাকে এহেন কাজ থেকে বিরত রাখতে নৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে নৈতিক চরিত্র গঠনে হিসাববিজ্ঞানের জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাবমূর্তি রয়েছে। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে বিধায় একে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয়। হিসাববিজ্ঞান মালিকদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য দলিলপত্র রাখে যা পরবর্তীতে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করে। এজন্য হিসাববিজ্ঞানকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হিসাববিজ্ঞান বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা হিসেবেও কাজ করে থাকে। তাই অনেকে বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানকে আখ্যায়িত করে থাকেন। এছাড়া হিসাববিজ্ঞান তথ্য পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞান পণ্য, হিসাববিজ্ঞান ভাবতত্ত্ব, হিসাববিজ্ঞান সম্পদ বণ্টনকারী বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাবমূর্তি হিসাববিজ্ঞানের রয়েছে।

হিসাববিজ্ঞানের নানাবিধ সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধাও কম নয়। হিসাববিজ্ঞান কিছু ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন–মতবাদ, ধারণা, অনুমান, নীতি-রীতি, প্রচলিত পদ্ধতি, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু এ ধারণাগুলো বাস্তবে অনেক সময় কাজে লাগে না। তার ফলে প্রাপ্ত ফলাফল সঠিক হয় না।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিগুলো অতীত ক্রয়মূল্য নীতিতে লেখা হয়। ফলে দেখা যায়, আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এমন অনেক সম্পত্তি থাকে যার প্রকৃত বাজার মূল্য অনেক বেশি। ফলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে না।

অন্যদিকে আয় বিবরণীতে অনেক খরচ দেখানো হয় অনুমানের ভিত্তিতে। যেমন বিভিন্ন সম্পত্তির অবচয়। ফলে আয় বিবরণীতে যে নিট লাভ বা ক্ষতি দেখানো হয় তা সঠিক হয় না।

আর্থিক বিবরণীতে হিসাবকে টাকার মূল্যে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু টাকার মূল্য স্থির থাকে না বিধায় আর্থিক বিবরণীতে যে তথ্য থাকে তা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়।

হিসাবরক্ষকগণ আনেক সময় হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত প্রতিফলন করে থাকেন। ফলে হিসাবের মধ্যে সমজাতীয়তা ক্ষুণ্ন হয়।

১.০২ ব্যবসায়ের ভাষা হিসেবে হিসাববিজ্ঞান
Accounting is the Language of a Business

একের মনোভাব অপরের কাছে প্রকাশ করার মাধ্যম ভাষা। সব প্রাণীই পরস্পরের মধ্যে ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার আকার, ইঙ্গিত, সংকেত এবং বিচিত্র রকমের শব্দ ব্যবহার করে থাকে, যার অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। যে সংবাদ জ্ঞাপন করে এবং যে সংবাদ গ্রহণ করে উভয়ের কাছেই ইঙ্গিত, সঙ্কেত এবং শব্দ যদি বোধগম্য হয় তবে তাকে বলা হয় ভাষা। প্রত্যেক ভাষার পৃথক পৃথক বর্ণমালা আছে। বর্ণমালা ছাড়াও সংখ্যা, রেখা, চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। সেসব বর্ণমালা, সাংকেতিক চিহ্ন, রেখাচিত্র প্রভৃতির সঙ্গে যার পরিচিতি আছে সেই ঐ ভাষা বুঝতে পারবে, অন্যের পক্ষে সে ভাষা বুঝা সম্ভব নয়।

আর্থিক ঘটনা সম্পর্কে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য হিসাবকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই হিসাবকে বলা হয় একটি ভাষা। যে ভাষার সাহায্যে অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে একে অপরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। প্রত্যেক ভাষায় যেমন বর্ণমালা থাকে; শব্দ, সংকেত চিহ্ন, প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তেমনি হিসাব ব্যবস্থায় তার নিজস্ব শব্দ, সংকেত চিহ্ন, প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। হিসাবরক্ষক অর্থাৎ হিসাব সংক্রান্ত সংবাদ প্রেরক এবং সংবাদ গ্রাহক অর্থাৎ হিসাব ব্যবহারকারী প্রত্যেকেই এ ভাষা বোঝে। যেকোনো ভাষার বর্ণমালা শব্দ, সংকেত, প্রতীক ইত্যাদির অর্থ যে বোঝে একমাত্র সেই একটি হিসাবের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারবে। ডেবিট, ক্রেডিট, জার্নাল প্রভৃতি শব্দ, বিশেষ বিশেষ ছক, তালিকা, বিবৃতি প্রভৃতি সংকেত এবং প্রতীক হিসাববিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। এসব শব্দ, সংকেত এবং প্রতীকের অর্থ যাদের জানা নেই তাদের পক্ষে একটি হিসাবের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। তাই হিসাবকে অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভাষা বলা হয়।

১.০৩ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা
Objectives of Accounting and its Importance

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য:

হিসাববিজ্ঞান মূলত একটি সেবাধর্মী কর্মকাণ্ড। এর কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্বন্ধে আর্থিক প্রকৃতির সংখ্যাত্মক তথ্য প্রদান করা, যা বিভিন্ন বিকল্প কার্যপন্থা হতে যুক্তিসঙ্গত পছন্দের ভিত্তিতে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও যথার্থ হিসাব তথ্য আগ্রহী পক্ষসমূহকে প্রদান করা। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো–

১. মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ

২. সহায়ক উদ্দেশ্যসমূহ।

১. মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ

হিসাববিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেনগুলো ধারাবাহিক ও সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা। হিসাববিজ্ঞান লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে জাবেদা এবং স্থায়ীভাবে খতিয়ানে সংরক্ষণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই কোনো নির্দিষ্ট সময়ান্তে তার আর্থিক কার্যাবলির ফলাফল জানতে আগ্রহী। হিসাববিজ্ঞান এক্ষেত্রে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি, নিট লাভ বা নিট ক্ষতি এবং কারবারের মোট সম্পত্তি ও দায় আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায়। অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের আয় ও আয়-ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের দেনা-পাওনা, সম্পদ ও দায় তথা সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়। উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের এ শাখা পণ্যের ব্যয় লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম শাখা ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান হিসাব তথ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের চাহিদা মোতাবেক হিসাব উপস্থাপন করে; যা তাদেরকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফলাফল মূল্যায়ন ও অন্যান্য আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

২. সহায়ক উদ্দেশ্য

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ীভাবে লিখিত হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম সহায়ক উদ্দেশ্য। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধ করে সেই লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনের ভুল-ত্রুটি ও জালিয়াতি রোধ করা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে আয় বৃদ্ধি করা। একটি প্রতিষ্ঠানে যে বিভিন্ন ধরনের বাজেট প্রণয়ন করা হয় সেই বাজেট প্রস্তুতের জন্য যে তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আয়কর, বিক্রয়কর ইত্যাদি সম্পর্কে বিবৃতি প্রস্তুত করতে সাহায্য করা হিসাববিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য থেকেই আয়কর নির্ধারণের জন্য আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। দুর্নীতি, জুয়াচুরি, তহবিল তছরূপ প্রভৃতি রোধ করে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধকরণ এবং লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন থেকে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা যায়, লেনদেনসমূহের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য আগ্রহী পক্ষসমূহকে তাদের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে সঠিক হিসাব তথ্য প্রদান করাই হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাজ–১: হিসাববিজ্ঞানের ৫টি উদ্দেশ্য লেখ।

হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা বা উপকারিতা

হিসাববিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে উপকৃত হয় এবং বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে থাকে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো–
কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসায়ী হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে তার কারবারের লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের লাভ অথবা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারে। কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা হলে এ মামলায় একমাত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হিসাবের খাতাপত্রই বিচারকের নিকট প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা যেকোনো সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ মোট মূলধন, মোট দেনা, মোট পাওনা, মোট সম্পত্তি ও হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ইত্যাদি জানা যায়। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহের সম্পূর্ণ ও স্থায়ী দলিল হিসেবে বইতে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়। এতে করে ভবিষ্যতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রয়োজনে হিসাবের বই দেখে লেনদেন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য জানা যায়। বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ও মান ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। কারবার প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রশ্ন উঠলে সঠিকভাবে রাখা হিসাব বইয়ের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যথাযথ নিয়মে হিসাব রাখলে রেওয়ামিল তৈরির মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় এবং বিভিন্ন রকম চুরি ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করা যায়।

সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব রাখলে বর্তমান হিসাবকালের লাভ বা ক্ষতি এবং সম্পত্তি ও দায়-দেনার সাথে পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ বিষয়ের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, যা ভবিষ্যৎ নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবসায়ীকে সাহায্য করে থাকে। সুষ্ঠু ও দায়িত্বপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সঠিক বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক ও আয়কর নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে কারবারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়। লাভজনক ও অলাভজনক আয়-ব্যয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। সঠিক নিয়মে হিসাব রাখলে ঋণ গ্রহণের সুবিধা হয়। ঋণদাতা হিসাব সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে কারবার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক-উন্নতি করা সম্ভব হয়। কারবার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। কারবারের লেনদেনগুলোর সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হিসাব থাকলে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। হিসাববিজ্ঞান ভ্যাট সংক্রান্ত লেনদেনগুলোর সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও ভ্যাট নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে। সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে সম্পত্তি ও দায়-দেনার সঠিক অবস্থা জানা যায়। ফলে ব্যবসায়ী সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। হিসাবের মাধ্যমে বকেয়া দেনা-পাওনার বিবরণী প্রস্তুত করে যথাসময়ে দেনা পরিশোধ ও পাওনা আদায় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। হিসাব প্রতিবেদন, বাজেট, আয়-ব্যয় বিবরণী ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের উপর্যুক্ত সুবিধাগুলোর জন্য বর্তমানে ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানে হিসাব রাখা একটি অপরিহার্য কাজ হিসেবে পরিগণিত।

কাজ–২: হিসাববিজ্ঞানের ৫টি সুবিধা লেখ।

১.০৪ হিসাবতথ্যের ব্যবহার ও ব্যবহারকারি
Accounting Information

সাধারণ অর্থে তথ্য বলতে কোনো বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য সংগৃহীত উপাত্তকে বোঝায়। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের উপর বিভিন্ন উপাত্ত যেমন–প্রদেয় টাকার পরিমাণ, প্রাপ্য টাকার পরিমাণ, আয়কর, ভ্যাট, বিক্রয়কর, পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ, পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণসহ কারবারের যাবতীয় তথ্য ও উপাত্তসমূহকে একত্রে হিসাবতথ্য বলা হয়। এসব হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে মালিকপক্ষ জানতে পারে কারবারের আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা। বিনিয়োগকারী জানতে পারে, তার বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ অবস্থা। এসব বিভিন্ন হিসাবতথ্যের মাধ্যমে আয়কর কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, বিভিন্ন খাত থেকে কী পরিমাণ অর্থ আয়কর বাবদ সংগৃহীত হবে। সর্বোপরি সরকার হিসাব তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

যেহেতু হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য ব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত গবেষণা, চর্চা, ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে হিসাবসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কারের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় গতিশীল ভূমিকা রাখছে। ফলে হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাব তথ্যের উৎসসমূহ হলো: আয় বিবরণী, আর্থিক অবস্থার বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রভৃতি।

নিম্নে হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীদের ও তাদের ব্যবহারের কারণ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

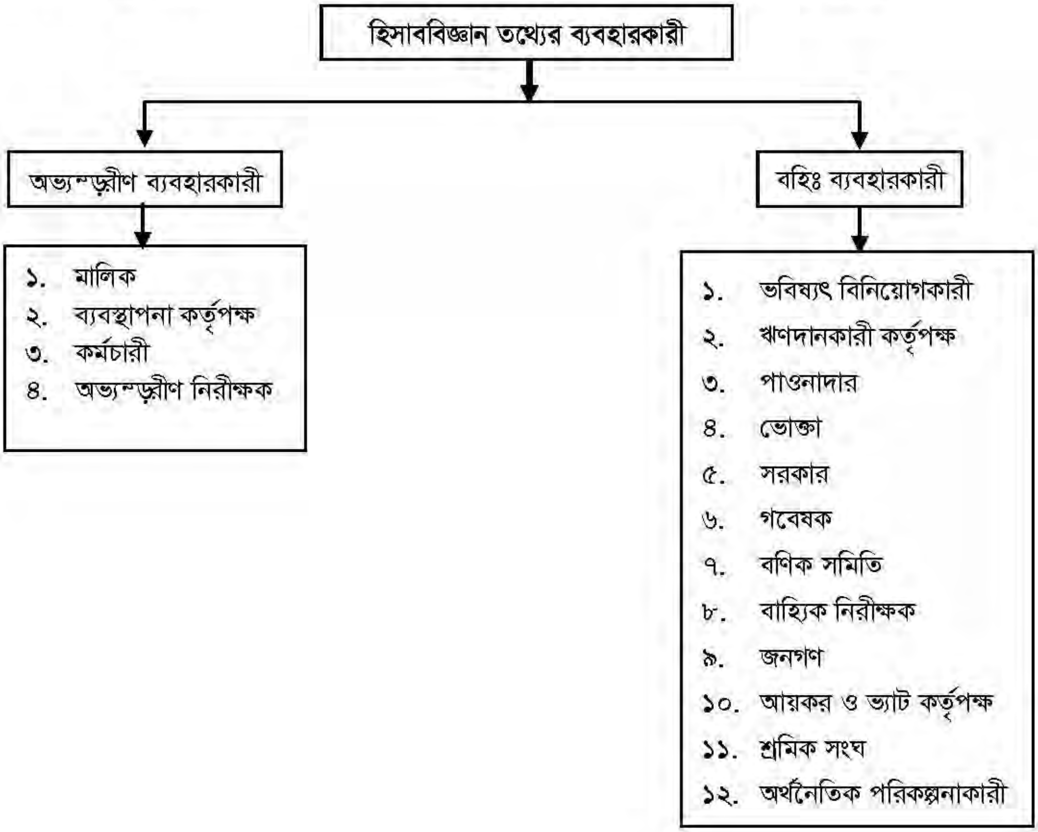

চিত্র: হিসাববিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী

মালিক: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পক্ষ হলো মালিক। তিনি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন। তিনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য জানতে আগ্রহী থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। ব্যবসায় তার বিনিয়োজিত মূলধন নিরাপদ কিনা, বিনিয়োগ থেকে কী পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতা, ব্যবস্যায় প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্য তিনি নানবিধ তথ্য জানতে আগ্রহী থাকেন।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষ পরিচালনার উপর। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আবার তখনই সফল হয় যখন তারা সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন। আর সঠিক পরিকল্পনা নির্ভর করে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর। কখন কী পরিমাণ পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় হবে, কোন উৎসে কখন কত টাকা ব্যয় হবে, কোন উৎস থেকে অর্থ পাওয়া যাবে কিংবা অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এভাবে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক নিয়োগ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তিনি এ তথ্য নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে প্রকৃত অর্জিত ফলাফলের সাথে তুলনা করে পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও বাস্তব কাজের সমস্যগুলো উদ্ঘাটন করেন। কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে থাকেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারি: হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীদের আর একটি অভ্যন্তরীণ পক্ষ হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারি। তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য থেকে জানতে পারেন যে, প্রতিষ্ঠান ও তাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের কাজের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের তথ্যের উপর ভিত্তি করেই মালিকদের সাথে তারা তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে ও তাদের দাবি আদায়ের যুক্তি তুলে ধরতে পারে।

বাহ্যিক পক্ষ (External Parties)

চিত্রঃ হিসাববিজ্ঞানে বহিঃ ব্যবহারকারী

পাওনাদারঃ পাওনাদারগণ সাধারণত প্রতিষ্ঠানকে ধারে পণ্য সরবরাহ করে থাকেন। ধারে পণ্য সরবরাহ করার পূর্বে তারা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তারা তাদের প্রাপ্য টাকা যথাসময় ফেরত পাবে কিনা এমন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ধারে পণ্য সরবরাহ করতে চাইবে না। এজন্য তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাচ্ছলতা, টাকা পরিশোধ করার শর্ত, পণ্যের ফরমায়েশের সময়কাল প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে তারা ধারে পণ্য বিক্রয় করে থাকে।

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ প্রদানের পূর্বে তাদের প্রদত্ত ঋণ ও সুদ যথাসময়ে আদায় হবে কিনা তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার ঋণ প্রদান করবে না। এজন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ প্রদানের পূর্বে এ অর্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন খাতে বিনিয়োগ করবে, সে বিনিয়োগ থেকে কখন কীভাবে অর্থ ফেরত আসবে, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাচ্ছলতা, প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ঋণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেই ঋণ প্রদান করে থাকে।

সরকারঃ দেশের সরকার যেকোনো সময় তাদের প্রয়োজনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সময়মতো কর, ভ্যাট ও অন্যান্য কর পরিশোধ করছে কিনা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়েনে প্রতিষ্ঠনটি কী অবদান রাখছে, প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কী সহয়োগিতা করলে এর উন্নয়ন ও প্রসার ঘটবে প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বিনিয়োগকারী: বিনিয়োগকারীগণ সব সময়ে চাইবেন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে এবং তাদের বিনিয়োগ যাতে ঝুঁকিমুক্ত থাকে। তাই তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোন খাতে ব্যবহার করবে, তার ভবিষ্যৎ মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কী হবে, বিনিয়োগ থেকে কী পরিমাণ ও কতদিন মুনাফা পাওয়া যাবে প্রভৃতি বিষয় তারা হিসাব-নিকাস করে বিনিয়োগ করে থাকে। তাই এসব বিষয় হিসাব-নিকাসের জন্য বিনিয়োগকারীগণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করে থাকেন।

ভোক্তা: ভোক্তা হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। মূলত এ ভোক্তাদেরকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম আবর্তিত হয়ে থাকে। তাদেরকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে খুশি রাখতে হয়। কারণ কোনো কারণে ভোক্তা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যক্রম ব্যাহত হবে। এ ভোক্তাগণ প্রতিষ্ঠানের যে পণ্য ভোগ করছেন তার গুণগত মান কী, মূল্য ও মানের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা, নিয়মিত পণ্য সরবারহ পাওয়া যাবে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে তারা তথ্য জানতে আগ্রহী থাকেন।

গবেষক: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখছে তা গবেষকগণের গবেষণার বিষয়। গবেষকগণের এ বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। গবেষকদের প্রাপ্ত গবেষণার ফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজে, সরকার, বিভিন্ন সংস্থা আবার তাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে।

বণিক সমিতি: বণিক সমিতির প্রধান কাজ হলো ব্যবসায়-বাণিজ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে একটি সু-সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এতে সমাজের সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন, দেশের ও জনগণের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বণিক সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। এসব কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে করতে হলে তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যের প্রয়োজন হয়।

বাহ্যিক নিরীক্ষক: অনেক সময় মালিক পক্ষের প্রয়োজনে কিংবা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে বাহ্যিক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করে হিসাবের সঠিকতা নির্ণয়, ভুল-ত্রুটি, জালিয়াতি ও প্রতারণা উদঘাটন করে থাকে। এমনকি অনেক সময় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শও প্রদান করে থাকে। নিরীক্ষকদের এসব কাজে প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য প্রয়োজন হয়।

জনগণ: সমাজের সাধারণ মানুষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতি ও অবনতির অবস্থা জানতে চায়। তারা জানতে চায়, প্রতিষ্ঠানটি দেশের ও জনগণের কী স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক পরিবেশে কীভাবে অনুকূল ও প্রতিকুল প্রভাব বিস্তার করছে। এসব বিষয় জানার জন্য তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্যক্রম জানতে আগ্রহী থাকে।

আয়কর কর্তৃপক্ষ: আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর আরোপ ও আদায় করে থাকে। প্রতিষ্ঠান নিয়ম মোতাবেক কর নির্ধারণ করে যথাসময়ে পরিশোধ করছে কিনা তা তাদের জানা দরকার। আর এ জন্যই কর-সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে আয়কর কর্তৃপক্ষ আগ্রহী থাকে।

শ্রমিকসংঘ: শ্রমিকসংঘ সাধারণত শ্রমিকদের নানাবিধ দাবি ও অধিকার আদায়ের জন্য কখনও মালিক কখনও সরকারে সাথে আলোচনা ও সমঝোতা করে। এসব বিষয় আলোচনার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য মালিক বা সরকারের নিকট উপস্থাপন করে তাদের দাবির যৌক্তিক উপস্থাপন করে থাকে। আর এজন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করতে হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা দরকার। আর এ পরিকল্পনার জন্য দরকার হিসাব তথ্য যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সরবরাহ করে থাকে।

কাজ–৩ঃ নিম্নলিখিত হিসাবতথ্য ব্যবহারকারীগণের কারা অভ্যন্তরীণ এবং কারা বাহ্যিক-সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঘরে (√) চিহ্ন দাও।

তথ্য ব্যবহারকারী	অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী	বাহ্যিক ব্যবহারকারী
১. ভোক্তা		
২. আয়কর ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষ		
৩. কর্মচারি		
৪. পাওনাদার		
৫. ঋণদানকারী কর্তৃপক্ষ		
৬. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক		
৭. মালিক		
৮. সরকার		
৯. গবেষক		
১০. বণিক সমিতি		
১১. বাহ্যিক নিরীক্ষক		
১২. জনগণ		
১৩. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ		

১.০৫ লেনদেন ও এর বৈশিষ্ট্য
Nature and Features of Business Transaction

চিত্রঃ লেনদেন

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত নানাবিধ ঘটনা ঘটে থাকে। এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কোনো কোনো ঘটনা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হয় সম্পত্তি কিংবা দায় কিংবা মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। অন্যদিকে কোনো কোনো ঘটনা এসব উপাদানকে প্রভাবিত করে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেসব ঘটনা সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন ঘটায় এগুলোকে হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় লেনদেন। যেগুলো পরিবর্তন ঘটায় না তাকে শুধু ঘটনা বলা হয়। যদি অন্যভাবে বলা যায়, যেসব ঘটনা হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোর (Assets = Liabilities + Owners Equity) এক বা একাধিক উপাদানের পরিবর্তন ঘটায় তাই লেনদেন। উদহারণস্বরূপ বলা যায়ঃ মালিক কারবারে ১,০০,০০০ টাকা মূলধন বাবদ বিনিয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে কারবারের নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে মালিকানা স্বত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এটি একটি লেনদেন। আবার যদি বলা হয়, ৫,০০০ টাকা বেতন প্রদানের শর্তে একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করা হলো-এটি একটি ঘটনা কিন্তু লেনদেন হবে না। কারণ এ ঘটনা দ্বারা হিসাব সমীকরণের কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।

বৈশিষ্ট্য: আর্থিক লেনদেনগুলো যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে–

- প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে তবে হিসাবখাত দুয়ের অধিক হতে পারে।
- দুটি পক্ষের মধ্যে সমপরিমাণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
- আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য (টাকায়, ডলার, রুপি) হবে।
- প্রত্যেকটি লেনদেন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হবে।
- লেনদেন দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য উভয় প্রকৃতির হতে পারে।
- প্রত্যেকটি লেনদেনের উৎস ও প্রামাণ্য দলিল থাকবে।
- লেনদেন ইতিবৃত্তীয় হতে পারে।

কাজ—৪: নিচের ছবি দেখে কোনটি লেনদেন এবং কোনটি লেনদেন নয় কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

চিত্রঃ লেনদেন

নিম্নে একটি লেনদেন দ্বারা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রমাণ মিলবে–

মি. আকাশ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। এ ঘটনায় মি. আকাশ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুটি পক্ষ জড়িত। এখানে মি. আকাশ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ মি. আকাশের নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে ব্যবসায়ের নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায়। কারণ এখানে ৫০,০০০ টাকার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এটি দৃশ্যমান লেনদেন। মি. আকাশের নিকট অর্থ গ্রহণের সময় রশিদ প্রদান করা হয়েছে যা লেনদেনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ লেনদেনটি অন্য কোনো ঘটনা বা লেনদেনের উপর নির্ভরশীল নয় বিধায় এটি একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র লেনদেন। অতএব সবদিক বিবেচনায় এ ঘটনাটি একটি লেনদেন।

কাজ—৫: নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে লেনদেনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর:

১. জনাব সাদমান ৫০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।
২. তিনি ১২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন এবং ১৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন।
৩. ৬,০০০ টাকা বেতনে একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করেন।
৪. তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা কারবার হতে উত্তোলন করেন।
৫. তিনি একটি আলমারি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১.০৬ হিসাব সমীকরণ ও হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব
Accounting Equation and its Effects

চিত্র: হিসাব সমীকরণ

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেন বিশেষণ করলে দ্বৈতসত্তা বা দুটি পক্ষ পাওয়া যায়। যার একটি ডেবিট ও অন্যটি ক্রেডিট। লেনদেনের এ দ্বৈত সত্তার উপর ভিত্তি করে আধুনিক হিসাববিজ্ঞানীগণ একটি গাণিতিক সূত্র প্রবর্তন করেন যা হিসাবসমীকরণ নামে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায়, যে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যবসায়ের মোট সম্পত্তি ও মোট দায়ের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে হিসাব সমীকরণ বলে। এ সমীকরণের উপর ভিত্তি করেই হিসাববিজ্ঞানের দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

সমীকরণটি হলো: A = E

A = Asset (সম্পত্তি), E = Equity (দায়)

সমীকরণটি আরো বিশেষণ করা যায়:

A = L + O . E

A = Asset (সম্পত্তি), L = Liability (দায়),

O.E = Owner's Equity (মালিকানা স্বত্ব) (এখানে, দায় বলতে বহিঃদায়কে বুঝানো হয়েছে)

O.E কে আবার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উপাদান পাওয়া যায়–

O.E = C + R – E – D

C = Capital (মূলধন)

R = Revenue (রাজস্ব)

E = Expenses (খরচ)

D = Drawings (উত্তোলন)

সম্পত্তি: ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এমন দৃশ্য বা অদৃশ্য উৎস যার মালিকানা স্বত্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাকে সম্পত্তি বলা হবে। আসবাবপত্র, দালানকোঠা, সুনাম, কলকব্জা প্রভৃতি। সম্পত্তিসমূহ ভবিষ্যৎ আয় বা পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে। সকল সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে যা নগদ আন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। সম্পত্তির জন্য যে ব্যয় হয় তাকে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। সম্পত্তিসমূহ আবার ভবিষ্যতে ব্যবহারের ফলে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। আর যে হিসাবকালে যতটুকু সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পাবে তার আর্থিক মূল্যকে খরচ হিসাবে দেখাতে হবে। হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় এ খরচকে অবচয় বলে।

দায়:

প্রাপ্ত সুবিধার বিপরীতে প্রদেয় বা ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে এমন আর্থিক সম্পর্ককে দায় বলে। FASB দায়কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন "Probable future sacrifies of economic benifits." উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কর্মচারীগণ সারা মাস প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে কিন্তু বেতন প্রদান করা হয়নি। এখানে কর্মচারিদের নিকট থেকে সুবিধা নেয়া হয়েছে কিন্তু তার প্রতিদান বা আর্থিক মূল্য প্রদান করা হয়নি। এরূপ সুবিধা গ্রহণের পর প্রতিদান না দেয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিদানের আর্থিক মূল্যকে দায় বলে। তাহলে এখানে বকেয়া বেতন হবে দায়। অন্যদিকে ধারে পণ্য ক্রয়, ধারে সম্পত্তি ক্রয়, ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি দায়ের উদাহরণ।

মালিকানা স্বত্বঃ

প্রতিষ্ঠানের উপর মালিকের আর্থিক দাবি বা অধিকারকে মালিকানা স্বত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কারবারের মোট সম্পত্তি হতে বহিঃদায় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাকে মালিকানা স্বত্ব বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যত সম্পত্তি আছে তা থেকে মালিক ব্যতীত অন্য যারা টাকা পায় তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকার শুধু মালিকের। মালিকের অধিকারকে হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় মালিকানা স্বত্ব বলে। মালিকানা স্বত্বকে residual equityও বলা হয়ে থাকে।

রাজস্ব: পণ্য বা সেবা প্রদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য এমন আর্থিক মূল্যকে রাজস্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যা মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাকে রাজস্ব বলে। রাজস্বকে মুনাফা জাতীয় আয় বলে থাকে। এ আয়ের জন্য সর্বোচ্চ এক হিসাবকাল সুবিধা প্রদান করতে হয়। এ আয় অর্জনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে খরচ বলে। রাজস্বের জন্য সাধারণত নগদ অর্থের আন্তঃপ্রবাহ হয়ে থাকে। যেমন– বিক্রয়, সেবা, আয়, বিনিয়োগের সুদ প্রভৃতি।

খরচ: আয় অর্জনের জন্য সম্পদের যে অংশের উপযোগিতা নিঃশেষ হয় তাকে খরচ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যয় দ্বারা সর্বাধিক এক হিসাবকাল সুবিধা পাওয়া যায় তাকে খরচ বলে। খরচকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয়। খরচের জন্য সাধারণত মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। খরচের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের বহিঃপ্রবাহ হয়ে থাকে। বেতন, ভাড়া, অবচয়, পণ্য ক্রয় প্রভৃতি খরচের উদাহরণ।

উত্তোলন:

মালিক কারবার থেকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোনো সম্পত্তি বা পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করে কিংবা তার ব্যক্তিগত কোনো খরচ কারবার থেকে পরিশোধ করলে তাকে উত্তোলন বলে। উত্তোলনের ফলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। উত্তোলনকে অনেকে বিপরীত মূলধনও বলে থাকেন। কারণ আগে উত্তোলনকে সরাসরি মূলধনের সাথে সমন্বয় করা হতো। এতে অনেক সময় জটিলতা দেখা দেয়ায় এখন উত্তোলনকে আলাদা শ্রেণির হিসাবে দেখানো হয়।

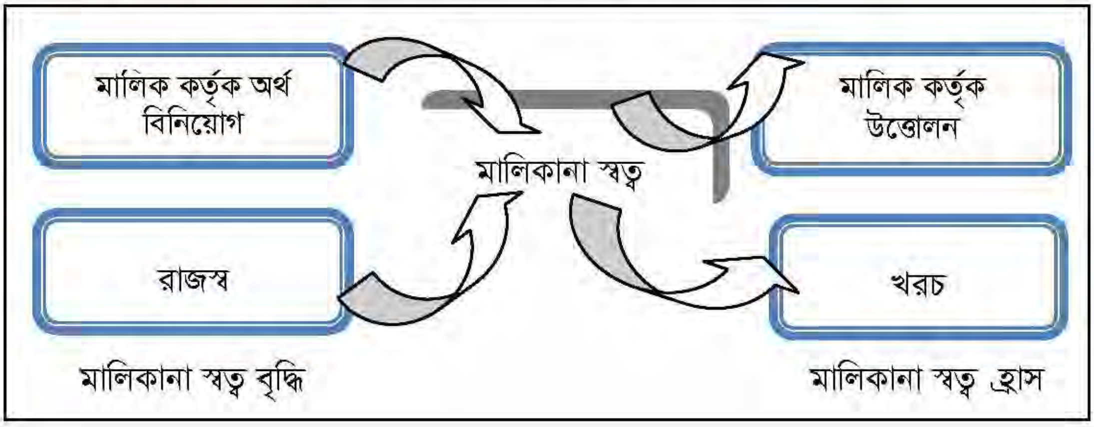

নিচে কতিপয় লেনদেন কীভাবে হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হলো:

লেনদেন: ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি কামাল ৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি আইন ব্যবসায় শুরু করলেন।

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
জের	৫,০০০				৫,০০০				

ব্যাখ্যা: এ লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণে একদিকে যে পরিমাণ নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তত পরিমাণ মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেনদেন: ৩ তারিখ চেম্বার ভাড়া বাবদ ১,০০০ টাকা প্রদান করা হলো

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
জের	৪,০০০				৪,০০০				

ব্যাখ্যা: ভাড়া প্রদানের ফলে একদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পায়। অন্যদিকে মালিকানা স্বত্বও হ্রাস পায়। আগের ৫,০০০ টাকা সম্পত্তি থেকে ১,০০০ টাকা সম্পত্তি হ্রাস পেয়ে সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,০০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্বও ১,০০০ টাকা হ্রাস পেয়ে ৪,০০০ টাকা হয়েছে।

লেনদেন: ৭ তারিখ নগদে ২,৫০০ টাকার আইন সেবা প্রদান করা হলো

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
জের	৬,৫০০				৬,৫০০				

ব্যাখ্যা: নগদে আইন সেবা প্রদানের ফলে একদিকে নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্বও বৃদ্ধি পায়। ফলে উভয় পাশে নগদ সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব ২,৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি পাওয়ায় উভয়পাশের যোগফল দাঁড়ায় ৬,৫০০ টাকা।

লেনদেন: ১২ তারিখ নগদে ১,০০০ টাকার আইন বই ক্রয় করা হলো।

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
১২	(১,০০০)		১,০০০						
জের	৬,৫০০				৬,৫০০				

ব্যাখ্যাঃ নগদে বই ক্রয়ের ফলে একদিকে বই সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে। ফলে সম্পত্তি পাশে বই সম্পত্তি ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি ১,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সম্পত্তি ও দায়ের পাশে মোট যোগফলের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ লেনদেনটি দ্বারা হিসাবসমীকরণে একটি সম্পত্তি বাড়ছে এবং আর একটি সম্পত্তি কমছে। এ লেনদেনটি মূলত সম্পত্তির কাঠামোগত পরিবর্তন করেছে।

লেনদেনঃ ১৫ তারিখ করিমের নিকট ঋণ নেয়া হলো ২,০০০ টাকা।

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় +	মালিকান স্বত্ব			
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
১২	(১,০০০)		১,০০০						
১৫	২,০০০				২,০০০				
জের	৮,৫০০				৮,৫০০				

ব্যাখ্যাঃ ঋণ গ্রহণের কারণে একদিকে নগদ সম্পত্তি ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে দায় ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উভয় দিকের যোগফল ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৫০০ টাকা হয়েছে।

লেনদেন: ২০ তারিখে কামাল ব্যবসায় থেকে ১,৫০০ টাকা উত্তোলন করেন।

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় +	মালিকান স্বত্ব			
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
১২	(১,০০০)		১,০০০						
১৫	২,০০০				২,০০০				
২০	(১,৫০০)								(১,৫০০)
জের	৭,০০০				৭,০০০				

ব্যাখ্যাঃ মালিক ব্যবসায় থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করায় একদিকে নগদ সম্পত্তি ১,৫০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে মালিকানা স্বত্বও সমপরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে উভয় দিকে ১,৫০০ টাকা হ্রাস পেয়ে ৭,০০০ টাকা হয়েছে।

উদাহরণঃ ১ ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি জনাব আব্দুল কুদ্দুস নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ে সম্পাদিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিলঃ

২০১২

জানুয়ারি-১ ব্যাংকে ৩,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো।
" ৩ নগদে ৫০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
" ৪ পণ্য বিক্রয় করে ২,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
" ৫ বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদান করা হলো ৫০ টাকা।
" ৭ ভাড়া ২০০ টাকার চেক প্রদান করা হলো।
" ১০ ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ ও ধারে পণ্য বিক্রয় ৩,০০০ টাকা।
" ১১ মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৩০০ টাকা।

করণীয়ঃ লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

সমাধানঃ ১

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকানা স্বত্ব				
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	প্রাপ্য হিসাব		প্রদেয় হিসাব	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
১	(৩,০০০)	৩,০০০							
৩	(৫০০)							(৫০০)	
৪	২,০০০						২,০০০		
৫	(৫০)							(৫০)	
৭		(২০০)						(২০০)	
১০					২,০০০			(২,০০০)	
১০			৩,০০০				৩,০০০		
১১								৩০০	(৩০০)
	৩,৪৫০	২,৮০০	৩,০০০	=	২,০০০	৫,০০০	৫,০০০	(২,৪৫০)	(৩০০)

কাজ–৬ঃ নিচের লেনদেনগুলো হিসাবসমীকরণে প্রভাব দেখাও।

মি. জামানের ২০১৩ সালের জুন মাসে নগদ ৪,০০০ টাকা, প্রাপ্য হিসাবে ১,৫০০ টাকা, সাপ্লাইজ ৫০০ টাকা, অফিস সরঞ্জাম ৫,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব ৪,২০০ টাকা ও মূলধনের জের ছিল ৬,৮০০ টাকা। জুন মাসের অন্যান্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. প্রাপ্য হিসাবের ১,৫০০ টাকা পাওয়া গেল।
২. প্রদেয় হিসাবের ২,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
৩. সেবা প্রদান করে নগদ ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১,০০০ টাকা পাওয়া রইল।
৪. অফিস সরঞ্জাম নগদে ক্রয় করা হলো আরো ১,০০০ টাকার।
৫. জামান সাহেব ব্যবসায় থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে বাসার জন্য খরচ করেন।

বেতন প্রদান করা হলো ১,২০০ টাকা ও ভাড়া প্রদান করা হলো ৮০০ টাকা।

১.০৭ হিসাব ও হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

Accounts and its Classification

চিত্রঃ শ্রেণিবিভাগ

সাধারণভাবে বলা যায় যে, লেনদেনের শ্রেণিবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণীই হলো হিসাব। আর্থিক লেনদেনগুলো বিশ্লেষণ করলে একাধিক হিসাবখাত পাওয়া যায়। লেনদেন থেকে সমজাতীয় হিসাবখাতগুলো নির্দিষ্ট শিরোনামে হিসাববিজ্ঞানের নিয়ম মোতাবেক সাজিয়ে লেখাকে হিসাব বলে। যেমন–আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা। এখানে আসবাবপত্র একটি হিসাবখাত এবং নগদান আর একটি হিসাবখাত। আবার বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা। এখানে বেতন একটি হিসাব খাত এবং নগদান আর একটি হিসাবখাত। এখন আসবাবপত্র ক্রয়ের নগদান হিসাব খাত ও বেতন প্রদানের নগদান হিসাব খাত যদি একটি সুনির্দিষ্ট ছকে নগদান শিরোনামে লেখা হয় তখন এ নগদান হবে একটি হিসাব। আবার নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা। এখানে নগদ একটি হিসাব খাত এবং ক্রয় আর একটি হিসাব। অন্যদিকে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা। এখানে ক্রয় একটি হিসাব এবং প্রদেয় একটি হিসাব। এখন নগদ ক্রয়ের ক্রয় হিসাব খাত ও ধারে ক্রয়ের ক্রয় হিসাব খাত যদি ক্রয় শিরোনামে নির্দিষ্ট ছকে লেখা হয় তখন ক্রয় হবে আর একটি হিসাব। এভাবে বিভিন্ন লেনদেনের একই হিসাবখাতগুলো একটি নির্দিষ্ট ছকে ও নির্দিষ্ট শিরোনামে একত্রিত বা শ্রেণিবদ্ধ করাকে হিসাব বলে। একে হিসাবের শ্রেণিবদ্ধকরণও বলা হয়ে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের মূল কাজটি মূলত এখান থেকে শুরু হয়। লেনদেনকে নির্দিষ্ট শিরোনামে হিসাবভুক্ত করলে কোন হিসাবে কী পরিমাণ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে তা জানা যায়। হিসাবের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। হিসাবের জের দিয়েই মূলত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। হিসাবের জের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের দেনা, পাওনা, সম্পত্তি, দায়ের অবস্থা জানা যায়। এ হিসাবগুলোর জেরগুলো দ্বারা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নিম্নে হিসাবের কাঠামো দেখানো হলো–

তিন কলাম বা চলমান জের ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম

হিসাবের শিরোনাম

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রো. ফ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	উদ্বৃত্ত	
					ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)

T ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম

ডেবিট হিসাবের শিরোনাম ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা

প্রত্যেকটি হিসাবের ছকের উপর যে হিসাবখাতগুলো একত্র করা হবে সেই হিসাবখাতের নাম লিখতে হবে। যেমন সব নগদ হিসাবখাতগুলো একত্র করা হলে তখন শিরোনাম হবে নগদান হিসাব। যদি সব বেতন হিসাবখাতগুলো একত্র করা হয় তখন শিরোনাম হবে বেতন হিসাব। T ছকে হিসাব প্রস্তুত করা হলে এছকে দুটি পাশ থাকে যার বাম পাশকে বলা হয় ডেবিট এবং ডান পাশকে বলা হয় ক্রেডিট। ছকে ডেবিট পাশে একটি টাকার ঘর থাকে এবং ক্রেডিটের আর একটি টাকার ঘর থাকে। বিবরণ বা হিসাবে শিরোনাম ঘরে যে হিসাবগুলো একত্র করা হয় সেই হিসাবখাতের সাথে প্রত্যেকটি লেনদেনে আর একটি হিসাবখাত জড়িত থাকে। সেই হিসাব খাতটি লেখা হয়। যেমন– নগদ ক্রয় ২,০০০ টাকা। এখানে নগদান একটি হিসাবখাত এবং ক্রয় একটি হিসাব খাত। যদি নগদান হিসাব প্রস্তুত করা হয় তবে এ লেনদেনের সাথে ক্রয় আর একটি হিসাবখাত জড়িত। যদি নগদান হিসাব প্রস্তুত করা হয় তবে হিসাব শিরোনামের ঘরে ক্রয় লিখতে হয়। অন্যদিকে যদি ক্রয় হিসাব প্রস্তুত করা হয় তখন হিসাব শিরোনাম ঘরে নগদান লিখতে হয়। রেফারেন্স বা জাবেদা পৃষ্ঠা ঘরে লেনদেনটি জাবেদা বইয়ের যে পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয় সে পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করতে হয়। সর্বশেষ প্রত্যেকটি হিসাবের জের নির্ণয় করতে হয়। T ছক ব্যবহার করলে ডেবিট বা ক্রেডিট যে পাশে টাকার পরিমাণ বেশি থাকে সেই পাশের বিপরীত পাশে জের টানে উভয় পাশ মিলিয়ে দিতে হয়। অন্যদিকে চলমান জের পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জের নির্ণয় হয়ে যায় বিধায় আলাদাভাবে জের নির্ণয় করতে হয় না। সাধারণত সম্পত্তি, ব্যয় ও উত্তোলন সংক্রান্ত হিসাবগুলোর ডেবিট পাশ বড় থাকে। অন্যদিকে দায়, আয় ও মূলধন সংক্রান্ত হিসাবগুলোর ক্রেডিট পাশ বড় থাকে। যদি ডেবিট পাশ বড় থাকে তখন তাকে ডেবিট উদ্বৃত্ত বলে । আর ক্রেডিট পাশ বড় থাকলে তাকে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত বলে। T ছকে হিসাবের জের নির্ণয় করে আবার ডেবিট ও ক্রেডিট ঘরের টাকা দুটি দাগ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যদিকে চলমান জের ছকে হিসাব এভাবে দাগ দিয়ে বন্ধ করা হয় না।

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

প্রত্যেকটি লেনদেন বিশ্লেষণ করলে হিসাবসমীকরণে যে ৬টি হিসাব খাত আছে তার এক বা একাধিক হিসাব খাতের সাথে অবশ্যই মিলে যাবে। তাই হিসাব সমীকরণের ভিত্তিতে ৬ শ্রেণির হিসাব পাওয়া যায়।

যেমন–সম্পত্তি, দায়, মূলধন, খরচ ও রাজস্ব, উত্তোলন। এ হিসাব সমীকরণের উপর ভিত্তি করে হিসাবকে এভাবে ভাগ করা যায়–

এখনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি লেনদেন দ্বারা হিসাবখাতগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমেই হিসাবখাতগুলো অর্থাৎ সম্পত্তি, দায়, মূলধন, রাজস্ব, খরচ ও উত্তোলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তারপর লেনদেনটি বিশ্লেষণ করলে হিসাবখাতগুলো সহজে বের করা যাবে। নিচে কতিপয় লেনদেন থেকে হিসাবখাত চিহ্নিত করা হলো।

লেনদেন	বিশ্লেষণ	হিসাবখাত
আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা	এখানে আসবাবপত্র ক্রয়ের ফলে নগদ টাকা ব্যবসায় থেকে কমে গেছে অন্যদিকে ব্যবসায় আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। নগদ একটি সম্পত্তি , অন্যদিকে আসবাবপত্র আর একটি সম্পত্তি।	নগদান (সম্পদ) আসবাবপত্র (সম্পদ)
বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা	বেতন প্রদান করা হলে একদিকে ব্যবসায় থেকে নগদ টাকা কমে গেছে। অন্যদিকে কর্মীর নিকট থেকে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বেতন প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের জন্য এটি একটি খরচ এবং খরচের নাম হবে বেতন। সুতরাং বেতন একটি হিসাবখাত।	নগদান (সম্পদ) বেতন (রাজস্ব)
ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা	পণ্য ক্রয় একটি খরচ। খরচের নাম ক্রয়। অন্যদিকে ধারে পণ্য ক্রয়ের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়ের নাম প্রদেয় হিসাব।	ক্রয় (খরচ) প্রদেয় হিসাব (দায়)
নগদে বিক্রয় ২০,০০০ টাকা	এখানে বিক্রয় একটি রাজস্ব। রাজস্বের নাম বিক্রয়। অন্যদিকে বিক্রয়ের দরুন ব্যবসায়ে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।	বিক্রয় (রাজস্ব) নগদ (সম্পত্তি)
ধারে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা	বিক্রয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্ব। অন্যদিকে ধারে বিক্রয় করায় টাকা পাওনা আছে। কারো কাছে টাকা পাওনা থাকা এটা একটি সম্পত্তি।	বিক্রয় (রাজস্ব) প্রাপ্য হিসাব (সম্পদ)
মালিক কর্তৃক ২,০০০ টাকা উত্তোলন	একদিকে উত্তোলন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে।	উত্তোলন নগদ (সম্পত্তি)
পূর্বে ধারে পণ্য ক্রয়ের টাকা পরিশোধ করা হলো ১,০০০ টাকা।	পূর্বের ধারে ক্রয়ের টাকা পরিশোধ করা হলে একদিকে দায় হ্রাস পায় (প্রদেয় হিসাব) অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পায়।	প্রদেয় হিসাব (দায়) নগদান (সম্পত্তি)
পূর্বের ধারে বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।	ধারে বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেলে একদিকে ব্যবসায়ে নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে পাওনা টাকা (প্রাপ্য হিসাব) হ্রাস পায়।	নগদান (সম্পত্তি) প্রাপ্য হিসাব (সম্পত্তি)
যন্ত্রপাতির অবচয় ধার্য করা হলো ২০০ টাকা	যন্ত্রপাতির অবচয় ব্যবসায়ের জন্য একটি খরচ। অন্যদিকে অবচয়ের জন্য যন্ত্রপাতি সম্পত্তি হ্রাস পাবে।	অবচয় (খরচ) যন্ত্রপাতি (সম্পত্তি)
অগ্রিম বিমা পরিশোধ করা হলো ১,০০০ টাকা	অগ্রিম বিমা পরিশোধ করা হলে একদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পায়। অন্যদিকে অগ্রিম বিমার জন্য ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যায়।	অগ্রিম বিমা (সম্পত্তি) নগদান (সম্পত্তি)
দালান ক্রয় ৫,০০০ টাকা	দালান ক্রয় করার জন্য একদিকে দালান সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে।	দালান (সম্পত্তি) নগদ (সম্পত্তি)

কাজ-৭: নিম্নের লেনদেনগুলো ব্যাখ্যাসহ হিসাবখাত নির্ণয় কর।

১. কারবারে ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হলো।
২. নগদে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. ধারে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা ।
৪. নগদে পণ্য বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
৫. আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৬. ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
৭. বেতন অগ্রিম প্রদান করা হলো ১,৫০০ টাকা।
৮. অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে ৫০০ টাকা।
৯. আসবাবপত্র বিক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা।
১০. সরবরাহ ক্রয় ১,০০০ টাকা।

কাজ—৮: নিম্নলিখিত হিসাব খাতগুলো হতে কোনটি কোন শ্রেণির তা সংশ্লিষ্ট কলামে টিক (√) চিহ্ন দাও।

বিবরণ / হিসাবের নাম	সম্পদ	খরচ	উত্তোলন	রাজস্ব	দায়	মূলধন
১. দালানকোঠা						
২. বেতন						
৩. মূলধন						
৪. পণ্য উত্তোলন						
৫. ঋণ প্রদান						
৬. ঋণ গ্রহণ						
৭. দেনাদারবৃন্দ						
৮. পাওনাদারবৃন্দ						
৯. মূলধনের সুদ						
১০. বিনিয়োগ						
১১. বিনিয়োগের সুদ						
১২. ঋণের সুদ প্রদান						
১৩. ঋণের সুদ প্রাপ্তি						
১৪. মেরামত						
১৫. শিক্ষানবিস সেলামি						
১৬. শিক্ষানবিস ভাতা						
১৭. বিমা সেলামি						
১৮. জীবন বিমা প্রিমিয়াম						
১৯. আয়কর						
২০. ইউনাইটেড ক্লাব						
২১. অগ্রিম প্রাপ্ত ভাড়া						
২২. অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া						
২৩. বকেয়া বেতন						
২৪. অগ্রিম বেতন						
২৫. বিজ্ঞাপন						
২৬. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন						
২৭. আন্তঃফেরত						
২৮. বহিঃফেরত						
২৯. আন্তঃপরিবহন						

১.০৮ অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক
Relationship of Accounting with other Subject

চিত্র: হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী

হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান এককভাবে কার্যাবলি সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না। কার্যসম্পাদনে হিসাববিজ্ঞানের সাথে যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

১. **হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি (Accounting and Information Technology):** হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো আর্থিক তথ্য সরবরাহ করা। সাম্প্রতিককালে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছে। দ্রুত এবং সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য তাই IT সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানীদের মৌলিক জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ IT ব্যবহারের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের কাজ স্বল্প সময়ে করা সম্ভব। তাই কম্পিউটার পরিচালনা, কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকলে হিসাববিজ্ঞান তথ্য পদ্ধতির নকশা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং বৈদ্যুতিক উপাত্ত প্রক্রিয়া Electronic data processing করা সহজ হয়। তাই তথ্য প্রযুক্তির সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

২. **পরিসংখ্যান বিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান (Statistics & Accounting):** আধুনিক যুগে পরিসংখ্যান বিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান একই জাতীয় বিষয় বলে গণ্য হয়। কারণ পরিসংখ্যানের কাজ হলো বিভিন্ন ঘটনার পরিমাণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা, শ্রেণিবদ্ধ করা, বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষিত উপাত্তগুলো সংশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করা। পরিসংখ্যানবিদ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যাবলির উপর ভিত্তি করে সংশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে হিসাববিজ্ঞানকে (i) আর্থিক উপাত্তগুলোর সংগ্রহ ও পরিমাপ (ii) লিপিবদ্ধকরণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ (iii) সংক্ষিপ্তকরণ প্রণয়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং (iv) বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যাকরণ-এ চারটি প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করে হিসাবনিকাসকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলো পরিসংখ্যান বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। কাজেই দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৩. **গণিতশাস্ত্র ও হিসাববিজ্ঞান (Mathematics & Accounting):** হিসাবশাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গণিত শাস্ত্রের প্রয়োগ অপরিহার্য। বিভিন্ন হিসাবের বহিতে অঙ্কের ঘরে লেনদেন সম্পর্কিত টাকার অঙ্কগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে সেগুলোকে গাণিতিক যোগ, বিয়োগ প্রভৃতির সাহায্যে নিরূপণ করে নিতে হয়।

৪. **হিসাববিজ্ঞান ও আইন (Accounting & law):** দেশের প্রচলিত আইন হিসাবনিকাসকরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হিসাব-নিকাসকে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন মেনে হিসাব-নিকাস সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিবরণী প্রভৃতি প্রস্তুত করতে হয়। যেমন–১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানিকে হিসাবপত্রের বই রাখতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। অনুরূপভাবে অংশীদারি কারবারকে অংশীদারি আইন লিপিবদ্ধের বিধানাবলি মেনে চলতে হবে। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সম্পত্তির মালিকানা পাওয়া না যায় ততক্ষণ সংশিষ্ট সম্পত্তিকে সম্পত্তিরূপে হিসাবভুক্ত করা যায় না।
সুতরাং হিসাব-নিকাসকে দেশে প্রচলিত আইন-কানুন মেনে হিসাব-নিকাসকরণ কার্য সমাধান করতে হয়। কাজেই আইন বিষয়ের সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

৫. **অর্থবিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান (Economics & Accounting):** অর্থনীতির একটি শাখা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ। সেজন্য অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। অসীম অভাব ও সসীম সম্পত্তির মধ্যে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করাই অর্থনীতির কাজ। আর হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো মানুষের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য সরবরাহ করা। অর্থনীতি যখন সামগ্রিকভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার আচরণ নিয়ে আলোচনা করে হিসাববিজ্ঞান তখন প্রতিটি ক্রেতা-বিক্রেতাকে কোনো বিশেষ আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে। কাজেই দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞান ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯ –১৯৪৫) পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিবিদগণের হিসাববিজ্ঞানের ডেবিট ও ক্রেডিট নীতির উপর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। বাস্তব প্রেক্ষাপটে তারা মানুষের আচার-আচরণ বিচার-বিশ্লেষণ করে যেকোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনীতিবিদগণ যেসব পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন তার প্রতিটিই হিসাবরক্ষক সরবরাহ করেন। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা অর্থবিদ্যার কাজ। ঠিক তেমনি হিসাবশাস্ত্রের কাজ হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা। লিপিবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ করা, সামগ্রিক লেনদেনের সংক্ষিপ্তাকার প্রস্তুত করা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। অর্থনীতিবিদগণ বলেন, উৎপাদনের উপাদান হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

৬. **হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা (Accounting & Management):** হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। হিসাববিজ্ঞানকে অনেক সময় ব্যবস্থাপনার অঙ্গ বলা হয়। অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা একে অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। কারণ আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে হিসাববিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান যাবতীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। যার ফলে ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুচারুভাবে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। ব্যবস্থাপনা শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নয় ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।
অতএব, ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যকে ভিত্তি করেই হিসাব রাখা হয়, অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞানকে পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপকগণ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপনীত হন। কাজেই হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপক খুব কাছাকাছি অবস্থান করে ব্যবসা পরিচালনা করে।

হিসাববিজ্ঞান কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের আলোকে যেসব আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা ব্যবহার করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী কঠিন সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞান তথ্যের সাহায্যে হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবস্থাপনার সহায়ক বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

৭. **হিসাববিজ্ঞান ও কম্পিউটার (Accounting & Computer):** আধুনিক বিশ্বে হিসাববিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের মধ্যে অত্যন্ত কার্যকর সম্পর্ক বিরাজমান। কম্পিউটার মূলত একটি গণনাকারী যন্ত্র। অধুনা হিসাববিজ্ঞানে এ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফলে কম্পিউটারের মাধ্যমে কোটি কোটি গাণিতিক সমস্যা ধারণ করে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে তার সমাধান করা সম্ভব। অপরদিকে হিসাববিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকার লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ ও ফলাফল নির্ণয় করা হয়। যাতে প্রচুর সময় ও শ্রমশক্তির দরকার হয় তবুও হিসাবের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কম্পিউটার এসব বাধা অপসারণ করেছে। কারণ নির্দিষ্ট ছক ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুল হিসাব তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এতে সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করা যায়। এছাড়া কম্পিউটারের সাহায্যে অল্প সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনভিত্তিক হিসাব তৈরি, সংরক্ষণ এবং অনুপাতের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

কম্পিউটার প্রয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে।

অতএব, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি তথ্য ও তথ্যের ফলাফল প্রদানের সাথে সংশিষ্ট বা হিসাববিজ্ঞানের একটি অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। তাই হিসাববিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

উপরিউক্ত উপাদানগুলোর উৎপাদন কার্য হতে আয়রূপে যথাক্রমে ভাড়া, মজুরি, সুদ ও মুনাফা প্রাপ্ত হয়। আর্থিক হিসাবরক্ষকগণ উক্ত বিষয়গুলো হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধকরণ এবং হিসাবনিকাসকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণকে বা প্রতিষ্ঠানকে এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলি সরবরাহ করেন। মোটকথা হিসাববিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা একে অপরের ঘনিষ্ঠ সহায়ক বলে গণ্য করে।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ**

সলিহিন হোসেনের প্রতিষ্ঠানে এপ্রিল মাসে নিম্নলিখিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে:

(১) নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৮,০০০ টাকা।

(২) আসবাবপত্রের উপর ২০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলো।

(৩) ১৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়ের ফরমায়েশ পাওয়া গেলে।

(৪) আমদানি শুল্ক প্রদান করা হলো ৭০০ টাকা।

(৫) ক্রয়কৃত পণ্যের ২০০ টাকার পণ্য ফেরত দেয়া হলো।

(৬) ৫,০০০ টাকা বেতন প্রদান শর্তে একজন কর্মচারি নেয়া হলো।

ক. যে ঘটনাগুলো লেনদেন নয় তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যমান লেনদেনগুলোর পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

২। মি. কামালের ২০১৩ সালের মার্চ মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপঃ

১. নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা।
২. ধারে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
৩. ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
৪. ধারে পণ্য বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. সম্পত্তির মোট যোগফল নির্ণয় কর।
খ. লেনদেনগুলোর হিসাবখাতগুলো লেখ।
গ. হিসাব সমীকরণে লেনদেনগুলোর প্রভাব দেখাও।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলামঃ

হিসাববিজ্ঞান, হিসাবরক্ষণ, হিসাব তথ্য, হিসাব তথ্য ব্যবহার, লেনদেন, হিসাব সমীকরণ, রাজস্ব, খরচ, মূলধন, উত্তোলন, মালিকানা স্বত্ব, হিসাব ইত্যাদি।

বহু নির্বাচনিঃ

১। কোনটি হিসাববিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ?

ক. মূল্যবোধ সৃষ্টি করে
খ. জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে
গ. ব্যয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
ঘ. জাল জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন করে

২। ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা-এ লেনদেনটি দ্বারা হিসাব সমীকরণের কোন কোন উপাদানকে প্রভাবিত করে?

ক. সম্পত্তি ও দায়
খ. খরচ ও সম্পত্তি
গ. সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব
ঘ. দায় ও মালিকানা স্বত্ব

▪ **নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

জনাব আজমল নগদ ৫০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ও ১০,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। তিনি কারবারের ব্যাংক থেকে ১৫,০০০ ঋণ গ্রহণ করলেন। তিনি ৫,০০০ টাকা বেতন প্রদানের শর্তে একজন কর্মী নিয়োগ প্রদান করেন।

৩। জনাব আজমলের–

i. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ ৮০,০০০ টাকা
ii. মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯৫,০০০ টাকা
iii. মোট লেনদেনের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪। বহিঃদায়ের পরিমাণ কত?

ক. ৫,০০০ টাকা খ. ১৫,০০০ টাকা
গ. ২০,০০০ টাকা ঘ. ৮০,০০০ টাকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিসাবের বইসমূহ

BOOKS OF ACCOUNTS

চিত্র: হিসাবের বই

হিসাববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি। এটি একটি হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক বিধান। এ বিধানকে কেন্দ্র করে কতিপয় ধারাবাহিক কাজের সমষ্টি হচ্ছে হিসাববিজ্ঞান। এ অধ্যায়ে হিসাববিজ্ঞানের ধারাবাহিক কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হবে। হিসাববিজ্ঞানের ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ। লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কতিপয় হিসাবের প্রাথমিক বই ব্যবহার করা হয়। হিসাবের প্রাথমিক বহিতে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ বা জাবেদাভুক্তকরণ সহ হিসাবের পাকা বহি বা খতিয়ানে স্থানান্তর ও খতিয়ানের জের নির্ণয়সহ নগদ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন বই সম্পর্কেও এ বইতে লেনদেন কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তার আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ সনাক্ত করতে পারবে।
- হিসাবচক্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে হিসাবের বইসমূহ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
- হিসাবের চূড়ান্ত বই তৈরি করে হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে পারবে।

২.০১ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা

Concept of Double Entry System

প্রত্যেকটি আর্থিক লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকে। পক্ষদ্বয়ের একটিকে বলা হয়, ডেবিট (বামপক্ষ) এবং অপরপক্ষকে বলা হয় ক্রেডিট (ডানপক্ষ)। যে হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমান টাকার অঙ্ক দ্বারা একপক্ষকে ডেবিট অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে হিসাব পদ্ধতিতে হিসাব সমীকরণ ($A = L + OE$) অনুসরণ করে আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত হিসাব পদ্ধতি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সর্বজনস্বীকৃত হিসাব নীতিমালা অনুসরণ করা হয় বিধায় এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। এ পদ্ধতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও সঠিক আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করতে পারে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। হিসাবে কোনো প্রকার জাল-

জুয়াচুরি হলে তা উদ্ঘাটন করা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে তা বিশ্লেষণ করে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়-যা ভবিষ্যতে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকলকে তাদের প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি অনুধাবন করা যায়। এ হিসাব পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জবাবদিহিতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। এ হিসাব পদ্ধতির মূল সমস্যা হলো এটি অপেক্ষাকৃত জটিল। যাদের হিসাববিজ্ঞানের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই তাদের পক্ষে এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। এটি সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হিসাবপদ্ধতি। ফলে ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী নয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে বড় বড় হিসাবের বই সংরক্ষণ করতে হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না বলে এটি এ পদ্ধতির একটি অন্যতম সমস্যা।

২.০২ হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলি
Rules for Determining Debit and Credit

হিসাবের বাম পক্ষকে ডেবিট এবং হিসাবের ডান পক্ষকে ক্রেডিট বলে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনো লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য সর্ব প্রথমে উক্ত লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি হিসাব খাতকে চিহ্নিত করতে হয়। যার একটি হয় ডেবিট এবং অন্যটি ক্রেডিট।

নিম্নে হিসাব খাতের কোনটি ডেবিট এবং কোনটি ক্রেডিট হবে তা আলোচনা করা হলো–

হিসাব সমীকরণ: $A = L + O.E / (C + R - E - D)$ টি বিশ্লেষণ করলে মোট ৬টি হিসাব খাত পাওয়া যায়। যেখানে, A = সম্পদ (Assets); L = দায় (Liability); C = মূলধন (Capital); D = উত্তোলন (Drawing); R = রাজস্ব (Revenue); E = খরচ (Expense)

ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ ছয় প্রকারের হিসাবের মধ্যে সম্পদ, খরচ ও উত্তোলন-এ তিনটির বৈশিষ্ট্য একই রকম। অন্যদিকে দায়, রাজস্ব ও মূলধন-এ তিনটির বৈশিষ্ট্য একই রকম এবং তা সম্পদ, খরচ ও উত্তোলনের বিপরীত।

সম্পদ	বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	**দায়**	বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট
খরচ		রাজস্ব	
উত্তোলন	হ্রাস পেলে ক্রেডিট	মূলধন	হ্রাস পেলে ডেবিট

উদাহরণ: ১ নিম্নলিখিত লেনদেনগুলোর প্রতিটি লেনদেনের মধ্যস্থিত হিসাবখাত দুটি উল্লেখপূর্বক ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় কর এবং প্রতিক্ষেত্রে তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও:

১. মো. হাসান কারবারে নগদ ১,০০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ আনয়ন করলেন।
২. ব্যাংকে নগদ ৩০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি হিসাব খোলা হলো।
৩. নগদ মূল্যে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।
৪. নগদ মূল্যে ৬,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
৫. আরিফের নিকট হতে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো ৩৫,০০০ টাকা।
৬. হালিমার নিকট ৭,৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য বাকিতে বিক্রয় করা হলো।
৭. বেতন বাবদ নগদ প্রদত্ত হলো ১০,০০০ টাকা।
৮. মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

সমাধানঃ১

লেনদেন	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়		উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি
১. হাসান কারবারে নগদ ১,০০,০০০ টাকা মূলধন স্বরূপ আনয়ন করলেন।	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি মূলধন বৃদ্ধি
২. ব্যাংকে নগদ ৩০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি হিসাব খোলা হলো।	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৩. নগদ মূল্যে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা ।	আসাববপত্র হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৪. নগদ মূল্যে ৬,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	ব্যয় বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৫. আরিফের নিকট হতে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো ৩৫,০০০ টাকা।	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব (আরিফ)	ডেবিট ক্রেডিট	ব্যয় বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি
৬. হালিমার নিকট ৭,৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য বাকিতে বিক্রয় করা হলো।	প্রাপ্য হিসাব (হালিমা) বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি
৭. বেতন বাবদ নগদ প্রদত্ত হলো ৫,০০০ টাকা।	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	ব্যয় বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৮. মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ২,০০০ টাকা।	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	উত্তোলন বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস

কাজ—১ঃ নিচের লেনদেনগুলোর যুক্তিসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় কর।

জনাব জাকির ২০১৩ সালের জুন মাসে নগদ ৪০,০০০ টাকা, ব্যাংক জমা ৩০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। জুন মাসে তার ব্যবসায়ের অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

জুন – ১ বেতন পরিশোধ হলো ২,০০০ টাকা ।

" ৫ ব্যাংকে ২,০০,০০০ টাকা জমা দেয়া হলো।

" ৮ নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।

" ১০ মাল বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ২০,০০০ টাকা পাওনা রইল।

" ১৪ বিজ্ঞাপনের জন্য ৩,০০০ টাকা নগদে প্রদান করা হলো এবং অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকার জন্য চেক প্রদান করা হলো

" ১৭ ক্রেতাদের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল ।

" ২০ মালিক কারবার থেকে ২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন।

" ২৭ ধারে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা ।

" ২৮ চেকে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৮,০০০ টাকা।

" ৩০ ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা ।

২.০৩ হিসাবচক্র
Accounting Cycle

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক একটি ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞান কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। লেনদেন সনাক্তকরণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া শুরু হয় যা লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও এদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা শেষ হয়। প্রতিটি হিসাবকালে এ কার্যক্রমগুলো চক্রাকারে সম্পন্ন হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞান কার্যাবলির এধরনের ক্রমানুগতিক ঘূর্ণায়মান বা চক্রাকার আবর্তনকে বলা হয় হিসাবচক্র।

হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়সমূহ: হিসাবচক্র হলো মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ কার্যাবলির পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ। বিভিন্ন হিসাববিজ্ঞানী হিসাবচক্রকে বিভিন্ন ধাপে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত হিসাববিজ্ঞানী *Kieso & Weygandt*-তাদের Accounting Principles বইতে হিসাবচক্রের দশটি ধাপ ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে হিসাবচক্রের ধাপগুলো উপস্থাপন করা হলো–

চিত্র: হিসাবচক্র

১. **লেনদেন চিহ্নিতকরণ (Identification of Transaction):** হিসাবচক্রের সর্বপ্রথম ধাপ হলো লেনদেন চিহ্নিতকরণ। যেসব ঘটনা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন বলে। এ কারবার প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ঘটনা থেকে আর্থিক ঘটনাগুলো সনাক্ত করা হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ।

২. **জাবেদাভুক্তকরণ (Journalization):** হিসাবচক্রের দ্বিতীয় ধাপ হলো জাবেদাভুক্তকরণ। এ পর্যায়ে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে তারিখের ক্রমানুসারে ব্যাখ্যাসহ হিসাবের প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করাকে জাবেদা বলে।

৩. **খতিয়ানভুক্তকরণ (Posting to Ledger):** এটি হিসাবচক্রের তৃতীয় ধাপ। জাবেদাভুক্ত করার পর একটি নির্দিষ্ট হিসাব বইতে সমজাতীয় লেনদেনগুলো নির্দিষ্ট শিরোনামে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে খতিয়ানভুক্তকরণ বলে।

৪. **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ (Preparation of Trial Balance):** হিসাবচক্রের চতুর্থ ধাপ হলো রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ। এ পর্যায়ে খতিয়ানভুক্ত হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্ত নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা হলে তাকে রেওয়ামিল বলে। খতিয়ান হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই-এর লক্ষ্যে এবং আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন সহজতর করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৫. **সমন্বয় দাখিলা (Adjusted Entries):** রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের সঠিক নিট লাভ নির্ণয় করার জন্য বকেয়া ও অগ্রিম আয়-ব্যয়গুলো সমন্বয় করতে যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমন্বয় জাবেদা বলে।

কার্যপত্র (Work Sheet)—ঐচ্ছিক:

সমন্বয় দাখিলার পর অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যপত্র প্রস্তুত করে থাকে। কার্যপত্র হলো একটি বড় বিবরণী যে বিবরণীতে রেওয়ামিল, সমন্বয়, সমন্বিত রেওয়ামিল, আয় বিবরণী ও উদ্বর্তপত্র থাকে। আর্থিক বিবরণী সহজ ও নির্ভুলভাবে প্রস্তুতের জন্য এটি প্রস্তুত করে থাকে। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের লক্ষ্যে যে খসড়া বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে কার্যপত্র বলে।

৬. **সমন্বিত রেওয়ামিল (Adjusted Trial Balance):** সমন্বয় জাবেদার পর উক্ত জাবেদাগুলো আবার খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর করা হলে হিসাবগুলোর নতুন যে জের পাওয়া যাবে তা নিয়ে আবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলে তাকে সমন্বিত রেওয়ামিল বলে।

৭. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Financial position):** হিসাবচক্রের সপ্তম ধাপ হলো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ। একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল ও হিসাবকাল শেষে আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৮. **সমাপনী দাখিলা (Closing Entries):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত হিসাবগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা: আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব এবং সম্পত্তি ও দায় সংক্রান্ত হিসাব। আয়-ব্যয় ও উত্তোলনের হিসাবগুলোর উপযোগিতা সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় বিধায় এগুলোকে পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না। তাই আয়, ব্যয় ও উত্তোলন সংক্রান্ত হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমাপনী জাবেদা বলে।

৯. **সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল (Post Closing Trail Balance):** হিসাবচক্রের নবম ধাপ হলো সমাপনী-উত্তর রেওয়ামিল। সমাপনী দাখিলা প্রদানের পর তা আবার খতিয়ানস্থ হিসাবসমূহে স্থানান্তর করলে আয়-ব্যয় ও উত্তোলনগুলোর জের শূন্য হয়। আর অবশিষ্ট থাকে সম্পত্তি, দায় ও মূলধনের জের। এগুলোর জের নিয়ে নতুন করে আবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করলে তাকে সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল বলে।

১০. **বিপরীত দাখিলা (Reversing Entries):** এটা হিসাবচক্রের শেষ ধাপ। বকেয়া আয়-ব্যয়ের সমন্বয় জাবেদাগুলো পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে উল্টিয়ে জাবেদা প্রদান করাকে বিপরীত জাবেদা বলে। আয় ও ব্যয়কে দুবার গণনা থেকে রেহাই পাওয়ায় জন্য ও কার্যকরভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য এ জাবেদা দাখিলা প্রদান করে থাকে।

২.০৪ হিসাবের প্রাথমিক বইয়ের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ
Concept of Primary Books of Account and its Classification

হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর হলো জাবেদা। Journal শব্দটি এসেছে ফরাসি Jour শব্দ থেকে। Jour শব্দের অর্থ দিন। প্রতিদিনের লেনদেন প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে সম্ভবত এর নামকরণ করা হয়েছে Journal। যার বাংলা আভিধানিক অর্থ জাবেদা। সুতরাং জাবেদা হলো হিসাবের প্রাথমিক বই-যাতে লেনদেনগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে দুতরফা দাখিলার নীতি মোতাবেক ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। লেনদেনগুলোকে সর্বপ্রথম জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় বলে একে হিসাবের প্রাথমিক বইও বলা হয়।

অতএব, সাধারণভাবে বলা যায়, কারবারে লেনদেনগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী তা ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ যে বইতে লেনদেনগুলো লেখা হয় তাকে জাবেদা বলে। জাবেদাকে বলা হয়, হিসাবের প্রাথমিক হিসাবের বই, মৌলিক হিসাবের বই, (কেননা লেনদেন মৌলিক আকারে জাবেদায় লেখা হয়) কালীন হিসাবের বই এবং সহকারি হিসাবের বই, প্রথম পর্যায়ের বই, দৈনিক হিসাবের বই বলা হয়। লেনদেন জাবেদাভুক্ত ভুল-ত্রুটি হলে সহজে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়। জাবেদার ব্যাখা দ্বারা লেনদেনের উৎস ও কারণ জানা যায়। জাবেদা দ্বারা খতিয়ান প্রস্তুত করা সহজ হয়।

প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ
Sub-division or Classification of Prime books

প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে মাঝারি ও বড় আয়তনের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য লেনদেন সংঘটিত হয়। এগুলো একটি মাত্র জাবেদায় সংরক্ষণ করে খতিয়ানে স্থানান্তর করা সময়সাপেক্ষ, শ্রম ব্যয় ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এরূপ বাস্তব অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি জাবেদার পরিবর্তে লেনদেনের প্রকৃতি ও ধরনের ভিত্তিতে একাধিক প্রাথমিক বই সংরক্ষণ করা হয়। একে প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ বলা হয়। এভাবে বিভক্ত প্রতিটি প্রাথমিক বইতে বিশেষ প্রকৃতির লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে একে বিশেষ প্রাথমিক বই বলা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ উক্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

চিত্র: লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ

লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে নিম্নরূপে প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

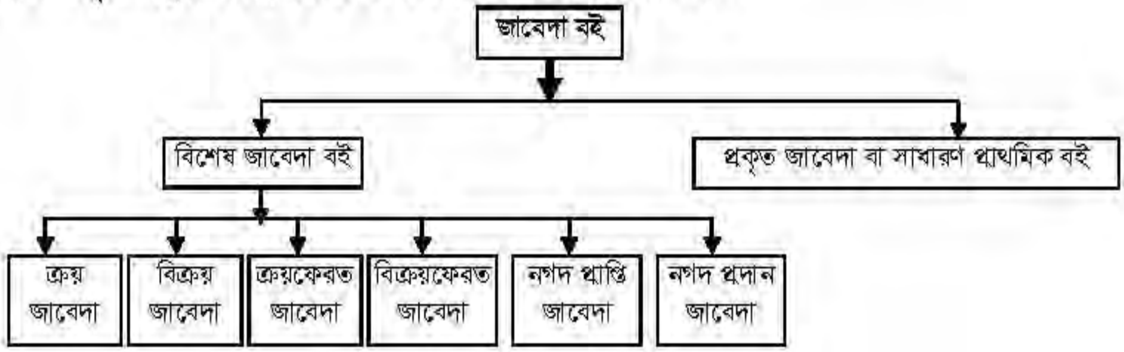

লেনদেগুলো হিসাবভুক্ত করা হয় বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে। নিম্নে এ প্রামাণ্য দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা করার পর জাবেদার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১. চালান (Invoice)

মাল ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিলকে চালান বলা হয়। বিক্রেতা ক্রেতার বরাবর বিক্রয়কৃত মালের জন্য চালান প্রস্তুত করে তার এক কপি ক্রেতাকে মালের সাথে হস্তান্তর করে। চালানে কার নিকট পণ্য বিক্রয় করা হলো, কি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করা হলো, কি মূল্যে বিক্রি করা হলো এবং সর্বমোট কত টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। চালানের উপর ভিত্তি করে ক্রয় ও বিক্রয় বই লেখা হয়। চালান অনুযায়ী ক্রেতা ধারে মাল ক্রয় প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় বই বা ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে এবং বিক্রেতা চালানের সাহায্যে ধারে মাল বিক্রয় প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্রয় বই বা বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে।

চালানের একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

চালান

সোনালী ট্রেডার্স

২৩, প্রগতি সরণি কুড়িল, ঢাকা।

তারিখ: ৩১.১.২০১৩

চালান নম্বর-১০১

ক্রেতার নাম: শাওন ট্রেডার্স

ঠিকানা: স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

শর্ত: ২/১০ নিট ৩০

ক্রমিক নং	মালের বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
১.	কর্ণফুলী সাদা কাগজ	১০০ রিম	২০০	২০,০০০
২.	খুলনা নিউজ প্রিন্ট	২০০ রিম	১০০	২০,০০০
৩.	ডুপলিকেটিং পেপার	১০ প্যাকেট	৫০০	৫,০০০
	মোট			৪৫,০০০
	বাদ: কারবারি বাট্টা ১০%			৪,৫০০
	নিট টাকা			৪০,৫০০
	ভুলত্রুটি সংশোধনযোগ্য টাকা (কথায়): চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র।			বিক্রেতার স্বাক্ষর

২. ক্যাশমেমো ও বিল (Cashmemo and Bill)

নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেনের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের বিবরণ, দর, কমিশন, নিট মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে যে যে ছাপানো রশিদ ক্রেতাকে সরবরাহ করে থাকে তাকে ক্যাশমেমো বলা হয়। ক্যাশমেমো সাধারণত তিন কপি প্রস্তুত করতে হয়। মূলকপি ক্রেতাকে দেয়া হয় এবং কার্বনকপিসমূহ বিক্রেতার নিকট থাকে। বিক্রেতা ধারে পণ্য বিক্রয় করার সময় বিক্রয়কৃত পণ্য মূল্যের জন্য চালানের সাথে বিল ক্রেতার নিকট পরিশোধের জন্য দাখিল করে। ক্রেতা চালান বিল বা ক্যাশমেমো ভাউচারের সাথে সংযুক্ত করে নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে হিসাবভুক্ত করে।

ক্যাশমেমোর নমুনা (Specimen of Cash memo):

মালিহা এন্টরপ্রাইজ
মাইজদি, নোয়াখালী
ক্যাশমেমো

নম্বর:----------- তারিখ:-------------

ক্রেতার নাম:--------------

ঠিকানা: ------------------

ক্রমিক নং	মালের বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
১.	টেট্রোন কাপড়	৫ গজ	২০০	১,০০০
২.	পাইলট বলপেন	২০ ডজন	৫০	১,০০০
মোট টাকা				২,০০০

টাকা (কথায়) : দুই হাজার টাকা মাত্র।

ক্রেতার স্বাক্ষর বিক্রেতার স্বাক্ষর

৩. ভাউচার (Voucher)

বিক্রয়, ক্রয়, খরচ ও আয় নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্রকে ভাউচার বলা হয়। ভাউচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Play and Larson বলেন, æVoucher is a business paper used is summarizing a transaction and applying it for recording and payment.” A.W. Holmes এর মতে, “লেনদেনের সমর্থনে যে লিখিত দলিল থাকে তাকে ভাউচার বলা হয়।”উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, হিসাবের খাতায় লিখিত যেকোনো লেনদেনের সমর্থনে রক্ষিত কোনো দলিল বা লিখিত সমর্থনকে Voucher বা প্রমাণপত্র বলা হয়। ব্যবহারিক দিক হতে ভাউচারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. ডেবিট ভাউচার ও

খ. ক্রেডিট ভাউচার।

ক. ডেবিট ভাউচার (Debit Voucher)

পণ্য ক্রয় বিভিন্ন প্রকার খরচের জন্য ব্যবহৃত ভাউচারকে ডেবিট ভাউচার বলা হয়। ডেবিট ভাউচার ক্যাশমেমো হতে প্রস্তুত করা হয়। ডেবিট ভাউচারের সাথে চালান ও ক্যাশমেমোর কপিসমূহ সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। ডেবিট ভাউচারে ধারাবাহিকভাবে নম্বর প্রদানপূর্বক উক্ত ভাউচার নম্বর নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে নির্দিষ্ট ঘরে উল্লেখ করে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদান বইয়ের নির্দিষ্ট ঘরে রাখার উদ্দেশ্য হলো যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ভাউচার সহজে খুঁজে বের করা যায়।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ খরচ হয়। এসব খরচের সঠিক হিসাব রাখার জন্য ডেবিট ভাউচারের প্রয়োজন হয়। ডেবিট ভাউচারের মাধ্যমে নগদান বই সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া ডেবিট ভাউচার খরচের প্রামাণ্য দলিল।

ডেবিট ভাউচারের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

তামিম ক্লথ স্টোর
২২০, নিউ মার্কেট, যশোর
ডেবিট ভাউচার

নম্বর: ------------ তারিখ: --------------

হিসাবখাতের নাম: ---------------------

গ্রহণকারীর নাম: ---------------------

খরচের বিবরণ	টাকা
সংযুক্ত ক্যাশমেমো / বিল মোতাবেক নগদে মাল ক্রয়: ২৫০ মিটার ক্লথ প্রতি মিটার ১২০ টাকা দরে।	৩০,০০০
মোট টাকা =	৩০,০০০

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর | হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর | ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

খ. ক্রেডিট ভাউচার (Credit Voucher)

পণ্য বিক্রয় ও বিভিন্ন প্রকার আয়ের জন্য ব্যবহৃত ভাউচারকে ক্রেডিট ভাউচার বলা হয়। ক্রেডিট ভাউচারের সাথে চালানের কপি ও ক্যাশমেমো বা প্রাপ্তি রশিদ সংযুক্ত করে তাতে প্রয়োজনীয় নম্বর প্রদান করে ক্যাশবুকের ডেবিট দিকে লিখা হয়। ক্রেডিট ভাউচারের নম্বর ক্যাশবুকের ডেবিট দিকে নির্দিষ্ট ঘরে লিখা থাকে যাতে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ক্রেডিট ভাউচারটি সহজে খুঁজে বের করা যায়। ক্রেডিট ভাউচার একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত আয়ের প্রামাণ্য দলিল। ক্রেডিট ভাউচার হতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আয়ের উৎস জানা যায়। ক্রেডিট ভাউচারের সাহায্যে নগদান বই লেখা হয়। ক্রেডিট ভাউচারের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তিথি এন্টারপ্রাইজ
নাহার মার্কেট, রাজশাহী
ক্রেডিট ভাউচার

নম্বর:------------------- স্থান :--------------

হিসাব খাতের নাম: --------------- তারিখ: -------------

নাম: ---------------------------

আয়ের বিবরণ	টাকা
সংযুক্ত চালান / প্রাপ্তি রশিদ অনুযায়ী মাল বিক্রয়: ২০০পিচ কলম মিটার প্রতি মিটার ২৫ টাকা দরে।	৫,০০০
মোট টাকা =	৫,০০০

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর | হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর | ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

৪. জার্নাল ভাউচার (Journal Voucher)

সকল অ-নগদ লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে ব্যবহৃত ভাউচারকে জার্নাল ভাউচার বলা হয়। জার্নাল ভাউচারের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের সমর্থনসূচক প্রমাণপত্র সংযুক্ত থাকে বা প্রমাণপত্রের সূত্র উল্লেখ থাকে। ডেবিট-ক্রেডিট ভাউচারের ন্যায় জার্নাল ভাউচারেরও ধারাবাহিকভাবে ভাউচার নম্বর প্রদানপূর্বক সাধারণ খতিয়ানে তা একবার ডেবিট দিকে এবং আরেকবার ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। খতিয়ানের নির্দিষ্ট ঘরে ভাউচার নম্বর উল্লেখ করা হয় যাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ভাউচার সহজে খুঁজে বের করা যায়।

জার্নাল ভাউচারের ছক নিম্নে দেয়া হলো– প্রতিষ্ঠানের নাম:

ঠিকানা:

জার্নাল ভাউচার

তারিখ: -----------------

জা: ভা. ইং -------------

কোড নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
কারণ:				

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর বিক্রেতার স্বাক্ষর

সাধারণ ক্যাশিয়ার প্রস্তুত করে এবং ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ভাউচারটি হিসাবভুক্ত করার সময় হিসাবরক্ষক এতে স্বাক্ষর প্রদান করে। একইভাবে ক্রেডিট ভাউচার লেখার সময়, যার কাছ থেকে আয়ের টাকা পাওয়া গেল তার নাম এবং আয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখতে হয়। ক্রেডিট ভাউচারও ক্যাশিয়ার প্রস্তুত করেন এবং হিসাবভুক্ত করার সময় হিসাবরক্ষক এতে স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন। ডেবিট ও ক্রেডিট ভাউচারে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে আলাদা আলাদা নম্বর প্রদান করতে হয়।

৫. ডেবিট নোট (Debit note)

ক্রয়কৃত মাল যখন ক্রেতা কারণবশত বিক্রেতাকে ফেরত পাঠায় তখন উক্ত ফেরত মালের পূর্ণ বিবরণ যথা: মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য ইত্যাদি একখানা কাগজে লিখে তা উক্ত মালের সাথে বিক্রেতার কাছে প্রেরণ করে এবং বিক্রেতাকে অবহিত করা হয় যে, তার হিসাব খাত উক্ত ফেরত মালের জন্য ডেবিট করা হয়েছে। ক্রয়কৃত পণ্য ফেরতের জন্য ব্যবহৃত এরূপ কাগজকে ডেবিট নোট বলা হয়। ডেবিট নোট চালান থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য সাধারণত লালকালি ব্যবহার করা হয়। ডেবিট নোটের সাহায্যে ক্রয় ফেরত বই লেখা হয়।

নিম্নে ডেবিট নোটের একটি নমুনা দেয়া হলো:

ডেবিট নোট

ক্রমিক নং-২০

কাশেম স্টোর খালিশপুর, খুলনা	কাশেম স্টোর হিসাব খাতকে ডেবিট করা হলো		ঠাকুরগাও ২৫-০৩-২০১২ইং
তারিখ	বিবরণ	বিশদ বিবরণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
২০১২ মার্চ-২০	০৯. ০৩. ২০১২ তারিখের ২২ নং চালান অনুযায়ী ধারে ক্রিত ৩০ টাকা দরে ৪০ কেজি মুসুর ডালের বস্তা নিম্নমানের বলে ফেরত পাঠানো হলো। বাদ: কারবারি বাট্টা ১০%	১,২০০ ১২০	
	মোট টাকা		১,০৮০
টাকা: কথায় (এক হাজার আশি টাকা মাত্র) ভুল-ত্রুটি সংশোধনযোগ			স্বাক্ষর ম্যানেজার

৬. **ক্রেডিট নোট** (Credit Note)

বিক্রেতার কাছে বিক্রিত মাল ফেরত আসলে সে উক্ত ফেরত মালের সম্পূর্ণ বিবরণ যথা-মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য উল্লেখ করে একটি কাগজে লিখে ক্রেতার কাছে প্রেরণ করে এবং তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তার বা তাদের হিসাবখাত উক্ত ফেরত মালের মূল্যের জন্য ক্রেডিট করা হয়েছে। একে ক্রেডিট নোট বলা হয়। ক্রেডিট নোট থেকে বিক্রয় ফেরত বই লিপিবদ্ধ করা হয়। নিম্নে ক্রেডিট নোটের একটি নমুনা দেয়া হলো:

ক্রেডিট নোট

ক্রমিক নং-১৯

ভোলা স্টোর ভোলা	ভোলা স্টোর হিসাব খাতকে ক্রেডিট করা হলো		শাহীন স্টোর ২০, নিউমার্কেট, বরিশাল ২৮-০৫-২০১২ইং
তারিখ	বিবরণ	বিশদ বিবরণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
২০১২ মার্চ-২৮	২০-০৫-২০১২ইং তারিখের ২০ নং চালান ডেবিট নোট অনুযায়ী ৩০ টাকা দরে ৪০ কেজি মুসুর ডালের বস্তা ফেরত পাওয়া গেল। বাদঃ কারবারি বাট্টা ১০%	১,২০০ ১২০	
মোট টাকা			১,০৮০
(এক হাজার আশি টাকা মাত্র) ভুল-ত্রুটি সংশোধনযোগ্য			স্বাক্ষর ম্যানেজার

২.০৫ কারবারি ও নগদ বাট্টার ধারণা
Concept of Trade Discount & Cash Discount

কারবারি বাট্টা: পণ্যের তালিকা মূল্য থেকে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে যে ছাড় দিয়ে থাকেন তাকে কারবারি বাট্টা বলা হয়। সাধারণত এ বাট্টা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রদান করেন। এ বাট্টা নগদে কিংবা ধারে বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সাধারণত এ বাট্টার জন্য ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই হিসাবের বইতে কোনো জাবেদা দাখিলা প্রদান করেন না। ক্রেতার নিকট এ বাট্টাকে বলা হয় ক্রয় বাট্টা। অপরদিকে বিক্রেতার নিকট এ বাট্টাকে বলা হয় বিক্রয় বাট্টা।

নগদ বাট্টা: ধারে পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রেতা পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য ক্রেতাকে যদি কোনো ছাড় দেয় তাকে নগদ বাট্টা বলা হয়। নগদ বাট্টা শুধু ধারে ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়। ক্রেতার নিকট এটি প্রাপ্ত বাট্টা এবং বিক্রেতার নিকট এটি প্রদত্ত বাট্টা।

উদাহরণ: ২ মি. আসাদ ৫০,০০০ টাকার তালিকা মূল্যের পণ্য ধারে মি. আকাশের নিকট বিক্রয় করেন। তিনি বিক্রয়ের সময় পণ্যের তালিকা মূল্যের উপর ১০% হারে বাট্টা প্রদান করেন। এ ছাড়াও টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে ২/১০ n ৩০ এ শর্ত অনুসরণ করেন। (২/১০ n ৩০ বলতে বুঝায় পাওনা টাকা ১০ দিনের মধ্যে প্রদান করলে ২% বাট্টা প্রদান করা হবে। তবে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ১১ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে টাকা পাওয়া গেলে কোনো বাট্টা প্রদান করা হবে না।)

করণীয়:

ক. কারবারি বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. বিক্রয়ের ৮ম দিনে টাকা পাওয়া গেলে কত টাকা পাওয়া যাবে তা নির্ণয় কর।
গ. বিক্রয়ের ২৫তম দিনে টাকা পাওয়া গেলে নগদ টাকা পরিশোধ করতে হবে তা নির্ণয় কর।

সমাধান:২

ক. কারবারি বাট্টার পরিমাণ হবে ৫০,০০০ × ১০% = ৫,০০০ টাকা।

খ. অষ্টম দিনে টাকা পাওয়া যাবে:

তালিকা মূল্য ৫০,০০০ টাকা

কারবারি বাট্টা ৫,০০০ টাকা

নিট বিক্রয় মূল্য ৫০,০০০ − ৫,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা।

যেহেতু ৮ম দিনে টাকা পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে ক্রেতা নগদ বাট্টা পাবে।

সুতারং নগদ বাট্টা হবে ৪৫,০০০ × ২% = ৯০০ টাকা।

নগদ টাকা পাওয়া যাবে ৪৫০০০ − ৯০০ = ৪৪,১০০ টাকা।

গ. বিক্রয়ের ২৫তম দিনে টাকা পাওয়া গেলে শর্ত মোতাবেক কোনো নগদ বাট্টা থাকবে না। সুতরাং ৪৫,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

কাজ-২: রিয়াদ একাদশ শ্রেণির একজন ছাত্র। সে ঢাকার নীলক্ষেতে এক পরিচিত দোকানদারের নিকট থেকে কিছু বই ক্রয় করেন। বইগুলোতে দাম লেখা ছিল মোট ২,০০০ টাকা। দোকানদার বইতে লেখা মূল্যের উপর ২০% ছাড় দিয়ে থাকেন। রিয়াদ বই ক্রয়ের সময় ১,০০০ টাকা পরিশোধ করে। অবশিষ্ট টাকা ৭ দিন পর পরিশোধ করতে গেলে দোকানদার আরো ৫০ টাকা কম রাখেন। এখানে নগদ বাট্টা, কারবারি বাট্টা এবং বই এর ক্রয়মূল্য কত তা নির্ণয় কর।

২.০৬ বিভিন্ন প্রকার জাবেদার ধারণা ও জাবেদা প্রস্তুতকরণ
Concept of Various Journals and its Preparation

নগদান বই, ক্রয় জাবেদা, বিক্রয় জাবেদা, ক্রয় ফেরত জাবেদা, বিক্রয় ফেরত জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদা–

১. ক্রয় জাবেদা (Purchase Journal)

ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় জাবেদা বলা হয়। নগদে পণ্য ক্রয় এবং নগদে কিংবা ধারে সম্পত্তি ক্রয় এ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় না। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন এ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। বিক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত চালানের ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা লেখা হয়। নিম্নে একটি জাবেদার উদাহরণ দেয়া হলো–

উদাহরণ: ৩ মেসার্স সোহা ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত পণ্য ক্রয় করেন:

জানু.-১	রফিকের নিকট হতে ৫০ মিটার কাপড়, প্রতি মিটার ৫০ টাকা দরে। চালান নং-১৬। পরিবহন খরচ ১০০ টাকা এবং চালানে ১৫% ভ্যাট উল্লেখ করা আছে। শর্ত ১/১০ n ৩০
" ১৫	রহিমের নিকট ১০ ডজন গেঞ্জি, প্রতিটি গেঞ্জি ১০০ টাকা দরে। বাট্টা ১০%। চালান-২০। ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। শর্ত ২/১৫ n ৫০
" ৩১	তপুর নিকট হতে ক্রয়: প্রতি ডজন ২০ টাকা করে, ২০০ ডজন রুমাল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ১০% এবং ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। চালান নং-৩০। শর্ত ১/১৫ n ৪৫

লেনদেনগুলো ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

সমাধান: ৩ গণনা কার্য।

জানুয়ারি-১ (চালান নং ১৫)	জানুয়ারি-১৫ (চালান নং ২০)	জানুয়ারি-৩১ (চালান নং ৩০)
৫০ মিটার কাপড় প্রতি মিটার ৫০ টাকা করে ২,৫০০	১০ ডজন গেঞ্জি প্রতিটি ১০০ টাকা করে ১২,০০০	২০০ ডজন রুমাল প্রতি ডজন ২০ টাকা করে ৪,০০০
যোগ: ক্রয় পরিবহন ১০০	বাদ: বাট্টা (১২,০০০ × ১০%) ১,২০০	বাদ: কারবারি বাট্টা (৪,০০০ ×১০%) ৪০০
নিট ক্রয়: ২,৬০০	নিট ক্রয়: ১০,৮০০	নিট ক্রয়: ৩,৬০০
ভ্যাট: ২,৫০০ × ১৫% = ৩৭৫ টাকা	ভ্যাট: ১০,৮০০ × ১৫% = ১,৬২০ টাকা	১৫% ভ্যাট: (৩৬০০ × ১৫%) = ৫৪০ টাকা

ক্রয় জাবেদা

তারিখ	হিসাব ক্রেডিটেড	শর্ত	সূত্র	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট
২০১২				
জানুয়ারি-১,	রফিক হিসাব	১/১০ n ৩০		২,৬০০
" ১৫,	রহিম হিসাব	২/১৫ n ৫০		১০,৮০০
" ৩১,	তপু হিসাব	১/১৫ n ৪৫		৩,৬০০
				১৬,২০০

কাজ—৩: মেসার্স নাবিল এন্ড কোং-এর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্য খরিদ করা হয়েছে:

২০১২

জানু–১, জয়দেবপুর, রিয়াজ এর নিকট হতে ক্রয়: ১০ কৌটা গুঁড়ো দুধ, প্রতি কৌটা ১০০ টাকা দরে। ২,০০০ কৌটা কনডেন্সড দুধ, প্রতি কৌটা ৮০ টাকা দরে। কারবারি বাট্টা ১০%। চালান নং-৯০। শর্ত ২/৭ n ২৫

" –২০, রংপুরের রাজিব এর নিকট হতে ক্রয়: ১০০ কৌটা ডানো, প্রতি কৌটা ১০০ টাকা দরে। ৫০০ পাউন্ড গুঁড়ো দুধ, প্রতি পাউন্ড ১০ টাকা দরে। কারবারি বাট্টা ১০%, চালান নং-১০০। শর্ত ১/১২ n ৪০

" –৩১, দিনাজপুর পপি ব্রাদার্স এর নিকট হতে ক্রয় : ১০০ টিন চা, প্রতি টিন ৪৮ টাকা দরে। ১১০ পাউন্ড চা, প্রতি পাউন্ড ৮ টাকা দরে। কারবারি বাট্টা ১০% হারে পাওয়া গেছে। চালান নং-১০৫। চালানে খরচ ধরা হয়েছে প্যাকিং ৩৫ টাকা। শর্ত ২/১০ n ৬০

উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর সাহায্যে নাবিল এর একখানি ক্রয় বহি তৈরি কর ।

২. বিক্রয় জাবেদা (Sales Journal)

কেবলমাত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত বা উৎপাদিত পণ্য ধারে বিক্রয় করা হলে যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় জাবেদা বলা হয়। নগদে পণ্য বিক্রয় এবং নগদে বা ধারে ব্যবহৃত কোনো কিছু বিক্রয় এ বইতে লেখা হয় না। এরূপ জাবেদায় পণ্যের তালিকা মূল্য থেকে প্রদত্ত কারবারি বাট্টা বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

উদাহরণ: ৪ নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

২০১২	
জানু.– ৬	আলমের নিকট ২৫,০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রয়, চালান নং ২০১ শর্ত ২/১০ n ৩০
" ১৬	আক্কাসের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা; চালান নং ২০২; শর্ত ২/১০ n ৩০
" ২২	আমানের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৬৫,০০০ টাকা; চালান নং ২০৩; শর্ত ২/১০ n ৩০
" ৩০	আনিসের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা; চালান নং ২০৪; শর্ত ২/১০ n ৩০

সমাধান:৪ বিক্রয় জাবেদা।

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	চালান নং	শর্ত	সূত্র	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট
২০১২					
জানু– ৬	আলম হিসাব	২০১	২/১০ n ৩০		২৫,০০০
" ১৬	আক্কাস হিসাব	২০২	২/১০ n ৩০		২০,০০০
" ২২	আমান হিসাব	২০৩	২/১০ n ৩০		৬৫,০০০
" ৩০	আনিস হিসাব	২০৪	২/১০ n ৩০		২০,০০০
					১,৩০,০০০

কাজ-৪: ২০১২ সালের জুন মাসে মেসার্স রুবেল এন্টারপ্রাইজ নিম্নলিখিত পণ্য বাকিতে বিক্রয় করেছেন।

জুন-১০ : জাকির এন্ড কোং-এর নিকট বিক্রয়:
প্রতি ক্যান ১৫ টাকা দরে ৩০ ডজন ভ্যার্জিন ড্রিংকস। বহন খরচ ১০০ টাকা, বিমা খরচ ২০০ টাকা। কারবারি বাট্টা ১০%। চালান নং-২০০।

জুন-২০ : সোহেলো এন্ড ব্রাদার্স-এর নিকট বিক্রয় :
প্রতি ক্যান ২০ টাকা দরে ১০ ডজন পেপসি কোলা ড্রিংকস। প্রতিটি ১০ টাকা দরে ১৫ ডজন ম্যাচো আইসক্রিম। বহন খরচ ৩০০ টাকা। কারবারি বাট্টা ৫%, চালান নং-৩০০।

জুন-৩০ : কাবুল এন্ড সন্স-এর নিকট বিক্রয় :
প্রতি বোতল ১০ টাকা করে ১০০ বোতল কোকাকোলা। প্রতি বক্স ৫০ টাকা দরে ১০০ বক্স ঈগল আইসক্রিম ক্রয়। প্রতি বোতল ১০ টাকা। চালান নং- ৪০০ ।
লেনদেনগুলোর ২/১০ n ৩০ শর্তে।

উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো মেসার্স রুবেল এন্টারপ্রাইজ এর বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর ।

৩. ক্রয় ফেরত জাবেদা (Purchases Return Journal)

ধারে ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় ফেরত জাবেদা বলা হয়। এরূপ জাবেদায় প্রযোজ্য কারবারি বাট্টা বাদ দিয়ে দেখাতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পরপর ক্রয় ফেরত জাবেদা যোগ করে উক্ত সময়ের মোট ক্রয় ফেরত এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। মোট ক্রয় ফেরতের জন্য সাধারণত খতিয়ানে বিবিধ পাওনাদারকে ডেবিট এবং ক্রয় ফেরতকে ক্রেডিট করা হয়।

উদাহরণ: ৫ **২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে রামিসা ট্রেডার্সের ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

২০১২

জানুয়ারি–৩, **গ্রিন এজেন্সি:** ১০ কেজি চা প্রতি কেজি ১০০ টাকা করে। ডেবিট নোট-১০০।

” ৬, **রহমান ব্রাদার্স:** চা-পাতির মান খারাপ হওয়ায় প্রতি কেজি ৯০ টাকা মূল্যের ৬ কেজি চা ফেরত দেয়া হলো। ডেবিট নোট ১০১

” ৩০, **স্টার এজেন্সি:** পাউডার দুধ এর মান নিম্নমানের হওয়ায় ৫টিন পাউডার দুধ প্রতি টিন ১০০ টাকা মূল্যের দুধ ফেরত পাঠানো হলো। ডেবিট নোট-১০২ লেনদেনসমূহ ক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

সমাধান: ৫ ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	শর্ত	ডেবিট নোট	সূত্র	প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট
২০১২					
জানুয়ারী–৩	গ্রীন এজেন্সি		১০০		১,০০০
” ৬	রহমান ব্রাদার্স		১০১		৫৪০
” ৩০	স্টার এজেন্সি		১০২		৫০০
					২,০৪০

কাজ-৫ঃ রিয়াজ এন্ড সন্সের ক্রয় ফেরত বইতে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ কর ।

২০১২

জানুয়ারি-১০ নমুনা অনুসারে না হওয়ার কারণে লিটু এন্ড সন্সকে ১০টিন বিস্কুট, প্রতিটিন ১০০ টাকা দরে ফেরত পাঠানো হলো। কারবারি বাট্টা ১০%। ডেবিট নোট-২০০।

" ১৫ শাবনুর এন্ড কোংকে ৫ কার্টুন মাল ফেরত পাঠানো হলো, মোট মূল্য ৫,০০০ টাকা। কারবারি বাট্টা ৫%। ডেবিট নোট-৫০০।

" ৩০ সবিতা এন্ড কোং কে ১০,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠানো হলো। কারবারি বাট্টা ১০%। ডেবিট নোট-৩০০।

প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে ভ্যাট ছিল ১৫%।

৪. বিক্রয় ফেরত জাবেদা (Sales Return Journal)

ধারে বিক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় ফেরত জাবেদা বলা হয়। এরূপ জাবেদায় প্রযোজ্য কারবারি বাট্টা বাদ দিয়ে দেখাতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পরপর বিক্রয় ফেরত জাবেদা যোগ করে উক্ত সময়ের মোট বিক্রয় ফেরত নির্ণয় করা হয়। বিক্রয় ফেরতের জন্য সাধারণ খতিয়ানে বিক্রয় ফেরতকে ডেবিট এবং বিবিধ দেনাদারকে ক্রেডিট করা হয়।

উদাহরণঃ ৬ নিচের লেনদেনগুলো বিক্রয় ফেরত জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত কর।

২০১২

জুলাই–১ এম/এস হারুনের নিকট হতে প্রতি টিন ১,০০০ টাকা করে ৫ টিন তেল ফেরত আসল। কারবারি বাট্টার পরিমাণ ছিল ১০%।

" ১৫ আযম অ্যান্ড সন্স-এর নিকট হতে ৫ প্যাকেট চিনি ফেরত আসল, প্রতি প্যাকেট ১,০০০ টাকা এবং কারবারি বাট্টা ১০%।

" ৩০ হাসান-এর নিকট হতে ফেরত: ১টিন পাউডার মিল্ক প্রতি টিন ১০০ টাকা।

সমাধানঃ ৬

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	শর্ত	সূত্র	ক্রেডিট নোট	বিক্রয় ফেরত ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট
২০১২					
জুলাই–১	এম/এস হারুন				৪,৫০০
" ১৫	আযম অ্যান্ড সন্স				৪,৫০০
" ৩০	হাসান				১০০
					৯,১০০

কাজ—৬: জনাব তানহা এন্ড সন্স এর হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো একটি আন্তঃফেরত বইতে লিপিবদ্ধ কর ।

২০১২

মে-৫ ফাতেমা এন্ড কোং হতে নমুনা বহির্ভূত হওয়ায় ৮০০ টাকার মাল ফেরত পাওয়া গেল। ক্রেডিট নোট নং-১৫০।

" ১০ মোস্তাক স্টোর্স এর নিকট হতে নমুনা অনুসারে না হওয়ায় ৫০০ টাকার চকলেট ফেরত পাওয়া গেল। ক্রেডিট নং-২০০।

" ২০ সায়েম এন্ড কোং হতে নমুনা বহির্ভূত হওয়ায় ৯০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। ক্রেডিট নোট নং-৩০০।

" ২৫ আবুল এন্ড সন্স এর নিকট হতে নিম্নমানের জন্য পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকার। ক্রেডিট নোট নং-২০৫।

" ২৮ মামুন এন্ড কোং এর নিকট হতে নিম্নমানের জন্য পণ্য ফেরত এসেছে ২,৫০০ টাকার। ক্রেডিট নোট নং-১৬০।

৫. প্রকৃত জাবেদা (Journal in Proper)

যেসব লেনদেন বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা যায় না ঐসব লেনদেন যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে প্রকৃত জাবেদা বা সাধারণ জাবেদা বলে। সাধারণত ভুল সংশোধনী জাবেদা, সমন্বয় জাবেদা, ধারে সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়জনিত জাবেদা, সমাপনী জাবেদা, বিপরীত জাবেদা প্রভৃতি প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

কাজ-৭: নিচের লেনদেনগুলো কোন জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হবে তা লেখ।

লেনদেন	ব্যবহৃত জাবেদা বই এর নাম লেখ
১. ধারে আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা।	
২. বিক্রয় কর্মীর বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।	
৩. ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।	
৪. বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।	
৫. অনাদায়ী পাওনা লিপিবদ্ধ করা হলো ৫০০ টাকা।	
৬. নগদ বিক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা ও ধারে বিক্রয় ১,০০০ টাকা।	
৭. ক্রয় ফেরত ৫০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ৫০ টাকা।	
৮. ক্রেতার নিকট ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।	

সাধারণ জাবেদা (General Journal)

সাধারণত ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের সংখ্যা কম হয়ে থাকে। ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানে জাবেদাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলাদা জাবেদা বই সংরক্ষণ করা হয় না। সকল লেনদেন একটি মাত্র জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। যখন প্রতিষ্ঠান সকল লেনদেন একটি মাত্র জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ করে তাকে সাধারণ জাবেদা বলে। এখানে প্রথমে লেনদেনকে বিশ্লেষণ করে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করা হয়। তারপর ব্যাখ্যাসহ তারিখের ক্রমানুসারে নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নিম্নে কতিপয় লেনদেনের জাবেদা দাখিলা প্রদানের প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলোঃ

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
জুন-১, নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।	সম্পত্তি বৃদ্ধি মূলধন বৃদ্ধি	নগদান ডেবিট মূলধন ক্রেডিট	তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
			জুন-১	নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)		৫,০০০	৫,০০০

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
			তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
জুন-৫, ব্যাংকে ১,০০০ টাকা জমা দেয়া হলো।	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস	ব্যাংক ডেবিট নগদান ক্রেডিট	জুন-৫	ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া হলো)		১,০০০	১,০০০

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
			তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
জুন-১০ বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ২০০ টাকা।	খরচ বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস	বিজ্ঞাপন ডেবিট নগদান ক্রেডিট	জুন-৫	বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদান করা হলো।)		২০০	২০০

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
জুন-১৫, মালিক ৫০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন।	উত্তোলন বৃদ্ধি খরচ হ্রাস	উত্তোলন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট	তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
			জুন-৫	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন।)		৫০০	৫০০

উদাহরণঃ ৭ মি. নাবিল ১,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। ঐ মাসে তাঁর ব্যবসায়ে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হয়েছিল:

২০১২		টাকা
জানুয়ারি-১	জনতা ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো	১০,০০০
” ৩	আলমারি ক্রয় করা হলো	৭,০০০
” ৫	সালমানের নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয়	৯,০০০
” ৭	মামুনের নিকট হতে পণ্য ক্রয়	৫,০০০
” ৯	শামিমের নিকট নগদে বিক্রয়	৮,০০০
” ১০	কালামের নিকট মাল বিক্রয়	২০,০০০
” ১২	ফাহিমকে প্রদত্ত হলো	৫,০০০
” ২০	ভাড়া প্রদত্ত হলো	৩,০০০
” ২১	বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদত্ত হলো	৬,০০০
” ২৫	বেতন চেকের মাধ্যমে প্রদত্ত হলো	৫,৫০০

মি.নাবিল এর বইতে জাবেদা দেখাও।

সমাধানঃ ৭

মি. নাবিল
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু মি. নাবিল নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করল।)		১,০০,০০০	১,০০,০০০
” - ১	জনতা ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু জনতা ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো।)		১০,০০০	১০,০০০
”- ৩	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু আলমারি ক্রয় করা হলো।)		৭,০০০	৭,০০০
” - ৫	ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু নগদে মাল ক্রয় করা হলো।)		৯,০০০	৯,০০০
” ৭	ক্রয় হিসাব ডেবিট মামুন হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু মামুনের নিকট হতে ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো।)		৫,০০০	৫,০০০
” ৯	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু নগদে মাল বিক্রয় করা হলো)		৮,০০০	৮,০০০

”	১০	কালাম হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু কালামের নিকট ধারে মাল বিক্রয় করা হলো।)		২০,০০০	২০,০০০
”	১২	ফাহিম হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু ফাহিমকে প্রদত্ত হলো।)		৫,০০০	৫,০০০
”	২০	ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু ভাড়া প্রদত্ত হলো।)		৩,০০০	৩,০০০
”	২১	বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু বিজ্ঞাপন খরচ প্রদত্ত হলো।)		৬,০০০	৬,০০০
”	২৫	বেতন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু চেকের মাধ্যমে বেতন প্রদত্ত হলো।)		৫,৫০০	৫,৫০০

কাজ—৮: ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি জনাব আব্দুল কুদ্দুস নগদ ৫০,০০০ টাকা ও বন্ধু রিফাতের নিকট হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ে সম্পাদিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল:

জানুয়ারি—	৩	ব্যাংকে ৩০,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো।
”	৫	নগদে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
”	৭	হোসেন ব্রাদার্স এর নিকট মাল বিক্রয় নগদে ৭,০০০ টাকা।
”	৯	চা, বিস্কুট ও কোকাকোলা ক্রয় করে আপ্যায়ন করা হলো ১৫০ টাকা।
”	১১	আন্তঃফেরত ১,২০০ টাকা।
”	১৩	বিজ্ঞাপন বাবদ পিকাসো এ্যাডকে অগ্রিম প্রদান ৪,০০০ টাকা।
”	১৫	১০% সরকারি বন্ড ক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।
”	১৭	অনাদায়ী দেনা ধার্য হলো ৩০০ টাকা।
”	১৮	মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ২,০০০ টাকা উঠানো হলো।
”	২০	৩,৫০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকার একটি চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
”	৩০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ২০০ টাকা।

উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ কর।

২.০৭ একঘরা, দুঘরা, তিন ঘরা, ও অগ্রদত্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই

Single Coludmn, Double Column, Trible Column and Imprest Petty Cash Book

হিসাবের যে বইতে নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান (এখানে নগদ বলতে নগদ ও ব্যাংক উভয়কে বুঝায়) সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে। এ হিসাবের বইতে কোনো ধারে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না। এ হিসাব বই এর ডেবিট পাশে প্রাপ্তি ও ক্রেডিট পাশে প্রদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে এ বই দ্বারা নগদ ও ব্যাংকের জের পাওয়া যায়। নগদান বইতে কেবল নগদ সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে এটি একটি বিশেষ জাবেদা। নগদান বই জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের কাজ করে বিধায় একে জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই বলা হয়ে থাকে।

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Cash Book

সাধারণত তিন প্রকারের নগদান বই দেখা যায়। তবে যৌথ মূলধনী কারবারে নগদান বহি সংরক্ষণের পাশাপাশি ছোট ছোট খরচসমূহ আলাদা বহিতে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্প্রতি নগদান বইকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. এক ঘরা নগদান বই (Single column cash book)

২. দুঘরা নগদান বই (Double column cash book)

৩. তিনঘরা নগদান বই (Trible column cash book)

৪. খুচরা নগদান বই (Petty cash book)

১. **একঘরা নগদান বই:** যে নগদান বইতে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশে একটি মাত্র টাকার ঘর থাকে তাকে একঘরা নগদান বই বলে। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু নগদে লেনদেন করে থাকে তারা একঘরা নগদান বই ব্যবহার করে থাকে। এ বইয়ের ডেবিট দিকে নগদ প্রাপ্তি ও ক্রেডিট দিকে নগদ প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

উদাহরণ: ৮ **নিচের লেনদেনগুলো একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর।**

২০১২		টাকা
জানুয়ারি –১	নগদ তহবিল	১৫,০০০
" ৬	নগদে পণ্য ক্রয়	২,০০০
" ১৬	আকবরের নিকট থেকে প্রাপ্তি	৩,০০০
" ১৮	বাবরকে প্রদান করা হলো	১,০০০
" ২০	নগদ বিক্রয়	৪,০০০
" ২৫	নগদে সাপ্লাইস ক্রয়	৬০
" ৩০	বেতন প্রদান	১,০০০
" ৩১	আসবাবপত্র ক্রয়	২,০০০

সমাধান: ৮

ডেবিট — **নগদান বই** — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	সূত্র	টাকা	তারিখ	বিবরণ	সূত্র	টাকা
২০১২				২০১২			
জানু.–১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৫,০০০	জানু.–৬	ক্রয় হিসাব		২,০০০
" ১৬	আকবর হিসাব		৩,০০০	" ১৮	বাবর হিসাব		১,০০০
" ২০	বিক্রয় হিসাব		৪,০০০	" ২৫	সাপ্লাইস হিসাব		৬০
				" ৩০	বেতন হিসাব		১,০০০
				" ৩১	আসবাবপত্র হিসাব		২,০০০
				" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৫,৯৪০
			২২,০০০				২২,০০০

২. দুঘরা নগদান বইঃ যে নগদান বহির ডেবিট ও ক্রেডিট উভয়দিকে দুটো করে টাকার ঘর থাকে যার একটি নগদ ও অন্যটি ব্যাংক, তাকে দুঘরা নগদান বহি বলে। এধরনের নগদান বহিতে নগদ ও ব্যাংকের হিসাব এক সাথে আলাদ কলামে রাখা হয় এবং একই সাথে নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স এর পরিমাণ জানা যায়। দুঘরা নগদান বইতে দুটি হিসাব জড়িত থাকে। যার একটি নগদান হিসাব ও অন্যটি ব্যাংক হিসাব।

দুঘরা নগদান বইয়ের নমুনা:

ডেবিট দুঘরা নগদান বই ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)

বিপরীত দাখিলা (Contra Entry)

দুঘরা নগদান বই এর মাধ্যমে একই সাথে দুটি হিসাব সংরক্ষিত হয়। এর একটি নগদান হিসাব এবং অপরটি ব্যাংক হিসাব। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাঝে-মধ্যে এমন কিছু লেনদেন সংঘটিত হয় যা একই সাথে দুটি হিসাবকে প্রভাবিত করে। যেমন–অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে নগদ ২,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো কিংবা ব্যাংকে জমা প্রদান করা হলো ৫,০০০ টাকা। এ লেনদেনগুলো দ্বারা একই সাথে নগদ ও ব্যাংকের টাকা একই সাথে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায়। যে লেনদেনের দ্বারা নগদান বইয়ের ডেবিট পাশে নগদ ও ক্রেডিট পাশে ব্যাংক কিংবা ডেবিট পাশে ব্যাংক ও ক্রেডিট পাশে নগদানকে প্রভাবিত করে তাকে কন্ট্রা-এন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা বলে।

উল্টো দাখিলা (Reverse Entry)

যেসব লেনদেন দ্বারা ডেবিট পাশে নগদ একই সাথে ক্রেডিট পাশে নগদ কিংবা ডেবিট পাশে ব্যাংক ও ক্রেডিট পাশে ব্যাংক হিসাবকে প্রভাবিত করে তাকে সেগুলোকে উল্টো দাখিলা বলে। যেমন–করিমের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা নগদ পেয়ে কামালকে প্রদান করা হলো। এক্ষেত্রে ডেবিট পাশে নগদ কলামে অন্যদিকে ক্রেডিট পাশে নগদ কলামে দেখাতে হয়।

উদাহরণঃ ৯ **নিম্নোক্ত লেনদেন হতে মেসার্স জাহান ট্রেডার্সের একটি দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর এবং উদ্বৃত্ত দেখাও।**

২০১৩

জুলাই-১		নগদ উদ্বৃত্ত ৬০,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৯,০০০ টাকা।
"	৩	কানিজ এর নিকট হতে প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা।
"	৬	ব্যাংক জমাতিরিক্তের ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
"	৮	২০,০০০ টাকা তালিকা মূল্যের পণ্য ১০% বাট্টায় নগদ বিক্রয়।
"	১০	সোহান কর্তৃক স্বীকৃত ৬,০০০ টাকার বিল ৫,৭০০ টাকায় ব্যাংক হতে বাট্টা করা হলো।
"	১২	মাল বিক্রয় করে ৪,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
"	১৫	মিমির নিকট হতে ৫,৫০০ টাকার একটি চেক পেয়ে দেনা পরিশোধার্থে নিশিকে প্রদান করা হলো।
"	১৭	নগদ ৪,২০০ টাকা এবং ৪,৩০০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
"	২০	৭,০০০ টাকার একটি প্রদেয় নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হলো।
"	২৩	চেকে অগ্রিম ভাড়া প্রদান ৩,৫০০ টাকা।
"	২৫	নগদ উত্তোলন ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
"	২৮	সোহান কর্তৃক স্বীকৃত বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলো।
"	৩১	নগদ উদ্বৃত্তের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

সমাধানঃ ৯

মেসার্স জাহান ট্রেডার্স

ডেবিট দুঘরা নগদান বই ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	র. নং	খ. পৃ.	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা. নং	খ. পৃ.	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৩ জুলাই						২০১৩ জুলাই					
১	ব্যালেন্স বি/ডি			৬০,০০০		১	ব্যালেন্স বি/ডি				৯,০০০
৩	কানিজ হিসাব			৩,০০০		৬	ব্যাংক হিসাব (সি)			৫,০০০	
৬	নগদান হিসাব (সি)				৫,০০০	১৫	নিশি হিসাব			৫,৫০০	
৮	বিক্রয় হিসাব			১৮,০০০		১৭	নগদান হিসাব (সি)			৮,৫০০	
১০	প্রাপ্য নোট হিসাব				৫,৭০০	২০	প্রদেয় নোট				৭,০০০
১২	বিক্রয় হিসাব				৪,০০০	২৩	অগ্রিম ভাড়া				৩,৫০০
১৫	মিমি হিসাব			৫,৫০০		২৫	উত্তোলন			৩,০০০	
১৭	ব্যাংক হিসাব (সি)				৮,৫০০	২৫	নগদান হিসাব (সি)				২,০০০
২৫	ব্যাংক হিসাব (সি)			২,০০০		২৮	সোহান হিসাব				৬,০০০
৩১	নগদান হিসাব (সি)				৬৬,৫০০	৩১	ব্যাংক হিসাব (সি)			৬৬,৫০০	
						৩১	ব্যালেন্স সি/ডি				৬২,২০০
				৮৮,৫০০	৮৯,৭০০					৮৮,৫০০	৮৯,৭০০
আগস্ট-১	ব্যালেন্স বি/ডি				৬২,২০০						

কাজ—৯ঃ জনাব শওকত এর নিম্নলিখিত লেনদেন হতে একটি দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১২

এপ্রিল-১ হাতে নগদ ২২,০০০টাকা।
ব্যাংকে জমা ৯,০০০০ টাকা।

" ২ নগদ বিক্রয় ৬,০০০ টাকা এবং চেকে ৫,৫০০ টাকা।

" ৩ প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

" ৪ ১০,০০০ টাকার মাল ১০% বাট্টায় নগদে ক্রয় করা হলো।

" ৬ চেকে আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

" ৮ জসিমকে প্রদান করা হলো নগদে ৩,৫০০ টাকা ও চেকে ৩,৫০০ টাকা।
" ১০ নিহার নিকট হতে পাওয়া গেল নগদে ৭,০০০ টাকা ও চেকে ৪,০০০ টাকা। প্রাপ্ত চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
" ১১ শিশুর নিকট হতে মাল ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
" ১২ কারবারের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৮,৫০০ টাকা।
" ১৫ শিশুর পাওনা চেকে প্রদান করা হলো।
" ২০ চেকে শেয়ার ক্রয় করা হলো ১২,০০০ টাকা।
" ২২ ১৬,০০০ টাকার পণ্য ৫% বাট্টায় বিক্রয় করে ৬,০০০ টাকার একটি প্রাপ্যবিলে সম্মতি পাওয়া গেল এবং অবশিষ্ট টাকা নগদে পাওয়া গেল।
" ২৫ নগদ ৫,০০০ টাকা এবং চেকে ভাড়া দেয়া হলো ১,০০০ টাকা।
" ৩০ নগদে বেতন দেয়া হলো ১,৫০০।

৩. তিনঘরা নগদান বই

যে নগদান বহির ডেবিট ও ক্রেডিট উভয়দিকে তিনটি করে টাকার ঘর থাকে, তাকে তিন ঘরা নগদান বহি বলে। এরূপ নগদান বহিতে নগদ, ব্যাংক ও বাট্টা লেখার জন্য উভয়দিকে তিনটি করে টাকার ঘর থাকে। তিন ঘরা নগদান বইতে তিনটি টাকার ঘর থাকলেও চারটি হিসাব জড়িত থাকে। নগদ, ব্যাংক, বাট্টা প্রাপ্তি ও বাট্টা প্রদান। নগদ প্রাপ্তি, ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্তি ও বাট্টা প্রদান নগদান বইরে ডেবিট পাশে বসে। অন্যদিকে নগদ প্রদান, ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি নগদান বইয়ের ক্রেডিট পাশে বসে।

উদাহরণ: ১০ **মি. সোয়াদ-এর নিম্নলিখিত লেনদেন অবলম্বন করে একটি তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।**

২০১৩

জানু – ১ হাতে নগদ ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স (ক্রেডিট) ৯,০০০ টাকা।
" ৪ আমাদের স্বীকৃত একটি নোটের ৭,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হলো।
" ৬ ব্যাংক হতে উত্তোলিত ৫০০ টাকা দিয়ে মালিকের জীবন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান করা হলো।
" ৮ ইসলাম এর নিকট হতে পূর্বে প্রাপ্ত ৩,০০০ টাকার একটি নোট ৫% হারে ব্যাংকে বাট্টা করা হলো।
" ১০ সাদ এর পাওনা ৪,০০০ টাকা ৫% বাট্টায় চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো।
" ১২ অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ২,৫০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
" ১৫ ইসলাম এর বিলটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ব্যাংক ফেরত পাঠালো।
" ১৯ নগদ বিক্রয় ৮,০০০ টাকা (বাদ বাট্টা ৪%)।
" ২১ রুবেলের নিকট হতে ৪,০০০ টাকার পণ্য ৫% কারবারি বাট্টায় ক্রয় করা হলো।
" ২৪ পূর্বে অবলোপিত অনাদায়ী পাওনা ৮০০ টাকা আদায় করা হলো।
" ২৫ রুবেলের পাওনা ১০% বাট্টায় চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলো।
" ২৯ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ ১৫০ টাকা ও মঞ্জুরিকৃত সুদ ১০০ টাকা।
" ৩০ রহিমের নিকট পাওনা টাকা ১০% বাট্টা বাদে ৯,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
" ৩১ নগদ জের ৫,০০০ টাকা হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

সমাধানঃ ১০

মি. সোয়াদ
তিনঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	র. নং	খ. পৃ.	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	বাট্টা টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা. নং	খ. পৃ.	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	বাট্টা টাকা
২০১৩ জানু.							২০১৩ জানু.						
১	ব্যালেন্স বি/ডি			৩০,০০০			১	ব্যালেন্স বি/ডি				৯,০০০	
							৪	প্রদেয় নোট				৭,০০০	
৮	প্রাপ্য নোট				২,৮৫০		৬	উত্তোলন হিসাব				৫০০	
							১০	সাদ হিসাব				৩,৮০০	২০০
১২	ব্যাংক হিসাব (সি)			২,৫০০			১২	নগদান হিসাব (সি)				২,৫০০	
১৯	বিক্রয়			৭,৬৮০			১৫	ইসলাম হিসাব				৩,০০০	
২৪	অনাদায়ী পাওনা আদায়			৮০০			২৫	রুবেল হিসাব			৩,৪২০		৩৮০
২৯	ব্যাংক সুদ				১০০		২৯	ব্যাংক চার্জ				১৫০	
৩০	রহিম হিসাব			৯,০০০		১,০০০	৩১	ব্যাংক হিসাব (সি)			৪১,৫৬০		
৩১	নগদান হিসাব (সি)				৪১,৫৬০		৩১						
							৩১	ব্যালেন্স সি/ডি			৫,০০০	১৮,৫৬০	
				৪৯,৯৮০	৪৪,৫১০	১,০০০					৪৯,৯৮০	৪৪,৫১০	৫৮০
ফেব্রু.১	ব্যালেন্স বি/ডি			৫,০০০	১৮,৫৬০								

কাজ—১০: নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ হতে জনাব রাশেদের জন্য প্রয়োজনীয় কলামবিশিষ্ট একটি নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১২		
ফেব্রু.	১	প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ২৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৮,০০০ টাকা।
"	৩	ব্যাংক জমাতিরিক্ত এর অর্ধেক টাকা পরিশোধ করা হলো।
"	৬	ইতোপূর্বে আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরিত ৩,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল প্রত্যাখ্যাত হলো।
"	৯	পণ্য বিক্রয় করে নগদ ৩,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকার চেক পেয়ে সমুদয় টাকা সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
"	১০	পণ্য ক্রয় করে নগদে ২,০০০ টাকা ও চেক মারফত ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
"	১১	আসাদের নিকট হতে ২,১০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ১,৯০০ টাকার চেক পেয়ে তা আজমের ২,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে প্রদান করা হলো।
"	১১	৫,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল ৪,৯০০ টাকায় বাট্টা করা হলো।
"	২৭	১১ তারিখের বাট্টাকৃত বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলো।
"	২৮	ব্যাংক সুদ বাবদ ১০০ টাকা ও চার্জ বাবদ ৫০ টাকা ধার্য করেছে।
"	২৮	সমাপনী ব্যাংক উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা রক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন কর।

৪. খুচরা নগদান বই

অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক নগদ লেনদেন সংঘটিত হয়। এদের মধ্যে কিছু নগদ লেনদেন থাকে যা বড় অঙ্কের এবং কিছু লেনদেন থাকে খুব ছোট অঙ্কের। তাই বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোট অঙ্কের নগদ লেনদেনগুলো সম্পাদন ও হিসাবভুক্ত করার জন্য প্রধান ক্যাশিয়ারের পাশাপাশি একজন খুচরা ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হয়। তিনি মাসের শুরুতে প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে অগ্রিম কিছু টাকা গ্রহণ করেন এবং তা থেকে সারা মাস খুচরা খরচগুলো নির্বাহ করে থাকেন। মাসের শেষে খরচের একটি হিসাব প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট উপস্থাপন করেন। এ হিসাবটিই হলো মূলত খুচরা নগদান বই। এতে খুচরা খরচগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। অন্যদিকে প্রধান ক্যাশিয়ারের কাজের ঝামেলা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

উদাহরণ: ১১ ২০১৩ সালের ১ মার্চ তারিখে সংঘটিত নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ থেকে অমিত এন্ড সন্স-এর বিশ্লেষণাত্মক খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর এবং মাসশেষে জের নির্ণয় কর:

২০১৩			টাকা
মার্চ–	১	প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি	৮০০
,,	৫	কাগজ ক্রয়	৪০
,,	৭	মনিহারি ক্রয়	২৫
,,	৯	বাস ভাড়া প্রদান	৩২
,,	১১	ডাক ও তার খরচ	৩০
,,	১৫	টেলিগ্রাম খরচ	৩৫
,,	২০	আপ্যায়ন খরচ	৩০
,,	২২	ভিক্ষা প্রদান	২০
,,	২৩	পিয়নকে বকশিস প্রদান	১০
,,	২৫	বিবিধ খরচ	৪৫
,,	৩১	প্যাকিং খরচ	৬৫

সমাধানঃ ১১

অমিত এন্ড সন্স

ডেবিট খুচরা নগদান বই (বিশ্লেষণাত্মক) ক্রেডিট

প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা. নং	মোট প্রদান	খরচের বিশ্লেষণ (টাকা)					
					মনিহারী	যাতায়াত	ডাক ও তার	আপ্যায়ন	প্যাকিং	বিবিধ
৮০০	২০১৩ মার্চ-১	নগদান								
	৫	কাগজ ক্রয়		৪০	৪০					
	৭	মনিহারী ক্রয়		২৫	২৫					
	৯	বাস ভাড়া		৩২		৩২				
	১১	ডাক ও তার		৩০			৩০			
	১৫	টেলিগ্রাম		৩৫			৩৫			
	২০	আপ্যায়ন		৩০				৩০		
	২২	ভিক্ষা প্রদান		২০						২০
	২৩	বকশিস		১০						১০
	২৫	বিবিধ		৪৫						৪৫
	৩১	প্যাকিং		৬৫					৬৫	
				৩৩২	৬৫	৩২	৬৫	৩০	৬৫	৭৫
	৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪৬৮	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.
৮০০				৮০০						
৪৬৮	এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি								

উদাহরণঃ ১২ রায়হান এন্ড কোং অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। এ অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৬০০ টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন মাসের খরচের পরিমাণ ৪৫০ টাকা। জুলাই মাসে কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত খুচরা খরচ সম্পর্কিত লেনদেনগুলো নিম্নে দেয়া হলো। এসব লেনদেনের সাহায্যে একখানি খুচরা নগদান বই তৈরি কর:

২০০৬		টাকা	জুলাই		টাকা
জুলাই-১	কাগজ ক্রয় করা হলো	২৮	১৫	ডাক টিকেট ক্রয় করা হলো	২৭
” ৩	টেলিগ্রাম বাবদ ব্যয়	২৫	১৮	বাসভাড়া দেয়া হলো	৮
” ৪	রিক্সা ভাড়া দেয়া হলো	১০	২০	কালি ক্রয় করা হলো	২৩
” ৫	পিয়নকে বকশিস দেয়া হলো	১০	২২	কাগজ ক্রয় করা হলো	৩০
” ৮	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	৩০	২৪	বাল্ব ক্রয় করা হলো	২৫
” ১০	বিক্রিত মালের বহন খরচ দেয়া হলো	২০	২৭	বিক্রিত মালের বহন খরচ দেয়া হলো	২০
” ১৩	টেলিগ্রাম বাবদ ব্যয়	২৫	২৮	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় করা হলো	৩৫
			৩১	অফিস পরিচ্ছন্ন ব্যয়	২৬

সমাধানঃ ১২

রায়হান এন্ড কোং
খুচরা নগদান বই (অগ্রদত্ত পদ্ধতি)

ডেবিট ক্রেডিট

					খরচের বিশ্লেষণ (টাকা)					
প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা. নং	মোট প্রদান	মনিহারী	ডাক ও তার	যাতায়াত	বিদ্যুৎ খরচ	পরিবহন	বিবিধ
	২০১৩									
১৫০	জুলাই-১	ব্যালেন্স বি/ডি								
৪৫০	১	নগদান হিসাব								
	১	কাগজ ক্রয়		২৮	২৮					
	৩	টেলিগ্রাম		২৫		২৫				
	৪	রিক্স ভাড়া		১০			১০			
	৫	বকশিস		১০						১০
	৮	মনিহারি		৩০	৩০					
	১০	বহন খরচ		২০					২০	
	১৩	টেলিগ্রাম		২৫		২৫				
	১৫	ডাক টিকিট		২৭		২৭				
	১৮	বাস ভাড়া		৮			৮			
	২০	কালি ক্রয়		২৩	২৩					
	২২	কাগজ ক্রয়		৩০	৩০					
	২৪	বাল্ব ক্রয়		২৫				২৫		
	২৭	বহন খরচ		২০					২০	
	২৮	মনিহারি		৩৫	৩৫					
	৩১	পরিচ্ছন্ন ব্যয়		২৬						২৬
	৩১			৩৪২	১৪৬	৭৭	১৮	২৫	৪০	৩৬
	৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২৫৮	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.	খ.পৃ.
৬০০				৬০০						
২৫৮	আগস্ট-১	ব্যালেন্স বি/ডি								
৩৪২		নগদান হিসাব								

কাজ–১১: তরুণ এন্ড কোং অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করে; অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা। ২০১২ সালের মে মাসে কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত ব্যয় ১,৬৫০ টাকা । নিম্নে লেনদেনের সাহায্যে একখানি খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর: (প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে টাকা আনার সময় ৬০% নগদে ও ৪০% চেকে গ্রহণ করা হয়।)

২০১২			টাকা
জুন	১	ডাকটিকেট বাবদ দেয়া হলো	১৪
”	”	কাগজ ক্রয়	৮০
”	”	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	২৫
”	৫	টেলিগ্রাম খরচ	১৮
”	”	বাসভাড়া দেয়া হলো	১৪
”	”	রিক্সা ভাড়া দেয়া হলো	২০
”	”	কার্বন ও কাগজ ক্রয়	১৫
”	১০	কালি ক্রয়	১১
”	”	আলপিন ক্রয়	১৩
”	২০	ডাকটিকেট ক্রয়	১৫
”	”	কাগজ ক্রয়	৯০
”	”	বাস ভাড়া প্রদান	১৪
”	২৮	টেলিগ্রাম ব্যয়	১৮
”	”	ডাকটিকেট ক্রয়	১৫
”	”	রিক্সা ভাড়া প্রদান	৩৫
”	৩০	ডাকটিকেট ক্রয়	৮০
”	”	মনিহারি ক্রয়	২২

২.০৮ নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুতকরণ

Preparation of Cash Receipt and Cash Payment Journal

নগদ প্রাপ্ত জাবেদা (Cash Receipts Journal)

যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ জাবেদা ব্যবহার করা হয় তাকে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলা হয়। নগদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেনসমূহের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় নগদ প্রাপ্তি জাবেদা একটি বিজ্ঞানসম্মত হিসাব কৌশল। বর্তমানে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সনাতন নিয়মে নগদান বই এর পরিবর্তে আধুনিক নিয়মের 'নগদান প্রাপ্তি জাবেদা' সংরক্ষণ করে থাকে।

উদাহরণ: ১৩ **মালিহা এন্টারপ্রাইজ ৫ ঘরবিশিষ্ট নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ব্যবহার করেন।**

ঘরগুলো হলো: নগদ (ডেবিট); বিক্রয় বাট্টা (ডেবিট); প্রাপ্য হিসাব (ক্রেডিট); বিক্রয় (ক্রেডিট); অন্যান্য হিসাব (ক্রেডিট)। নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো মালিহার এন্টারপ্রাইজের নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

২০১২ জুলাই–১	নগদ বিক্রয় মোট ৫৮,০০০ টাকা।
” ৫	আসিফের নিকট থেকে প্রাপ্য ৬৫,০০০ টাকার ২/১০ n ৩০ শর্তে ৬৩,৭০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
” ৯	মালিক কর্তৃক অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা।
” ১০	নগদ বিক্রয় মোট ১,২৫,১৯০ টাকা।
” ১২	রহিম অ্যান্ড কোং-এর নিকট থেকে ৭৫,০০০ টাকা পাওনার নিষ্পত্তিতে ৭২,৭৫০ টাকা পাওয়া গেল।
” ১৫	অগ্রিম বিক্রয় বাবদ ৭,৫০০ টাকা পাওয়া গেল।
” ২০	নগদ বিক্রয় ১,৫৪,৭২০ টাকা।
” ২২	মিল্টন কোম্পানির নিকট থেকে ১৩ তারিখে ২/১০ n ৩০ শর্তে ধারে বিক্রয়ের টাকা বাট্টা বাদে ৫৮,৮০০ টাকা পাওয়া গেল।
” ২৯	নগদ বিক্রয় ১,৭৬,০০০ টাকা।
” ৩১	সুদ বাবদ নগদ ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।

সমাধানঃ ১৩

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	রে.ফা.	নগদ ডেবিট	বিক্রয় বাট্টা ক্রেডিট	প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট	বিক্রয় ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০১২							
জুলাই–১	বিক্রয়		৫৮,০০০			৫৮,০০০	
" ৫	আসিফ		৬৩,৭০০	১,৩০০	৬৫,০০০		
" ৯	মূলধন		৫০,০০০				৫০,০০০
" ১০	বিক্রয়		১,২৫,১৯০			১,২৫,১৯০	
" ১২	রহিম		৭২,৭৫০	২,২৫০	৭৫,০০০		
" ১৫	অগ্রিম বিক্রয়		৭,৫০০				৭,৫০০
" ২০	বিক্রয়		১,৫৪,৭২০			১,৫৪,৭২০	
" ২২	মিল্টন		৫৮,৮০০	১,২০০	৬০,০০০		
" ২৯	বিক্রয়		১,৭৬,৬০০			১,৭৬,৬০০	
" ৩১	সুদ আয়		২,০০০				২,০০০
			৭,৬৯,২৬০	৪,৭৫০	২০০,০০০	৫,১৪,৫১০	৫৯,৫০০

কাজ—১২:

জনাব তানহা এন্ড সন্স এর হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলোর একটি নগদ প্রাপ্তি জাবেদা লিপিবদ্ধ কর ।

" ২ ১০% বাট্টায় নগদ বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।

" ৬ আরিফের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল এবং তা দিয়ে অফিসের ভাড়া প্রদান করা হলো।

" ৯ চেকে বাড়ি ভাড়া প্রাপ্ত ১,০০০ টাকা।

" ১৭ নগদে ৭,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো এবং এর উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হলো।

" ১৮ জিয়ার নিকট ২০,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল।

" ২০ ইকবালের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হলো ৫,০০০ টাকা।

" ২২ জিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ১৩ তারিখে 4/১০ net ৩০ শর্তে ধারে বিক্রয়ের টাকা বাট্টা বাদে ৫৮,৮০০ টাকা পাওয়া গেল।

নগদ প্রদান জাবেদা

Cash Payments Journal

যাবতীয় নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ জাবেদা ব্যবহার করা হয় তাকে নগদ প্রদান জাবেদা বলা হয়। নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনের হিসাব রাখার এটি একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। এরূপ অবস্থায় সঠিক হিসাব এবং নগদ প্রদানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যায়।

উদাহরণ: ১৪ জনাব আমানের নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

মালিহা এন্টারপ্রাইজ নিম্নোক্ত ঘর বিশিষ্ট নগদ প্রদান জাবেদা ব্যবহার করেন।

ঘরগুলো হলো:

অন্যন্য হিসাব (ডেবিট) প্রদেয় হিসাব (ডেবিট), ক্রয় হিসাব (ডেবিট), ক্রয় বাট্টা (ক্রেডিট), নগদান (ক্রেডিট)

২০১৩	
জানুয়ারি-৫	নগদে সরবরাহ ক্রয় ১,০০০ টাকা।
" ৯	২ তারিখে ধারে ক্রয় ২০,০০০ টাকা ২% বাট্টায় পরিশোধ করা হলো।
" ১৮	নগদে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা।
" ২৩	পূর্বে কামিলের নিকট ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ৩,৫০০ টাকা, পরবর্তীতে ২১০ টাকার পণ্য ফেরত প্রদান করে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হলো।
" ২৬	একখণ্ড জমি যার দাম ২১,০০০ টাকা ও জমির উপর ছোট একটি দালানের দাম ১৪,০০০ টাকা নগদে ক্রয় করা হলো।
" ৩০	বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধ করা হলো ১,৫০০ টাকা।

সমাধান: ১৪

নগদ প্রদান জাবেদা

তরিখ	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রদেয় হিসাব ডেবিট	ক্রয় হিসাব ডেবিট	ক্রয় বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০১৩							
জানুয়ারি-৫	সরবরাহ		১,০০০				১,০০০
" ৯	প্রদেয় হিসাব			২০,০০০		৪০০	১৯,৬০০
" ১৮	ক্রয়				২,০০০		২,০০০
" ২৩	কামাল			৩,২৯০			৩,২৯০
" ২৬	জমি		২১,০০০				২১,০০০
" ২৬	দালান		১৪,০০০				১৪,০০০
" ৩০	বিজ্ঞাপন		১,৫০০				১,৫০০
			৩৭,৫০০	২৩,২৯০	২,০০০	৪০০	৬২,৩৯০

কাজ-১৩: জনাব রাফানের নগদ সংক্রান্ত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

মার্চ – ১	৩টি পুরাতন গাড়ি ক্রয় করা হলো যার প্রতিটির মূল্য ৫০,০০০ টাকা।
" ৮	১ তারিখের গাড়িগুলোর জন্য ৫০,০০০ টাকা মেরামত খরচ প্রদান করা হয় এবং মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত গাড়ির জন্য ৫,০০০ টাকা মেরামত খরচ প্রদান করা হলো।
" ১৭	গাড়ির শোরুমের ভাড়া প্রদান করা হলো ১০,০০০ টাকা।
" ১৭	প্রিন্টিং এর জন্য রং ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।
" ১৮	কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হলো ৮,০০০ টাকা।
" ২৫	১টি গাড়ি ৮০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে ৫০,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেল।
" ২৭	বিজ্ঞাপনের জন্য প্রদান করা হলো ২০,০০০ টাকা।
" ৩০	আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হলো ৫,০০০ টাকা।

লেনদেনগুলো একটি নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর ।

২.০৯ হিসাবের চূড়ান্ত বই বা খতিয়ানের ধারণা
Final books of Accounts or Ledger

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাব সংরক্ষণ করে তার সবগুলোর সমষ্টিকে খতিয়ান বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সংখ্যক হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান একটি সাধারণ খতিয়ান সংরক্ষণ করে। যেখানে সকল হিসাব যেমন–সম্পত্তি, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে। খতিয়ান সম্পর্কে অন্যভাবে বলা যায় যে, সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল তথ্য একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করা হলে তাকে খতিয়ান বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খতিয়ানের একটি সম্পত্তিবাচক হিসাব হলো নগদ। এ হিসাব নগদ প্রাপ্তি , নগদ প্রদান এবং বর্তমান নগদ জের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে। এ নগদ হিসাব সংক্ষরণ করে কর্তৃপক্ষ বেতন প্রদানের জন্য কত টাকা হাতে আছে কিংবা বর্তমানে সম্পত্তি বা সেবা ক্রয়ে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে তা বুঝতে পারে। তাছাড়া এ নগদান হিসাব ভবিষ্যৎ ব্যবসায় পরিচালনা এবং অর্থ সংস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খতিয়ান লেনদেনকে শ্রেণিবিন্যাস ও সংক্ষিপ্তকরণ করে থাকে। একে হিসাবের স্থায়ী ভাণ্ডার বা হিসাবের পাকা বই বলা হয়। খতিয়ানের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। খতিয়ানের সাহায্যে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করা সম্ভব হয়। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটারের সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে অনেক সহজভাবে হিসাব সংক্ষরণ করে থাকে।

২.১০ খতিয়ানভুক্তকরণ ও হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়
Posting to the Ledger and Determination of Balance

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় লেনদেন খতিয়ানে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এ খতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা: T ছক (T Column) ও তিন কলাম (3 Column) বা চলমান জের ছক পদ্ধতি (Running Balance form of Accounts)।

চিত্রঃ খতিয়ান

T ছক (T Column): T ছক (T Column) এ পদ্ধতিতে মাত্র তিনটি প্রধান উপাদান। ক. কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি, দায় বা মালিকানা স্বত্বের কোনো হিসাবের শিরোনাম খ. বাম পাশ বা ডেবিট পাশ গ. ডান পাশ বা ক্রেডিট পাশ। নিচে T ছক (T Column) একটি ছক দেয়া হলো।

এ ছকটি ইংরেজি T অক্ষরের মতো। তাই একে T ছক (T Column) বলা হয়।

ক. হিসাব শিরোনাম

খ. বাম পাশ বা ডেবিট পাশ	গ. ডান পাশ বা ক্রেডিট পাশ

ডেবিট ও ক্রেডিট লিপিবদ্ধকরণ: লেনদেনটি যখন বাম পাশে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে ডেবিটকরণ বলা হয়। অন্যদিকে যখন ডান পাশে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে ক্রেডিটকরণ বলা হয়। যাকে ইংরেজিতে Debit Entry ও Credit Entry বলা হয়।

নিচে একটি নগদান হিসাবের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলো–
ডেবিট পাশে নগদ প্রাপ্তি এবং ক্রেডিট পাশে নগদ প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

T ছক (T Column) এ জের নির্ণয়

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট পাশের টাকার পার্থক্যই হলো হিসাবের জের। যদি ডেবিট পাশের টাকার পরিমাণ ক্রেডিট পাশের চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে ডেবিট জের বলে। অন্যদিকে ক্রেডিট পাশ বড় হলে তাকে ক্রেডিট জের বলে। নিচে জের খতিয়ানের জের নির্ণয় দেখানো হলো।

ডেবিট — নগদান হিসাব — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	টাকা
১/৯		১,৮০,০০০	৩/৯		১,৪১,০০০
২০/৯		১,৫০০	৫/৯		১৫,০০০
			৩০/৯		৩,০০০
			৩০/৯	জের	২২,৫০০
		১,৮৯,০০০			১,৮৯,০০০

এখানে ডেবিট পাশ বড়। ডেবিট পাশের মোট যোগফল হলো (১,৮০,০০০ + ১,৫০০ = ১,৮৯,৫০০) অন্যদিকে ক্রেডিট পাশে মোট (১,৪১,০০০ + ১৫,০০০ + ৩,০০০ = ১,৫৯,০০০ টাকা।) এখানে ডেবিট ও ক্রেডিট পাশের যোগফলের পার্থক্য হলো (১,৮৯,৫০০ – ১,৫৯,০০০) = ২২,৫০০ টাকা। খতিয়ানে যে পাশে কম থাকে সেই পাশে জের নামে পার্থক্যের টাকা বসিয়ে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশ মিলিয়ে দিতে হয়। এ ছকে সাধারণত মাসের শেষে জের নির্ণয় করা হয়।

লেনদেন খতিয়ানভুক্তকরণঃ

লেনদেন-ক: ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে জনাব পিয়াস ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	লিপিবদ্ধকরণ
নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	নগদান হিসাব ডেবিট ৫০,০০০ টাকা
মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি	মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট	মূলধন হিসাব ক্রেডিট ৫০,০০০ টাকা

নগদান হিসাব

ডেবিট	ক্রেডিট
১/৯ (ক) ৫০,০০০	

মূলধন হিসাব

ডেবিট	ক্রেডিট
	১/৯ (ক) ৫০,০০০

লেনদেন-খ: সেপ্টেম্বর ৩ তারিখে নগদে জমি ক্রয় করা হলো ৪১,০০০ টাকা দিয়ে।

বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	লিপিবদ্ধকরণ
নগদ সম্পত্তি হ্রাস	সম্পত্তি হ্রাস পেলে ক্রেডিট	জমি হিসাব ডেবিট ৪১,০০০ টাকা
জমি সম্পত্তি বৃদ্ধি	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	নগদান হিসাব ক্রেডিট ৪১,০০০ টাকা

নগদান হিসাব

ডেবিট	ক্রেডিট
১/৯ (ক) ৫০,০০০	৩/৯ (খ) ৪১,০০০

জমি হিসাব

ডেবিট	ক্রেডিট
৩/৯ (খ) ৪১,০০০	

লেনদেনঃ গ সেপ্টেম্বর ৫ তারিখে ৩৬,০০০ টাকার একটি দালান ক্রয় করে ৫,০০০ টাকা নগদে প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি ২১,০০০ টাকার প্রদেয় নোট প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	লিপিবদ্ধকরণ
দালান নামে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	দালান হিসাব ডেবিট ৩৬,০০০ টাকা
নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে	সম্পত্তি হ্রাস পেলে ক্রেডিট	নগদান হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা
প্রদেয় নোট বৃদ্ধি পেয়েছে	দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট	প্রদেয় নোট হিসাব ক্রেডিট ২১,০০০ টাকা

নগদান হিসাব

ডেবিট		ক্রেডিট	
১/৯	(ক) ৫০,০০০	৩/৯	(খ) ৪১,০০০
		৫/৯	(গ) ৫,০০০

দালান হিসাব

ডেবিট		ক্রেডিট
৩/৯ (গ)	৩৬,০০০	

প্রদেয় নোট হিসাব

ডেবিট	ক্রেডিট	
	৫/৯ (গ)	২১,০০০

উদাহরণঃ ১৫ নিম্নলিখিত লেনদেন জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর এবং সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে স্থানান্তর করে জের নির্ণয় কর এবং এটি হতে রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

২০১৩

জানুয়ারি-১ জনাব আলী নগদ ২৫,০০০ টাকা ও ২,৫০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।
" ৭ মাল ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা।
" ১০ আসবাবপত্র ক্রয় ২,০০০ টাকা।
" ১২ নগদ বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
" ১৭ কামালের নিকট বিক্রয় ৪,০০০ টাকা।
" ২০ বেতন প্রদান করা হলো ৪০০ টাকা।
" ২২ মাসুদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা।
" ২৫ নগদ বিক্রয় ২,০০০ টাকা।
" ২৮ মাসুদকে প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
" ৩০ আসবাবপত্রের অবচয় ১০০ টাকা।

সমাধানঃ-১৫ঃ

জনাব আলী
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩	নগদান হিসাব ডেবিট		২৫,০০০	
জানু.–১	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট		২,৫০০	
	মূলধন হিসাব ক্রেডিট			২৭,৫০০
	(নগদ ও আসবাবপত্র মূলধন হিসাবে আনয়ন করা হলো।)			

” ৭	ক্রয় হিসাব ডেবিট		৫,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			৫,০০০
	(নগদে ক্রয় করা হলো।)			
” ১০	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
	(নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।)			
” ১২	নগদান হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(নগদে বিক্রয় করা হলো।)			
” ১৭	কামাল হিসাব ডেবিট		৪,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৪,০০০
	(কামালের নিকট ধারে বিক্রয় করা হলো।)			
” ২০	বেতন হিসাব ডেবিট		৪০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			৪০০
	(বেতন প্রদান করা হলো।)			
” ২২	ক্রয় হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	মাসুদ হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
	(মাসুদের নিকট ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো।)			
” ২৫	নগদান হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
	(নগদে বিক্রয় করা হলো।)			
” ২৮	মাসুদ হিসাব ডেবিট		১,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			১,০০০
	(মাসুদকে প্রদান করা হলো।)			
” ৩০	অবচয় হিসাব ডেবিট		১০০	
	আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট			১০০
	(আসবাবপত্রের অবচয় ধার্য করা হলো।)			

জনাব আলী

খতিয়ান

ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ১	মূলধন হিসাব		২৫,০০০	জানু. ৭	ক্রয় হিসাব		৫,০০০
" ১২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০	" ১০	আসবাবপত্র হিসাব		২,০০০
" ২৫	বিক্রয় হিসাব		২,০০০	" ২০	বেতন হিসাব		৪০০
				" ২৮	মাসুদ হিসাব		১,০০০
				" ৩০	ব্যালেন্স সি/ডি		২৬,৬০০
			৩৫,০০০				৩৫,০০০
ফেব্রু-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২৬,৬০০				

ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ১	মূলধন হিসাব		২,৫০০	জানু. ৩০	অবচয় হিসাব		১০০
" ১০	নগদান হিসাব		২,০০০	" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪,৪০০
			৪,৫০০				৪,৫০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৪,৪০০				

ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২৭,৫০০	জানু. ১	নগদান হিসাব		২৫,০০০
					আসবাবপত্র হিসাব		২,৫০০
			২৭,৫০০				২৭,৫০০
				ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২৭,৫০০

ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ৭	নগদান হিসাব		৫,০০০	জানু. ৩১			
" ২২	মাসুদ হিসাব		২,০০০		ব্যালেন্স সি/ডি		৭,০০০
			৭,০০০				৭,০০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৭,০০০				

ডেবিট বেতন হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ২০	নগদান হিসাব		৪০০	জানু. ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪০০
			৪০০				৪০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৪০০				

ডেবিট মাসুদ হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ২৮	নগদান হিসাব		১,০০০	জানু. ২২	ক্রয় হিসাব		২,০০০
" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১,০০০				
			২,০০০				২,০০০
				ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১,০০০

ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৪,০০০	জানু. ১২	নগদান হিসাব		৮,০০০
				" ১৭	কামাল হিসাব		৪,০০০
				" ২৫	নগদান হিসাব		২,০০০
			১৪,০০০				১৪,০০০
				ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৪,০০০

ডেবিট কামাল হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু. ১৭	বিক্রয় হিসাব		৪,০০০	জানু. ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪,০০০
			৪,০০০				৪,০০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৪,০০০				

ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানু ৩০	আসবাবপত্র হিসাব		১০০	জানু ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১০০				

তিন কলাম (3 Column) বা চলমান জের ছক পদ্ধতি

Running Balance form of Accounts

T ছক (T Column) সাধারণত সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় শ্রেণি কক্ষে কিংবা পাঠ্য বইতে। কারণ এ পদ্ধতিতে লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হলে হিসাবভুক্তকরণের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট করে বুঝা যায়। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তিন কলাম বা চলমান জের ছক পদ্ধতি অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। নিচে চলমান জের ছক পদ্ধতির একটি নমুনা দেয়া হলো:

নগদান হিসাব হিসাব নং

তারিখ	বিবরণ	রেফা.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	জের (টাকা)
২০১২					
সেপ্টে.–১			৫০,০০০		৫০,০০০
" ৩				৪১,০০০	৯,০০০
" ৫				৫,০০০	৪,০০০

তারিখ কলামে লেনদেনের তারিখ বসাতে হবে। যখন কোনো লেনদেন দ্বারা নগদান হিসাব ডেবিট হবে তখন ডেবিট কলামে বসবে এবং একই সাথে জের এর কলামে বসবে। তার পরের লেনদেনে নগদান হিসাব ক্রেডিট থাকায় টাকার পরিমাণ ক্রেডিট ঘরে বসছে। আগের জের যেহেতু ডেবিট তা থেকে বাদ দিয়ে (৫০,০০০ – ৪১,০০০) অবশিষ্ট জের ৯,০০০ টাকা বসাতে হবে। পারবর্তী লেনেদেনেও নগদান হিসাব ক্রেডিট হওয়ায় পূর্বের জের ৩৯,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জের ৪,০০০ টাকা বসাতে হবে। এভাবে প্রতিটি লেনদেন হিসাবভুক্ত করার পর পরই জের জানা যায় বলে একে চলমান জের ছক পদ্ধতি বলা হয়। আর তিনটি টাকার কলাম থাকে বিধায় এজন্য একে তিন কলাম ছকও বলা হয়।

হিসাবের স্বাভাবিক জের

চলমান জের ছক পদ্ধতিতে জের ডেবিট না ক্রেডিট তা উল্লেখ নাই। সাধারণত সম্পত্তি হিসাবের জের ডেবিট হয়। অন্যদিকে দায় ও মালিকানা স্বত্বের জের ক্রেডিট হয়।

খতিয়ানের হিসাবগুলোর ক্রমানুসারে নম্বর প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি হিসাবের একটি নম্বর থাকে। এ নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির হিসাবগুলোর নম্বর আগে তারপর দায় হিসাবগুলোর এবং সর্বশেষ মালিকানা স্বত্বের হিসাব নম্বর প্রদান করতে হয়।

উদাহরণ: ১৬ জনাব আবীর ২০১৩ সালের ১ মার্চ তারিখে সিটি ড্রাই ক্লিনার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। উক্ত মাসে তার লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

মার্চ–১ নগদ বিনিয়োগ করা হলো ৪০,০০০ টাকা।
" ২ ভাড়া প্রদান করা হলো ৪০০ টাকা।
" ৩ যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫০,০০০ টাকা যার নগদে প্রদান ২০,০০০ টাকা অবশিষ্ট টাকার জন্য প্রদেয় নোট প্রদান করা হলো।
" ৪ এক বছরের বিমা প্রিমিয়াম ২,৪০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
" ১০ বিজ্ঞাপন প্রদানের বিল পাওয়া গেল ৪০০ টাকা।
" ২০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো ১,৪০০ টাকা।
" ৩১ লন্ড্রি সেবা প্রদান করে নগদ পাওয়া গেল ১২,৪০০ টাকা।

হিসাবের সূচি:

নগদান–১০১; অগ্রিম বিমা–১৩০; যন্ত্রপাতি–১৫৪; প্রদেয় বিল–২০০; প্রদেয় হিসাব–২০১; মূলধন–৩০, উত্তোলন–৩০৬; সেবা আয়–৪০০; বিজ্ঞাপন–৬১০; ভাড়া খরচ–৭২৯।

করণীয়:

ক. জাবেদা দাখিলা দাও (ধরে নাও যে, লেনদেনগুলো জাবেদা পৃষ্ঠা-১ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।)

খ. খতিয়ান প্রস্তুত কর।

সমাধান:১৬

জনাব আবীর

সাধারণ জাবেদা

জাবেদা পৃষ্ঠা-০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম ও ব্যাখ্যা	রেফা.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩	নগদান	১০১	৪০,০০০	
মার্চ–১	মূলধন	৩০১		৪০,০০০
	(নগদ টাকা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা হলো।)			
” ২	ভাড়া খরচ হিসাব	৭২৯	৪০০	
	নগদান হিসাব	১০১		৪০০
	(ভাড়া প্রদান করা হলো।)			
” ৩	যন্ত্রপাতি	১৫৪	৫০,০০০	
	নগদান	১০১		২০,০০০
	প্রদেয় নোট	২০০		৩০,০০০
	(নগদে ও প্রদেয় নোট যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো।)			
” ৪	অগ্রিম বিমা	১৩০	২,৪০০	
	নগদান	১০১		২,৪০০
	(অগ্রিম বিমা প্রদান করা হলো।)			
” ১০	বিজ্ঞাপন	৬১০	৪০০	
	প্রদেয় হিসাব	২০১		৪০০
	(ধারে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো।)			
” ২০	উত্তোলন	৩০৬	১,৪০০	
	নগদান	১০১		১,৪০০
	(নগদে উত্তোলন করা হলো।)			
” ৩১	নগদান	১০১	১২,৪০০	
	সেবা আয়	৪০০		১২,৪০০
	(নগদে সেবা প্রদান করা হলো।)			

- বর্তমানে হিসাব শিরোনামের শেষে ‘হিসাব’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না।
- জাবেদায় ডেবিট কিংবা ক্রেডিট কথাগুলোও লেখার প্রয়োজন হয় না। ডেবিট হিসাবটি বামদিক থেকে শুরু করতে হয় আর ক্রেডিট হিসাবটি একটু ডান দিকে সরিয়ে লেখা শুরু করতে হবে।

সাধারণ খতিয়ান

নগদান হিসাব — হিসাবের কোড নং-১০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩					
মার্চ– ১	মূলধন	জা.-১	৪০,০০০		৪০,০০০
" ২	ভাড়া	জা-১		৪০০	৩৯,৬০০
" ৩	যন্ত্রপাতি	জা-১		২০,০০০	১৯,৬০০
" ৪	অগ্রিম বিমা	জা-১		২,৪০০	১৭,২০০
" ২০	উত্তোলন	জা-১		১,৪০০	১৫,৮০০
" ৩১	সেবা আয়	জা-১	১২,৪০০		২৮,২০০

অগ্রিম বিমা হিসাব — হিসাবের কোড নং -১৩০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩					
মার্চ–৪	নগদান	জা.–১	২,৪০০		২,৪০০

যন্ত্রপাতি হিসাব — হিসাবের কোড নং -১৫৪

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩					
মার্চ–৩	নগদান	জা.–১	২০,০০০		২০,০০০
	প্রদেয় বিল		৩০,০০০		৫০,০০০

প্রদেয় নোট হিসাব — হিসাবের কোড নং ২০০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩					
মার্চ–৩	যন্ত্রপাতি	জা.–১		৩০,০০০	৩০,০০০

প্রদেয় হিসাব — হিসাবের কোড নং ২০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩					
মার্চ–২০	বিজ্ঞাপন	জা.–১		৪০০	৪০০

মূলধন হিসাব — হিসাবের কোড নং ৩০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩					
মার্চ–১	নগদান	জা.–১		৪০,০০০	৪০,০০০

উত্তোলন হিসাব হিসাবের কোড নং ৩০৬

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা) ডেবিট ক্রেডিট
২০১৩ মার্চ–২০	নগদান	জা.–১	১,৪০০		১,৪০০

সেবা আয় হিসাব হিসাবের কোড নং ৪০০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ–৩১	নগদান	জা.–১		১২,৪০০	১২,৪০০

বিজ্ঞাপন হিসাব হিসাবের কোড নং ৬১০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ–১০	প্রদেয়	জা.–১	৪০০		৪০০

ভাড়া খরচ হিসাব হিসাবের কোড নং ৭২৯

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ–৩	নগদান	জা.–১	৪০০		৪০০

কাজ—১২:

প্রারম্ভিক জের: নগদান ৮,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ১৫,০০০ টাকা; যন্ত্রাংশ ১৩,০০০ টাকা; মজুদ ৩,০০০ টাকা; অগ্রিম ভাড়া ২,০০০ টাকা; কলকব্জা ২২,০০০ টাকা; বকেয়া বেতন ১,০০০ টাকা; প্রদেয় হিসাব ১৯,০০০ টাকা; মূলধন ৪১,০০০ টাকা।

জুন মাসের লেনদেন নিম্নরূপ:

জুন– ৫ বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
" ৭ যন্ত্রাংশ ক্রয় ৩,০০০ টাকা।
" ১০ ক্রেতার নিকট নগদ পাওয়া গেল ১৩,০০০ টাকা।
" ১৫ বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হলো ১০০০ টাকা।
" ১৮ ৪,০০০ টাকার যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হলো।
" ২০ সেবা দেওয়া হলো: নগদে ৪,০০০ টাকা, ধারে ৯,০০০ টাকা।
" ২৫ অগ্রিম ভাড়ার ১,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
" ৩০ সরবরাহকারীকে ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহ জাবেদাভুক্ত করে খতিয়ানে স্থানান্তর করে তার জের নির্ণয় কর।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। জনাব আশিক ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ১০,০০০ টাকার পণ্য ১০% কারবারি বাট্টায় বিক্রয় করেন। টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি ২/১০ n ৩০ শর্ত অনুসরণ করেন। তার এ প্রাপ্য টাকা ৯ তারিখে আদায় হয়।

করণীয়ঃ

ক. কারবারি বাট্টা নির্ণয় কর।

খ. ১ তারিখের লেনদেনের জন্য জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।

গ. ৯ তারিখের লেনদেনের জন্য জাবেদা দাখিলা দাও।

২। মি. আকাশের ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদান করা হলো।

নভেম্বর– ২ আমীন কোম্পানির নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা। শর্ত ২/১০ n ৩০।
” ৪ আমানের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা। চালনা নং ২০৪। শর্ত ২/১৫ n ৩০।
” ১০ ধারে পণ্য ক্রয় ৩,৫০০ টাকা।
” ১৭ আসলামের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় করা হয় ৫,০০০ টাকা। চালান নং ২০৫। শর্ত ৩/৭ n ৩০।
” ২৫ আতিকের নিকট ধারে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা। চালান নং ২০৬। শর্ত ৫/৭ n ৪০।
” ২৭ ধারে পণ্য ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
” ৩০ আলিমের নিকট ধারে পণ্য ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।
” ৩০ আদমের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৪,৬০০ টাকা। চালান নং ২০৭। শর্ত ২/৫ n ৩০।

করণীয়ঃ

ক. সকল ক্রেতা নগদ বাট্টার শর্ত পূরণ করে টাকা প্রদান করলে নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ক্রয় জবেদা প্রস্তুত কর।

গ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

৩। জনাব জামানের কতিপয় নগদ লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

২০১৩

এপ্রিল–১ জনাব জামান ১,০০,০০০ টাকা কারবারে বিনিয়োগ করলেন।
” ২ নগদে সুমনের নিকট পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
” ৪ চেকে বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
” ১০ কাসেমের নিকট নগদে পণ্য ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
” ১৫ পণ্য নগদে বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
” ২০ ৫% বাট্টা বাদে ৪,৭৫০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
” ২৫ বিজ্ঞাপন বাবদ ৮০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হলো।
” ২৬ নগদে পণ্য ক্রয় ৬,০০০ টাকা।
” ৩০ ভাড়া প্রদান ১,০০০ টাকা।
” ৩০ প্রদেয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে লোন নেয়া হলো ৫,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

৪। জনাব আমিনের ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

২০১৩

জুলাই–১ করিম ট্রেডার্সকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট ১০০।
" ১০ কাসিম এন্টারপ্রাইজকে ৪,৩০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট ২০১।
" ১৭ কাদের ব্রাদার্সকে পণ্য ফেরত প্রদান করা হলো ২,৩০০ টাকার। ডেবিট নোট ২০২।
" ২৫ কালাম এন্ড সন্সকে পণ্য ফেরত প্রদান করা হলো ৩,২০০ টাকার। ডেবিট নোট ২০৫।

করণীয়ঃ

ক. ক্রয় ফেরতের সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।

খ. ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. সাধারণ খতিয়ান প্রস্তুত কর।

৫। জনাব আমানের বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন নিম্নে দেয়া হলোঃ

২০১৩

মে – ৫ আলী অ্যান্ড কোং-এর নিকট থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ১০%। ক্রেডিট নোট ১২০।
" ১৫ আলামিন ব্রাদার্সে এর নিকট থেকে ১২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৫%। ক্রেডিট নোট ১২২।
" ২০ আমান ট্রেডার্সে এর নিকট থেকে ৯,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৭%। ক্রেডিট নোট ১২৪।
" ২৫ আসাদ এন্টারপ্রাইজ এর নিকট থেকে ৫,০০০ টাকর পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৭.৫%। ক্রেডিট নোট ১২৭।

করণীয়ঃ

ক. বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।

খ. বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. সাধারণ খতিয়ান প্রস্তুত কর।

একঘরা নগদান বই

৬। জনাব সজল এর নিম্নলিখিত লেনদেন হতে একটি একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করঃ

২০১২

জানুয়ারি – ১ হাতে নগদ জমা ৯,৫০০ টাকা।
" ৩ ডালিয়ার নিকট মাল বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা।
" ৬ আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৩,৫০০ টাকা।
" ১০ বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো ১,৮০০ টাকা।
" ১৪ নগদ মাল ক্রয় ৪,০০০ টাকা এবং বহন খরচ প্রদান ৫০০ টাকা।
" ১৫ তোহিদের নিকট হতে পাওয়া গেল ২,২০০ টাকা।
" ২৭ ইমার নিকট ধারে মাল বিক্রয় ২৫০ টাকা।
" ২৯ জীবন বিমা প্রিমিয়াম দেওয়া হলো ১০০ টাকা।
" ৩১ শিক্ষানবিস সেলামি পাওয়া গেল ৩৫০ টাকা।

করণীয়:

ক. অনগদ লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. একঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

দুঘরা নগদান বই

৭। মেসার্স তানভীর এন্ড কোং ২০১২ সালের জুলাই মাসের নগদ লেনদেন নিম্নরূপ:

২০১২

জুলাই–	১	নগদ উদ্বৃত্ত ৪৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত ৩০,০০০ টাকা।
”	৪	শাপলার নিকট হতে নগদে মাল ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।
”	৬	চেকের মাধ্যমে মাল বিক্রয় ২৪,০০০ টাকা।
”	১০	তুলির নিকট হতে নগদে ৯,০০০ টাকা এবং ২৩,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল এবং চেকখানি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
”	১২	ইশাকে নগদে ৫,০০০ টাকা এবং ১৩,০০০ টাকার চেক দেওয়া হলো।
”	১৬	মায়ার নিকট হতে ১২,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
”	২০	মায়ার নিকট হতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
”	২৬	সালামের নিকট হতে প্রাপ্ত ৭,০০০ টাকার চেক সঙ্গে সঙ্গে সুহেলকে প্রদত্ত হলো।
”	২৭	ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৮,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
”	২৮	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৯০০ টাকা।
”	৩০	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

করণীয়:

ক. কন্ট্রা এন্ট্রির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদান বই প্রস্তুত করে ১৬ তারিখের শেষে নগদ ও ব্যাংক জের নির্ণয় কর।

গ. ১৭ তারিখে নগদ জের ২৫,০০০ টাকা ও ব্যাংক জের ১৫,০০০ টাকা ধরে নগদান বই প্রস্তুত করে ৩০ জুলাই তারিখে নগদ ও ব্যাংকের জের নির্ণয় কর।

৮। হাসেম ব্রাদার্স-এর নিম্নলিখিত ২০১৩ সালের মার্চ মাসে কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

২০১৩

মার্চ –	১	নগদ তহবিল ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা।
”	৫	একটি মেশিন ক্রয় ১৫,০০০ টাকা, উহার মূল্য বাবদ নগদ ২,০০০ টাকা এবং ৮,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।
”	৮	সজলের নিকট হতে ২,৫০০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হয়েছে এবং তখনই আজমকে প্রদত্ত হয়েছে।
”	১২	ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে ৩,৫০০ টাকা।
”	১৪	সালামের নিকট হতে একখানি চেক পাওয়া গিয়েছে ২,২০০ টাকা।
”	১৮	আমাদের স্বীকৃত ৭,০০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
”	১৯	সালামের চেকখানি অমর্যাদা হয়ে ফেরত এসেছে।
”	২০	অফিসের প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা এবং মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২,৫০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হয়েছে।
”	২২	আলমের নিকট হতে ৫,০০০ টাকার মাল ক্রয় করে ৩,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।
”	২৮	নাদের আলীর নিকট পাওনা ১,৫০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দিল।
”	৩০	ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ২৫০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১২০ টাকা

করণীয়ঃ

ক. নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদান বই প্রস্তুত করে ১৮ তারিখে নগদ ও ব্যাংকের সমাপনী জের নির্ণয় কর।

গ. ১৯ তারিখের শুরুতে নগদ ও ব্যাংক জের যথাক্রমে ৩৫,০০০ টাকা ও ২৫,০০০ টাকা ধরে নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক জের নির্ণয় কর।

৯। **পলাশের ১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে হাতে নগদ ১৮,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমার ক্রেডিট ব্যালেন্স ১৬,৫০০ টাকা ছিলো। ঐ মাসে তার অন্যান্য লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ**

ডিসেম্বর–	২	ব্যাংক জমাতিরিক্তের অর্ধেক টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
”	৫	কামালের নিকট পাওনা ১০,০০০ টাকার মধ্যে ৭,০০০ টাকা নগদ পাওয়া গল। অবশিষ্ট টাকা তার নিকট থেকে আদায় করা সম্ভব হবে না।
”	৭	আফিকুলের নিকট ধারে ক্রয়ের টাকা ২% বাট্টা বাদে ৯,৮০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
”	১৭	আমানের নিকট থেকে ১৮,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১০% বাট্টা মঞ্জুর করা হলো।
”	২০	পণ্য বিক্রয় করে ২০,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
”	২২	চেকে বেতন ৫,০০০ টাকা ও ভাড়া ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
”	২৫	কামাল ব্রাদার্সের নিকট ১৪,০০০ টাকা তালিকা মূল্যের পণ্য ১০% কারবারি বাট্টায় ক্রয় করা হয়েছিল যা ২% বাট্টায় চেকে পরিশোধ করা হয়েছে।
”	৩০	৫ তারিখে কামালের নিকট যে টাকা আদায় করার সম্ভব হবে বলে ধরা হয়েছিল তা পাওয়া গেছে।

করণীয়ঃ

ক. কারবারি বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. যেসব লেনদেনে নগদ বাট্টা নেই সেই লেনদেন নিয়ে একটি দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

গ. সকল লেনদেন নিয়ে একটি তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

১০। **আসমা এন্টারপ্রাইজের ২০১২ সালের মার্চ মাসের লেনদেন নিম্নরূপঃ**

মাচ–	১	নগদ জের ৫০,০০০ টাক ও ব্যাংক জের ৭০,০০০ টাকা।
”	৫	নগদে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা ও নগদে পণ্য বিক্রয় ৪২,০০০ টাকা।
”	৯	১০% কারবারি বাট্টায় কামালের নিকট ২/১০ n ৩০ শর্তে ৫০,০০০ টাকা তালিকা মূল্যের পণ্য বিক্রয় করা হলো।
”	১২	আকাশের নিকট ৫,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
”	১৫	চেকের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,০০০ টাকা মালিকের বাসা ভাড়া বাবদ।
”	১৯	করিমের নিকট ৫,০০০ টাকা পাওনার নিস্পত্তিতে ৪,৯০০ টাকা পেয়ে নেয়ামতের ৫,২০০ টাকা পাওনার নিস্পত্তিতে প্রদান করা হলো
”	২৪	২,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে আদায় হয়েছে অন্যদিকে ২,৫০০ টাকার একটি প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হলো।
”	২৮	ভাড়া বাবদ প্রদত্ত চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।
”	৩১	আকাশের চেকটি ব্যাংক আদায় করেছে বলে জানিয়েছে।
”	৩১	ব্যাংক ২০০ টাকা সুদ মঞ্জুর ও ৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ বাবদ কর্তন করে।

করণীয়ঃ

ক. নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

খুচরা নগদান বই

১১। জনাব ফজল এন্ড কোং অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন, এ অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৬৫০ টাকা। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের মোট খুচরা খরচের পরিমাণ ৪৫০ টাকা। জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত খুচরা খরচ সম্পর্কিত লেনদেন নিম্নে দেয়া হলো। এসব লেনদেনগুলোর সাহায্যে একখানি খুচরা নগদান বই তৈরি করঃ

২০১২			টাকা
এপ্রিল-১		প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি	?
”	২	কাগজ ক্রয়	৪৫
”	৩	রিক্সা ভাড়া	১৩
”	৮	কার্বন ক্রয়	২২
”	১০	বাস ভাড়া	২৬
”	১৫	ডাকটিকেট	১৩
”	১৮	বাসভাড়া	৮
”	২৩	দেয়াল ঘড়ি ক্রয়	৫৫
”	২৫	পিয়নকে বকশিস দেয়া হলো	৯
”	৩০	ডাকটিকেট ক্রয় করা হলো	১৬

করণীয়ঃ

ক. এপ্রিল ১ তারিখে প্রারম্ভিক জেরের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

গ. প্রত্যেক হিসাবের জের স্থানান্তরের জাবেদা দাখিলা দাও।

১২। আকাশ ট্রেডিং কোং এর একটি স্বতন্ত্র খুচরা নগদান বিভাগ আছে। এ বিভাগ প্রত্যেক মাসে অগ্রদত্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। নিম্নে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে খুচরা খরচের তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০১৩			টাকা
জানু.–১		খুচরা নগদ তহবিল	৬০
		প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট হতে অগ্রদত্ত টাকার সমতা বিধানের নিমিত্তে চেক প্রাপ্তি	৩৪০
”	১০	ডাকটিকেট ক্রয়	২৪
		কাগজ ক্রয় বাবদ প্রদত্ত হলো	২২
		মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	১৮
”	২২	কার্বন কাগজ ক্রয়	১০
		যাতায়াত খরচ	১৯
		পার্সেল প্রেরণ করার বহন খরচ প্রদত্ত হলো	৮
”	২৯	পেন্সিল ও কালি ক্রয়	১৮
		বিবিধ খরচ	৭

করণীয়ঃ

ক. প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট প্রাপ্ত টাকার জন্য জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

গ. প্রত্যেক হিসাব খাতের খরচ স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

খতিয়ান

১৩।

ডেবিট		নগদান হিসাব					ক্রেডিট
তারিখ	বিবরণ	জা.পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা.পৃ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানুয়ারি-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২০,০০০	জানুয়ারি-৪	ক্রয়		১৩,০০০
” ৭	বিক্রয়		৭,০০০	” ২৭	ক্রয়		২,০০০
” ২০	আসবাবপত্র		৪,০০০	” ৩০	বিজ্ঞাপন		৫০০
” ২২	খালেদ এন্ড সন্স		৫,০০০	” ৩১	ভাড়া		২,০০০
” ২৩	মূলধন		১০,০০০				
” ২৫	বিক্রয়		৪,০০০				

করণীয়:

ক. অন্য কোনো লেনদেন নাই ধরে ফেব্রুয়ারি ১ তারিখে নগদান হিসাবের জের নির্ণয়।

খ. খতিয়ানে আলোকে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদা দাও।

গ. ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি, ডেবিট ও ক্রেডিট, সম্পদ, খরচ, উত্তোলন, দায়, রাজস্ব, মূলধন, হিসাবচক্র, জাবেদা, খতিয়ান, রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, সমন্বিত রেওয়ামিল, আর্থিক বিবরণী, সমাপনী দাখিলা, বিপরীত দাখিলা, বিশেষ জাবেদা, ক্রয় জাবেদা, বিক্রয় জাবেদা, ক্রয় ফেরত জাবেদা, নগদ প্রাপ্তি জাবেদা, নগদা প্রদান জাবেদা, চালান, ক্যাসমেমো, ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার, ডেবিট নোট, ক্রেডিট নোট, কারবারি ও নগদ বাট্টা ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। হিসাবচক্রের কোন ধাপটি ঐচ্ছিক ধাপ?

ক. সমন্বয় জাবেদা খ. সমন্বিত রেওয়ামিল

গ. বিপরীত দাখিলা ঘ. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত

২। বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় কোন দলিলের ভিত্তিতে?

ক. ডেবিট নোট খ. ক্রেডিট নোট

গ. ডেবিট ভাউচার ঘ. ক্রেডিট ভাউচার

৩। তিনঘরা নগদান বহিতে কয়টি হিসাব সংশ্লিষ্ট থাকে?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৪। কোন লেনদেনটির জন্য কন্ট্রা এন্ট্রি হয়?

ক. ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে

খ. ক্রেতার টাকা পেয়ে সরাসরি ব্যাংকে জমা দিলে

গ. নগদ টাকা ব্যাংকে জমা দিলে

ঘ. পূর্বে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দিলে

উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. কামাল অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। ২০১০ সালের জুন মাসের মোট খরচের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। জুলাই মাসে খরচের পরিমাণ ৭,০০ টাকা।

৫। আগস্ট মাসের ১ তারিখে প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট থেকে কত টাকা আনতে হবে।

ক. ১,৩০০ টাকা

খ. ৯০০ টাকা

গ. ৭০০ টাকা

ঘ. ৬০০ টাকা

৬। উদ্দীপকে উল্লেখিত নগদান বইয়ের খরচের যোগফল—

i. কোথাও স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না

ii. সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়

iii. রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

BANK RECONCILIATION STATEMENT

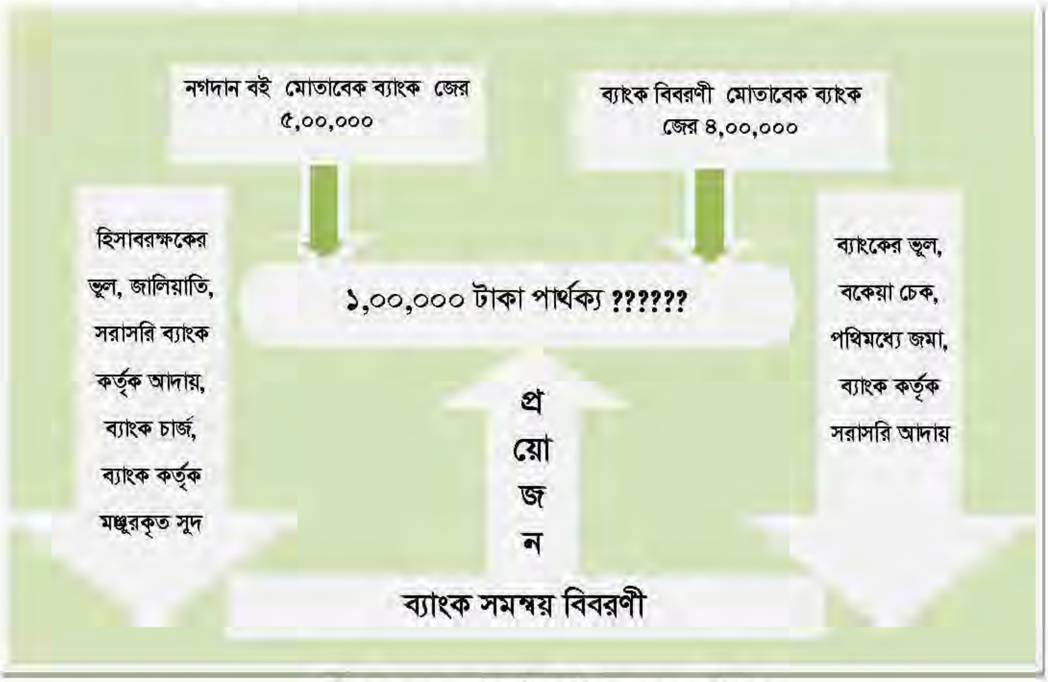

চিত্র: ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের প্রক্রিয়া

আধুনিক বিশ্বে প্রায় সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই ব্যাংকের মাধ্যমে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে। ফলে প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হয়। ব্যাংকের মাধ্যমে দেনা–পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো নগদান বহি সংরক্ষণ করে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করে থাকে। একইভাবে ব্যাংক যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে তখন ব্যাংক বিবরণীতে এসব লেনদেন লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত সমান হওয়ার কথা থাকলে অনেক সময়ই গড়মিল দেখা যায়। এ অধ্যায়ে এ দুটি হিসাব বহির উদ্বৃত্তের গড়মিলের কারণ এবং তা কীভাবে সমন্বয় করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- নগদান বই ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পার্থক্যের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে।
- নগদ অর্থের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবে।

National Bank	Customer Account No.501390
100, New Elephant Road Branch	Niloy Enterprize
Dhaka.	New Elephant Road
	Dhaka.

Bank Statement

For the month of July 31,2013

Date	Deposit and Credits	Checks and Debits	Balance
June 30			5,000
July1	300		5,300
2	1250	1,100	5,450
3		400	5050
8	900		5,950
10		90	5,860
12	1000	1,500	5,360
15		400	4,960
18	1,300	2,000	4,260
22	500 CM	50	4,710
24	1,000	1000	4,710
30	700	50 NSF	5,360
31	25 NT	12 SC	5,373

Explanation of Symbols:

CM	Credit Memoranda	INT	Interest on average balance
DM	Debit memoranda	NSF	Not sufficient Funds
E	Error correction	SC	Service Charge

Summary of Activity:

Previous statement balance, June 30,2013	5,000
Deposit and Credit memoranda (9 items)	6,975
Checks and debit memoranda (10 items)	(6,602)
Current Statement balance July 31, 2013	5,373

চিত্র: ব্যাংক বিবরণী

৩.০১ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ধারণা ও উদ্দেশ্য

Concept and Objectives of Bank Reconciliation Statement

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট দিনে নগদান বহির ব্যাংক উদ্বৃত্ত এবং ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের গরমিলের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক যে বিবরণী প্রস্তুত করে তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলে।

কোনো নির্দিষ্ট দিনে নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত সমান হওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাস্তবে এ দুটি বহির উদ্বৃত্ত সমান হয় না। এ উদ্বৃত্তসমূহের মিলকরণের জন্য ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

সাধারণত প্রত্যেক মাসের শেষে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এ বিবরণী থেকে জানা যায়–

- নগদান বই এর জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে গড়মিলের কারণ ।
- কোনো অনানুমোদিত প্রাপ্তি বা প্রদান আছে কিনা?
- ব্যাংক বিবরণীতে বা নগদান বইতে কোনো ভুল আছে কিনা?
- ব্যাংকে আমানতকারীর প্রকৃত জেরের পরিমাণ।

চিত্রঃ ব্যাংক জের ও নগদান জেরের সমতা

৩.০২ নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে গরমিলের কারণ

Causes of Differences Between the Balances of Bank Statement and Cash Book

একটি নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বই এর জের ও ব্যাংক বিবরণীর জের সমান থাকার কথা সত্ত্বেও অনেক সময় গড়মিল দেখা যায়। এ গড়মিলের সাধারণ কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **বকেয়া চেক (Outstanding Checks)ঃ** দেনার বিপরীতে চেক ইস্যু করা হয়েছে এবং তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু চেকটি যদি ব্যাংকে উপস্থাপন করা না হয় তাকে বকেয়া চেক বলে। বকেয়া চেকের কারণে নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

২. **পথিমধ্যে জমা (Deposit in Transit)ঃ** ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য টাকা পাঠানো হয়েছে এবং নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু কোনো কারণে তা ব্যাংক বিবরণীতে আসে নাই এমন ঘটনাকে পথিমধ্যে জমা বলা হয়। এর জন্যও নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

৩. **ব্যাংক চার্জ ও ধার্যকৃত সুদ (Bank charge and interest)ঃ** ব্যাংক গ্রাহককে বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য অনেক সময় কিছু টাকা কেটে নেয় বা অনেক সময় ব্যাংক জমাতিরিক্ত বা ঋণের জন্য সুদ কর্তন করে থাকে। যা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহক জানতে পারে না। তাই এগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় না। এজন্য নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে।

৪. **অনাদায়ী চেক: (Un collected Check):** ক্রেতার নিকট প্রাপ্ত চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু উক্ত চেক ব্যাংক আদায় করেনি। এক্ষেত্রে চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় নগদান বইয়ের জের বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংক উক্ত চেক আদায় না করায় ব্যাংক বিবরণীতে হিসাবভুক্ত না হওয়ায় দুই নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

৫. **পর্যাপ্ত জের না থাকা (Non Sufficient Fund-NSF check):** পাওনা টাকার বিপরীতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দেয়ার পর চেক দাতার ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেক ফেরত আসাকে NSF check বলে। যখন ব্যাংকে চেক জমা দেয়া হয় তখন নগদান বইতে ব্যাংক জের বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চেকটি NSF এর কারণে ফেরত আসলে ব্যাংক বিবরণীতে উক্ত টাকা দেখানো হয় না। ফলে নগদান বই এর জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

চিত্র: NSF চেক

৬. **ভুল (Errors):** কখনও কখনও প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক কিংবা অনেক সময় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন টাকার অঙ্কে কম বা বেশি লেখা, একজনের হিসাবের টাকা অন্যজনের হিসাবে লেখা অথবা আদৌ হিসাবের বইতে না লেখা প্রভৃতি।

৭. **মঞ্জুরকৃত সুদ (Interest allowed):** অনেক সময় ব্যাংক জমা টাকার উপর সুদ প্রদান করে থাকে যা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় না। আর এ কারণেও নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৮. **ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় (Direct collected by bank):** অনেক সময় ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে টাকা আদায় করে থাকে। কিন্তু গ্রাহক এ বিষয়টি তাৎক্ষণিক জানতে পারে না। ফলে নগদান বইতে এ সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ হয় না। আর এজন্য নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

উপর্যুক্ত কারণে সাধারণত নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। নগদান বইতে যদি কোনো লেনদেন অলিপিবদ্ধ থাকে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে আর যদি কোনো ভুল থাকে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো কারণে ব্যাংক বিবরণীতে কোনো ভুল বা গড়মিল পাওয়া গেলে তা ব্যাংককে অবহিত করে সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.০৩ প্রচলিত এবং সংশোধিত উভয় পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Preparation of Bank reconciliation Statement by using both Traditional and Corrected Balance Method

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের দুটি পদ্ধতির ব্যবহার রয়েছে যথা: প্রচলিত বা এক কলাম এবং অন্যটি হলো সংশোধন জের পদ্ধতি। এক কলাম পদ্ধতি বা প্রাচীন পদ্ধতি। এটি শুধু নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের পার্থক্যের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারলেও তা সংশোধেন জন্য তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে না। অন্যদিকে সংশোধন জের পদ্ধতিতে পার্থক্যের কারণ বর্ণনাসহ সঠিক জের কত হবে তা নির্ণয়ে এবং ভুল সংশোধনে সহায়তা করতে পারে। তাই এ পদ্ধতি অধিক উপযোগী।

প্রচলিত পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে পাস বহির কিংবা নগদান বহির যেকোনো একটি জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী শুরু করা হয়। তারপর অন্য জেরের সাথে মিলানোর জন্য কতিপয় দফা যোগ ও কতিপয় দফা বিয়োগ করা হয়। যদি নগদান বইয়ের জের নিয়ে শুরু করা হয় তাহলে তার সাথে দফাসমূহ যোগ-বিয়োগ করার পর যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে তা ব্যাংক বিবরণীর জেরের সমান হবে। অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর জের নিয়ে শুরু করলে তার সাথে দফাসমূহ যোগ বিয়োগ করার পর যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে তা নগদান বইয়ের জেরের সমান হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্য সাধিত হলেও ভুল সংশোধনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। নিচে এ পদ্ধতির একটি নমুনা দেয়া হলো–

উদাহরণঃ ১ আবির ট্রেডার্সের নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করঃ

ক. নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৬,৭২৫ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫৫,২৫ টাকা।

খ. এ মাসে ৩,০৫০ টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় কিন্তু তা আদায় হয়নি।

গ. ৩,১০০ টাকার চেক কাটা হলো কিন্তু ব্যাংকে তা ভাঙ্গানো হয়নি।

ঘ. ব্যাংক এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১,০০০ টাকার প্রাপ্য বিল আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

ঙ. ব্যাংক এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২,০০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে যা নগদান বইতে লিখা হয়নি।

চ. ২৮-৬-২০১৩ তারিখে ব্যাংক ৮০০ টাকা লভ্যাংশ আদায় করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।

চ. জুন মাসে ব্যাংক ২০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ আদায় করে ক্রেডিট করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

জ. ব্যাংক চার্জ ১০০ টাকা এবং মঞ্জুরিকৃত সুদ ১৫০ টাকা নগদান বইতে লিখা হয়নি।

ঝ. আবির ট্রেডার্স নিজ প্রয়োজনে ৮০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।

ঞ. ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত ৫০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

সমাধানঃ ১

আবির ট্রেডার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৬,৭২৫
যোগঃ গ. চেক কাটা হয়েছে যা ব্যাংকে ভাঙ্গানো হয়নি	৩,১০০	
ঘ. ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য নোট আদায় যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১,০০০	
চ. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ছ. বিনিয়োগের সুদ আদায় বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২০০	
জ. মঞ্জুরকৃত সুদ যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১৫০	৫২৫০
		১১,৯৭৫

বিয়োগঃ খ. ব্যাংকে চেক জমা যা ব্যাংক আদায় করেনি	৩,০৫০	
ঙ. ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোট পরিশোধ যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২,০০০	
জ. ব্যাংক চার্জ যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১০০	
ঝ. মালিক কর্তৃক উত্তোলন যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ঞ. প্রত্যাখ্যাত চেক যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৫০০	৬,৪৫০
ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৫,৫২৫

অথবা,

আবির টেডার্স লিমিটেড

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৫,৫২৫
যোগঃ খ. ব্যাংকে চেক জমা যা ব্যাংক আদায় করেনি	৩,০৫০	
ঙ. ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোট পরিশোধ যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২,০০০	
জ. ব্যাংক চার্জ ১০০ টাকা যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১০০	
ঝ. মালিক কর্তৃক উত্তোলন যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ঞ. প্রত্যাখ্যাত চেক যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৫০০	৬,৪৫০
		১১,৯৭৫
বিয়োগঃ গ. চেক কাটা হয়েছে বা ব্যাংকে ভাঙ্গানো হয়নি	৩,১০০	
ঘ. ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য নোট আদায় যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১,০০০	
চ. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ছ. বিনিয়োগের সুদ আদায় যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২০০	
জ. মঞ্জুরকৃত সুদ যা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১৫০	৫২৫০
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৬,৭২৫

আলোচনাঃ

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কিংবা নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী শুরু করতে হবে। যদি ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী শুরু করা হয় তাহলে প্রচেষ্টা চালাতে হবে কীভাবে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসা যায়। অন্যদিকে যদি নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী শুরু করা হলে সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালাতে হবে কীভাবে পাস বহির উদ্বৃত্তে আসা যায়।

উপরের অঙ্ক ও নিচের আলোচনা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে।

ক্র. নং	নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে	পাস বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে
ক.	চেক ব্যাংকে জমা দিলে নগদান বহিতে ডেবিট করা হয়। অর্থাৎ নগদান বহির ব্যাংক উদ্বৃত্ত বেড়ে যায়। অন্যদিকে উক্ত চেক ব্যাংক আদায় না করলে পাস বহিতে এ টাকা ক্রেডিট করা হয় না বা পাস বইতে টাকা বাড়ানো হয় না। এতে দেখা যায়, এ ঘটনার ফলে নগদান বহির ব্যাংক উদ্বৃত্ত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে বেশি আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে পৌঁছতে নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ৩,০৫০ টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে।	অন্যদিকে এ ঘটনার জন্য ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তে পৌঁছতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সাথে ৩,০৫০ যোগ করতে হবে।
খ.	চেক কাটা হলে নগদান বহিতে ক্রেডিট করা হয়। অর্থাৎ নগদান বহির উদ্বৃত্ত কমে যায়। কিন্তু এ চেক ব্যাংক থেকে পরিশোধ করা না হলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কমে না। ফলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে কম থাকে। সুতরাং নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সমান আসতে হলে ৩,১০০ টাকা নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে যোগ করতে হবে।	আর যেহেতু ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেশি আছে সেক্ষেত্রে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসার জন্য ৩,১০০ টাকা ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দিতে হবে।
গ.	ব্যাংক প্রাপ্য নোট আদায় করলে তা ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করে। অর্থাৎ ব্যাংক বিবরণীতে ব্যাংক উদ্বৃত্ত বেড়ে যায়। অন্যদিকে নগদান বহিতে তা লিপিবদ্ধ করা না হলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে কম থাকে। ফলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে ১,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে নগদান বহির উদ্বৃত্তের চেয়ে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেশি থাকায় ব্যাংক ব্যাংক বিবরণী থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তের সমান আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে ১,০০০ টাকা বাদ দিতে হবে।
ঘ.	ব্যাংক প্রদেয় নোট পরিশোধ করায় ব্যাংক বিবরণীতে তা ডেবিট করেছে। অর্থাৎ ব্যাংক বিবরণী থেকে ব্যাংক উদ্বৃত্ত কমে যায়। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা না হলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে বেশি থাকে। সুতরাং নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ২,০০০ টাকা বাদ দিতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত নিয়ে নগদান বহির উদ্বৃত্তের সমান আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সাথে ২,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।
ঙ.	ব্যাংক লভ্যাংশ আদায় করায় ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়েছে। যার ফলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্বৃত্ত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে কম আছে। সুতরাং নগদান উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত সমান করতে হলে নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে ৮০০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেশি থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্ত আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে ৮০০ টাকা বাদ দিতে হবে।

চ.	ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করায় ব্যাংক বিবরণীতে তা ক্রেডিট করেছে অর্থাৎ ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে উক্ত সুদ নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্বৃত্ত ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে কম আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে ২০০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেশি থাকায় ব্যাংক বিবরণী থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে ২০০ টাকা বাদ দিতে হবে।
ছ.	ব্যাংক চার্জ ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কমে যায়। অন্যদিকে নগদান বহিতে তা লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্বৃত্ত বেশি আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে নগদান বহির উদ্বৃত্তের থেকে ১০০ টাকা বাদ দিতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সাথে ১০০ টাকা যোগ করতে হবে।
	মঞ্জুরকৃত সুদ ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেড়ে যায়। অন্যদিকে নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্বৃত্ত কম আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে নগদান বহির সাথে ১৫০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেশি থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসতে হলে ১৫০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।
জ.	চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় নগদান বহিতে ডেবিট করা হয়। যার ফলে নগদান বহিতে ব্যাংক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে উক্ত চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বত্তের কোনো পরিবর্তন না হওয়ার কারণে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের চেয়ে নগদান বহির ব্যাংক উদ্বৃত্ত বেশি থাকে। ফলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে ৮০০ টাকা নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দিতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সাথে ৮০০ টাকা যোগ করতে হবে।
ঝ.	নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কমে যায়। অন্যদিকে এটি নগদান বইতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্বৃত্ত বেশি থাকায় নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তে আসতে হলে নগদান বহির উদ্বৃত্ত থেকে ৮০০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে নগদান বহির উদ্বৃত্তে আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সাথে ৮০০ টাকা যোগ করতে হবে।

ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু করলে যে দফাসমূহ যোগ করা হয়েছিল সেগুলো বিয়োগ করতে হবে আর যেগুলো বিয়োগ করা হয়েছিল সেগুলো যোগ করতে হবে। নিম্নের সমস্যাটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাবে।

উদাহরণঃ ২ নিম্নোক্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে হাবিব এন্ড কোং-এর একখানি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

১. নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ (৩১–১২–২০১২) ১২,০০০ টাকা।

২. ক্রেতা লুনাকে ২,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ যা নগাদানভুক্ত হয়নি।

৩. ২,০০০ টাকার চেকখানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা নগদানভুক্ত হয়নি।

৪. ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার লভ্যাংশ আদায় ৫,০০০ টাকা যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

৫. ২,২০০ টাকার ২ খানি চেক ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু তা পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।

৬. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলনের উপর ২০০ টাকা সুদ ধার্য হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে দেখানো হয়নি।

৭. আদায়ের জন্য ব্যাংকে ২,০০০ টাকা প্রাপ্য নোট জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তা আদায় হয়নি।

৮. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে যা নগদানভুক্ত হয়নি ১,০০০ টাকা।

আলোচনাঃ

১. আলোচ্য অঙ্কে নগদান বহির ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে। নগদান বহিতে ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্কে শুরু করা হলে নগদান বহির উদ্বৃত্তের বিপরীত কাজ করতে হবে। অর্থাৎ নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে বেশি হলে নগদান বহির জেরের সাথে যোগ; আর কম হলে বিয়োগ করতে হবে।

২. ব্যাংক থেকে প্রদেয় হিসাব পরিশোধ করায় পাস বহির জের কমে গেছে কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় নগদান বহির জের হ্রাস পায়নি। ফলে নগদান বহির জের বেশি আছে। নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলে ২,০০০ টাকা বাদ দিতে হতো। কিন্তু যেহেতু ব্যাংক জমাতিরিক্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে তাই নগদান বহির জেরের সাথে ২,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।

৩. চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় নগদান বহির জের বাড়ানো হয়েছে কিন্তু উক্ত চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় যেমন ব্যাংক বিবরণীর জের বাড়েনি। প্রত্যাখাত চেক নগদান বহির জের কমানোর কথা কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে বেশি আছে। নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অংক শুরু করলে করলে ২,০০০ টাকা বিয়োগ করার কথা। যেহেতু জমাতিরিক্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে তাই যোগ করতে হবে।

৪. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায়ের ফলে ব্যাংক বিবরণীর জের বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির জের বৃদ্ধি পায়নি। ফলে নগদান বহির জের কম থাকায় ৫,০০০ টাকা যোগ করার কথা, কিন্তু ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করায় এখন নগদান বহির জের থেকে বাদ দিতে হবে।

৫. চেক ইস্যু করায় নগদান বহির জের হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উক্ত চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত না হওয়ায় ব্যাংক বিবরণীর জের হ্রাস করা হয়নি। ফলে নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে কম আছে। তাই নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলে ২২,০০০ টাকা যোগ করতে হতো। যেহেতু ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে শুরু করা হয়েছে, সেহেতু এখন নগদান বহির জের থেকে বাদ দিতে হবে।

৬. ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ধার্য করার ফলে ব্যাংক বিবরণীর জের কমানো হয়েছে, কিন্তু নগদান বহির জের কমানো হয়নি। ফলে নগদান বহির জের বেশি আছে। নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলো ২০০ টাকা নগদানের জের থেকে বাদ দিতে হতো। কিন্তু ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করা এক্ষেত্রে যোগ করতে হবে।

৭. আদায়ের জন্য প্রাপ্য নোট ব্যাংকে জমা দেওয়ায় নগদান বহির জের বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক আদায় না হওয়া ব্যাংক বিবরণীর জের বাড়ানো হয়নি। ফলে নগদান বহির ব্যাংক জমাতিরিক্তের সাথে ২,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।

৮. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করায় ব্যাংক বিবরণীর জের বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে কম আছে। ফলে নগদান বহির ব্যাংক জামতিরিক্তের জেরের সাথে ১,০০০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।

সমাধানঃ ২

হাবিব এন্ড কোং

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	টাকা
১.	নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত		১২,০০০
	যোগঃ		
২.	ব্যাংক কর্তৃক লুনাকে পরিশোধ যা নগদানভুক্ত হয়নি	২,০০০	
৩.	জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা নগদানভুক্ত হয়নি	২,০০০	
৬.	ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ যা নগদানভুক্ত হয়নি	২০০	
৭.	জমাকৃত প্রাপ্য নোট ব্যাংক আদায় করেনি।	২,০০০	৬,২০০
			১৮,২০০
	বিয়োগঃ		
৪.	ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় যা নগদানভুক্ত হয়নি	৫,০০০	
৫.	ইস্যুকৃত চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি	২,২০০	
৬.	ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত বিনিয়োগের সুদ নগদানভুক্ত হয়নি	১,০০০	
			(৮,২০০)
	ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত		১০,০০০

কাজ—১ঃ নিম্নোক্ত তথ্যাবলি অবলম্বন করে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নাসিম অ্যান্ড সন্স এর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর।

ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২০,২০০ টাকা।

খ. সরবরাহকারীদের মোট ২০,৫০০ টাকার পাঁচটি চেক ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১০,০০০ টাকার তিনখানি চেক ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।

গ. আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে ব্যাংকে জমাকৃত ৩,৮০০ টাকার একখানি চেক ২৫ ডিসেম্বর তারিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু এটি নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি।

ঘ. ২,৫০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ২০ ডিসেম্বর তারিখে ২,২০০ টাকায় বাট্টা করা হয়েছে কিন্তু উক্ত নোটের সম্পূর্ণ মূল্য দ্বারা নগদান বইতে এন্ট্রি করা হয়েছে।

ঙ. ক্রেতাবৃন্দের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ২২,৫০০ টাকার তিনখানি চেক এবং ৪,৫০০ টাকার দুখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে জামা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ঐগুলো ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।

চ. ৮,৫০০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা নগদান বইতে লিপিবদ্ধকরণ বাদ পড়েছে।

ছ. একজন ক্রেতার নিকট হতে ৪,৫০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

জ. ব্যাংক ৩০০ টাকা ওভারড্রাফটের সুদ ধার্য করেছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

কাজ—২ঃ নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাবলির ভিত্তিতে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব কামরুলের একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে পাস বহির ডেবিট ব্যালেন্স ছিল ৪,০০০ টাকা।

২. ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ১,০০০ টাকার চেক কাটা হয়েছে, কিন্তু ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে চেকটি ভাঙ্গানো হয়েছে ।

৩. ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ২৫০ টাকার একখানা চেক জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু এটি ২৯ ডিসেম্বর প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসে এর জন্য নগদান বহিতে কোনো দাখিলা দেওয়া হয়নি।

৪. ২৫০ টাকা, ৫৫০ টাকা, ৪৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা মূল্যের চারখানা বিল ব্যাংক আদায় করেছে, কিন্তু এর জন্য নগদান বহিতে কোনো দাখিলা দেওয়া হয়নি।

৫. ৬০০ টাকার একখানি বিল পূর্বে ৫৮০ টাকায় বাট্টাকরণ করা হয়েছে, কিন্তু এটি প্রত্যাখাত হয়েছে এবং ব্যাংক হিসাবে ডেবিট করেছে, কিন্তু নগদান বহিতে কোনো দাখিলা লেখা হয়নি।

৬. ব্যাংক জমাতিরিক্তের উপর সুদ ও চার্জ বাবদ যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ২০ টাকা কর্তন করে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

৭. ২০০ টাকার একখানা চেক নগদান বইতে দুবার ডেবিট করা হয়েছে।

সংশোধিত জের পদ্ধতি: এটি একটি আধুনিক ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্য সাধিত হয় অন্যদিকে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাংকের সঠিক জেরও পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে 'T' ছকের খতিয়ানের মতো ঘর করে একদিকে আমানতকারীর নগদান বহির ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত বসানো হয় অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বসানো হয়। তারপর যে হিসাবে ভুল থাকে (নগদান অথবা ব্যাংক বিবরণী) সে দিককে সংশোধন করা হয়। এভাবে সব ভুলগুলো সংশোধন করলে পরবর্তীতে দেখা যাবে নগদান বহির ব্যাংকের জের ও ব্যাংক বিবরণীর ব্যাংক জের সমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের জন্য গড়মিলের কারণগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি ভাগে থাকে নগদান বইতে যে লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত করা উচিত ছিল যা করা হয়নি এবং যদি নগদান বইয়ের কোনো ভুল থাকলে। যেমন–ব্যাংক বিবরণীতে জমা হিসাবে দেখানো হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি, ব্যংক বিবরণীতে পরিশোধ দেখানো হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে দেখানো হয়নি, ব্যাংকে জমাকৃত চেক নগদান বইতে দেখানো হয়নি, ইস্যুকৃত চেক নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি, ব্যাংক সুদ চার্জ বা মঞ্জুর করেছে কিংবা সার্ভিজ চার্জ ধার্য করেছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি এমন দফাসমূহ। অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীতে কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল কিন্তু লিপিবদ্ধ করা হয়নি কিংবা অন্যকোনো ভুল থাকলে। যেমন–জমাকৃত চেক ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়নি, ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা ব্যাংক বিবরণীতে টাকার পরিমাণ লিখতে ভুল করলে।

উদাহরণ: ৩ **২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলির সাহায্যে মি. রেজার হিসাব বহিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।**

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১০,৮০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫১,১০০ টাকা।
২. প্রদেয় হিসাবের জন্য ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র দুখানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।
৩. ১০,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে ৯,৭০০ টাকায় বাট্টা করা হয়। কিন্তু এটি নগদান বইতে বিলটির পূর্ণমূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. ৭,৫০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৫. প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র একখানা চেক ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।
৬. মালিক তার নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছে; কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৭. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ১,২০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৭০০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

সমাধানঃ ৩

মি. রেজা

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য (সমন্বয়িত ব্যাংক জের পদ্ধতি)

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৫১,১০০	ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১০,৮০০
বাদ: বাট্টা যা নগদান বইতে যোগ করা আছে।	(৩০০)	যোগ: ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা এখনও আদায় হয়নি।	৫০,০০০
বাদ: ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত প্রদেয় নোট যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	(৭,৫০০)	বাদ: ইস্যুকৃত চেক যা এখনও ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়নি	(২০,০০০)
বাদ: মালিক কর্তৃক উত্তোলন যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি	(৩,০০০)		
বাদ: ব্যাংক চার্জ যা নগদান বইতে লেখা হয়নি	(৭০০)		
যোগ: ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১,২০০		
সমন্বিত ব্যাংক জের	৪০,৮০০	সমন্বিত ব্যাংক জের	৪০,৮০০

উদাহরণঃ ৪ মাওলা ট্রেডার্সের ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ব্যাংকে জের ৫০০০ টাকা। অন্যদিকে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা দেখা যায় ৪,২৬২ টাকা। হিসাবরক্ষক নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পেয়েছেনঃ

১। ৪১০ টাকা ব্যাংকিং কর্মঘণ্টার পর জমা দেওয়ায় ব্যাংক বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়নি।

২। ৪টি চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।

চেক নং	তারিখ	টাকা
৮০১	জুন-১৫	১০০
৮৮৮	জুলাই-২৪	১০
৮৯০	জুলাই-২৭	৪০২
৮৯১	জুলাই-৩০	২০৫

৩। নিম্নোক্ত দুটি ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম ব্যাংক বিবরণীর সাথে দেখা যায়ঃ

তারিখ	টাকা	ব্যাখ্যা
জুলাই-২২	৫০০	ব্যাংক প্রাপ্য নোট আদায় করেছে।
জুলাই-৩১	২৫	ব্যাংক জমার উপর সুদ অর্জিত হয়েছে।

৪। নিম্নোক্ত তিনটি ডেবিট মেমোরেন্ডাম ব্যাংক বিবরণীর সাথে দেখা যায়:

তারিখ	টাকা	ব্যাখ্যা
জুলাই-২২	৫	প্রাপ্য নোটের টাকা সংগ্রহের খরচ।
জুলাই-৩০	৫০	NSF চেক ।
জুলাই-৩১	১২	জুলাই মাসে সার্ভিস চাজ।

৫। ২০ জুলাই তারিখে ৮৫ টাকার একটি চেক যার নং ৮৭৫ যা নগদ প্রদান জাবেদায় ৫৮ টাকা দেখানো হয়েছে। চেকটি ছিল বিদ্যুৎ বিলের জন্য যা ব্যাংক সঠিক টাকা পরিশোধ করেছে।

করণীয়: সংশোধিত জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৪

মাওলা ট্রেডার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জের		৫,০০০	নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জের		৪,২৬২
যোগ:			**যোগ:** ব্যাংক কর্তৃক নোট আদায়	৫০০	
ব্যাংকে জমা যা ব্যাংক বিবরণীতে			সুদ আয়	২৫	
অন্তর্ভুক্ত হয়নি।		৪১০			৫২৫
বাদ: বকেয় চেক			**বাদ:** নোট আদায় খরচ	৫	
চেক নং ৮০১	১০০		NSF চেক	৫০	
চেক নং ৮৮৮	১০		সার্ভিস চার্জ	১২	
চেক নং ৮৯০	৪০২		ইস্যুকৃত চেক নগদান		
চেক নং ৮৯১	২০৫	(৭১৭)	বইতে কম লেখা হয়েছে	২৭	(৯৪)
		৪,৬৯৩			**৪,৬৯৩**

কাজ—৩: নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অবলম্বন করে ২০১২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে জনাব মাসুমের ব্যাংক সমন্বয় বিবরনী তৈরি কর। (সমন্বিত জের পদ্ধতিতে)

ক. ২০১২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ছিল ৭৬,৩০০ টাকা এবং পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ছিল ৭২,২৪৫ টাকা।

খ. ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ৩,৮১৫ টাকা ২০১২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

গ. কমিশন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ ৫৭০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

ঘ. দেনাদারের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ১৭,৩০০ টাকার ৩ খানি চেক এবং ৪,২০০ টাকার দুখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।

ঙ. ৩,২০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট ২০ মার্চ তারিখে ৩,১৪০ টাকায় বাট্টা করা হয়েছে; কিন্তু উক্ত নোটের সম্পুর্ণ অর্থ দ্বারা নগদান বইতে দাখিলা দেওয়া হয়েছে।

চ. ২০১২ সালের ৩১ মার্চ তারিখের পূর্বে ইস্যুকৃত ৩০,০০০ টাকার চারটি চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।

কাজ-৪: ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলির সাহায্যে রুবিনার হিসাব বহিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর: (সমন্বিত জের পদ্ধতিতে)

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১০,৮০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫১,১০০ টাকা।

২. সরবরাহকরীদের বরাবর ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র দুখানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. ১০,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে ৯,৭০০ টাকায় বাট্টা করা হয়। কিন্তু এটি নগদান বইতে বিলটির পূর্ণমূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪. ৭,৫০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।

৫. ক্রেতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র একখানা চেক ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।

৬. মালিক তার নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।

৭. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ১,২০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৭০০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উদাহরণ: ৫ হিল্লোল ট্রেডার্স ২০১২ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী নিম্নরূপ:

হিল্লোল টেডার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

৩০ নভেম্বর, ২০১২

নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জের		১৪,৩৬৬
যোগ: পথিমধ্যে জমা		২,৫৩০
		১৬,৮৯৮
বাদ: বকেয়া চেক		
চেক নং	টাকা	
৩৪৫১	২,২৬০	
৩৪৭০ (ক)	৭২০	
৩৪৭১	৮৪৫	
৩৪৭২	১,৪২৭	
৩৪৭৪(ক)	১,০৫০	(৬,৩০২)
		১০,৫৯৬

ডিসেম্বর মাসের ব্যাংক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ব্যাংক বিবরণী				
ইস্যুকৃত চেক			জমা	
তারিখ	চেক নং	টাকা	তারিখ	টাকা
১ – ১২	৩৪৫১	২,২৬০	১ – ১২	২,৫৩০
২ – ১২	৩৪৭১	৮৪৫	৪ – ১২	১,২১১
৭ – ১২	৩৪৭২	১,৪২৭	৮ – ১২	২,৩৬৫
৪ – ১২	৩৪৭৫	১,৬৪২	১৬ – ১২	২,৬৭২
৮ – ১২	৩৪৭৬	১,৩০০	২১ – ১২	২,৯৪৫ (গ)
১০ – ১২	৩৪৭৭	২,১৩০	২৬ – ১২	২,৫৬৭
১২ – ১২	৩৪৭৯	৩,০৮০	২৯ – ১২	২,৮৩৬
২৭ – ১২	৩৪৮০	৬০০	৩০ – ১২	১,০২৬
৩০ – ১২	৩৪৮২	৪৭৫	মোট	১৮,১৫২
২৯ – ১২	৩৪৮৩	১,১৪০		
৩১ – ১২	৩৪৮৫ (খ)	৫৩৯		
মোট		১৫,৪৩৮		

নগদ প্রদান জাবেদা					
তারিখ	চেক নং	টাকা	তারিখ	চেক নং	টাকা
১ – ১২	৩৪৭৫	১৬৪২	২০	৩৪৮২	৪৭৫
২ – ১২	৩৪৭৬	১৩০০	২২	৩৪৮৩	১,১৪০
২ – ১২	৩৪৭৭	২১৩০	২৩	৩৪৮৪ (ক)	৮৩২
৪ – ১২	৩৪৭৮ (ক)	৫৩৮	২৪	৩৪৮৫ (খ)	৪৫০
৮ – ১২	৩৪৭৯	৩,০৮০	৩০	৩৪৮৬ (ক)	১,৮৮৯
১০ – ১২	৩৪৮০	৬০০			
১৭ – ১২	৩৪৮১ (ক)	৮০৭			

নগদ প্রাপ্তি জাবেদ	
তারিখ	টাকা
৩–১২	১,২১১
৭–১২	২,৩৬৫
১৫–১২	২,৬৭২
২০–১২	২,৯৫৪ (গ)
২৫–১২	২,৫৬৭
২৮–১২	২,৮৩৬
৩০–১২	১,০২৫
৩১–১২ (চ)	১,১৯০
	১৬,৮২০

ব্যাংক বিবরণীর জন্য দুটি মেমোরেন্ডাম সংযুক্ত পাওয়া যায়:

১। একটি ৩,৫০০ টাকা প্রাপ্য নোট ১৬০ টাকা সুদসহ ও ১৫ টাকা সার্ভিস চাজ বাদে ৩,৬৪৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। (ঘ)

২। ক্রেতার নিকট প্রাপ্ত ৫৪৭ টাকার একটি চেক NSF এর কারণে ফেরত আসে।

৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক জের ১২,৫৩৪ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ২০,১৮০ টাকা। হিসাবে ব্যাংক কোনো ভুল করেনি কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার সময় দুটি ভুল আছে।

করণীয়: নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর পার্থক্যের কারণগুলো লিখে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

করণীয়:

১. নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর মধ্যে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা কর।

২. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৫

১. পার্থক্যের কারণ।

ক. বকেয়া চেক:

মাস	চেক নং	টাকার পরিমাণ
নভেম্বর	৩৪৭০	৭২০
	৩৪৭৪	১,০৫০
ডিসেম্বর	৩৪৭৮	৫৩৮
	৩৪৮১	৮০৭
	৩৪৮৪	৮৩২
	৩৪৮৬	১,৮৮৯
	মোট	৫,৮৩৬

খ. ইস্যুকৃত ৩৪৮৫ নং চেক প্রকৃত টাকার পরিমাণ ৫৩৯ টাকা যা ব্যাংক বিবরণীতে সঠিক দেখানো হয়েছে। কিন্তু নগদান বইতে ৪৫০ টাকা দেখানো হয়েছে।

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় ২০–১২ তারিখে ভুলে ব্যাংকে ২,৯৫৪ টাকা জমা দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক বিবরণীতে জমা হয়েছে ২৯৪৫ টাকা ।

ঘ. প্রাপ্য নোট নিট ৩,৬৪৫ টাকা ব্যাংক আদায় করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

ঙ. NSF চেক ৫৪৭ টাকা যা নগদান বহিতে হিসাবভুক্ত না করায় নগদান বইয়ের জের বেশি আছে।

চ. পথি মধ্যে জমা ৩১–১২ তারিখে ১,১৯০ টাকা। (নগদ প্রাপ্তি জাবেদায়)

২.

হিল্লোল ট্রেডার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১২,৫৩৪	ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	২০,১৮০
নগদান বইতে ভুল: ব্যাংকে জমা নগদান বইতে বেশি লেখা হয়েছে	(৯)	বকেয় চেক	(৫,৮৩৬)

ইস্যুকৃত চেক নগদান বইতে কম লেখা হয়েছে	(৮৯)	পথিমধ্যে জমা	১,১৯০
ব্যাংক নোট সুদসহ ও চার্জ বাদে আদায় করেছে	৩,৬৪৫		
NSF চেক	(৫৪৭)		
ব্যাংকে প্রকৃত জের	১৫,৫৩৪	ব্যাংকে প্রকৃত জের	১৫,৫৩৪

কাজ-৫: আমান ট্রেডার্সের সেপ্টেম্বর মাসের নগদ বইয়ের বিবরণী দেওয়া হলো।

তারিখ	চেক নং	বিবরণ	চেক (টাকা)	জমা (টাকা)	জের
১/৯					৫২৫
৪/৯	৬২২	কামাল ব্রাদার্স	১৯		৫০৬
৯/৯		লভ্যাংশ		১১৬	৬২২
১৩/৯	৬২৩	শাওন ট্রেডার্স	৪৩		৫৭৯
১৪/৯	৬২৪	নিক্সন লি:	৫৮		৫২১
১৮/৯	৬২৫	নগদ	৫০		৪৭১
২৬/৯	৬২৬	আলম ব্রাদার্স	২৫		৪৪৬
২৮/৯	৬২৭	নিকোলাস লি:	২৭৫		১৭১
৩০/৯		চেক জমা		২,০০০	২,১৭১

ব্যাংক বিবরণী নিম্নরূপ:

জের		৫২৫
যোগ: জমা		১১৬
বাদ: চেক নং		
৬২২	১৯	
৬২৩	৪৩	
৬২৪	৬৮	
৬২৫	৫০	(১৮০)
বাদ:		
চেক ছাপা	৮	
সার্ভিস চার্জ	১২	(২০)
জের		৪৪১

৬২৪ নং চেকের টাকা ব্যাংক বিবরণীতে সঠিক আছে।

করণীয়:

ক. নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের পার্থক্যের কারণ নির্ণয় কর।

খ. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

কাজ-৬ঃ নিপুন ট্রেডার্সের ব্যাংক সংক্রান্ত কতিপয় তথ্য নিম্ন প্রদত্ত হলোঃ

	১/৯	৩০/৯
নগদান বইয়ের জের	১৭,১৫০	১৭,৪০৪
ব্যাংক বিবরণীর জের	-	১৬,৪২২

	জমা	উত্তোলন
নগদান বই অনুসারে ব্যাংকে	৬৪,০০০	৬৩,৭৪৬

ব্যাংক বিবরণীরতে নিম্নোক্ত মেমোরেন্ডাম অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম	টাকা	ডেবিট মেমোরেন্ডাম	টাকা
৩০ টাকা সুদসহ ১,৫০০ টাকার নোট আদায়	১,৫৩০	NSF চেক	৭২৫
সুদ আয়	৪৫	সার্ভিস চার্জ	৬৫
সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখে পথি মধ্যে জমা ৪,১৫০ টাকা। বকেয়া চেকের পরিমাণ মোট টাকা ২,৩৮৩			

করণীয়ঃ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। **নিলয় এন্টারপ্রাইজের জুলাই মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপঃ**

i. নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৬,৭৬৭ টাকা।

ii. ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৮,৯২৮ টাকা।

iii. ৩১ জুলাই তারিখে রাত্রিকালীন ব্যাংকিং এর সময় ৪,০১৭ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় যা ব্যাংক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

iv. ব্যাংক বিবরণীতে একটি ডেবিট মেমোরেন্ডাম অন্তর্ভুক্ত আছে যা ৮ টাকা ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এর জন্য ছিল ।

v. ব্যাংক বিবরণীর সাথে ৪,৫৪৫ টাকার একটি ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম ছিল যা ব্যাংক জনাব কামালের নিকট থেকে প্রাপ্য নোট বাবদ আদায় করে।

vi. ৮৩৫ টাকার ৮২১ নং চেক ইস্যু করা হয়েছিল মেশিন ক্রয় ববাদ। কিন্তু ব্যাংক উক্ত চেকের জন্য ৮৫৩ টাকা হিসাবভুক্ত করে।

vii. নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, জুলাই মাসে ইস্যুকৃত চেকের মধ্যে ৩টি চেক আছে যা এখনও ব্যাংক পরিশোধ করেনি। চেক তিনটি হলো: চেক নং ৮১১ টাকা ৮৬১ চেক নং ৮১৪ টাকা ৬৪১ এবং চেক নং ৮২৩ টাকা ৩০১।

vii. একজন ক্রেতার নিকট বিক্রয় বাবদ ১৮০ টাকর চেক জুলাই ২৫ তারিখ আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে উক্ত চেকটি NSF দেখা যায়।

করণীয়ঃ

ক. বকেয়া চেকের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদান বই এর জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মাধ্যমে ব্যাংক বিবরণীর জের নির্ণয় কর।

গ. ব্যাংক বিবরণীর জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মাধ্যমে নগদান বই জের নির্ণয় কর।

২। ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে জনাব রমজানের নগদান বহির জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে পর্যক্ষেণ করে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো উদ্‌ঘাটিত হয়–

i. ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ২২,৩৭০ টাকা।

ii. ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি ৯,৭৪০ টাকা।

iii. ব্যাংক লভ্যাংশ ২২০ টাকা আদায় করে হিসাবকে ক্রেডিট করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

iv. একজন দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে ৩০–১২–২০১২ তারিখে টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু আমাদেরকে ২–১–২০১৩ তারিখে জানানো হয়েছে। টাকার পরিমাণ ছিল ১,০০০ টাকা।

v. প্রদেয় বিল ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি ৬০০ টাকা।

vi. ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ১২৫ টাকা। যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

ক. i ও ii নং লেনদেনের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের বইতে জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. নগদান বইয়ের জের নিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর।

গ. সংশোধিত পদ্ধতিতে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলামঃ

নগদান বই, ব্যাংক বিবরণী, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী, বকেয়ার চেক, NSF চেক, অনাদায়ী চেক, পথিমধ্যে জমা ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যের ষাথে অসঙ্গতি কোনটি?

ক. নিরীক্ষকের সন্তুষ্টির জন্য

খ. ভুলত্রুটি উদ্‌ঘাটনের জন্য

গ. ব্যাংক জমার পরিমাণ নিশ্চত করার জন্য

ঘ. হিসাব চক্রের একটি অন্যতম ধাপের জন্য

২। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রাসঙ্গিক?

ক. এটি প্রস্তুত করা হয় সাধারণত হিসাবকাল শেষে

খ. এটি প্রস্তুত করা হয় কারবারের আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য

গ. এটি প্রস্তুত করা হয় নগদান বই ও পাসবহির জেরের গড়মিল জানার জন্য

ঘ. এটি প্রস্তুত করা হয় হিসাববিজ্ঞানের দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণের জন্য

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রতন ট্রেডার্স নভেম্বর মাসে ১০,০০০ টাকার চেক ও ডিসেম্বর মাসে ১৫,০০০ টাকার চেক ইস্যু করে। কিন্তু নভেম্বর মাসে ৬,০০০ টাকার চেক ও ডিসেম্বর মাসে ১৭,০০০ টাকার চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়।

৩। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে বকেয়া চেকের পরিমাণ কত?

ক. ২,০০০ টাকা খ. ৫,০০০ টাকা

গ. ৮,০০০ টাকা ঘ. ১১,০০০ টাকা

৪। অন্য কোনো বিষয় না থাকলে–

i. নভেম্বর মাসের শেষে বকেয়া চেকের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা।

ii. ডিসেম্বর মাসে ব্যাংক বিবরণীর জের নগদান বইয়ের জেরের চেয়ে কম থাকবে।

iii. নভেম্বর মাসে ব্যাংক বিবরণীর জের নগদান বইয়ের জেরের চেয়ে বেশি থাকবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

চতুর্থ অধ্যায়

রেওয়ামিল

TRIAL BALANCE

চিত্র: হিসাবের উভয় পাশের সমতা

হিসাবচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ খতিয়ানের পরবর্তী ধাপ হলো রেওয়ামিল। খতিয়ানের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশের সমতা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার একটি মাধ্যম। যদি কোনো কারণে হিসাব গাণিতিকভাবে শুদ্ধ না হয় কিংবা অন্য কোনো ভুল থাকে তা সংশোধন করতে হয়। এ অধ্যায়ে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ও হিসাবে কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা উদ্‌ঘাটন ও সংশোধনের বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে হিসাব দাখিলার বিভিন্ন ভুল চিহ্নিত করতে পারবে।
- হিসাবের শুদ্ধতা যাচাই ও ভুল সংশোধন করতে পারবে।

৪.০১ রেওয়ামিলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
Concept and Nature of Trial Balance

লেনদেনগুলো খতিয়ানভুক্ত করার পর হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য খতিয়ানসমূহের জের নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলে। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য মূলতঃ রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এটি কোনো হিসাব নয় বা এটি হিসাবের কোনো অপরিহার্য অংশও নয়। একটি বিবরণী মাত্র। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশে টাকার পরিমাণ সমান হলে বুঝতে হবে যে, গাণিতিকভাবে হিসাব শুদ্ধ আছে। অন্যদিকে না মিললে বুঝতে হবে যে, হিসাবের কোথাও না কোথাও ভুল আছে। সাধারণত দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির কারণে বা হিসাব সমীকরণের প্রভাবে রেওয়ামিল মিলে যায়।

রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. রেওয়ামিল কোনো হিসাব বা হিসাবের অংশ নয়। এটি একটি বিবরণী ।

২. রেওয়ামিলে ডেবিট ও ক্রেডিট দুটি টাকার ঘর থাকে। খতিয়ানের ডেবিট জেরগুলো ডেবিট পাশে ও ক্রেডিট জেরগুলো ক্রেডিট পাশে বসাতে হয়।

৩. এর জন্য কোনো হিসাবের বই ব্যবহার করা হয় না। বরং আলাদা কাগজে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৪. এটি সাধারণত হিসাবকালের শেষ তারিখে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে তৈরি করা হয়।

৫. এ বিবরণীতে সকল হিসাবের জের (আয়, ব্যয়, সম্পত্তি, দায়, মূলধন ও উত্তোলন) থাকে।

৬. রেওয়ামিল হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারে।

৭. রেওয়ামিল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা করে থাকে।

৪.০২ রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
Prepration of Trial Balance

ব্যবসায়িক লেনদেন প্রথমে জাবেদাভুক্ত করে তা খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়। একটি নির্দিষ্ট তারিখে এ খতিয়ানসমূহের জের নিয়ে আলাদা একটি কাগজে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়। রেওয়ামিলে ক্রমিক নং, হিসাব শিরোনাম, রেফারেন্স বা সূত্র ও দুটি টাকার ঘরসহ মোট ৫টি ঘর থাকে। দুটি টাকার কলামের একটি হলো ডেবিট টাকা ও অন্যটি হলো ক্রেডিট টাকা।

নিচে রেওয়ামিলের একটি ছক দেয়া হলো:

কামাল ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

ক্রমিক নং	হিসাব শিরোনাম	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)

ক্রমিক নং ঘরে খতিয়ানগুলো ক্রমিক সংখ্যা (১, ২, ৩.........) লিখতে হয়। হিসাবের শিরোনাম ঘরে খতিয়ানের হিসাব শিরোনাম লিখতে হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের জের ডেবিট হলে তা ডেবিট টাকার কলামে এবং জের ক্রেডিট হলে ক্রেডিট টাকার কলামে লিখতে হয়। সকল খতিয়ানের জের উপরিউক্ত ছকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার পর সাধারণত ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার যোগফল সমান হবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তবে ধরে নেয়া হয় যে, হিসাবগুলো গাণিতিকভাবে শুদ্ধ। সাধারণত সম্পত্তি, ব্যয় ও উত্তোলন সংক্রান্ত খতিয়ানগুলোর ডেবিট জের হয়ে থাকে। অন্যদিকে দায়, আয় ও মূলধন খতিয়ানগুলোর জের সাধারণত ক্রেডিট হয়ে থাকে।

কাজ-১: নিচের হিসাবখাতসমূহ কোন শ্রেনির হিসাব (সম্পত্তি, দায়, আয়, মূলধন, খরচ, রাজস্ব) এবং হিসাবখাতগুলোর স্বাভাবিক জের কী (ডেবিট/ ক্রেডিট) হবে তা লিখ।

হিসাবখাত সমূহ	কোন শ্রেণির হিসাব	স্বাভাবিক জের	হিসাব খাতসমূহ	কোন শ্রেণির হিসাব	স্বাভাবিক জের
কলকব্জা			মজুরি		
ইজারা সম্পত্তি			ক্রয় ফেরত		
আসবাবপত্র			পরিবহন		
মূলধন			বিক্রয় ফেরত		
১০% ঋণ			রপ্তানি শুল্ক		
প্রদেয় হিসাব			বেতন		
উত্তোলন			বিমা সেলামি		
মজুদ পণ্য			বিজ্ঞাপন		
১৫% বিনিয়োগ			ভাড়া		
পণ্য ক্রয়			ক্রয় বাট্টা		
পণ্য বিক্রয়			ঋণের সুদ		
প্রাপ্য হিসাব			বিনিয়োগের সুদ		
নগদ তহবিল			ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		
আমদানি শুল্ক			দালানকোঠা		

উদাহরণ-১: নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো দ্বারা মেসার্স রহমান এন্ড কোং এর রেওয়ামিল প্রস্তুত করঃ

হিসাবখাতসমূহ	টাকা	হিসাবখাতসমূহ	টাকা
রহমান এর মূলধন	৮৫,০০০	সুনাম	২০,০০০
পণ্য ক্রয়	৭৯,৫০০	করিমকে প্রদত্ত ঋণ	২০,০০০
মজুদ পণ্য (১-১-১২)	২০,০০০	নগদ তহবিল	৩,৫০০
ক্রয় পরিবহন	২,০০০	মজুদ পণ্য (৩১-১২-১২)	২৫,০০০
অগ্রিম গ্রহণ	১২,০০০	বিক্রয় পরিবহন	৩,০০০
সরবরাহ মজুদ (১-১-১২)	২,০০০	ক্রয় ফেরত	১,০০০
রহমান এর উত্তোলন	১০,০০০	বিক্রয় ফেরত	২,০০০
পণ্য বিক্রয়	১,১০,০০০	শিক্ষানবিস সেলামি	৩,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,০০০	আসবাবপত্র	২০,০০০
বকেয়া বেতন	৫০০	কলকব্জা	৩১,৫০০
সরবরাহ মজুদ (৩১-১২-১২)	৫০০		

সমাধান-১:

মেসার্স রহমান
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ সাল

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	রহমান এর মূলধন			৮৫,০০০
২.	পণ্য ক্রয়		৭৯,৫০০	
৩.	মজুদ পণ্য (১–১–১২)		২০,০০০	
৪.	ক্রয় পরিবহন		২,০০০	
৫.	অগ্রিম গ্রহণ			১২,০০০
৬.	সরবরাহ মজুদ (১–১–১২)		২,০০০	
৭.	রহমানের উত্তোলন		১০,০০০	
৮.	পণ্য বিক্রয়			১,১০,০০০
৯.	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			২,০০০
১০.	বকেয়া বেতন			৫০০
১১.	সুনাম		২০,০০০	
১২.	করিমকে প্রদত্ত ঋণ		২০,০০০	
১৩.	নগদ তহবিল		৩,৫০০	
১৪.	বিক্রয় পরিবহন		৩,০০০	
১৫.	ক্রয় ফেরত			১,০০০
১৬.	বিক্রয় ফেরত		২,০০০	
১৭.	শিক্ষানবিস সেলামি			৩,০০০
১৮.	আসবাবপত্র		২০,০০০	
১৯.	কলকব্জা		৩১,৫০০	
			২,১৩,৫০০	২,১৩,৫০০

কাজ-২:

মি. মাহবুবের ২০১২ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখের নিম্নোক্ত খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্ত অবলম্বন করে একটি রেওয়ামিল তৈরি কর:

মূলধন ৩০,০০০ টাকা; উত্তোলন ১০,০০০ টাকা; যন্ত্রপাতি ২০,০০০ টাকা; বিক্রয় ৬৫,০০০ টাকা; আয়কর ২,০০০ টাকা; বিক্রয় ফেরত ৩,০০০ টাকা; বিনিয়োগ ১০,০০০ টাকা, বিক্রয়ের উপর বাট্টা ১,০০০ টাকা; শিক্ষানবিস সেলামি ২,০০০ টাকা; স্থায়ী আমানতের সুদ ৩,০০০ টাকা, আইন খরচ ৫,০০০ টাকা, বকেয়া মজুরি ৪,০০০ টাকা, সমন্বিত ক্রয় ৬০,০০০ টাক; সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা; পেনশন তহবিল ২০,০০০ টাকা, বাট্টা ২,০০০ টাকা, কমিশন ৪,০০০ টাকা; বিনিয়োগ সঞ্চিতি ১৬,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ৫,০০০ টাকা; প্রাপ্য নোট ৫,০০০ টাকা; প্রদেয় নোট ১০,০০০ টাকা; হাতে নগদ ৮,০০০ টাকা; ব্যাংক ও ওভারড্রাফ্ট ৫,০০০ টাকা।

কাজ-৩ঃ মেসার্স আবিদ এন্ড কোং এর নিম্নোক্ত রেওয়ামিল অশুদ্ধভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি শুদ্ধ করে পুনরায় প্রস্তুত কর এবং প্রত্যেকটি অশুদ্ধ জায়-এর ক্ষেত্রে যুক্তি দাও।

মেসার্স জাবিদ অ্যান্ড কোং
রেওয়ামিল
৩১–১২–১২

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)
প্রারম্ভিক মজুদ	১০,৫০০	মূলধন	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০	উত্তোলন	৩,৬০০
পণ্য বিক্রয়	৭৩,৯৫০	প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০
বহিঃফেরত	৫০০	পণ্য ক্রয়	৫৫,৫০০
মজুরি	৪,৫০০	আন্তঃফেরত	৯৫০
বেতন	৪,৮০০	বাট্টা প্রদত্ত	২,৭০০
ভাড়া	১,২০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১,৬০০
ক্রয় পরিবহন	৬৫০	বিক্রয় পরিবহন	৯০০
আসবাবপত্র	১,২০০	অনাদায়ী পাওনা	৮০০
সঞ্চিতি তহবিল	১৫,০০০	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০
নগদ তহবিল	৪৫০	বিজ্ঞাপন	৮০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪,০০০	কলকব্জা	১০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	২৮,৪০০
	১,৫১,৭৫০		১,৫১,৭৫০

কাজ—৪ঃ

রেওয়ামিল
১ জুন, ২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদান	৮,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১৫,০০০	
যন্ত্রাংশ মজুদ	১৩,০০০	
অগ্রিম ভাড়া	৩,০০০	
কলকব্জা	২২,০০০	
বকেয়া বেতন		১,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৯,০০০
মূলধন		৪১,০০০
	৬১,০০০	৬১,০০০

জুন মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

জুন–	৫	বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা ।
,,	৭	যন্ত্রাংশ ক্রয় ৩,০০০ টাকা।
,,	১০	দেনাদারের নিকট থেকে নগদ পাওয়া গেল ১৩,০০০ টাকা।
,,	১৫	বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হলো ১০০০ টাকা।
,,	১৮	৪,০০০ টাকার যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হলো।
,,	২০	সেবা দেয়া হলো নগদে ৪,০০০ টাকা, ধারে ৯,০০০ টাকা।
,,	২৫	অগ্রিম ভাড়ার ১,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
,,	৩০	পাওনাদারকে ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহ জাবেদাভুক্ত করে তা খতিয়ানে স্থানান্তর করে তার জের থেকে রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

৪.০৩ হিসাবে অশুদ্ধি ও অশুদ্ধির শ্রেণিবিভাগ

Errors in Accounts and its Classifications

সাধারণত রেওয়ামিলের মাধ্যমে আমরা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারি। হিসাব গাণিতিকভাবে শুদ্ধ হলেই বলা যাবে না যে, হিসাবে কোনো ভুলত্রুটি নেই। অনেক ধরনের ভুল আছে যা রেওয়ামিল প্রস্তুত করে সনাক্ত করা যায় না। হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের অমনোযোগিতা বা অজ্ঞতার ফলে হিসাবরক্ষণ কাজে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ভুলত্রুটি হতে পারে। হিসাবরক্ষণে যেসব ভুলত্রুটি হতে পারে উহাদের প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়: ক. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায় না;

খ. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায়।

১. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায় না

হিসাব প্রক্রিয়ায় এমন কিছু ভুল আছে যা রেওয়ামিলে ধরা পড়েনা। এ ধরনের ভুলকে দুতরফা ভুলও বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোনো লেনদেন একেবারেই লিপিবদ্ধ করা হয় না কিংবা লিপিবদ্ধ করা হলেও ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশেই সমান পরিমাণ অর্থের অঙ্ক ভুল করা হয়েছে। এধরনের ভুল খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য। কারণ এধরনের ভুল রেওয়ামিলে প্রতিফলিত হয় না। এগুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়–

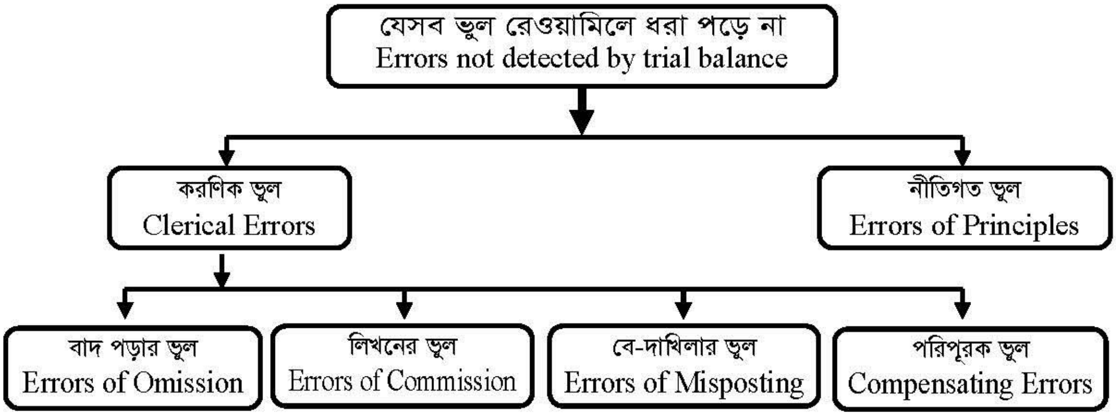

করণিক ভুল

যেসব ভুল হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অসাবধানতার কারণে ঘটে সেসব ভুলকে করণিক ভুল বলে। করণিক ভুলকে আবার নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

ক. **বাদ পড়ার ভুলঃ** যখন কোনো লেনদেন হিসাবের বইতে আদৌ লিপিবদ্ধ করা হয় না কিংবা হিসাবের প্রাথমিক বই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হলেও খতিয়ানভুক্ত করা হতে বাদ পড়েছে। এধরনের কোনো লেনদেন পুরোপুরিভাবে (খতিয়ানে) হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ হতে বাদ যাওয়ার ভুলকে বাদ পড়ার ভুল বলে। যেমন-কামালের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় যা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এধরনের ভুলের জন্য হিসাবের কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। যার ফলে এধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়বে না।

খ. **লেখার ভুলঃ** কোনো লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণের সময় প্রকৃত অঙ্ক অপেক্ষা কম বা বেশি লেখা হলে তাকে লেখার ভুল বলে। যেমন-আসাদের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়। এ লেনদেনটি যদি ক্রয় হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট ও আসাদ হিসাবে ৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয় তাহলে রেওয়ামিলে কোনো গড়মিল ধরা পড়বে না ।

গ. **পরিপূরক ভুলঃ** যখন একটি ভুলের দ্বারা অপর এক বা একাধিক ভুল পূরণ হয় তাকে পরিপূরক ভুল বলে। যেমন-কামালের হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট করার কথা ছিল সেখানে ৫০ টাকা ডেবিট করা হলো। অন্য জায়গায় আসাদের হিসাবে ৫০০ টাকা ক্রেডিট করার কথা সেখানে ভুলে ৫০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। ফলে কামালের হিসাবে ৪৫০ টাকা ডেবিট কম করায় ও অসাদের হিসাবে ৪৫০ টাকা ক্রেডিট কম করায় রেওয়ামিলে কোনো গড়মিল দেখা যাবে না।

ঘ. **বে-দাখিলার ভুলঃ** হিসাবের প্রাথমিক বহি জাবেদা হতে খতিয়ানে স্থানান্তর করার সময় ভুলে এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাবকে সঠিক পার্শ্বে লেখা হলে তাকে বে-দাখিলার ভুল বলে। যেমন-আসাদের হিসাবের ৫০০ টাকা ডেবিট না করে তার পরিবর্তে ফাহিমের হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট করা হলো। এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রেও রেওয়ামিলে কোনো গড়মিল হবে না।

নীতিগত ভুল

হিসাবরক্ষণের নীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষক যে ভুল করে থাকে তাকে নীতিগত ভুল বলে। তবে এরূপ ভুল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয়ই হতে পারে। সাধারণত মুলধনজাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসাবে বা মুনাফাজাতীয় ব্যয়কে মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো, যথাযথভাবে সম্পত্তির মূল্যায়ন না করা, বকেয়া দায় বা সন্দেহজনক ঋণ প্রভৃতির হিসাব লিপিবদ্ধ না করলে নীতিগত ভুল হয়ে থাকে। যেমন-কলকব্জা সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা কলকব্জা হিসাবের পরিবর্তে মজুরি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। এধরনের ভুলের জন্যও রেওয়ামিলের উভয়পাশের যোগফল সমান হবে।

২. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায়

হিসাবে এমন কিছু ভুল হয় যার জন্য রেওয়ামিলে গড়মিল হয়ে থাকে। সাধারণত হিসাবের একদিকে ভুল হলে রেওয়ামিলে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। হিসাবের ডেবিট অঙ্ক কিংবা ক্রেডিট অঙ্ক লিখতে অথবা হিসাবের ডেবিট কিংবা ক্রেডিট দিকে যোগ করার সময় এধরনের ভুল হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কামালের নিকট পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব ৫০০ টাকা ডেবিট করা হলেও কামাল হিসাবে ভুলে ৫০ টাকা ক্রেডিট করা হলো অথবা বিক্রয় বহির গণনায় ৫০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

যেসব ভুলের জন্য রেওয়ামিল গরমিল হয় বা ধরা পড়ে তাদেরকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়–

১. **হিসাবের প্রাথমিক বই হতে খতিয়ান হিসাবে লেখার ভুলঃ এধরনের ভুল বের করা কষ্টসাধ্য। এ ভুলগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ**

i. যোগফলে ভুলঃ হিসাবের প্রাথমিক বইয়ের যোগফলে ভুল থাকলে খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে সেই ভুলের প্রভাব দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিক্রয় বইয়ের যোগফলে ভুল হলে খতিয়ানে বিক্রয়ের হিসাবে সেই ভুল টাকার অঙ্কে লেখা হবে।

ii. টাকার অঙ্ক লেখায় ভুলঃ হিসাবের প্রাথমিক বই হতে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় ভুল অঙ্ক লেখা হতে পারে। যেমন–আরিফের নিকট হতে ৫০০ টাকা পেয়ে নগদান বইতে ৫০০ টাকা লেখা হলেও খতিয়ানে আরিফ হিসাবে ৫০ টাকা লেখা হলে।

iii. খতিয়ানে স্থানান্তরের ভুলঃ হিসাবের প্রাথমিক বই হতে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় লেনদেনের দুটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষকে হয়তো ঠিকই লিখা হলো কিন্তু অন্য পক্ষকে মোটেও লিখা হলো না। কিংবা হিসাবের প্রাথমিক বই হতে খতিয়ানে হিসাব লেখবার সময় ভুল দিকে টাকার অঙ্ক লেখা হতে পারে।

২. **যোগ-বিয়োগের ভুলঃ** খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের জের নির্ণয়ের সময় অথবা রেওয়ামিল যোগ করার সময় এরূপ ভুল হতে পারে।

৩. **খতিয়ান হতে জেরগুলো রেওয়ামিলে স্থানান্তরের ভুলঃ** রেওয়ামিল তৈরি করার উদ্দেশ্যে যখন খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাব হতে জেরগুলো স্থানান্তর হয় তখন এরূপ ভুল হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণের উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করা। আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হিসাবরক্ষণের কাজটি শুরু হয় লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ থেকে। এরপর বিভিন্ন ধাপে কাজটি সম্পাদন হয়ে থাকে। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি তাহলো নির্ভুলভাবে হিসাবরক্ষণ করা। সাধারণত হিসাবরক্ষকগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান যাতে হিসাবরক্ষণে কোনো ভুল-ত্রুটি না হয়। তথাপিও অজ্ঞতার কারণে কিংবা বেখেয়ালের কারণে হিসাবে কিছু কিছু ভুল হয়ে থাকে। এ ভুলগুলো সংশোধন করা জরুরি। সাধারণত নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভুলসমূহ উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন করা হয়ে থাকে:

কাজ—৫ঃ নিম্নের ভুলগুলো কোন ধরনের ভুল তা সনাক্ত কর।

ক্রমিক নং	ঘটনা	ভুলের ধরন
১.	ধারে আসবাবপত্র ক্রয় হিসাবভুক্তকরণ থেকে বাদ পড়েছে।	বাদ পাড়র ভুল
২.	৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলে ৫০০ টাকা লেখা হয়েছে।	
৩.	কামালের নিকট ১,০০০ টাকা পেয়ে কাসেমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।	
৪.	আসিফকে ২,০০০ টাকা পরিশোধ করে ২০০ টাকা লেখা হয়েছে। অন্যদিকে মালিহাকে ২০০ টাকা পরিশোধ যা ২,০০০ টাকা লেখা হয়েছে।	
৫.	ক্রয় বহির যোগফল ৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে।	
৬.	আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।	
৭.	মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ২,০০০ টাকা মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।	
৮.	নতুন দালানের চুনকাম খরচ ১,৫০০ টাকা মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।	
৯.	মালিক কর্তৃক ২,৫০০ টাকার পণ্য উত্তোলন যা হিসাবভুক্তি থেকে বাদ পড়েছে।	
১০.	করিমকে বেতন প্রদান ভুলে তা হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।	

৪.০৪ অনিশ্চিত হিসাব ও অশুদ্ধি সংশোধন দাখিলা
Suspense Account and Rectification Entries

হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও যদি কোনো ভুল উদ্ঘাটন করা না যায়, তবে অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে রেওয়ামিলে সাময়িকভাবে সমতা আনতে হয়। করণ, হিসাবে ভুল থাকার কারণে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় রেওয়ামিলের দুপাশ সমান করার জন্য যে পাশে কম থাকে সেই পাশে অনিশ্চিত হিসাব নামে ঘাটতি টাকা বসিয়ে দুই পাশ সমান করা হয়। পরবর্তীতে যখন ভুল উদ্ঘাটিত হবে তখন সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করে দেওয়া হবে।

উদাহরণঃ রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৫০,০০০
ক্রয় হিসাব	৪০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০.০০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
বেতন	১২,০০০	
অনিশ্চিত হিসাব	৩,০০০	
	৬৫,০০০	৬৫,০০০

পরবর্তীতে দেখা যায় যে, বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা বেতন হিসাবে কম দেখানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে বেতন হিসাব ডেবিট ৩,০০০ টাকা এবং অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট ৩,০০০ টাকা করলে বেতন হিসাবের সাথে ৩,০০০ টাকা যোগ হবে এবং অনিশ্চিত হিসাবের জের শূন্য হবে। যদি আনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও এ ভুল বের করা না যায় তবে দেখতে হবে, অনিশ্চিত হিসাবের জের কম না বেশি। যদি কম হয় যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় তাহলে আয় বিবরণীর সাথে সমন্বয় করা হয়। আর যদি বেশি হয় তবে তা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন করতে হয়।

অশুদ্ধি সংশোধন দাখিলাঃ

সাধারণত তিনটি পর্যায় বা স্তরে একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবের মধ্যে সংঘটিত ভুল সংশোধন করা হয়ে থাকে। যথাঃ

১. রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে;
২. রেওয়ামিল প্রস্তুতের পরে এবং চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিরবণী প্রস্তুতের পূর্বে এবং
৩. চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে।

নিম্নে তিন পর্যায়ের ভুল সংশোধনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো–

রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ভুল সংশোধনঃ

রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পূর্বে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে এ ভুলটি একদিকের ভুল না দুদিকের ভুল। ভুলের প্রকৃতি অনুযায়ী তা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

একদিকের ভুল

হিসাবের ডেবিট কিংবা ক্রেডিট যেকোনো একদিকে টাকার অঙ্ক কম বা বেশি লিখলে তাকে একদিকের ভুল বলে। যেমন ক্রয় বহির যোগফল গণনায় ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে অথবা বিক্রয় ফেরত বহির যোগফল ২০০ টাকা গণনায় বেশি দেখানো হয়েছে। এধরনের ভুলের জন্য কোনো জাবেদা প্রদান করতে হয় না। যেখানে ভুল হবে সেখানে সঠিক টাকার অঙ্ক লেখতে হবে।

একতরফা ভুলগুলো সাধারণত নিম্নরূপঃ

১. ক্রয় বা বিক্রয় হিসাবের জের কম বা বেশি লেখা হয়েছে।
যেমন-ক্রয় হিসাবের যোগফল গণনায় ২০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

২. অন্য কোনো হিসাবের ডেবিট পাশে কম বা বেশি আছে কিংবা ক্রেডিট পাশে কম বা বেশি আছে।
যেমন-বেতন প্রদান ৫০০ টাকা নগদান হিসাবে সঠিক লেখা হলেও বেতন হিসাবে ভুলে ৫০ টাকা ডেবিট করা হয়েছে।

৩. একটি লেনদেনে কোনো একটি হিসাবে হয় দুবার ডেবিট কিংবা দুবার ক্রেডিট করা হয়েছে।
যেমন-পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা ক্রয় হিসাবে দুবার ডেবিট করা হয়েছে।

দুদিকের ভুল

যখন কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশে টাকার অঙ্ক ভুল করেছে কিংবা এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাব ডেবিট কিংবা ক্রেডিট করলে এধরনের ভুল হয়ে থাকে। আর এজন্য ভুল সংশোধনী জাবেদা দিতে হবে। যেমন–৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলে ৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে সঠিক জাবেদা হওয়ার কথা ছিল–

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

কিন্তু ভুলে জাবেদা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে–

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০
প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

এক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্রয় হিসাবের ডেবিট ৪,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে। একই সাথে প্রদেয় হিসাবে ক্রেডিট ৪,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে। এটি দুদিকের ভুল। আবার বেতন প্রদান ২০০ টাকা ভুলে ভাড়া হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। এখানে বেতন হিসাব ডেবিট ২০০ টাকা কম আছে। অন্যদিকে ভাড়া হিসাব ডেবিট ২০০ টাকা বেশি আছে। এ ধরনের ভুলও দুদিকের ভুল।

দুদিকের ভুল সংশোধনের জন্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

১. যে লেনদেনটি ভুল করা হয়েছে তার সঠিক জাবেদা কী ছিল?

২. হিসাবের বইতে ভুল করে কি জাবেদা দেওয়া হয়েছে?

৩. ভুল সংশোধনের জন্য কি জাবেদা দিতে হবে?

সমস্যা–১: বিক্রয় বইতে ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

সমাধানঃ ধারে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন বিক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ফলে বিক্রয় হিসাব এবং প্রাপ্য হিসাব উভয় হিসাবে ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। সাধারণত বিক্রয় হিসাব বেশি দেখানো হলে বুঝতে হবে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫০০ টাকা বেশি আছে। সুতরাং ৫০০ টাকা কমাতে হলে বিক্রয় হিসাব ৫০০ টাকা ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে প্রাপ্য হিসাবে ৫০০ টাকা বেশি আছে বললে বুঝতে হবে প্রাপ্য হিসাবের ডেবিট পাশে ৫০০ টাকা বেশি আছে। সুতরাং প্রাপ্য হিসাব কমাতে হলে প্রাপ্য হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে।

এ ভুল সংশোধনের জন্য জাবেদা হবে:

বিক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০
প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

সমস্যা—২: **ক্রয় বহিতে ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।**

সমাধান: ধারে ক্রয় সাধারণত ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ক্রয় বহিতে কম দেখানো হয়েছে-এ দ্বারা বুঝা যায়, ক্রয় হিসাব ও প্রদেয় হিসাব-এ উভয় হিসাবে ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। ক্রয় হিসাবে কম দেখানো বলতে ক্রয় হিসাব ডেবিট ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। সুতরাং ক্রয় হিসাব বাড়ানের জন্য ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করতে হবে ৫০০ টাকা দ্বারা। অন্যদিকে প্রদেয় হিসাবে ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রদেয় হিসাবে ক্রেডিট পাশে ৫০০ টাকা কম আছে। সুতরাং প্রদেয় হিসাব সংশোধন করতে হলে প্রদেয় হিসাবকে ৫০০ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং সংশোধনী জাবেদা হবে:

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০
প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

সমস্যা—৩: **অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ২,০০০ টাকা যা ভুলক্রমে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।**

সমাধান: এক্ষেত্রে আসবাবপত্র হিসাবকে ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। ফলে ক্রয় হিসাবকে বাদ দেওয়ার জন্য ক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে এবং আসবাবপত্র হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল	লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা	সংশোধনী জাবেদা
আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২,০০০	ক্রয় হিসাব ডেবিট ২,০০০	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ২,০০০	নগদান হিসাব ক্রেডিট ২,০০০	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ২,০০০

সমস্যা—৪: **মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।**

এক্ষেত্রে মেশিন সংস্থাপন ব্যয়ের জন্য মেশিন হিসাব ডেবিট করার কথা কিন্তু মজুরি হিসাব ডেবিট করার ফলে সংশোধনের জন্য মজুরি হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে তার স্থলে মেশিন হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল	লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা	সংশোধনী জাবেদা
মেশিন হিসাব ডেবিট ৫,০০০	মজুরি হিসাব ডেবিট ৫,০০০	মেশিন হিসাব ডেবিট ৫,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	নগদান হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	মজুরি হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০

সমস্যা—৫: যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণ ব্যয় ১,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি মেরামত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে মেরামত হিসাব ডেবিট করা হয়েছে। ফলে মেরামত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে অন্যদিকে তার স্থলে যন্ত্রপাতি হিসাবকে ডেবিট করতে হবে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল	লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা	সংশোধনী জাবেদা
যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ১,০০০	মেরামত হিসাব ডেবিট ১,০০০	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ১,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০	নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০	মেরামত হিসাব ক্রেডিট ১,০০০

সমস্যা—৬ঃ সরবরাহ ক্রয় ৫০০ টাকা ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে সরবরাহ হিসাবকে ডেবিট না করে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। ফলে সংশোধনের জন্য সরবরাহ হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে ক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল		লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা		সংশোধনী জাবেদা	
সরবরাহ হিসাব	ডেবিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ডেবিট ৫০০	সরবরাহ হিসাব	ডেবিট ৫০০
নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ৫০০

সমস্যা—৭ঃ কামালের নিকট ২,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় ভুলে কাসেমের হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে কামাল হিসাব ডেবিট করার কথা থাকলেও ভুলে কাসেমের হিসাব ডেবিট করার ফলে কাসেমের হিসাবকে বাদ দেয়ার জন্য কাসেম হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে কামাল হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল		লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা		সংশোধনী জাবেদা	
কামাল হিসাব	ডেবিট ২,০০০	কাসেম হিসাব	ডেবিট ২,০০০	কামাল হিসাব	ডেবিট ২,০০০
বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ২,০০০	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ২,০০০	কাসেম হিসাব	ক্রেডিট ২,০০০

সমস্যা—৮ঃ মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা ক্রয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে।

এক্ষেত্রে উত্তোলন হিসাব ডেবিট করার কথা কিন্তু সেখানে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। সুতরাং ক্রয় হিসাবকে বাদ দেয়ার জন্য ক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে উত্তোলন হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল		লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা		সংশোধনী জাবেদা	
উত্তোলন হিসাব	ডেবিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ডেবিট ৫০০	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট ৫০০
নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ৫০০

কাজ-৬ঃ আমিনের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে ধরা পড়ে।

লেনদেন	একদিকে/ দুদিকের ভুল	সংশোধনী জাবেদা
ক. বেতন প্রদান ১,০০০ টাকা মজুরি হিসাবে লেখা হয়েছে।		
খ. আসবাবপত্র মেরামত আসবাবপত্র হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ২,২০০ টাকা।		
গ. বিক্রয় বহির যোগফল ২,৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।		
ঘ. ক্রয় বহির যোগফল ২,৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।		
ঙ. ক্রয় ফেরত হিসাবের যোগফল ১,৪০০ টাকা কম লেখা হয়েছে।		
চ. বিক্রয় ফেরত হিসাবের যোগফল ৮০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।		
ছ. আকাশের নিকট ১,৮০০ টাকার পণ্য ফেরত পেয়ে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।		

রেওয়ামিল তৈরির পর কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে উদ্‌ঘাটিত ভুল

রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে উদ্‌ঘাটিত ভুলকেও দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. একদিকের ভুল;
২. দুদিকের ভুল।

১. **একদিকের ভুল:** জাবেদায় একদিকের ভুল হলে এ ভুলের জন্য খতিয়ানের জের-এ ভুল থাকে। ফলে এধরনের ভুলের জন্য রেওয়ামিলে গড়মিল দেখা দেয়। তখন রেওয়ামিলকে মিলানোর জন্য সাময়িক একটি হিসাব খোলা হয়, যাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে। পরবর্তীতে যখন এ ভুলগুলো ধরা পড়ে তখন এ ভুলগুলো অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। অর্থাৎ হিসাবের যে পাশে ভুল হয় সে পাশ সংশোধন করে অপর পাশকে অনিশ্চিত হিসাব লিখতে হয়।

যেমন–বেতন হিসাবে ৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। এটি একদিকের ভুল। এক্ষেত্রে বেতন হিসাবে ৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে-এ কথার অর্থ হলো বেতন হিসাব ডেবিট পাশে ৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। সুতরাং সংশোধনের জন্য বেতন হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে ৩০০ টাকা দ্বারা। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে ৩০০ টাকা দ্বারা।

খরচ ও সম্পত্তিবাচক হিসাবে বেশি থাকলে বুঝতে হবে খরচ ও সম্পত্তি হিসাব ডেবিট বেশি আছে। অন্যদিকে খরচ ও সম্পত্তি হিসাবে কম থাকলে বুঝতে হবে, খরচ ও সম্পত্তি হিসাব ডেবিট কম আছে। এ হিসাবের ডেবিট বেশি থাকলে তা সংশোধনের জন্য উক্ত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। আর যদি ডেবিট কম থাকে তাহলে খরচ ও সম্পত্তি হিসাবকে ডেবিট করতে হবে, অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করতে হবে।

আয় ও দায়বাচক হিসাবে বেশি থাকলে বুঝতে হবে, আয় ও দায় হিসাব ক্রেডিট বেশি আছে অন্যদিকে আয় ও দায় হিসাবে কম থাকলে বুঝতে হবে আয় ও দায় হিসাব ক্রেডিট দিকে কম আছে। এ হিসাবের ক্রেডিট বেশি থাকলে তা সংশোধনের জন্য উক্ত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে এ হিসাবে কম থাকলে সে হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সমস্যা-১: ভাড়া হিসাবে ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

ভাড়া হিসাব	ডেবিট	১,০০০
অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

সমস্যা-২: ক্রয় হিসাবে ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট	৫০০
ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

দুদিকের ভুল: দুদিকের ভুলের সংশোধনী রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বের দুদিকের ভুল সংশোধনের মতো।

কাজ—৭: আমানের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ রেওয়ামিল তৈরির পর ধরা পড়ে।

লেনদেন	একদিকে/ দুদিকের ভুল	সংশোধনী জাবেদা
ক. ঘরভাড়া প্রদান ৩৩০ টাকা হিসাবে লেখা হয়নি।		
খ. আসবাবপত্র ক্রয় ৬,০০০ টাকা ক্রয় বহিতে লেখা হয়েছে;		
গ. মেশিন মেরামত খরচ ৩০০ টাকা মেশিনারি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে;		
ঘ. বিক্রয় ফেরত ২০ টাকা ভুলবশতঃ কম লেখা হয়েছে।		
ঙ. কর্মচারী আজমকে বেতন প্রদান করে তার ব্যক্তিগত হিসাবখাত ডেবিট করা হয়েছে ৫০০ টাকা;		
চ. বিক্রয় বহির যোগফল কম লেখা হয়েছে ৪০০ টাকা;		
ছ. সালামের কাছ থেকে ১,৫০০ টাকা পেয়ে ভুলবশতঃ শামীমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।		

কতগুলো ব্যতিক্রমধর্মী ভুল সংশোধন–

১. আসাদের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রয়-যা ভুলে ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সমাধান: ধারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য জাবেদা হবে–

আসাদ হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

সেখানে ভুলে ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হলে জাবেদা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে–

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
আসাদ হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

এক্ষেত্রে দেখা যায়, লিপিবদ্ধ জাবেদা পুরোটাই ভুল। এরূপ ক্ষেত্রে ভুল জাবেদাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে সঠিক জাবেদাটিকে আবার লিপিবদ্ধ করতে হবে। ফলে দুটি জাবেদা লিখতে হবে।

ক. লিপিবদ্ধ ভুল জাবেদাটি বাতিল করার জন্য:	খ. সঠিক জাবেদাটি লিপিবদ্ধ করার জন্য:	ক ও খ জাবেদা দুটি মিলিয়ে একটি জাবেদাও দেয়া যায়:
আসাদ হিসাব ডেবিট ৫,০০০	আসাদ হিসাব ডেবিট ৫,০০০	আসাদ হিসাব ডেবিট ১০,০০০
ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০
		বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০

২. রবিন এন্ড কোং কে নগদ প্রদত্ত ২,৫০০ টাকা তাদের হিসাবে ভুলক্রমে ক্রেডিট করা হয়েছে।

সমাধানঃ রবিনের নিকট বিক্রয় করলে সেক্ষেত্রে রবিন হিসাব ডেবিট ও বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে। এক্ষেত্রে রবিন হিসাব ডেবিট না করে উল্টো তার হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। কিন্তু বিক্রয় হিসাব সঠিকভাবে ক্রেডিট করা হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় হিসাবে কোনো সমস্যা নাই। রবিন হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রেডিট করা হলে সেক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য ২,৫০০×২ = ৫,০০০ টাকা ডেবিট করতে হবে। আর যেহেতু বিক্রয় হিসাব সঠিক আছে এটি একপক্ষের ভুল বিধায় অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা সমন্বয় করতে হবে। সুতরাং জাবেদা হবে:

রবিন হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

৩. শাহীন এন্ড কোং কে নগদ প্রদত্ত ১,০০০ টাকা তাদের হিসাবে ভুলক্রমে ক্রেডিট করা হয়েছে।

সমাধানঃ এক্ষেত্রে শাহীন এন্ড কোং-কে নগদ প্রদত্ত টাকার জন্য শাহীন এন্ড কোং হিসাবকে ডেবিট করার কথা এবং নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করার কথা। এক্ষেত্রে শাহীন এন্ড কোং হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রেডিট করা হয়েছে। তবে নগদান হিসাব সম্পর্কে কিছু বলা না থাকায় বুঝতে হবে, নগদান হিসাব যথাযথ ক্রেডিট করা হয়েছে। শাহীন হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রেডিট করা হলে সেক্ষেত্রে শাহীন হিসাবকে দ্বিগুণ অর্থ অর্থাৎ ১,০০০× ২ = ২,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করতে হবে এবং অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। এটি একদিকের ভুল।

৪. আন্তঃফেরত ৭০০ টাকা ভুলক্রমে দৈনিক ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সমাধানঃ এ লেনদেনের জন্য সঠিক জাবেদা হবে আন্তঃফেরত হিসাব ডেবিট এবং প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট । কিন্তু ভুলে জাবেদা দেয়া হয়েছে ক্রয় হিসাব ডেবিট ও প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট। এখানে দেখা যায় যে, লিপিবদ্ধ জাবেদাটি পরিপূর্ণভাবে ভুল। সুতরাং লিপিবদ্ধ ভুল জাবেদাটি পরিপূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে। তারপর সঠিক জাবেদাটি লিখে দিতে হবে। সুতরাং দুটি জাবেদা লিখতে হবে।

ক. লিপিবদ্ধ ভুল জাবেদাটি বাতিল করার জন্যঃ			খ. সঠিক জাবেদাটি লিপিবদ্ধ করার জন্যঃ		
প্রদেয় হিসাব	ডেবিট	৭০০	আন্তঃফেরত হিসাব	ডেবিট	৭০০
ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	৭০০	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট	৭০০

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে উদ্‌ঘাটিত ভুল

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে যদি ভুল সনাক্ত হয় সেক্ষেত্রে ভুল সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. ভুলটির জন্য নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতিতে কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা?

খ. ভুলটি একতরফা ভুল কিনা?

গ. ভুলটি দুতরফা কিনা?

ক. নিট লাভ বা নিট ক্ষতিতে প্রভাব–

যেমন-ক্রয় হিসাবে ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে । ক্রয় হিসাবে ১,০০০ টাকা কম দেখানোর ফলে মোট লাভ ও নিট লাভ ১,০০০ টাকা বেড়ে যায়।

খ. ভুলটি একতরফা কিনা?

উপরের উদাহরণটি অর্থাৎ ক্রয় হিসাবে কম দেখানো হয়েছে এটি একটি একতরফা ভুল। কারণ ক্রয়ের সাথে সাধারণত প্রদেয় হিসাবের একটি সম্পর্ক থাকে। এখানে প্রদেয় হিসাবে কোনো ভুল নাই। সুতরাং এটি একটি একতরফা ভুল। একতরফা ভুলের জন্য অনিশ্চিত হিসাবের সাহায্য নিতে হয়।

সুতরাং ক্রয় হিসাবে ১,০০০ টাকা কম থাকলে এ ভুল একদিকে নিট লাভকে প্রভাবিত করেছে অন্যদিকে দেখা যাবে, এ ভুলের জন্য উদ্বর্তপত্রে অনিশ্চিত হিসাবের অস্তিত্ব থাকবে। এ ভুলের জন্য নিট মুনাফা বেশি থাকায় আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ডেবিট ও অনিশ্চিত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং সংশোধনী জাবেদা হবে–

অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট	১,০০০
আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

গ. দুতরফার ভুল কিনা?

যন্ত্রপাতি মেরামত ব্যয় যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ১,০০০ টাকা। এখানে , যন্ত্রপাতি মেরামত একটি মুনাফা জাতীয় খরচ। এ খরচ আয় বিবরণীতে দেখানোর ফলে নিট মুনাফা কমে যায়। অন্যদিকে যন্ত্রপাতির পরিমাণ বেশি আছে। ফলে একদিকে নিট মুনাফা কমাতে হবে ও অন্যদিকে কলকব্জা কমাতে হবে। নিট মুনাফা কমানোর জন্য আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে কলকব্জাকে কমানোর জন্য কলকব্জা হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং ভুল সংশোধানী জাবেদা হবে–

আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ডেবিট	১,০০০
কলকব্জা হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

রেওয়ামিল তৈরির পূর্বের ভুল

উদাহরণ–২ঃ নিম্নের ভুলগুলো মি. আলী আহসানের বই হতে রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভুলগুলো শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

ক. বেতন হিসাবের যোগফল ১,০০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

খ. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় ১,২০০ টাকা মজুরি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

গ. জাহিদের নিকট ধারে বিক্রয় ২,৫০০ টাকা ভুলে ক্রয় বইতে লেখা হয়েছে।

ঘ. ক্রয় বইয়ের যোগফল ৪,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩,৪০০ টাকা লেখা হয়েছে।

ঙ. বিক্রয় বইয়ের যোগফল ৪০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

চ. কামালের নিকট হতে গৃহীত ১,৩০০ টাকা চেকের জন্য আসিফ হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে।

ছ. কম্পিউটার ক্রয় ২,০০০ টাকা অফিস খরচ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

জ. আফসারকে বেতন হিসাবে প্রদত্ত ৭০০ টাকা তার ব্যক্তিগত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

সমাধানঃ ২

প্রকৃত জাবেদা
(সংশোধনী দাখিলা)

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	বেতন হিসাবের ডেবিট পাশে ১,০০০ টাকা কমাতে হবে।			
খ.	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট মজুরি হিসাব ক্রেডিট (মজুরির মধ্যে সংস্থাপন ব্যয় থাকায় ভুল সংশোধন করা হলো।)		১,২০০	১,২০০
গ.	জাহিদ হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (জাহিদের নিকট বিপ্লবের ভুল সংশোধন করা হলো।)		২,৫০০	২,৫০০
	জাহিদ হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (ধারে বিক্রয় ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ ভুল সংশোধন করা হলো।)		২,৫০০	২,৫০০
ঘ.	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট (ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব সংশোধন করা হলো।)		৬০০	৬০০
ঙ.	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয় বহির হিসাব সংশোধন করা হলো।)		৪০০	৪০০
চ.	আসিফ হিসাব ডেবিট কামাল হিসাব ক্রেডিট (কামালের পরিবর্তে আসিফকে ক্রেডিট করা জনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		১,৩০০	১,৩০০
ছ.	কম্পিউটার হিসাব ডেবিট অফিস খরচ হিসাব ক্রেডিট (কম্পিউটার ক্রয় অফিস খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধজনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		২,০০০	২,০০০
জ.	বেতন হিসাব ডেবিট আফসার হিসাব ক্রেডিট বেতন প্রদান আফসার হিসাবে ডেবিট করা জনিত ভুল সংশোধন করা হলো।		৭০০	৭০০

রেওয়ামিল তৈরির পর ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বের ভুল

উদাহরণ–৩: নজরুলের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ রেওয়ামিল তৈরির পর কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে ধরা পড়ে। ভুলগুলো সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

ক. আজিমের নিকট হতে বাকিতে ৪,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে আসাদের হিসাবে লেখা হয়েছে।

খ. দালানের চুনকাম খরচ ৭০০ টাকা দালান হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

গ. কারবারের জন্য জমি ক্রয় ২০,০০০ টাকা ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

ঘ. আসবাবপত্রের অবচয় ২,০০০ টাকা মেরামত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

ঙ. বিজ্ঞাপনের জন্য বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ৫০০ টাকা বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

চ. ক্রয় হিসাবের যোগফল ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

ছ. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৩০০ টাকা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

সমাধান:৩

নজরুল

প্রকৃত জাবেদা (সংশোধনী দাখিলা)

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	আসাদ হিসাব ডেবিট আজিম হিসাব ক্রেডিট (আজিমের পরিবর্তে আসাদ হিসাব ক্রেডিট করা সংক্রান্ত ভুল সংশোধন করা হলো)।		৪,০০০	৪,০০০
খ.	মেরামত খরচ হিসাব ডেবিট দালান হিসাব ক্রেডিট (চুনকাম খরচ দালান হিসাবে লিপিবদ্ধকরা জনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		৭০০	৭০০
গ.	জমি হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (জমি ক্রয়কে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ জনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		২০,০০০	২০,০০০
ঘ.	অবচয় হিসাব ডেবিট মেরামত হিসাব ক্রেডিট (অবচয়কে মেরামত হিসাবে লেখার ভুল সংশোধন করা হলো)		২,০০০	২,০০০
ঙ.	বিক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিনামূল্যে পণ্য বিতরণের জন্য বিক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করাজনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		৫০০	৫০০

চ.	অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (ক্রয় হিসাবের যোগফল বেশি দেখানোজনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		৫০০	৫০০
ছ.	ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক সুদ হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ হিসাবভুক্ত করা হলো।)		৩০০	৩০০

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে উদ্‌ঘাটিত ভুল

উদাহরণ-৪: আকাশের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে ধরা পড়ে। ভুলগুলো সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও:

ক. ক্রয় বহির যোগফল ১৫০ টাকা কম গণনা করা হয়েছে।
খ. ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়, ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
গ. ধারে পণ্য বিক্রয় ২,৫০০ টাকা ভুলে বিক্রয় হিসাবে ২৫০ টাকা লেখা হয়েছে।
ঘ. সমাপনী মজুদপণ্য ৯,০০০ টাকা বেশি গণনা করা হয়েছে।
ঙ. পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা ভুলে দৈনিক ক্রয় বহিতে ১,২০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়েছে।
চ. বিক্রয় বহির যোগফল ৩,৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

সমাধান:৪

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট (ক্রয়-বহির যোগফল কম লেখার ভুল সংশোধন করা হলো।)		১৫০	১৫০
খ.	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্র ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে সমন্বয়জনিত ভুল সংশোধন করা হলো)		৫,০০০	৫,০০০
গ.	অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয় হিসাবে কম লেখাজনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		২,২৫০	২২৫০
ঘ.	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ডেবিট সমাপনী মজুদপণ্য ক্রেডিট (যেহেতু সমাপনী মজুদপণ্য বেশি গণনাজনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)		৯,০০০	৯,০০০

ঙ.	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ডেবিট		৮০০	
	প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট			৮০০
	(পণ্য ক্রয় কম লেখাজনিত ভুল সংশোধন করা হলো)			
চ.	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব ডেবিট		৩,৫০০	
	প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			৩,৫০০
	(যেহেতু বিক্রয়-বহির যোগফল বেশি দেখানো জনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)			

৪.০৫ অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল
Corrected Trial Balance

রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর এবং চুড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে ভুল উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর এ ভুলগুলো সংশোধনের জাবেদা প্রদান পূর্বক নতুন সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে একটি ভুল রেওয়ামিল থেকে সংশোধিত রেওয়ামিল তৈরি করা হলো।

উদাহরণ-৫: হাসান ট্রেডার্সের নিম্নের রেওয়ামিলটিতে গড়মিল দেখা যায় ।

হাসান ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১০৪	
প্রাপ্য হিসাব	২,৮৪৬	
অফিস সাপ্লাইজ	৬৬৪	
অগ্রিম বিমা	৪০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৫,২৬৮	
প্রদেয় নোট		১,৩০০
প্রদেয় হিসাব		১,৯৫৪
মূলধন		২,৯৭২
উত্তোলন		১,০০০
মেরামত সেবা আয়		৮,২১৪
বেতন খরচ	৩,৪৮৭	
বিজ্ঞাপন	১২২	
	১৩,৮৯১	১৫,৪৪০

হিসাব বই পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে–

১. প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয়ে ১৯৬ টাকা যোগ করার পরিবর্তে ১৬৯ টাকা যোগ করা হয়েছে।
২. সাধারণ জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় বিজ্ঞাপন খরচ ৫২ টাকা বাদ পড়ে গেছে।
৩. প্রদেয় নোট ১৫০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে প্রদেয় হিসাবে ক্রেডিট করার কথা ছিল।
৪. সাপ্লাইজ ৩৪০ টাকা ডেবিট করার পরিবর্তে ৩৪ টাকা ডেবিট করা হয়েছে।
৫. প্রদেয় হিসাবে ৬০০ টাকা ক্রেডিট পাশে কম দেখানো হয়েছে।
৬. সেবা আয় হিসাবে ৪০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
৭. সেবা আয় হিসাবের ক্রেডিট পাশে ৬০০ টাকা স্থানান্তর বাদ পড়েছে।
৮. অফিস সাপ্লাইজ ক্রয় করা হয় ১৭৪ টাকা যা ভুলক্রেমে অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. জাবেদা
খ. সংশোধিত রেওয়ামিল।

সমাধানঃ৫

তারিখ	বিবরণ		সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		৭৩	
	অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট			৭৩
২.	বিজ্ঞাপন হিসাব	ডেবিট		৫২	
	অনিশ্চিতি হিসাব	ক্রেডিট			৫২
৩.	প্রদেয় নোট হিসাব	ডেবিট		১৫০	
	প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট			১৫০
৪.	সাপ্লাইজ হিসাব	ডেবিট		৩০৬	
	অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট			৩০৬
৫.	অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট		৬০০	
	প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট			৬০০
৬.	মেরামত সেবা আয় হিসাব	ডেবিট		৪০০	
	অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট			৪০০
৭.	অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট		৬০০	
	মেরামত সেবা আয় হিসাব	ক্রেডিট			৬০০
৮.	অফিস সাপ্লাইজ হিসাব	ডেবিট		১৭৪	
	অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাব	ক্রেডিট			১৭৪

হিসাব শিরোনাম	ভুল রেওয়ামিল		সংশোধন		সংশোধিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১০৪				১,১০৪	
প্রাপ্য হিসাব	২,৮৪৬		৭৩		২,৯১৯	
অফিস সাপ্লাইজ	৬৬৪		৩০৬ + ১৭৪		১,১৪৪	
অগ্রিম বিমা	৪০০				৪০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৫,২৬৮			১৭৪	৫,০৯৪	
প্রদেয় নোট		১,৩০০	১৫০			১,১৫০
প্রদেয় হিসাব		১,৯৫৪		১৫০ + ৬০০		২,৭০৪
মূলধন		২,৯৭২				২,৯৭২
উত্তোলন	১,০০০				১,০০০	
মেরামত সেবা আয়		৮,২৯৬	৪০০	৬০০		৮,৪৯৬
বেতন খরচ	৩,৪৮৭				৩,৪৮৭	
বিজ্ঞাপন	১২২		৫২		১৭৪	
অনিশ্চিত হিসাব		৩৬৯	৬০০ + ৬০০	৭৩ + ৫২ + ৩০৬ + ৪০০	-	-
	১৪,৮৯১	১৪,৮৯১	২,৩৫৫	২,৩৫৫	১৫,৩২২	১৫,৩২২

কাজ-৮: আসীম ট্রেডার্স ৩১–১২–২০১২ তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপে প্রস্তুত করেছেন:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৪,৪৮০	
প্রাপ্য হিসাব	১৮,৯৬০	
অফিস সরবরাহ	৭,০৮০	
ইকুইপমেন্ট	২১,০০০	
ডেলিভারি ট্রাক	৩৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৭,২৬০
মূলধন		৫১,৩০০
উত্তোলন		৫,০০০
সেবা আয়		৩২,৫৬০
বেতন খরচ	৩,৫০০	
ভাড়া খরচ		১,০০০
টেলিফোন খরচ	৬৪০	
	৯০,৬৬০	৯৭,১২০

রেওয়ামিলটি পর্যালোচনা করে নিম্নের তথ্যসমূহ পাওয়া যায়ঃ

১. কিছু হিসাবের জের সঠিকভাবে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়নি।
২. প্রদেয় হিসাবের জের ৬,২৭০ টাকার স্থলে ভুলে ৭,২৬০ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।
৩. খতিয়ানগুলো পূর্ণ গণনা করায় দুটি ভুল উদ্ঘাটিত হয়েছে–
   ক. টেলিফোন খরচের জের ১৮০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
   খ. নগদান হিসাবের মোট ডেবিট ছিল ১৮,৪৬০ টাকা এবং ক্রেডিট ছিল মোট ১৪,৯৮০ টাকা।
৪. সাধারণ জাবেদা থেকে সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় নিম্নের ৪টি ভুল উদ্ঘাটিত হয়।
   ক. প্রাপ্য হিসাবের একটি ডেবিট ৫,২০০ টাকা করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ৫২০ টাকা হবে।
   খ. প্রদেয় হিসাবের ডেবিট ৪,৬০০ টাকা ভুলে বাদ পড়েছে।
   গ. সেবা আয় হিসাবের ক্রেডিট ৭৬০ টাকা স্থানান্তরে বাদ পড়েছে।
   ঘ. প্রদেয় হিসাবের ক্রেডিট ৩,০১০ টাকার পরিবর্তে ভুলে ৩,১০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

করণীয়ঃ সংশোধিত জাবেদা ও সংশোধিত রেওয়ামিল।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। সুমন ট্রেডার্সের নিম্নের রেওয়ামিলটিতে গড়মিল দেখা যায়ঃ

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৩,৮৫০	
প্রাপ্য হিসাব		২,৭৫০
অগ্রিম বিমা	৭০০	
ইকুইপমেন্ট	১২,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৪,৫০০
প্রদেয় সম্পত্তি কর	৫৬০	
মূলধন		১১,৭০০
সেবা আয় হিসাব	৮,৬৯০	
বেতন খরচ	৪,২০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		১,১০০
সম্পত্তি কর খরচ	৮০০	

পর্যালোচনা করে নিম্নের ভুলগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছেঃ

১. অগ্রিম বিমা, প্রদেয় হিসাব ও সম্পত্তি কর খরচ প্রত্যেক হিসাবের ডেবিট পাশে ১০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
২. খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে স্থানান্তরের সময় প্রাপ্য হিসাব ও সেবা আয় হিসাবের জের ভুল স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সঠিক জের হবে যথাক্রমে ২,৫৭০ টাকা ও ৮,৯৬০ টাকা।
৩. বেতন হিসাবের ডেবিট পাশে ২০০ টাকা বাদ পড়েছে।
৪. ৭০০ টাকা মালিক কর্তৃক উত্তোলন যা মূলধন হিসাবকে ডেবিট ও নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

   ক. প্রকৃত অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় কর।
   খ. সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।
   গ. সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

২।

হিসাব শিরোনাম	ভুল রেওয়ামিল		সংশোধন		সংশোধিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১০৪					
প্রাপ্য হিসাব	২,৮৪৬		৭৩			
অফিস সাপ্লাইজ	৬৬৪		৩০৬			
অগ্রিম বিমা	৪০০					
অফিস ইকুইপমেন্ট	৫,২৬৮					
প্রদেয় নোট		১,৩০০				
প্রদেয় হিসাব		১,৯৫৪				
মূলধন		২,৯৭২				
উত্তোলন	১,০০০					
মেরামত সেবা আয়		৮,২৯৬	৪০০			
বেতন খরচ	৩,৪৮৭					
বিজ্ঞাপন	১২২		৫২			

করণীয়:

ক. অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. ভুল সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

রেওয়ামিল, ডেবিট, ক্রেডিট, সম্পত্তি, খরচ, রাজস্ব, দায়, গাণিতিক শুদ্ধতা, করণিক ভুল, নীতিগত ভুল, বাদ পড়ার ভুল, লিখনের ভুল, বেদাখিলার ভুল, পরিপূরক ভুল, অনিশ্চিত হিসাব ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। **নিচের কোনটি রেওয়ামিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক?**
ক. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য খ. প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা
গ. সমাপনী প্রদেয় হিসাব ঘ. সমাপনী প্রাপ্য হিসাব

২। **৫০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করে, ক্রয় হিসাবে ডেবিট করলে এটি কোন ধরণের ভুল?**
ক. নীতিগত ভুল খ. পরিপূরক ভুল
গ. বেদাখিলার ভুল ঘ. লেখার ভুল

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. কামালের রেওয়ামিলে ৫,০০০ টাকা অনিশ্চিত হিসাবে ডেবিট জের দেখা যায়। পরবর্তীতে অনুসন্ধানে জানা যায়, ধারে বিক্রয় ৫,০০০ টাকা বিক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট লিখলেও দেনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ করেননি।

৩। **মি. কামালের–**
i. এটি একটি লেখার ভুল
ii. এটি একটি এক তরফা ভুল
iii. ভুলটি সংশোধনের জন্য দেনাদার হিসাব ডেবিট হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii. ঘ. i, ii ও iii.

৪। **ভুলটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পর উদ্‌ঘাটিত হলে নিচের কোনটি সঠিক?**
ক. আয় বিবরণীতে মুনাফা ৫,০০০ টাকা বেশি দেখানো হবে
খ. উদ্বর্তপত্রে সম্পত্তি পাশে ৫,০০০ টাকা কম থাকবে
গ. সংশোধনের জন্য আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে
ঘ. বিক্রয় হিসাবকে ৫,০০০ টাকা ডেবিট করতে হবে

পঞ্চম অধ্যায়

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

চিত্র: হিসাববিজ্ঞানের আইন-কানুন

পৃথিবতে সবকিছু নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। হিসাববিজ্ঞান কতিপয় নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞান যেসব নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বলা হয়। এ অধ্যায়ে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- হিসাববিজ্ঞানের কাঠামোবদ্ধ ধারণার মূল উপাদানসমূহের উৎপত্তির কারণ চিহ্নিত করতে পারবে।
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার প্রয়োগ করতে পারবে।

৫.০১ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা Principles of Accounting

হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা যা সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা (Generally Accepted Accounting Principle-GAAP) নামেও পরিচিত। হিসাববিজ্ঞান নীতমালা হলো প্রকৃতঃপক্ষে কতকগুলো গাইড-যা হিসাববিজ্ঞানকে যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো নীতি (Concept), রীতি (Convention) বা মান (Standard) যা অনুসরণ করে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ থেকে শুরু করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি (International Accounting Standard Committee-IASC) যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক হিসাবমান বোর্ড (International Accounting Standard Board–FASB) এবং (Financial Accounting Standard Board–FASB) প্রতিষ্ঠার পর থেকে হিসাববিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দর্শন ও প্রয়োগ রীতি নির্দেশকারী ধারণা ও প্রথাসমূহকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে এগুলোকে একত্রে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বলে গণ্য করা হয়-যেগুলো GAAP হিসেবে পরিচিতি। এগুলো বিশ্বের সকল হিসাববিজ্ঞানী মেনে চলে।

হিসাববিজ্ঞান নীতিমালাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. হিসাববিজ্ঞান ধারণা (Accounting Concepts)

২. হিসাববিজ্ঞান প্রথা (Accounting Conventions)

১. হিসাববিজ্ঞান ধারণা (Accounting Concept)

হিসাববিজ্ঞান নীতি বলতে এমন কতকগুলো সর্বজনসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম-কানুন ও ব্যবহার প্রণালিকে বুঝায় যা দ্বারা হিসাববিজ্ঞান পেশা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

২. হিসাববিজ্ঞান প্রথা (Accounting Convention)

একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে, যেসব নিয়মকানুন অবলম্বন ও অনুসরণ করে দেশের হিসাববিজ্ঞান পেশা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাকে হিসাববিজ্ঞান রীতি বা প্রচলিত প্রথা বলে। এটি সম্পূর্ণভাবে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

নিচে বর্ণিত ছকে হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ধারণা ও প্রথাগুলো দেখানো হলোঃ

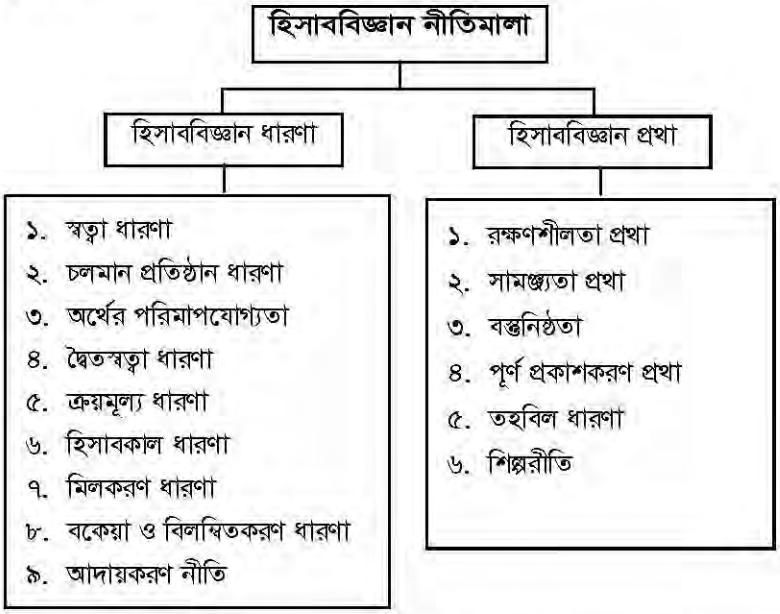

নীতিসমূহ	সংজ্ঞা ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে এর ব্যবহার
১. স্বত্বা নীতি	হিসাববিজ্ঞানের এ নীতি অনুসারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পৃথক স্বত্বা বিবেচনা করা হয়। আর এ জন্যই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মালিক থেকে পৃথক মনে করা হয়। স্বত্বা নীতির কারণেই মালিকের কোনো ব্যক্তিগত খরচ বা আয়কে কিংবা সম্পত্তি বা দায় কারবারের খরচ বা আয় কিংবা সম্পত্তি বা দায় হিসেবে দেখানোর সুযোগ নেই। এ নীতির কারণেই হিসাব সমীকরণটির (সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব) উৎপত্তি হয়।

২. চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা	চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণায় অনুমান করা হয় যে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে আয় ও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফা এ দুশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থায়ী সম্পত্তির বাজার মূল্য না দেখিয়ে ক্রয়মূল্য থেকে অবচয় সঞ্চিতি বাদ দিয়ে দেখানো হয়। অন্যদিকে অগ্রিম খরচের আদায়মূল্য না থাকলেও তাকে খরচ হিসাবে দেখানো হয় না।
৩. অর্থের পরিমাপ যোগ্যতা	যেসব ঘটনা অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যাবে শুধু সে ঘটনা হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হোক না কেন তা যদি অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা না যায় তা হিসাবভুক্ত করা যাবে না। এ বিষয় এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। যার ফলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সকলের ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থাপকের নিয়োগের বিষয়টি আর্থিক মূল্যে পরিমাপ করা যাবে না বিধায় তা হিসাবভুক্ত করা যাবে না।
৪. দ্বৈতস্বত্বা সত্তা ধারণা	এ ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি লেনদেনের দুটি পক্ষ থাকবে। যার একটিকে বলা হয়, ডেবিট এবং অন্যটিকে বলা হয় ক্রেডিট। দুটি পক্ষের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ ডেবিট করা হয় ঠিক সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা ক্রেডিট করা হয়। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে হিসাব সমীকরণ $(A = L + OE)$ এর উদ্ভব ঘটে।
৫. ক্রয়মূল্য ধারণা	এ ধারণা অনুসারে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেসব পণ্য, সেবা ও দ্রব্য ক্রয় করে সেগুলো ক্রয়মূল্যে হিসাব বইতে দেখানো হয় এবং এ পণ্য ও সেবার উপযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়মূল্য অনুসারে আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে। যদি বাজারমূল্য পরিবর্তন হয় তা হলে হিসাবের বইতে দেখানো যাবে না।
৬. হিসাবকাল ধারণা	চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী ধরে নেয়া হয় যে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল জানার জন্য আমরা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না। এজন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এ অনির্দিষ্ট জীবনকালকে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সমান সময়খণ্ডে ভাগ করা হয়। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় খণ্ডকে হিসাবকাল বলে। হিসাবকাল ১ মাসের বা ৩ মাসের বা ৬ মাসের বা ১ বছরের হতে পারে। প্রতিষ্ঠান যে সময়কালকে উপযুক্ত মনে করে সেই সময়কালকে হিসাবকাল ধরে থাকে। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ১ বছরকে হিসাবকাল বিবেচনা করে। এ হিসাবকালের ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৭. মিলকরণ ধারণা	একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে সঠিক নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হলে ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয়ের সাথে শুধু ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকালের ব্যয়কে মিলকরণ করতে হবে। আগের বা পরের কোনো আয় বা ব্যয় এ হিসাবকালে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আর এ জন্যই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় অগ্রিম আয় ও অগ্রিম ব্যয় ভবিষ্যৎ হিসাবকালের বিধায় এগুলো বাদ দিতে হয় এবং চলতি হিসাবকালের বকেয়া আয় ও ব্যয় যোগ করতে হয়। চলতি বছরের বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য ক্রয় থেকে সমাপনী মজুদ বাদ ও প্রারম্ভিক মজুদ যোগ করা হয়।
৮. বকেয়া ও বিলম্বিতকরণ ধারণা	এ ধারণা অনুসারে, আয় অর্জিত হলেই তাকে আয় হিসেবে ধরতে হবে। এ আয়ের জন্য নগদ টাকা পাওয়া গেছে কিনা তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে ব্যয় হয়ে থাকলে তাকে ব্যয় বিবেচনা করতে হবে। এখানে উক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে যার জন্য এখন অর্থ প্রদান করলে তাকে ব্যয় বলা যাবে না। কিংবা ভবিষ্যতে সুবিধা প্রদান করার শর্তে এখন নগদ টাকা পাওয়া গেলে তাকেও আয় বলা যাবে না। আর এজন্য বকেয় আয় ও ব্যয়কে চলতি হিসাবকালে আয় ও ব্যয় ধরতে হবে। অন্যদিকে অগ্রিম আয় ও ব্যয়কে চলতি হিসাবকালের আয় বা ব্যয় না ধরে ভবিষ্যৎ হিসাবকালের আয় বা ব্যয় হিসাবে ধরতে হবে।
৯. আদায়করণ নীতি	আদায়করণ নীতির মূল বক্তব্য হলো আয় যদি আদায় হয় বা পাওয়ার অধিকার জন্মে তবে তাকে আয় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এখানে আদায়করণ বলতে বুঝায় নগদে প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা পাওয়ার অধিকার জন্মেছে। পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে আয় আদায় হলেই কেবল একে আয় হিসাবে ধরা যাবে। এখানে আদায় বলতে নগদে প্রাপ্ত বা পাওয়ার অধিকারকে বুঝায়। পণ্য বা সেবা ক্রেতার নিকট আইনগতভাবে হস্তান্তরিত হলেই তাকে পাওয়ার অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান ও পাওয়ার অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়। আয় যে আর্থিক বছরে অর্জিত হয় তা ঐ আর্থিক বছরে হিসাবভুক্ত করাই হচ্ছে এ নীতির মূলকথা।

রীতিসমূহ	অর্থ ও প্রয়োগ
১. রক্ষণশীলতা প্রথা	হিসাববিজ্ঞানের এ প্রথা অনুযায়ী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য মুনাফাকে হিসাবভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু সম্ভাব্য ক্ষতি হলে তা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এ প্রথা অনুসারে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য হবে বাজার মূল্য ও ক্রয়মূল্যের মধ্যে যেটি ছোট। এ প্রথা অনুসরণের জন্য হিসাবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হয়।
২. সামঞ্জ্যতা প্রথা	সামঞ্জস্যতার প্রথা অনুসারে বিভিন্ন বছরে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একই নীতি ও নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যেমন-এক হিসাবকালে আসবাবপত্রের অবচয় সরলরৈখিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সবসময় সরলরৈখিক পদ্ধতিতেই অনুসরণ করতে হবে। এক বছর সরলরৈখিক অন্য বছর ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোনো কারণে যদি পরিবর্তন করতেই হয় তাহলে উক্ত পরিবর্তনের কারণ ও সুবিধা অবশ্যই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩. বস্তুনিষ্ঠতা	হিসাববিজ্ঞানের এ ধারণা অনুসারে হিসাবের বইতে যেসব লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হবে তার পশ্চাতে যথোপযুক্ত প্রমাণ্য দলিল থাকতে হয়। এ প্রমাণ্য দলিলের লেনদেন লিপিবদ্ধকরণকে বস্তুনিষ্ঠতা বলা হয়। এতে প্রকৃত লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ হয়। কোনো ভুয়া লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে হিসাব নিরীক্ষার সময় প্রত্যেকটি লেনদেনের উৎস জানা যায়।
৪. পূর্ণ প্রকাশকরণ রীতি	হিসাববিজ্ঞানে শুধু আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত করা হয়। যেসব বিষয়ের সাথে আর্থিক সম্পর্ক নেই কিন্তু বিষয়টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক পক্ষের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন বিষয়গুলোকে আর্থিক বিবরণীর নিচে পাদটিকায় উল্লেখ করতে হবে। আর এজন্যই আর্থিক বিবরণীর শেষে বাট্টাকৃত প্রাপ্য নোট, বিচারাধীন ক্ষতিপূরণ প্রভৃতিকে সম্ভাব্য দায়সমূহ উল্লেখ করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশ করাই হলো এ রীতির মূল বক্তব্য।
৫. তহবিল ধারণা	কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে রক্ষিত সম্পদকে তহবিল বলে। এ রীতি অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করলে তা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। শুধু সেবা কাজেই ব্যবহার করতে হবে। যেমন-পেনশন তহবিলের টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যবহার করা যাবে না।
৬. শিল্পরীতি	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হিসাব নীতির কিছুটা বাইরে গিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে বিশেষ অনুমোদন নিতে হয়। এ অনুমোদন নিয়ে আর্থিক বিবরণী তৈরি করাই হচ্ছে শিল্পরীতির মূল বক্তব্য।

৫.০২ নীতিমালা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি
Introduction to Principle Making Organizaton

হিসাববিজ্ঞান একটি চলমান প্রক্রিয়া। দিন দিন ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হচ্ছে তেমনি হিসাববিজ্ঞানের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাববিজ্ঞানের এ কার্যক্রম সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার লক্ষ্যে শুরু থেকেই এর উৎকর্সতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। প্রণয়ন করেছে নানাবিধ নীতিমালা। হিসাবজ্ঞিানের ধারণা, প্রক্রিয়া ও মান উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো–

১. American Accounting Association (AAA):

হিসাববিজ্ঞান উন্নয়ন, উৎকর্ষসাধন ও বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালে Association of University Instructors in Accounting নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৩৬ সালে নাম পরিবর্তন করে এ নামে পরিচিত হয়। এটি একটি সেচ্ছাসেবামূলক সংস্থা যা হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত। এ প্রতিষ্ঠানে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি থাকে।

২. Accounting Principal board (APB):

বর্তমান APB হলো সাবেক American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) এর বর্তমান সংগঠন। এটি ১৯৫৯ সালে American Institute of Certified Public Accountants দ্বারা গঠিত হয়ে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। APB আমেরিকান সরকারের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞানের উপর ৩১টি মতামত ও ৪টি বিবরণী প্রদান করে। এর মধ্যে ১৯ মতামত বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞান নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩. Financial Accounting Standard Board (FASB)

FASB হলো একটি প্রাইভেট অমুনাফাভোগী সংগঠন যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জনস্বার্থে সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার উন্নয়ন। এটি ১৯৭৩ সালে The Committee on Accounting Procedure (CAP) and the Accounting Principles Board (APB) of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) এর স্থলাভিসিক্ত হয়। এ সংগঠনটির প্রধান মিশন হলো আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন এবং সাধারণ জনগণ, নিরীক্ষক, হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহারকারীদের আর্থিক রিপোর্টিং সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

৪. Securities Exchange Commission (SEC)

SEC হলো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। যাদের হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বাস্তবায়ন ও পাবলিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক রিপোর্টিং সঠিকভাবে উপস্থাপন তদারকি করার আইনগত অধিকার প্রদান করা একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান কোনো হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা প্রণয়ন করে না বরং FASB কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্য পাবলিক মালিকানধীন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করে। নতুন নতুন হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার বিস্তৃতির কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয় FASB এর। ফলে এ দুপ্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা প্রণয়ন ও বস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি জনগণের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক রিপোর্টিংগুলো সর্বজনীন হিসাবমান অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করে থাকে।

৫. আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি International Accounting Standard Committee (IASC)

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ ধারা অদ্যাবধি চলছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক হিসাবমান প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ৯টি দেশের ১৬টি হিসাব সংস্থার সদস্য নিয়ে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি। এর প্রধান কর্যালয় লন্ডনে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের আরো অনেক পেশাধারী হিসাব সংস্থা এ সংগঠনের সদস্য হয়। আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটির প্রধান কাজ হলো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রামাণ্য নীতি রচনা করে বিবৃতি প্রদান করা। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহও এ বিবৃতির উপর মতামত প্রদান করে। পরবর্তীতে সকল মতামতের ভিত্তিতে একটি নীতির অনুমোদন দেয়া হয় এবং তা সকলের নিকট প্রকাশ করা হয়। মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন, অবচয়ের পরিমাণ নিরূপণ, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব দেখিয়ে হিসাবকরণ, আয়করের নীতি নির্ধারণ, কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে এ কমিটি অনেক নীতি নির্ধারণ করেছেন। আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশে যাতে বেশি পার্থক্য না থাকে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি আন্তর্জাতিক হিসাবমানগুলো প্রণয়ন করে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরিউক্ত সংগঠন ছাড়াও যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় কিছু সংস্থা হিসাব নীতিমালা প্রণয়নে গবেষণা চালান। তাদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের Accounting Standard Board, কানাডার ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট (CICA) ও একাউন্টিং স্টান্ডার্ড অথরিটি এবং অস্ট্রেলিয়ার একাউন্টিং রিসার্স ফাউন্ডেশন এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশেও হিসাববিজ্ঞানের মান উন্নয়ন ও এ পেশার গুণগত মান বৃদ্ধিতে ICAB ও ICMAB দুটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

৫.০৩ হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও প্রথার পার্থক্য
Differences between Concept and Convention

হিসাববিজ্ঞান ধারণা এবং প্রথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এদের একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়া হিসাববিজ্ঞানীদের মধ্যেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর রয়েছে। একজন হিসাববিজ্ঞানী যাকে ধারণা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, অন্য আরেকজন তাকে প্রথা আখ্যা দিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে ধারণা ও প্রথার মধ্যে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায়–

হিসাববিজ্ঞান ধারণা বলতে মৌলিক কোনো নীতি বা অবস্থানকে নির্দেশ করে যার উপর ভিত্তি করে হিসাবরক্ষণ কার্য সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে হিসাবসংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেসব নীতি ও আচরণবিধি মেনে চলা হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান প্রথা বলে।

ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা পৃথিবীর সর্বত্র একই ধরনের হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠান ভেদে প্রথা একই ধরনের নাও হতে পারে। সকল দেশে একই নীতি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে প্রথার পরিবর্তন হয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র ধারণার স্বীকৃতি আছে। প্রথার বিভিন্নতার কারণে এর স্বীকৃতি সর্বত্র নেই। ধারণা যুক্তিনির্ভর; এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথা যুক্তির পরিবর্তে চর্চার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। ধারণার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক হিসাবমান প্রবর্তন করা হয়। প্রথা হিসাবমান প্রবর্তনে এর কোনো ভূমিকা নেই। ধারণা সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়। চাহিদা মোতাবেক প্রথা পরিবর্তন করা যায়। ধারণা পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবহৃত হয় বলে এর ব্যাপকতা বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম প্রথা ব্যবহার করা হয় বলে এর পরিধি ছোট। ধারণার ভিত্তিতে হিসাবসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়; প্রথার ভিত্তিতে হিসাবসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয় না।

৫.০৪ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার প্রভাব
Effect of Accounting Principal in Preparation of Financial Statement

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কীভাবে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা–

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণী ;

খ. আয় বিবরণীকে প্রভাবিত করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

নিম্নে একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী উপস্থাপন করা হলো—

ফেরদৌস ট্রেডার্স
উদ্বর্তপত্র
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

সম্পত্তি	টাকা	দায়সমূহ	টাকা
নগদ	৩০০	প্রাপ্য নোট	১,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩২৫
সরবরাহ	১৬০	প্রদেয় মজুরি	৭৫
অগ্রিম বিমা	৯০	প্রদেয় হিসাব	১০০
জমি	৭৮,৪৫০	মোট দায়	১,৫০০
		মালিকানা স্বত্ব	১০,০৫০
মোট সম্পত্তি -	৮০,০০০	মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব-	৮০,০০০

পাদটিকা:

সম্ভাব্য দায়: ১০,০০০ টাকা।

উদ্বর্তপত্রে হিসাববিজ্ঞান নীতির প্রয়োগ

উদ্বর্তপত্র হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের বিবরণী। স্বত্বানীতির কারণে সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে এবং এখানে মালিকের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উদ্বর্তপত্রে সম্পত্তিসমূহ ক্রয়মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে যা ক্রয়মূল্য নীতির প্রতিফলন। উদ্বর্তপত্রে এমন কোনো বিষয় নেই যার যাথে আর্থিক মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে এখানে অর্থমূল্য নীতি পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উদ্বর্তপত্রে সরবরাহ সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে এ হিসাবকালে সরবরাহ ব্যবহার করা হয়নি বিধায় তা ব্যয় দেখানো হয়নি। ফলে এখানে মিলকরণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উদ্বর্তপত্রে অগ্রিম বিমা সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে হিসাববিজ্ঞানের চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী। উদ্বর্তপত্রের শেষে পাদটিকায় সম্ভাব্য দায় দেখানো হয়েছে হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশকরণ নীতি অনুসারে। উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি ও দায় উভয় দিক সমান হয়েছে—এটি মূলত দ্বৈতস্বত্বা নীতির প্রভাবে হয়েছে।

খ. আয় বিবরণীতে হিসাববিজ্ঞান নীতির প্রয়োগ:

ফেরদৌস ট্রেডার্স

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিক্রয়		৮০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ	১০,০০০	
ক্রয়	৩০,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য	(১৫,০০০)	২৫,০০০
মোট লাভ:		৫৫,০০০
পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় ও বিপণন খরচ	৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,০০০	
পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৮০০)	
বিজ্ঞাপন	১,৭০০	৮,৪০০
প্রশাসনিক খরচ:		
বেতন	২,০০০	
আসবাবপত্রের অবচয়	১,১,০০	
বিমা খরচ	১,৩০০	৪,০০০
পরিচালন মুনাফা		৪২,৬০০
যোগ: অপরিচালন আয়		
বিনিয়োগের সুদ	২,০০০	
বাদ: অপরিচালন ব্যয়		১,০০০
ঋণের সুদ	(১,০০০)	১,০০০
নিট মুনাফা		৪৩,৬০০

ফেরদৌস ট্রেডার্স ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে এক বছরের জন্য আয় বিবরণী প্রস্তুত করেছেন। এখানে এক বছর হলো হিসাবকাল। এটি মূলত হিসাবকাল নীতির প্রয়োগ। আর্থিক বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের উপর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এটি মূলত রক্ষণশীলতা নীতির প্রয়োগ। আয় বিরণীতে বকেয়া ও অগ্রিম দফাসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে। এটা মূলত বকেয়াভিত্তিক ও বিলম্বিতকরণ ধারণার সুস্পষ্ট প্রয়োগ। এভাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে হিসাববিজ্ঞান নীতি সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কাজ-১: নিম্নে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল, সমন্বয় ও আর্থিক বিবরণী দেয়া আছে। এখানে হিসাববিজ্ঞানের কোন কোন নীতির প্রয়োগ হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

আসিফ ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

আসিফ ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১৩

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩,০০০
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
১০% বিনিয়োগ		৭০,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	১,২০,০০০	
মজুদ পণ্য	৮০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১০০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-স্টোর ইকুইপমেন্ট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
মূলধন		২২০,০০০
বিক্রয়		৪০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	
সুদ অবচয়	৩,০০০	
সুদ আয়		১২,০০০
ক্রয়	১,৫০,০০০	
ক্রয় ফেরত		১০,০০০
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বেতন	২০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন বিল	১০,০০০	
ভাড়া	১৮,০০০	
বিবিধ খাত	১৫,০০০	
	৮,১৫,০০০	৮,১৫,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. অগ্নি বিমা বকেয়া আছে ৫০০০ টাকা। অগ্নি বিমার ৪০% বিক্রয় খরচ।
২. অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। সাপ্লাইজের ৩০% অফিস খরচ।
৩. ভাড়া অগ্রিম ১০,০০০ টাকা। ভাড়ার ৫০% অফিস সংক্রান্ত।
৪. স্টোর ইকুইপমেন্ট এর উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা রাখতে হবে।
৬. বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে। বেতনের ৫০% অফিস খরচ।
৭. সমাপনী মজুদের ক্রয়মূল্য ১,২০,০০০ টাকা এবং বাজারমূল্য ১,৫০,০০০ টাকা।

আসিফ ট্রেডার্স

আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়		৪,০০,০০০	
বাদঃ বিক্রয় ফেরত		৩,০০০	
নিট বিক্রয়			৩,৯৭,০০০
বাদঃ বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৮০,০০০	
ক্রয়	১,৫০,০০০		
বাদঃ ক্রয় ফেরত	১০,০০০		
নিট ক্রয়		১,৪০,০০০	
ক্রয় পরিবহন		১২,০০০	
বাদঃ সমাপনী মজুদ পণ্য		(১,২০,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			(১,১২,০০০)
মোট লাভ			২,৮৫,০০০
বাদঃ পরিচালন ব্যয়:			
বিক্রয় খরচঃ			
ভাড়া	১৮,০০০		
বাদঃ অগ্রিম	(১০,০০০)		
বাদঃ অফিস খরচ	(৪,০০০)	৪,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		২৫,০০০	
বেতন	২০,০০০		
যোগঃ বকেয়া	৫,০০০		
বাদঃ অফিস খরচ	(১২,৫০০)	১২,৫০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০		
বাদঃ অব্যবহৃত	(৩,০০০)		

বাদঃ অফিস খরচ	(২,১০০)	৪,৯০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০		
যোগঃ বকেয়া	৫,০০০		
বাদঃ অফিস খরচ	(১৫,০০০)	১০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা		২০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৫,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট অবচয়		১০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		(৩,০০০)	
মোট বিক্রয় খরচ			(৭০,৪০০)
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়ঃ			
ভাড়া		৪,০০০	
বেতন		১২,৫০০	
সাপ্লাইজ		২,১০০	
অগ্নি বিমা		১৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ		১৫,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ		১২,০০০	
টেলিফোন খরচ		১০,০০০	
মোট অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়			(৭০,৬০০)
পরিচালন মুনাফা			১,৪৪,০০০
অপরিচালন মুনাফা বা (ক্ষতি):			
ঋণের সুদ	৩০০০		
বকেয়া	২০০০	(৫,০০০)	
বিনিয়োগের সুদ	১২,০০০		
যোগঃ বকেয়া	৬,০০০	১৮,০০০	
বিবিধ ক্ষতি		(১৫,০০০)	
মোট অপরিচালন ক্ষতি			(২,০০০)
নিট মুনাফা			১,৪২,০০০

আসিফ ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২২০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৪২,০০০
মালিকানা স্বত্ব	৩,৬২,০০০

আসিফ ট্রেডার্স
উদ্বর্তপত্র
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ ও ব্যাংক		৭০,০০০	
প্রাপ্য নোট		৫০,০০০	
মজুদ পণ্য		১,২০,০০০	
সাপ্লাইজ		৩,০০০	
প্রাপ্য সুদ		৬,০০০	
ভাড়া অগ্রিম		১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০		
বাদঃ অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
বাদঃ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৫,০০০)	৭৩,০০০	
মোট চলতি সম্পত্তি			৩,৩২,০০০
বিনিয়োগঃ			
১৫% বিনিয়োগ			১২০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:			
স্টোর ইকুইপমেন্ট		১,০০,০০০	
বাদঃ অবচয় সঞ্চিতি		৩০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			৭০,০০০
মোট সম্পত্তি			৫,২২,০০০
দায়সমূহঃ			
চলতি দায়:			
প্রদেয় নোট		৫০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০	
বকেয়া বিমা		৫০০০	
বকেয়া বেতন		৫,০০০	
মোট চলতি দায়			৯০,০০০
দীর্ঘ মেয়াদি দায়:			
১০% বন্ধকি ঋণ			৭০,০০০
মোট দায়			১,৬০,০০০
মালিকানা স্বত্ব			৩,৬২০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৫,২২,০০০

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

GAAP, হিসাববিজ্ঞানের রীতি ও নীতি, FASB, IASC, IAS, IFRS, AAA, APB, FASB, SEC, IASC, হিসাববিজ্ঞান নীতি ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে ইজারা সম্পত্তির অবলোপন দেখানো হয়?

ক. মিলকরণ নীতি

খ. সত্তা নীতি

গ. হিসাবকাল নীতি

ঘ. আদায়করণ নীতি

২। মি. আকাশের ব্যক্তিগত আসবাবপত্রের মূল্য ৫০,০০০ টাকা যা কারবারের আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়নি। এখানে হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে?

ক. মিলকরণ নীতি

খ. পূর্ণপ্রকাশকরণ নীতি

গ. সত্তা নীতি

ঘ. সামঞ্জস্যতার নীতি

■ **নিচের উদ্দীপক থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**
আমান ট্রেডার্স ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন যা ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি ১০,০০০ টাকা সুদসহ পরিশোধ করা হবে।

৩। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে ২০০৮ সালে আর্থিক বিবরণীতে কত সুদ দেখাতে হবে?

ক. ৩,৩৩৩

খ. ৫,০০০

গ. ১০,০০০

ঘ. ১৫,০০০

৪। ঋণের সুদ আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের–

iii হিসাবকাল নীতি অনুসরণ করতে হয়

ii রক্ষণশীলতার নীতি অনুসরণ করতে হয়

iii. মিলকরণ নীতি অনুসরণ করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ

ACCOUNTING FOR RECEIVABLES

চিত্র: প্রাপ্য টাকার হিসাব

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধারে লেনদেন করে থাকে। আর এ লেনদেনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রাপ্যসমূহের। প্রাপ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ চলতি সম্পত্তি। এটি নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা ও ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা নির্ভর করে। এ অধ্যায়ে প্রাপ্যসমূহ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
- সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতিকে অনাদায়ী পাওনা হিসাবে সমন্বয় করতে পারবে।
- সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতিকে সমন্বয়পূর্বক প্রাপ্য হিসাব তৈরি করতে পারবে।
- অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত করতে পারবে।
- প্রাপ্য নোট প্রস্তুত ও বিক্রয়ের দাখিলা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে পারবে।

৬.০১ প্রাপ্য হিসাব ও এর প্রকারভেদ
Receivables and its Classification

প্রাপ্যসমূহ বলতে গ্রাহকের নিকট হতে লেনদেনের আর্থিক মূল্য বাবদ ভবিষ্যতে নগদে আদায়যোগ্য প্রতিষ্ঠানের দাবিকে বুঝায়। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারে অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে তখন প্রাপ্যসমূহ সৃষ্টি হয়। আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনে প্রাপ্যসমূহকে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়।

প্রাপ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োজিত মূলধনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যদি প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য আদায় ধীরগতিসম্পন্ন হয় তাহলে মূলধন ব্যয় বেড়ে যায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতার উপরে ব্যাপক প্রভাব পড়ে যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফাকে প্রভাবিত করে।

C.P.A Australia-জরিপ অনুসারে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতার মূলে রয়েছে প্রাপ্য হিসাবসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা। যখন প্রতিষ্ঠানের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন আয় এবং প্রাপ্যসমূহ বেড়ে যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রাপ্যসমূহ। একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানও ব্যবসা সম্প্রসারণকালে তারল্য সংকটে পড়তে পারে, যদি পাওনা আদায়ে সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা পূর্ণাঙ্গ পাওনা আদায়ে অসমর্থ হয়। তাছাড়া আর্থিক মন্দার সময় অনাদায়ী পাওনা প্রতিষ্ঠানে ভয়ানক তারল্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে, কারণ একদিকে প্রতিষ্ঠান নগদ আদায় করতে অসমর্থ হয় অন্যদিকে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে নগদ অর্থের চাহিদা মেটাতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই প্রাপ্যসমূহের কত অংশ নগদে আদায় হবে তা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।

সময়ের ভিত্তিতে প্রাপ্যসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. **স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ (Short-term Receivables):** এক বছর অথবা একটি পরিচালন চক্র এর মধ্যে যেটি বড় তার মধ্যে যে প্রাপ্যসমূহ আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ বলা হয়।

২. **দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ (Long-term Receivables):** স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করে না এরূপ প্রাপ্যসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ বলা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ এক বছর অথবা একটি পরিচালন চক্রের মধ্যে যেটি বড় সে সময়ের মধ্যে আদায়ের প্রত্যাশা করা হয় না।

উৎস অনুসারে প্রাপ্যসমূহকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে:

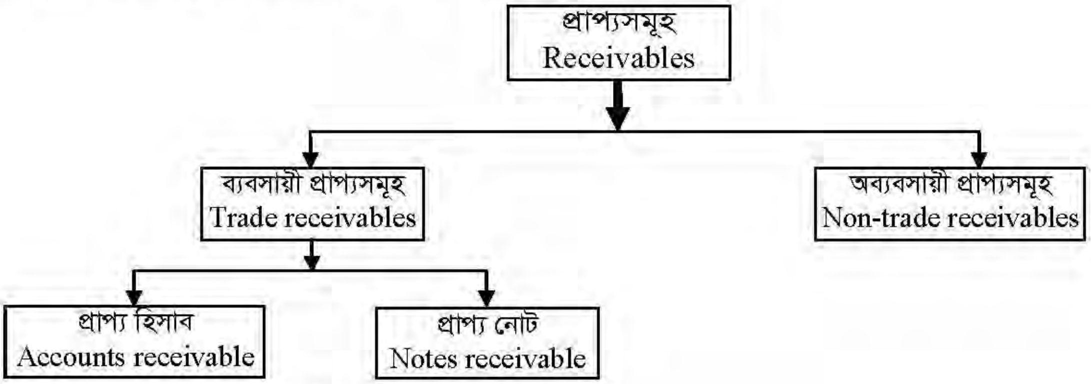

ক. ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ (Trade Receivable)

গ্রাহকের নিকট হতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাওনাসমূহকে ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ বলে। ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হচ্ছে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কাজ। ধারে এ পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ফলে ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ সৃষ্টি হয়। হিসাবরক্ষণের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **প্রাপ্য হিসাব** (Accounts Receivable)**:** দায় পরিশোধের শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিশ্রুতির বিপরীতে, বিক্রেতা পণ্য বা সেবা ধারে সরবরাহ করলে, ক্রেতার নিকট বিক্রেতার যে দাবি সৃষ্টি হয় তাকে প্রাপ্য হিসাব বলে। সাধারণত ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রাপ্য হিসাবের পাওনা আদায় করা হয়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব। প্রাপ্য হিসাবকে Accounts receivable, Trade Credit, Open Account, Sundry Debtors, Trade Debtors, Receivable from Customer ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

২. **প্রাপ্য নোটসমূহ** (Notes Receivable): দায় পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ক্রেতার নিকট ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হলে, বিক্রেতার যে দাবি সৃষ্টি হয় তাকে প্রাপ্য নোট বলে। প্রাপ্যনোট একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। এ দলিল মেয়াদপূর্তির পূর্বে বাট্টাকরণের মাধ্যমে নগদে রূপান্তর করা যায়। এর মেয়াদকাল ৬০ থেকে ৯০ দিন বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। প্রাপ্য নোট মেয়াদ শেষে সুদসহ আদায় হয়।

খ. অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ (Non-trade Receivable)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসায় পরিচালনা বহির্ভূত অকারবারি লেনদেন থেকে যে প্রাপ্যসমূহ সৃষ্টি হয় তাকে অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদত্ত অগ্রিম ও ধার, প্রাপ্য সুদ ও লভ্যাংশ, আয়কর ফেরত, সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে জমা, সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ, মামলার বিবাদীর নিকট প্রাপ্য অর্থ ইত্যাদি হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহের উদাহরণ। এধরনের প্রাপ্যসমূহ সচরাচর সৃষ্টি হয় না বলে এগুলোকে পৃথক শিরোনামে শ্রেণিভুক্ত করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়। এধরনের লেনদেনের জন্য দলিল বা প্রমাণাদি থাকে।

৬.০২ প্রাপ্য হিসাবের মূল্যায়ন
Valuation of Receivables

প্রাপ্য হিসাবসমূহকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়। অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় সঠিক না হলে আর্থিক বিবরণী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করে না। ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। প্রাপ্যসমূহ যত পুরাতন হয় প্রাপ্য হিসাবসমূহের মূল্য তত হ্রাস পায়, কারণ এক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাবের পাওনা আদায়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের পর বিভিন্ন কারণে প্রাপ্য হিসাব হতে সম্পূর্ণ পাওনা আদায় করা যায় না। যেমন–ক্রেতা দেউলিয়া ঘোষিত হলে, আর্থিক অসচ্ছলতা বা মৃত্যুর কারণে এবং ব্যবসা বন্ধ বা পরিবর্তন করলে ইত্যাদি। এরূপ অনাদায়ী পাওনাকে ব্যবসার স্বাভাবিক ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যবসার অন্যান্য পরিচালন ব্যয় যেমন–বেতন, ভাড়া ইত্যাদির মতো আয় বিবরণীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

প্রাপ্য হিসাব মূল্যায়নের পদ্ধতি হলো দুটি যথা–

১. ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance or Provision Method)

২. প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি (Direct Write off Method)

১. ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance or Provision Method)

যেসব প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে ধারে বিক্রয় করে ঐসব প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকগণ অনাদায়ী পাওনা মূল্যায়নের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে কোনো ক্রেতার নিকট হতে পাওনা আদায় হবে না, তা যাচাইয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা না করে অনুমানের ভিত্তিতে অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত করে। প্রতিষ্ঠানের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মোট অনাদায়ী পাওনা অনুমান করা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনাদায়ী পাওনা খরচকে আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসেবে দেখায় এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নামে একটি হিসাব তৈরি করে যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে নিট প্রাপ্য হিসাব দেখানো হয়।

এ পদ্ধতির তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা–

ক. অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ অনুমান করা হয়। এ অনুমিত অনাদায়ী পাওনাকে খরচ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং একে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের রাজস্ব আয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়।

খ. অনুমিত অনাদায়ী পাওনার ক্ষেত্রে হিসাবকাল শেষে সমন্বয় এন্ট্রির মাধ্যমে অনাদায়ী পাওনা খরচকে ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিকে ক্রেডিট করা হয়। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হিসাব তৈরি করার যুক্তিকতা হলো প্রাপ্য হিসাব বাবদ প্রকৃত পাওনা নির্ধারণ করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন করা। এর ফলে আয় বিবরণী হতে প্রকৃত নিট মুনাফা ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী হতে নিট প্রাপ্যসমূহ জানা সম্ভব হয়।

গ. যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট হিসাবকে অবলোপন করা হয় তখন প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার জন্য সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাবকে ডেবিট এবং প্রাপ্য হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

২. প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি (Direct Write off Method)

অনাদায়ী পাওনা হিসাবরক্ষণের বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্য হিসাব হতে পাওনা আদায় করা যাবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির না করা পর্যন্ত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হয় না। অনাদায়ী পাওনা নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হলে অনাদায়ী পাওনা খরচকে আয় বিবরণীতে ডেবিট ও প্রাপ্য হিসাবকে ক্রেডিট করে অবলোপন করা হয়। অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাবভুক্ত করার জাবেদা–

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			

এ পদ্ধতি দুটি কারণে ত্রুটিপূর্ণ।

১. **আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে:** প্রাপ্য হিসাবসমূহ মোট মূল্যে (Gross Amount) প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবসমূহকে তাদের নিট নগদ আদায়যোগ্য মূল্যে (Net cash Realisable value) প্রদর্শন করা হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিকে এ পদ্ধতিতে স্বীকার করা হয় না। যখন ক্ষতি নিশ্চিত হওয়া যায় ঠিক তখনই প্রাপ্য হিসাবের সাথে তা সমন্বয় করা হয়।

২. **চলতি হিসাবকালের রাজস্বঃ** ধারে বিক্রয়ের বিপরীতে অনাদায়ী পাওনাকে খরচ বা ক্ষতি হিসাবে ধার্য করা না হলে আয়-ব্যয়ের মিলকরণ সঠিক হবে না। ফলে আয় বিবরণী প্রকৃত লাভ-ক্ষতি প্রকাশ করবে না।

৬.০৩ অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি

Bad Debts Expenses & Allowance for Doubtful Debts

অনাদায়ী পাওনা (Bad Debts Expenses): সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ধারে বিক্রয়ের যে অর্থ ক্রেতার নিকট হতে আদায় করা সম্ভব হয় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। অনাদায়ী পাওনা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ক্ষতি যা পরিচালন ব্যয় হিসেবে আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে এ খরচকে বন্ধ করে দিতে হয়। যার জন্য আয় বিবরণী ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা খরচকে ক্রেডিট করা হয়।

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (Allowance for Doubtful Debts): প্রাপ্য হিসাবের কত টাকা নগদে আদায় করা যাবে তার সঠিক পরিমাণ পূর্বে নির্ধারণ করা কঠিন। তাই ভবিষ্যতে অনাদায়ী পাওনার ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব থেকে যে সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলে। আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিকে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মধ্যে নিম্নের পার্থক্য উল্লেখযোগ্যঃ

অনাদায়ী পাওনা আদায়ের চূড়ান্ত চেষ্টার পরও প্রাপ্য হিসাব হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা যায় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। ভবিষ্যতে অনাদায়ী পাওনার ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব থেকে যে সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলে।

অনাদায়ী পাওনা কারবারের একটি নিশ্চিত ক্ষতি। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কারবারের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে একটি আগাম ব্যবস্থা। এটি ভবিষ্যতে আদায় হতেও পারে নাও হতে পারে লোকসান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ ক্ষতি নাও হতে পারে।

অনাদায়ী পাওনা রেওয়ামিলে ডেবিট জের কলামে দেখানো হয়। অনাদায়ী পাওনা হিসাবের জের চলতি বছরেই বন্ধ করা হয়। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পরবর্তী হিসাবকালে রেওয়ামিলের ক্রেডিট জের কলামে দেখানো হয়। সঞ্চিতির জের পরবর্তী বছরে স্থানান্তর করা হয়। অনাদায়ী পাওনা ক্ষতি বিধায় উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত হয় না। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি উদ্বৃত্তপত্রে দেনাদার হতে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

অনাদায়ী পাওনার মাধ্যমে কোনো গোপন সঞ্চিতি সৃষ্টি করা যায় না। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মাধ্যমে অনেক সময় গোপন সঞ্চিতি সৃষ্টি করা যায়। অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করার সময় অনাদায়ী পাওনাকে ডেবিট এবং প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট করা হয়। এর ফলে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ সরাসরি হ্রাস পায়। সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করার সময় অনাদায়ী পাওনা হিসাবকে ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিকে ক্রেডিট করা হয়। এর ফলে দেনাদারের পরিমাণ সরাসরি হ্রাস পায় না। অনাদায়ী পাওনার স্বাভাবিক জের ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হয়।

৬.০৪ অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির হিসাবরক্ষণ
Accounting Procedure of Bad Debts and Allowance for Doubtful Debts

অনাদায়ী পাওনা ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি হলো দুটি–

ক. **প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method):** যেসব প্রতিষ্ঠানের ধারে বিক্রয় ও অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নগণ্য সেসব প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে। যেমন–মোবাইল কোম্পানি, জুয়েলারি ব্যবসা ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা সরাসরি প্রাপ্য হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হয়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্তকরণের জাবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			

উদাহরণ: ১ কাকন লিমিটেড-এর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৯২,০০০ টাকা। একই তারিখে অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা।

করণীয়: ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত কর।

সমাধান-১:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ ডিসে. ৩১	অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট		২,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			২,০০০

কাজ—১: মাসুদ অ্যান্ড কোং লি. এর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সমাপ্ত বছরে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ২০,০০,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। মাসুদ এন্ড কোং এ মর্মে নিশ্চিত হয় যে, একজন গ্রাহক মি. মাহফুজ দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার কারণে তার নিকট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ২,৫০০ টাকা আদায় করা যাবে না।
করণীয়: ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত কর।

খ. সঞ্চিতি পদ্ধতি বা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance of Provision Method)

এ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয়ের দুটি ভিত্তি রয়েছে। যথা:

১. **বিক্রয়ের উপর শতকরা হার:** এ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনাকে বিক্রয়ের শতকরা হার হিসাবে গণনা করা হয়। অনাদায়ী পাওনা খরচকে আয় বিবরণীতে দেখানো হয় বলে এ পদ্ধতিকে Statement of Financial Performance Approach বলা হয়। অনাদায়ী পাওনা খরচকে সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে হিসাব বছর শেষে লিপিবদ্ধ করা হয়।
একটি প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং ধার নীতি (Credit Policy) ইত্যাদির ভিত্তিতে অনাদায়ী পাওনা অনুমান করে। চলতি হিসাবকালে মোট ধারে বিক্রয় অথবা নিট ধারে বিক্রয়কে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যদি কোনো হিসাব বছর শেষে দেখা যায় যে, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পর্যাপ্ত ছিল না। তাহলে পরবর্তী বছর পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা অধিক হারে সঞ্চিতি নির্ধারণ করা হয়।

২. **প্রাপ্য হিসাবসমূহের শতকরা হার (Percentage of Receivables):** এ পদ্ধতিতে মোট প্রাপ্য হিসাবের উপর শতকরা হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (Allowance for Bad debts) ধার্য করা হয়। নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এবং পূর্ববর্তী বছরের পুরানো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি উভয়ের মাঝে যে পার্থক্য থাকে কেবল তাকেই চলতি বছরের অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসেবে আয় বিবরণীতে দেখানো হয়।

এ পদ্ধতিতে প্রাপ্য হিসাবসমূহ এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার ফলে এ পদ্ধতিকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Balance Sheet Approach) পদ্ধতিও বলা হয়।

নিট নগদ আদায় মূল্য Net Cash Realisable Value	=	প্রাপ্য হিসাবসমূহ Accounts Receivable	—	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি Allowance for Bad debts

এ পদ্ধতির প্রয়োগ দুভাবে করা সম্ভব যথা:

ক. প্রাপ্য হিসাবসমূহের আয়ুষ্কাল পদ্ধতি (Aging of Accounts Receivable Method)

খ. যৌথ হার প্রণালি (Composite Rate Method)

ক. প্রাপ্য হিসাবসমূহের আয়ুষ্কাল পদ্ধতি (Aging of Accounts Receivable Method): এক্ষেত্রে একটি আয়ুষ্কাল তালিকা প্রস্তুত করা হয় যেখানে মেয়াদ অনুসারে প্রতিটি খরিদ্দারের নিকট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাপ্য টাকার মেয়াদকাল অনুসারে আলাদা আলাদা শতকরা হার প্রয়োগ করে (যে হিসাবের অনাদায়কাল যত দীর্ঘ তার শতকরা হার তত বেশি) মোট সমাপনী অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সমাপনী এবং প্রারম্ভিক (বিগত বছরের অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি) জেরদ্বয়ের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাকে চলতি বছরের অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবে আয় বিবরণীতে খরচ হিসাবে দেখাতে হবে। অন্যদিকে গণনাকৃত সমাপনী জের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সমন্বয়ের পূর্বে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবের প্রারম্ভিক জের (Opening balance) কখনও কখনও ডেবিট জের (Debit Balance) নির্দেশ করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন বিগত বছরের অনাদায়ী পাওনা অবলোপনের পরিমাণ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ থেকে বেশি হয়। এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক জের (ডেবিট)-এর সাথে সমাপনী জের যোগ করে যে যোগফল দাঁড়াবে তাই হবে চলতি হিসাবকালের জন্য অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি।

খ. যৌথ হার প্রণালি (Composite Rate Method): বাস্তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের উপর শতকরা হার এবং প্রাপ্য হিসাবসমূহের আয়ুষ্কাল পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে–

১. অন্তরবর্তীকালীন আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের উপর শতকরা হারে অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হয়। কারণ এটি হিসাব করা সহজ। এক্ষেত্রে অনাদায়ী পাওনা খরচের উপর গুরুত্বারোপ হয়।

২. বছর শেষে প্রতিষ্ঠান আয়ুষ্কাল পদ্ধতি প্রয়োগ করে, অনাদায়ী পাওনা নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রাপ্যসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

৩. উভয় পদ্ধতি একত্রে অনুসরণ করার ফলে আর্থিক বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা খরচ এবং প্রাপ্যসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে যৌথহার পদ্ধতি অনুসারে অনাদায়ী পাওনা নির্ধারণ ও হিসাবভুক্তকরণ দেখানো হলো–

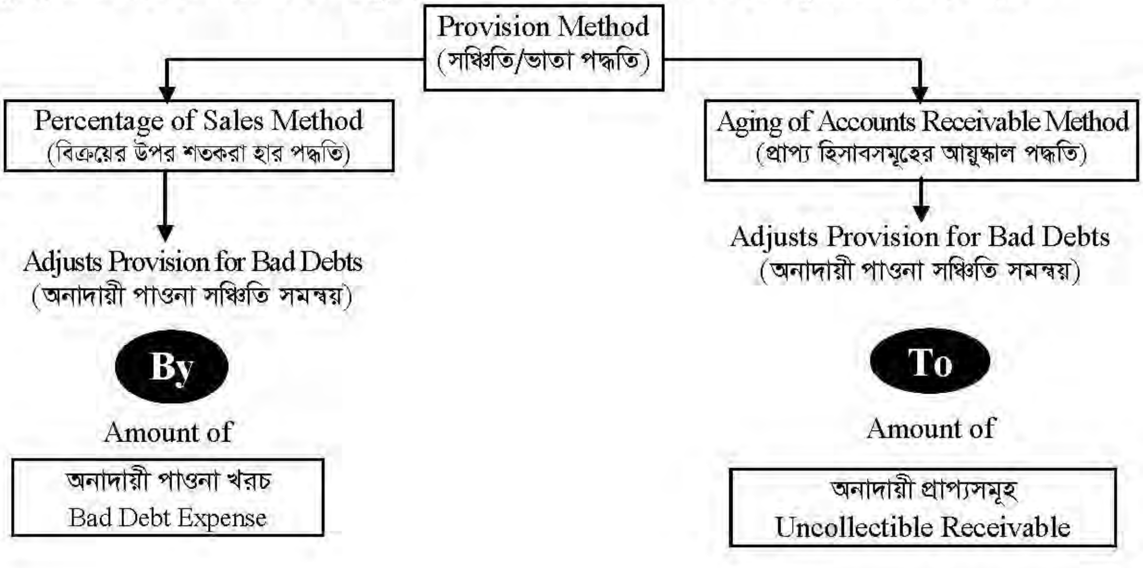

উদাহরণ-২: প্রাঞ্জল কোম্পানি একটি প্রসিদ্ধ খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের আর্থিক অবস্থার বিবরণী অনুসারে নিম্নের হিসাবগুলো ও জের ছিল নিম্নরূপ–

হিসাবের নাম	টাকার পরিমাণ
নোট ও প্রাপ্য হিসাব	৫,৫০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(১৫,০০০)

করণীয়:

১. ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নোট ও প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়েছে।

২. প্রাঞ্জল কোম্পানির ২০১৪ সালের হিসাব বহিতে নিম্নের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দেখাও।

   ক. বিক্রয়ের উপর শতকরা হার প্রয়োগ করে প্রথম ৬ মাসে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২০,০০০ টাকা।

   খ. প্রাপ্য হিসাবের ২৫,০০০ টাকা অনাদায়ী পাওনা বাবদ অবলোপন করা হলো।

   গ. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে প্রস্তুতকৃত আয়ুষ্কাল তালিকা অনুযায়ী মোট দেনাদার ৫,৬০,০০০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা।

৩. ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কীভাবে প্রদর্শন করবে?

৪. ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা আদায়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে? এবং ২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরে অনাদায়ী পাওনার খরচ বাবদ কত টাকা আয়-ব্যয় বিবরীতে দেখানো হবে?

সমাধান-২:

করণীয়-১: প্রাপ্য হিসাব হতে প্রত্যাশিত আদায়মূল্য = মোট নোট ও প্রাপ্য হিসাব – অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি

= (৫,৫০,০০০ – ১৫,০০০) টাকা

= ৫,৩৫,০০০ টাকা

করণীয়-২:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব ডেবিট		২০,০০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট			২০,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করা হলো)			
খ.	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট		২৫,০০০	
	নোট ও প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			২৫,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা অবলোপন করা হলো)			
গ.	অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব ডেবিট		৫,০০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট			৫,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা অবলোপন করা হলো)			
	গণনাকার্য:			
	১৫,০০০ – (১৫,০০০ + ২০,০০০ – ২৫,০০০)			

করণীয়-৩: আর্থিক অবস্থার বিবরণী

বিবরণ	টাকার পরিমাণ
নোট ও প্রাপ্য হিসাব	৫,৬০,০০০
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১৫,০০০
নিট প্রাপ্য হিসাব	৫,৪৫,০০০

করণীয়-৪: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের নোট ও প্রাপ্য হিসাব হতে প্রত্যাশিত আদায় মূল্য = মোট নোট ও প্রাপ্য হিসাব – অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি = ৫,৬০,০০০ – ১৫,০০০ = ৫,৪৫,০০০ টাকা

অনাদায়ী পাওনা খরচ বাবদ আয় বিবরণীতে দেখানো হবে = ২০,০০০ + ৫,০০০
= ২৫,০০০ টাকা

কাজ—২: মনিরা কোং লি. এর হিসাব বহিতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সমাপ্ত হিসাব বছরে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রাপ্য হিসাব	১,০০,০০০	
বিক্রয়		১০,০০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১০,০০০

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়।
২. মনিরা কোম্পানি ২০১৪ সালে বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫,০০,০০০ টাকা। ২% হারে আনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরা হলো।
৩. হিসাব বছরে অনাদায়ী পাওনা বাবদ অবলোপন করা হয় ২৫,০০০ টাকা।
৪. ২০১৪ সালে সমাপণি প্রাপ্য হিসাব ২০০,০০০ টাকা। যার উপর ১০% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়: উপরিউক্ত লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা দাও।

৬.০৫ অনাদায়ী পাওনা আদায়ের হিসাবরক্ষণ
Accounting for Bad debts Received

অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় হলে অথবা আদায় হবে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে নিম্নের দুটি জাবেদা দাখিলা দিয়ে, অনাদায়ী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত করা হয়।

লেনদেনের বিবরণ	প্রত্যক্ষ পদ্ধতি		ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি	
১. পাওনা আদায়ের নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট
	আর্থিক বিবরণী	ক্রেডিট	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	ক্রেডিট
২. নগদ আদায় হলে	নগদান হিসাব	ডেবিট	নগদান হিসাব	ডেবিট
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট

উদাহরণ: ২ ২০১৩ সালের সমাপ্ত বছরের বিক্রয় ছিল ১১,২৫,০০০ টাকা। আসাদ ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হবে বিক্রয়ের ১% ।

করণীয়:

নিম্নের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দেখাও–

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে আসাদ ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রাপ্য হিসাব জনাব জাহাঙ্গীরের নিকট পাওনা ৭৫০টাকা আদায় হবে না ।

গ. ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে জনাব জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ৭৫০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।

সমাধান-৩:

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি = বিক্রয় × অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হার

= ১১,২৫,০০০ × ১%

= ১১,২৫০ টাকা ।

খ.

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট		৭,৫০	
	প্রাপ্য হিসাব-জনাব জাহাঙ্গীর ক্রেডিট			৭,৫০

গ.–১:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য হিসাব-জনাব জাহাঙ্গীর ডেবিট		৭,৫০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট			৭,৫০

গ–২:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট		৭,৫০	
	প্রাপ্য হিসাব-জনাব জাহাঙ্গীর ক্রেডিট			৭,৫০

কাজ—৩: কামাল অ্যান্ড সন্স-এর ২০১৩ সমাপ্ত বছরে বিক্রয় ছিল ১৫,০০,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাবের জের ৪,০০,০০০ টাকা। কামাল অ্যান্ড সন্স এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হবে দেনাদারের ১০%।

করণীয়: নিম্নের লেনদেনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাও।

১. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির।
২. ২০১৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে কামাল অ্যান্ড সন্সের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রাপ্য হিসাবের ১,৫০০ টাকা আদায় হবে না।
৩. ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্বে অবলোপনকৃত ১,৫০০ টাকা পাওয়া যায়।

৬.০৬ প্রাপ্য নোট ও এর প্রস্তুতকরণ

Notes Receivable and its Preparation

দায় পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ক্রেতার নিকট ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হলে, বিক্রেতার যে দাবি সৃষ্টি হয় তাকে প্রাপ্য নোট বলে। প্রাপ্য নোট একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য নোটের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনে অধিক সময় লাগে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্য নোট পাওনা আদায়ে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে। এর মেয়াদকাল ৬০ থেকে ৯০ দিন বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। প্রাপ্য নোট মেয়াদশেষে সুদসহ আদায় হয়।

প্রাপ্য নোটের হিসাবরক্ষণ—

১. প্রাপ্য নোটের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হলে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য নোট ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			

২. মেয়াদ শেষের সুদসহ প্রাপ্য নোট আদায় হলে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য নোট ক্রেডিট সুদ আয় ক্রেডিট			

৩. সাধারণত ৩০ থেকে ৬০ দিন ধারে প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হয়। যদি পণ্যের ক্রেতা ধার সময় কালের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে পণ্যের বিক্রেতা প্রাপ্য হিসাবের পরিবর্তে প্রাপ্য নোট গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে জাবেদা দাখিলা হবে নিম্নরূপ:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য নোট হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			

৪. প্রাপ্য নোটের টাকা যদি মেয়াদপূর্তিতে আদায় করা না যায় (অমর্যাদাকৃত হলে):

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট প্রাপ্য নোট ক্রেডিট সুদ আয় ক্রেডিট			

৬.০৭ প্রাপ্য নোটের প্রস্তুতকরণ
Preparation of Notes Receivable

কোম্পানি আইন অনুসারে প্রাপ্য নোট প্রস্তুত করা হয়। আইন অনুসারে প্রাপ্য নোটে নিম্নের বিষয়গুলো দেখানো হয়–

১. প্রস্তুতকারী ; ২. স্বীকৃতিকারী বা প্রাপক; ৩. লিখিত মূল্য ;
৪. সুদের হার ; ৫. সুদ গণনা আরম্ভের সময়; ৬. সুদ গণনা সময়ের শেষ।

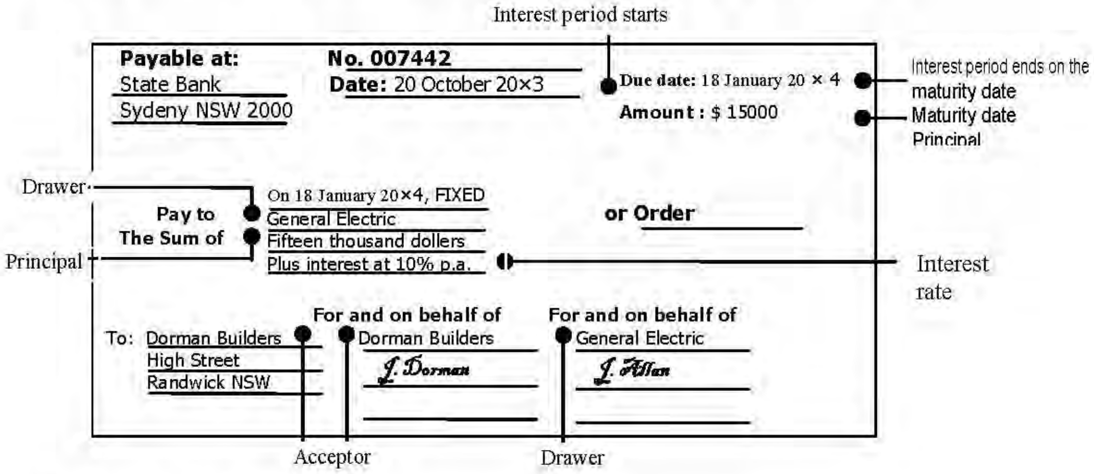

৬.০৭ প্রাপ্য নোটের বিক্রয়
Sale of Notes Receivable

প্রাপ্য নোট একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল তাই এর ধারক মেয়াদপূর্তির তারিখের পূর্বে নগদ অর্থের প্রয়োজনে প্রাপ্য নোট বিক্রয় করতে পারে। প্রাপ্য নোটের এরূপ বিক্রয় বা হস্তান্তরকে বলা হয় প্রাপ্য নোটের বাট্টাকরণ। দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্য নোটের বিপরীতে সম্পত্তি জামানত থাকে। যার বিপরীতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে ধার প্রদান করে। মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য নোট বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক দ্রুত অর্থের যোগান বাড়াতে পারে। স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্য নোটের ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্য নোটের শর্তাবলি স্থির করেন। প্রাপ্য নোটর ধারক নগদ প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম দামে প্রাপ্য নোট বাট্টাকরণ করতে পারেন। প্রাপ্য নোটের ধারক সুদ আরম্ভের সময় কালের শুরু হতে কিছু সময় প্রাপ্য নোট ধারণ করে, প্রাপ্য নোট বাট্টাকরণ করলে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তার জন্য প্রাপ্ত সুদ আয় হিসাবে আয় বিবরণীতে দেখাতে হবে। প্রাপ্য নোটের ক্রেতা প্রাপ্য নোট ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে বাট্টার হার কত হবে তা নির্ভর করে নোট ক্রেতার প্রত্যাশিত বিনিয়োগের উপর লাভের হার অনুসারে।

প্রাপ্য নোটের বাট্টাকরণ হিসাবরক্ষণের জাবেদা–

১. প্রাপ্য নোটের বিক্রয়মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা বেশি হলে প্রাপ্য নোটের বিক্রয়ের জাবেদা হবে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য নোট ক্রেডিট সুদ আয় ক্রেডিট			

২. প্রাপ্য নোটের বিক্রয়মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম হলে প্রাপ্য নোটের বিক্রয়ের জাবেদা হবে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট সুদ খরচ ডেবিট প্রাপ্য নোট ক্রেডিট			

উদাহরণ: ৪

প্রাঞ্জল, হেলালের নিকট ৫০,০০০ টাকার পণ্য ১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ধারে বিক্রয় করে। অতঃপর হেলালের বরাবর ৩ মাস মেয়াদি একটি বিল প্রাঞ্জল প্রস্তুত করলে হেলাল এতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সম্মতি প্রদান করে। প্রাঞ্জল বিলটি ফারুকের স্বপক্ষে অনুমোদন করল। ফারুক বিলটি ১৫ জানুয়ারি এক্সিম ব্যাংকে ৪৮,০০০ টাকায় বাট্টা করল। কিন্তু মেয়াদ শেষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলো।

ক. বিলের মেয়াদপূর্তি তারিখ ও বাট্টা নির্ণয় কর।

খ. প্রাঞ্জল এর বইতে জাবেদা দেখাও।

গ. হেলালের বইতে জাবেদা দেখাও।

সমাধান: ৪

ক. **মেয়াদপূর্তির তারিখ নির্ণয়:**

	দিন	মাস	বছর
প্রস্তুতকাল	০১	০১	২০১৩
মেয়াদ	–	০৩	–
অনুগ্রহ দিবস	০৩	–	-
	০৪	০৪	২০১৩

সুতরাং, মেয়াদপূর্তি দিবস ৪ এপ্রিল ২০১৩ সাল।

বাট্টা নির্ণয়:

	টাকা
বিলের মূল্য	৫০,০০০
বাদ-বিলের বাট্টাকৃত মূল্য	৪৮,০০০
	২,০০০

খ.

প্রাঞ্জলের হিসাব বহি

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ ডিসে.-১	প্রাপ্য হিসাব – হেলাল ডেবিট		৫০,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৫০,০০০
	(ধারে পণ্য বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
২০১৩ জানুয়ারি-১	প্রাপ্য নোট হিসাব ডেবিট		৫০,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব – হেলাল ক্রেডিট			৫০,০০০
	(প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল)			
২০১৩ জানুয়ারি-১	প্রদেয় হিসাব–ফারুক ডেবিট		৫০,০০০	
	প্রাপ্য নোট হিসাব ক্রেডিট			৫০,০০০
	(প্রাপ্য নোট ফারুককে অনুমোদন করা হলো)			
২০১৩ এপ্রিল-৪	প্রাপ্য হিসাব – হেলাল ডেবিট		৫০,০০০	
	প্রদেয় হিসাব–ফারুক ক্রেডিট			৫০,০০০
	(মেয়াদ শেষে অনুমোদিত নোট প্রত্যাখ্যাত হলো)			

গ.

হেলালের হিসাব বহি

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ ডিসে.-১	ক্রয় হিসাব ডেবিট		৫০,০০০	
	প্রদেয় হিসাব – প্রাঞ্জল ক্রেডিট			৫০,০০০
	(ধারে পণ্য ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
২০১৩ জানুয়ারি-১	প্রদেয় হিসাব – প্রাঞ্জল ডেবিট		৫০,০০০	
	প্রদেয় নোট হিসাব ক্রেডিট			৫০,০০০
	(প্রদেয় নোটে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো)			
২০১৩ এপ্রিল-৪	প্রদেয় নোট হিসাব ডেবিট		৫০,০০০	
	প্রদেয় হিসাব–প্রাঞ্জল ক্রেডিট			৫০,০০০
	(মেয়াদ শেষে প্রদেয় নোট প্রত্যাখ্যাত হলো)			

কাজ—৪: সম্পদ, সচ্ছলের নিকট ৫০,০০০ টাকার পণ্য ১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ধারে বিক্রয় করে। অতঃপর সচ্ছলের বরাবর ৩ মাস মেয়াদি একটি বিল সম্পদ প্রস্তুত করলে সচ্ছল এতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সম্মতি প্রদান করে। সম্পদ বিলটি সঞ্চয়ের স্বপক্ষে অনুমোদন করল। সঞ্চয় বিলটি ১৫ জানুয়ারি এক্সিম ব্যাংকে ৪৮,০০০ টাকায় বাট্টা করল। কিন্তু মেয়াদ শেষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলো।

ক. বিলের মেয়াদপূর্তির তারিখ ও বাট্টা নির্ণয় কর।
খ. সম্পদের বইতে জাবেদা দেখাও।
গ. সচ্ছলের বইতে জাবেদা দেখাও।

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুতকৃত আহসান কোং রেওয়ামিলের একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
অনাদায়ী পাওনা খরচ	৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২,০০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৭,০০০

প্রতিষ্ঠানটি প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

করণীয়:

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির জন্য জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবে কীভাবে প্রদর্শন করা হবে তা দেখাও।

সমাধান: ১

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয়:

মোট সমাপনী প্রয়োজনীয় সঞ্চিতি (২০০,০০০ × ৫%)	১০,০০০
বাদ: পুরাতন সঞ্চিতি	৭,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।	৩,০০০

খ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির জন্য জাবেদা দাখিলা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৩ ডিসেম্বর- ৩১	অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করা হলো)		৩,০০০	 ৩,০০০

গ. আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের প্রদর্শন:

আয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা
বিক্রয় ও বিপণন খরচ: অনাদায়ী পাওনা খরচ: (৫,০০০ + ৩,০০০)	 ৮,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

বিবরণ		টাকা
চলতি সম্পত্তি:		
প্রাপ্য হিসাব	২,০০,০০০	
বাদ : অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১০,০০০	১,৯০,০০০

সমস্যা: ২ সারমিন ট্রেডার্সের ২০১২ সালের সমাপ্ত বছরের বিক্রয় ছিল ১০, ০০,০০০ টাকা। সারমিন ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হবে বিক্রয়ের ১.৫%।

করণীয়: নিম্নের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও:

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে সারমিন ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, জনাব মহসিনের নিকট পাওনা ২,০০০ টাকা আদায় হবে না।

গ. ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে জনাব মহসিনের নিকট থেকে ২,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।

সমাধান: ২

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি = বিক্রয় × অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হার

= ১০, ০০,০০০ × ১.৫%

= ১৫,০০০ টাকা।

খ.

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩					
জানু-২৫	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	ডেবিট		২,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি অবলোপন করা হলো)				

গ.

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩					
ফেব্রু-১৫	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	ক্রেডিট			২,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করা হলো)				
" – ১৫	নগদান হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত করা হলো)				

সমস্যা–৩: ইউছুফ ট্রেডার্সের হিসাব বই হতে নিম্নের তথ্য পাওয়া যায়: আকাশ কোম্পানির নিকট হতে ১৫ জুন ২০১২ তারিখে ১২% হারে ২২,৫০০ টাকার ৯০ দিন মেয়াদি প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল। ১৫ জুলাই ২০১২ তারিখে ইউছুফ ট্রেডার্স প্রাপ্য নোটটি ১০% হারে সিটি ব্যাংকের নিকট বাট্টাকরণ করল।

করণীয়:

ক. আকাশ কোম্পানিকে কত টাকা নোটের জন্য পরিশোধ করতে হবে।

খ. ইউছুফ ট্রেডার্সের বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. আকাশ ট্রেডার্সের বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

সমাধান: ৩

ক. মেয়াদপূর্তি মূল্য = লিখিত মূল্য + সুদ

$$= ২২,৫০০ + (২২,৫০০ \times ১২\% \times \frac{৯০}{৩৬০}) = ২৩,১৭৫$$

সুতরাং ২৩,১৭৫ টাকা মেয়াদপূর্তিতে নোটের জন্য পরিশোধ করতে হবে।

খ. গণনাকার্য: $২৩,১৭৫ - (২৩,১৭৫ \times ১০\% \times \frac{৬০}{৩৬০}) = ২২,৭৮৮.৭৫$

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ জুন-১৫	প্রাপ্য নোট ডেবিট		২২,৫০০	
	প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			২২,৫০০
	(প্রাপ্য নোট প্রাপ্তি হিসাব ভুক্ত করা হলো)			
জুলাই-১৫	নগদান হিসাব ডেবিট		২২,৭৮৮.৭৫	
	প্রাপ্য নোট ক্রেডিট			২২,৫০০
	সুদ আয় হিসাব ক্রেডিট			২৮৮.৭৫
	(প্রাপ্যনোট বাট্টাকরণ ও নগদ প্রাপ্তি হিসাবভুক্ত করা হলো)			

গ. জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ জুন-১৫	প্রদেয় হিসাব ডেবিট		২২,৫০০	
	প্রদেয় নোট ক্রেডিট			২২,৫০০
	(প্রদেয় নোট প্রদান হিসাবভুক্ত করা হলো)			
সেপ্টে-১৮	প্রদেয় নোট ডেবিট		২২,৫০০	
	সুদ খরচ ডেবিট		৬৭৫.০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			২৩,১৭৫
	(প্রদেয় নোট পরিশোধ হিসাব ভুক্ত করা হলো)			

সমস্যা: ৪ কেয়ার গ্রুপ এর হিসাব বহি হতে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হলো।

২০১০

জানুয়ারি-১, অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ২,১০০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত হয়েছে ১,১০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১১: অনাদায়ী পাওনা ১,৪০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. ২০১০ ও ২০১১ সালে লাভ-ক্ষতি হিসাবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি স্থানান্তর করতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৪ **গণনাকার্য :** সমাপনি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি = প্রাপ্য হিসাব × অনাদায়ী পাওনার শতকরা হার

২০১০ সাল : ৩৫০০০ × ৫% = ১,৭৫০ টাকা

২০১১ সাল : ৫৫,০০০ × ৬% = ৩,৩০০ টাকা

সমাধান-ক: আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা খরচ প্রদর্শন।

বিবরণ	২০১০ সাল	২০১১ সাল
সমাপনী অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৭৫০	৩,৩০০
যোগ : অনাদায়ী পাওনা খরচ	১,১০০	১,৪০০
বিয়োগ: প্রারম্ভিক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(২,১০০)	(১,৭৫০)
আয় বিবরণীতে ডেবিট হবে	৭,৫০	২,৯৫০

সমাধান-খ: অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব

তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
২০১০ ডিসেম্বর-৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৭৫০	২০১০ ডিসেম্বর-৩১	আয় বিবরণী	৭৫০
২০১১ ডিসেম্বর-৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৯৫০	২০১১ ডিসেম্বর-৩১	আয় বিবরণী	২,৯৫০

সমাধান-গ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব

তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
২০১০ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর-৩১	 প্রাপ্য হিসাব সমাপনি জের	 ১,১০০ ১,৭৫০	২০১০ জানু-১ ডিসেম্বর-৩১	 প্রারম্ভিক জের অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	 ২,১০০ ৭,৫০
		২,৮৫০			২,৮৫০

২০১১			২০১১		
ডিসেম্বর-৩১	প্রাপ্য হিসাব	১,৪০০	জানু-১	প্রারম্ভিক জের	১,৭৫০
ডিসেম্বর-৩১	সমাপনি জের	৩,৩০০	ডিসেম্বর-৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৯৫০
		৪,৭০০			৪,৭০০

সমস্যা: ৫ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের সমাপ্ত তারিখে বাপ্পি অ্যান্ড ব্রাদার্সের হিসাব বহি থেকে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ নেয়া হলো।

বিবরণ	টাকা
অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি (১-০১-২০১২)	৪,০০০
হিসাবভুক্ত অনাদায়ী পাওনা (৩১-১২-২০১২)	১,৬০০
অলিখিত অনাদায়ী পাওনা (৩১-১২-২০১২)	৫০০
প্রাপ্য হিসাব (৩১-১২-২০১২)	৩০,০০০

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে।

করণীয়:

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা কীভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কীভাবে প্রাপ্য হিসাব প্রদর্শন করতে হবে তা দেখাও।

সমাধান: ৫

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয়—

বিবিধ দেনাদার	৩০,০০০ টাকা
বিয়োগ: অলিখিত অনাদায়ী পাওনা	৫০০ টাকা
নিট প্রাপ্য হিসাব	২৯,৫০০ টাকা
গুণ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হার	৫%
	১,৪৭৫ টাকা

খ. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা খরচ প্রদর্শন।

বিবরণ	টাকা
সমাপনী অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৪৭৫
যোগ: অনাদায়ী পাওনা খরচ	২,১০০
বিয়োগ: প্রারম্ভিক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৪,০০০
আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করতে হবে	(৪,২৫)

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

প্রাপ্য হিসাব	২৯,৫০০ টাকা
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৪৭৫ টাকা
নিট প্রাপ্য হিসাব	২৮,০২৫ টাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন:

২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে পলি এন্টারপ্রাইজ এর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ছিল ২,৮০০ টাকা। ঐ বছর মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২,০০০ টাকা হয়েছিল। ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা হয়। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,৮০০ টাকায় উপনীত হয়। ঐ তারিখে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা হয়েছিল। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৪% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা হয়। অবশ্য এ বছর কোনো অনাদায়ী পাওনা ছিল না এবং পরবর্তী বছরের জন্য কোনোরূপ অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখার প্রয়োজন নেই।

ক. আয় বিবরণীতে কত টাকা দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।
খ. জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

বিনিয়োজিত মূলধন, মূলধন ব্যয়, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট, অনাদায়ী পাওনা খরচ, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

■ **নিচের উদ্দিপক হতে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

রেওয়ামিল (৩১-১২-২০১১)

প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা খরচ	৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩,০০০

সমন্বয়: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১,০০০ টাকা দ্বারা হ্রাস কর।

১। **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কোন ধরনের হিসাব?**
ক. সম্পত্তি খ. দায়
গ. রাজস্ব ঘ. খরচ

২। **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অসঙ্গতিপূর্ণ?**
ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির সবসময় ক্রেডিট জের হয়
খ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয় মুনাফা থেকে
গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি একটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়
ঘ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিতে হয়

■ **নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মি. নাবিলের বছরের শুরুতে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৫০,০০০ টাকা। সারা বছর তিনি ধারে ৮০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন এবং ক্রেতাদের নিকট ৯০,০০০ টাকা আদায় করেন। বছর শেষে তিনি প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখেন।

৩। **আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবে কত টাকা দেখাতে হবে?**
ক. ৪০,০০০ টাকা খ. ৩৮,০০০ টাকা
গ. ১,৩০,০০০ টাকা ঘ. ১,৪০,০০০ টাকা

৪। **উদ্দীপকের আলোকে লেনদেনটি লিপিবদ্ধকরণে হিসাববিজ্ঞানের যে নীতি অনুসরণ করতে হয়—**
i. স্বত্বানীতির
ii. মিলকরণ নীতির
iii. রক্ষণশীলতা নীতির

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

সপ্তম অধ্যায়

কার্যপত্র

WORKSHEET

আকাশ সার্ভিসিং কার্যপত্র ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য												
হিসাব শিরোনাম	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র			
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট		

চিত্র: কার্যপত্রের নমুনা

হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা। এ আর্থিক বিবরণী সহজ, নির্ভুল এবং কম সময়ে প্রস্তুতের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়। এটি হিসাববিজ্ঞানের একটি ঐচ্ছিক কাজ। এ অধ্যায়ে কার্যপত্র তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হবে। একই সাথে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো শিক্ষার্থীরা যাতে চিহ্নিত করতে পারে তাও আলোচনায় থাকবে। অন্যদিকে কার্যপত্র প্রস্তুতে সমন্বয়গুলো কীভাবে হিসাবভুক্ত হবে, সমাপনী জাবেদা এবং অস্থায়ী হিসাবগুলোর জের কীভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় সনাক্ত করে কার্যপত্র প্রস্তুত করতে পারবে।
- নগদভিত্তিক ও বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।
- হিসাবের বইতে যথাযথভাবে সমন্বয় দাখিলা, সমাপনী দাখিলা ও বিপরীত দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে পারবে।

৭.০১ কার্যপত্র ও কার্যপত্রের বৈশিষ্ট্য
Worksheet and its Characteristics

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহৃত যাবতীয় হিসাবসমূহের জের বহুঘরবিশিষ্ট একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করা হলো কার্যপত্র। অন্যভাবে বলা যায়, কার্যপত্র হলো একটি ছক-কাটা কাগজ বা পৃষ্ঠা যেখানে খতিয়ানের জেরসমূহ একত্র করা হয়, যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা প্রদান করে এবং যেকোনো ধরনের সমন্বয় বাদ পড়ার সম্ভাবনা কমায়। হিসাবচক্রে কার্যপত্র একটি ঐচ্ছিক ধাপ। এটি কারবারের জন্য একটি অনিয়মিত বিবরণী যা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ান্তর তথ্য প্রদান করে থাকে। এটি হিসাববিজ্ঞানের কোনো স্থায়ী দলিল নয়। কার্যপত্র হলো একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র যেখানে খতিয়ানস্থ সকল হিসাবসমূহ স্থানান্তরকরণ, সমন্বয়করণ, জের নির্ণয় এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার সাধারণ কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। কার্যপত্র সাফল্যজনকভাবে প্রস্তুত করা হলে হিসাবরক্ষক চূড়ান্তভাবে ও নিয়ম মোতাবেক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকেন এবং হিসাবের বইতে নির্ভুল ও সঠিকভাবে সমন্বয় জাবেদা ও সমাপনী জাবেদা দাখিলা প্রদান করেন।

মূলত কার্যপত্র সহজভাবে একটি মাত্র পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করা হয় বলে যেকোনো ধরনের গাণিতিক ভুল খুব সহজে উদ্‌ঘাটন করা যায়। একটি হিসাবকালের যেকোনো দিন কম সময়ে নির্ভুল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য কার্যপত্র হলো অন্যতম একটি মাধ্যম। এটি এমন একটি বিবরণী যেখানে হিসাবচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ একসাথে প্রস্তুত ও প্রদর্শন করা হয়। এ কারণে কার্যপত্রকে পরিপূর্ণ বিবরণী বলা হয় যা রেওয়ামিল, সমন্বয়, সমন্বিত রেওয়ামিল, আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করে।

কার্যপত্র-এর বৈশিষ্ট্য—

১. কার্যপত্র একটি বহু-কলাম বিশিষ্ট ফর্ম যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে লেনদেন ও হিসাবের সমন্বয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
২. খতিয়ানস্থ হিসাবের জেরসমূহ সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সমতা যাচাই করা হয়।
৩. সহজে ও দ্রুত গতিতে সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় এবং নিট লাভ বা নিট ক্ষতি জানা যায়।
৪. কার্যপত্র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করে।
৫. এটি কোনো স্থায়ী হিসাব নয়।
৬. হিসাবকালের কোনো এন্ট্রি যাতে বাদ না পড়ে কার্যপত্র তা নিশ্চিত করে।
৭. কার্যপত্র হিসাবচক্রের একটি ঐচ্ছিক করণীয় ধাপ।

৭.০২ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়ের ধারণা

Concept of Capital and Revenue Expenditure

চিত্র: মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়

হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা ও হিসাবকালের শেষ তারিখে আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করা। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। যদি কারও এ সম্পর্কে ধারণা না থাকে তবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সঠিক হবে না এবং একই সাথে নানাবিধ জটিলতা দেখা দিবে। কারণ মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় যার দ্বারা নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। অন্যদিকে মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের কার্যকারিতা একটি হিসাবকালের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয়গুলোর কার্যকারিতা একাধিক হিসাবকাল থাকে।

নিম্নের ছকে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ দেয়া হলো–

মূলধনজাতীয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়
	মূলধনজাতীয় আয়

মুনাফাজাতীয়	মুনাফাজাতীয় ব্যয়
	মুনাফাজাতীয় আয়
	বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়

মূলধনজাতীয় ব্যয়

স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য কিংবা বর্তমানের স্থায়ী সম্পত্তির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় হয় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে। এখানে স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন বলতে শুধু স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্যকে বুঝানো হয় না বরং স্থায়ী সম্পত্তি আনয়ন ও ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ব্যয়িত অর্থকেও মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। মূলধনজাতীয় ব্যয়ের মধ্যে সম্পত্তির ক্রয় মূল্য, আনায়ন খরচ, স্থাপন খরচ, আইন খরচ, আমদানি শুল্ক, আধুনিকরণ ব্যয়, পুণঃস্থাপন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। সকল মূলধন জাতীয় ব্যয় স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি ঘটায়। মূলধন জাতীয় ব্যয়ের জন্য জাবেদা দাখিলা হয়:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সম্পত্তি হিসাব ডেবিট নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			

এধরণের ব্যয় হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অপৌনঃপুনিক অর্থাৎ বার বার এ ব্যয় করতে হয় না। মূলধনজাতীয় ব্যয়ের ফলে যে সম্পত্তি সংগৃহীত হয় তা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে না।

মুনাফাজাতীয় ব্যয় (Revenue Expenditure)

কারবার সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করতে বা কারবার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল রাখার নিমিত্তে দৈনন্দিন যেসব স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং যেসব ব্যয়ের দ্বারা কারবার প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন (সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত) উপযোগিতা পায় তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। এ ব্যয় প্রতিষ্ঠানে পৌনঃপুনিক ধরণের অর্থাৎ বার বার হয়ে থাকে। যেমন–বেতন, ভাড়া, পণ্য ক্রয় ইত্যাদি। এ ব্যয়ের দ্বারা কোনো নতুন সম্পত্তি সংগৃহীত হয় না, সম্পত্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না, শুধু সম্পত্তিগুলো সচল রাখা যায়। এধরণের ব্যয়ের বিনিময়ে যে সুযোগ বা সুবিধা পাওয়া যায় তা একটি হিসাবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের জন্য জাবেদা দাখিলা হয়:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	খরচ হিসাব ডেবিট নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			

মুনাফাজাতীয় আয় (Revenue Income)

যেসব আয় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত হয় এবং বারংবার অর্জিত হয় সেসব আয়কে মুনাফাজাতীয় আয় বলে। দৈনন্দিন কারবারি আয় বা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত আয়কে মুনাফাজাতীয় আয় বলে। মুনাফাজাতীয় আয়, আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয় এবং আয় বকেয়া থাকলে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে উদ্বর্তপত্রে সম্পত্তি পাশে দেখানো হয়। মুনাফাজাতীয় আয়ের জন্য জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান বা ব্যাংক বা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় বা সেবা আয় হিসাব ক্রেডিট			

মূলধনজাতীয় আয় বা প্রাপ্তি
Capital Income Or Gain

কারবারের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত দৈনন্দিন মুনাফাজাতীয় আয় ব্যতীত অন্যান্য আয় যা বারংবার অর্জিত হয় না এবং একবার অর্জিত হলে দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে ব্যবহার করা হয়, তাকে মূলধনজাতীয় আয় বলে। এ জাতীয় আয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় পার্শ্বে প্রদর্শন করা হয়। যেমন: ব্যবসায়ের মালিকের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ; শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ; শেয়ার ও ঋণপত্র অধিহারে ইস্যু; গৃহীত ঋণ; শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের ফলে লাভ। এধরণের প্রাপ্তি মূলত কারবার প্রতিষ্ঠানের দায়। তাই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় পাশে বসে। এর জন্য জাবেদা দাখিলা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব ডেবিট মূলধন বা ঋণ হিসাব ক্রেডিট			

বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচ
Deferred Revenue Expenditure

কারবার প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু ব্যয় হয়ে থাকে যা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মুনাফা জাতীয় কিন্তু এর থেকে সুবিধা একাধিক হিসাবকালে পাওয়া যায় এবং বড় অঙ্কের হয়ে থাকে এমন ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। যেমন-অবলেখকের দস্তরি, বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যয়, প্রাথমিক খরচ প্রভৃতি। বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচগুলো অলীক সম্পত্তি হিসেবে উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয় এবং পরবর্তী এক বা একাধিক হিসাবকালে আয়ের বিপরীতে অবলোপন করা হয়।

উদাহরণ: ১ নিচের দফাগুলো হতে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয় নির্ণয় কর ও ব্যাখ্যা প্রদর্শন কর:

১. দালানকোঠা সম্প্রসারণ ব্যয়;	১১. বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয়
২. দালানকোঠা চুনকাম ব্যয়;	১২. কলকব্জা আনয়নের জন্য জাহাজ ভাড়া;
৩. দালানকোঠা মেরামত ব্যয়;	১৩. কর্মচারীগণের বেতন প্রদান;
৪. পুরাতন ট্রাকের জন্য নতুন টায়ার ক্রয়;	১৪. ইজারা সম্পত্তির জন্য ব্যয়;
৫. অফিসের জন্য টেবিল ফ্যান ক্রয়;	১৫. সুনাম অর্জন ব্যয়;
৬. কপি-রাইট অর্জনের ব্যয়;	১৬. বিদ্যুৎ খরচ;
৭. সদ্য ক্রয়কৃত পুরাতন যন্ত্রপাতির মেরামত ;	১৭. মনিহারি ক্রয়ের ব্যয়
৮. কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়;	১৮. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয়;
৯. মামলা খরচ;	১৯. কর্জের উপর সুদ;
১০. ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য জাহাজ ভাড়া;	২০. আসবাবপত্রের অবচয়;

সমাধান: ১

ক্রমিক নং	ব্যয়ের নাম	ব্যয়ের শ্রেণি	কারণসহ ব্যাখ্যা
১.	দালান-কোঠা সম্প্রসারণ ব্যয়	মূলধনজাতীয়	এটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা ও স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি করে। এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী । সুতরাং এটি মূলধন জাতীয় ব্যয়।
২.	দালান-কোঠা চুনকাম ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	দালানকোঠা সংরক্ষণের জন্য কিছুদিন পর পর এ ব্যয় করা হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

৩.	দালান-কোঠা মেরামত ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	দালানকোঠা সংরক্ষণ করার জন্য এ ব্যয় করা হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
৪.	পুরাতন ট্রাকের জন্য নতুন টায়ার ক্রয়	মূলধনজাতীয়	ট্রাক কার্যক্ষম করার জন্য এ ব্যয় করা হয় এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
৫.	অফিসের জন্য টেবিল ফ্যান ক্রয়	মূলধনজাতীয়	এর দ্বারা কারবারের স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
৬.	কপি-রাইট অর্জনের ব্যয়	মুলধনজাতীয়	এ ব্যয়ের ফলে মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
৭.	সদ্য ক্রয়কৃত পুরাতন যন্ত্রপাতির মেরামত	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের ফলে কারবারের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার দীর্ঘস্থায়ীভাবে এর সুবিধা ভোগ করা যাবে বলে এটি মুলধন জাতীয়।
৮.	কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সুতরাং পণ্য দ্রব্যের ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। তাই এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
৯.	মামলা খরচ	মুনাফাজাতীয়	প্রতিষ্ঠানের দেনা আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে এ ব্যয় করা হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১০.	ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য জাহাজ ভাড়া	মুনাফাজাতীয়	পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সুতরাং পণ্য দ্রব্যের ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। তাই এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১১.	বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয়	মূলধনজাতীয়	বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয় একটি হিসাবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর উপযোগ একাধিক হিসাবকাল পর্যন্ত থাকে। এ ব্যয়ের ফলে কারবারের স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে এটি মূলধনজাতীয়।
১২.	ক্রয়কৃত কলকব্জা আনার জন্য জাহাজ ভাড়া	মূলধনজাতীয়	এ ব্যয়ের ফলে স্থায়ী সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৩.	কর্মচারীগণের বেতন প্রদান	মুনাফাজাতীয়	ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ঠিক রাখার জন্য প্রতি মাসে কর্মচারীদের বেতন প্রদান করতে হয়। সুতরাং এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১৪.	ইজারা সম্পত্তি	মূলধনজাতীয়	কারবারের ইজারা সম্পত্তি মুনাফা অর্জনে সহায়ক এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৫.	সুনাম অর্জন ব্যয়	মূলধনজাতীয়	কারবারের সুনাম মুনাফা অর্জনে সহায়ক এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৬.	বিদ্যুৎ খরচ	মুনাফাজাতীয়	কারবারের স্বাভাবিক কার্যক্রম ঠিক রাখার জন্য এ ব্যয় প্রতিমাসে করতে হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১৭.	মনিহারী ক্রয়ের ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	মুনাফা অর্জনের জন্য এই ব্যয় করা হয় বলে একে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হয়। এটি কারবারের বার্ষিক ব্যয় স্বরূপ বিবেচিত হয়।
১৮.	যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয়	মূলধনজাতীয়	এর ফলে কারবারের স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৯.	কর্জের উপর সুদ	মুনাফাজাতীয়	কর্জের উপর সুদ প্রতি বছর দিতে হয়। এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
২০.	আসবাবপত্রের অবচয়	মুনাফাজাতীয়	মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এক বছর ব্যবহারের ফলে আসবাবপত্রের যে মূল্যহ্রাস পায় তাই অবচয়। যেহেতু, এটি এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেহেতু এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

কাজ—১ঃ নিচের ব্যয়গুলো হতে মুনাফা ও মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্ণয় কর ও ব্যাখ্যা প্রদান করঃ

১. নতুন পণ্য আবিষ্কারের গবেষণা ব্যয়;
২. বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়;
৩. জমি ক্রয়ের জন্য আইন খরচ;
৪. গ্যাস প্লান্ট সংস্থাপন ব্যয়;
৫. আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক;
৬. প্রাথমিক খরচাবলি;
৭. মজুরি;
৮. বাট্টায় শেয়ার ইস্যুকরণ ব্যয়;
৯. মোটরগাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
১০. ইজারা সম্পত্তির অবলোপন
১১. নতুন দালানের চুনকাম খরচ
১২. পুরাতন দালানের চুনকাম খরচ
১৩. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয়
১৪. বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়

উদাহরণঃ ২ **নিচের দফাগুলো হতে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয় নির্ণয় করঃ**

১. উপ-ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া প্রাপ্তি ;
২. প্রদত্ত ঋণের সুদ প্রাপ্তি ;
৩. কমিশন প্রাপ্তি ;
৪. প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু ;
৫. পণ্য বিক্রয় ;
৬. সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি।
৭. উইলকৃত সম্পত্তি প্রাপ্তি ;
৮. শিক্ষানবিশ সেলামি প্রাপ্তি ;
৯. আসবাবপত্র বিক্রয় হতে লাভ ;
১০. দালানকোঠা বিক্রয় হতে লাভ ;
১১. লভ্যাংশ প্রাপ্তি ;
১২. ভাড়া প্রাপ্তি ;
১৩. ঋণ গ্রহণ ;
১৪. বাট্টা প্রাপ্তি ;
১৫. স্থায়ী আমানতের সুদ প্রাপ্তি ;

সমাধান-২:

ক্রমিক নং	আয়ের নাম	আয়ের শ্রেণিবিভাগ
১.	উপ-ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
২.	প্রদত্ত ঋণের সুদ প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
৩.	কমিশন প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
৪.	প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু	মূলধনজাতীয়
৫.	পণ্য বিক্রয়	মুনাফাজাতীয়
৬.	সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
৭.	উইলকৃত সম্পত্তি প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
৮.	শিক্ষানবিস সেলামি প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
৯.	আসবাবপত্র বিক্রয় হতে লাভ	মূলধনজাতীয়
১০.	দালান-কোঠা বিক্রয় হতে লাভ	মূলধনজাতীয়
১১.	লভ্যাংশ প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
১২.	ভাড়া প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
১৩.	ঋণ গ্রহণ	মূলধনজাতীয়
১৪.	বাট্টা প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়
১৫.	স্থায়ী আমানতের সুদ প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয়

কাজ—২: নিচের আয় ও ব্যয়গুলোর জন্য সঠিক ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

ক্রমকি নং	আয় ও ব্যয়ের নাম	মূলধন জাতীয় আয়	মূলধন জাতীয় ব্যয়	মুনাফা জাতীয় আয়	মুনাফা জাতীয় ব্যয়
১	বেতন প্রদান				
২	প্রাপ্ত লভ্যাংশ				
৩	সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি				
৪	ভাড়া প্রদান				
৫	জমি বিক্রয় বাবদ অর্থ প্রাপ্তি				
৬	বিদ্যুৎ খরচ				
৭	ব্যাংক জমার সুদ				
৮	প্রাপ্ত কমিশন				
৯	আসবাবপত্র বিক্রয় হতে লাভ				
১০	বিজ্ঞাপন ব্যয়				
১১	উপ-ভাড়া				
১২	বিক্রয়				
১৩	ঋণ গ্রহণ				
১৪	প্রাপ্ত বাট্টা				
১৫	ইজারা সম্পত্তি বাবদ ব্যয়				
১৬	বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয়				
১৭	দালান-কোঠার সম্প্রসারণ খরচ				
১৮	আসবাবপত্রের অবচয়				
১৯	পণ্যের বহন খরচ				
২০	ঋণের সুদ				
২১	আমদানিকৃত কাঁচামালের জলযান ভাড়া				
২২	বিনিয়োগের সুদ				
২৩	শিক্ষানবিশ সেলামি				
২৪	স্থায়ী আমানতের সুদ				
২৫	প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু				

৭.০৩ বকেয়াভিত্তিক ও নগদানভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান

Accrual Basis and Cash Basis Accounting

ব্যবহারিক হিসাববিজ্ঞানে বকেয়া ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান ও নগদ ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বকেয়া ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি হলো আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের সঠিক ও সত্য প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় (GAAP requires the use of accrual accounting because it presents a true picture of a business' economic activity during a given time frame-IASB)। তবে নগদান ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত না হলেও ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

বকেয়াভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান

বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে আয় ও ব্যয় ঠিক তখনই হিসাবভুক্ত করা হয় যখন লেনদেনটি সংঘটিত হয়। অর্থের আদান বা প্রদানকে এ পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ পদ্ধতিতে পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদানের সময়কালে পণ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল্যকে আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে নগদ অর্থ না পেলেও তা অর্জিত আয় হিসাবে ধরা হয়। চলতি হিসাবকালে যে কোনো বাহ্যিক সূত্র হতে উৎপন্ন তথা প্রাপ্য আয়কে নগদ না পাওয়া সত্ত্বেও আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। আবার একই হিসাবকালে রাজস্ব অর্জনের জন্য ব্যয়িত খরচগুলোকে চলতি সালের খরচ হিসাবে গণ্য করা হয়। উক্ত খরচগুলো নগদে পরিশোধ করা হলো কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। যদি উক্ত খরচ পরিশোধ করা নাও হয় তাহলে তা ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে এবং দায় হিসাবে সমন্বয় করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকালে রাজস্ব ও খরচ চিহ্নিত করা কঠিন। তাই হিসারক্ষণে এ সমস্যা সমধানের জন্য হিসাববিজ্ঞানের স্বীকৃত আয় চিহ্নিতকরণ নীতি (Revenue Recording Principle) ও আয়-ব্যয় সংযোগ নীতি বা মিলকরণ নীতি (Matching Principle) অনুসরণ করা হয়। বকেয়াভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফলের সাথে অন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফলের তুলনা করা যায় এবং এ তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য তথ্য ব্যবহারকারী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। সুতরাং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের যে উদ্দেশ্য তা কেবল বকেয়া ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণ করলেই সাধিত হয়।

নগদ

বকেয়া

নগদ ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান

এ পদ্ধতি অনুসারে আয় তখনই হিসাবভুক্ত করা হবে যখন তা নগদে পাওয়া যাবে এবং খরচ হিসাবভুক্ত করতে হবে যখন তা নগদে পরিশোধ করা হবে। সেবা গ্রহণ বা প্রদানের সময়কাল এখানে বিবেচ্য নয়। নগদভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি হিসাববিজ্ঞান স্বীকৃত আদায়করণ নীতি এবং আয়-ব্যয় সংযোগ নীতির পরিপন্থী। তাই একে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অর্জিত আয়ের টাকা যখন গ্রহণ করা হয় এবং ব্যয়ের টাকা পরিশোধ করা হয় তখনই তা হিসাবভুক্ত করা হয় এবং তার ভিত্তিতে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ

করে যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তার কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকে না। ফলে GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) এর স্বীকৃতি দেয় না।

নগদ ভিত্তিক ও বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত উদাহরণটি পর্যালোচনা করা হলো:

উদাহরণ: ৩ এস.এম. কন্ট্রাক্টর একটি দালান নির্মাণের চুক্তি করলো। চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সমাপ্ত করতে ১ বছর সময় লাগবে এবং কাজ সমাপ্তির পর ১০০,০০০ টাকা এস. এম. কন্ট্রাক্টর পাবে। কাজটি সম্পন্ন করতে এস. এম. কন্ট্রাক্টরের মোট ৭৫,০০০ টাকা খরচ হবে।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে দালান নিমার্ণের কাজ শুরু হল এবং ২০১০ এর ৩১ ডিসেম্বর দালান নিমার্ণ সম্পন্ন হলো এবং নির্মাণের কাজে ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হলো যা এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে এস.এম. কন্ট্রাক্টর সম্পূর্ণ ১০০,০০০ টাকা পেল।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে এস এম. কন্ট্রাক্টর দালান নির্মাণের কাজে ব্যয়কৃত অর্থ ৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ করলো।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ফলে এস.এম. কন্ট্রাক্টরের প্রতি বছর মুনাফার পরিমাণ নগদ ও বকেয়া উভয় ভিত্তিতেই দেখানো হলো:

সমাধান: ৩

এস. এম. কন্ট্রাক্টর
আয় বিবরণী (নগদভিত্তিক)
২০......... সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য।

বিববরণ	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
নগদ গ্রহণ	–	১০০,০০০	–	১০০,০০০
নগদ প্রদান	–	–	৭৫,০০০	৭৫,০০০
নিট মুনাফা (ক্ষতি)	–	১০০,০০০	(৭৫,০০০)	২৫,০০০

এস. এম. কন্ট্রাক্টর
আয় বিবরণী (বকেয়া ভিত্তিক)
২০......... সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য।

বিববরণ	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
সেবা আয়	১০০,০০০	–	–	১০০,০০০
ব্যয়	৭৫,০০০	–	–	৭৫,০০০
নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	২৫,০০০	–	–	২৫,০০০

আয় বিবরণীতে দেখা যায়, তিন বছর পরে নিট মুনাফার পরিমাণ নগদ ও বকেয়া উভয় ভিত্তিতেই সমান অর্থাৎ ২৫,০০০ টাকা। পার্থক্য হলো সময় বা সময়কালের।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীও এ দুপদ্ধতিতে দুরকম হয়। উদাহরণস্বরূপ এস. এম. কন্ট্রাক্টরের আর্থিক অবস্থার বিবরণীটি নিম্নে উপস্থাপনা করা হলো:

এস. এম. কন্ট্রাক্টর
আর্থিক অবস্থার বিবরণী (নগদভিত্তিক)
২০...... সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	২০১০	২০১১	২০১২
সম্পত্তিঃ			
নগদ	--	১০০,০০০	২৫,০০০
মোট সম্পত্তি	--	১০০,০০০	২৫,০০০
দায় ও মালিকানা সত্ত্বঃ			
মালিকানা সত্ত্ব	--	১০০,০০০	২৫,০০০
মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব		১০০,০০০	২৫,০০০

এস. এম. কন্ট্রাক্টর
আর্থিক অবস্থার বিবরণী (বকেয়াভিত্তিক)
২০...... সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	২০১০	২০১১	২০১২
সম্পত্তিঃ			
নগদ	--	১০০,০০০	২৫,০০০
দেনাদার	১০০,০০০	--	--
মোট সম্পত্তি	১০০,০০০	১০০,০০০	২৫,০০০
দায় ও মালিকানা সত্ত্বঃ			
পাওনাদার	৭৫,০০০	৭৫,০০০	--
মালিকানা সত্ত্ব	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব	১০০,০০০	১০০,০০০	২৫,০০০

কাজ—৩ঃ কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিজ নির্মাণের চুক্তি করলো। চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সমাপ্ত করতে ১ বছর সময় লাগবে এবং কাজ সমাপ্তির পর ২০,০০,০০০ টাকা কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান পাবে। কাজটি সম্পন্ন করতে কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মোট ১৬,০০,০০০ টাকা খরচ হবে।

২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে দালান নিমার্ণের কাজ শুরু হলো এবং ২০১১ এর ৩১ ডিসেম্বর নিমার্ণ সম্পন্ন হয় কিন্তু নির্মাণ কাজের ১০,০০,০০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কামাল নিমার্ণ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ টাকা পেল।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে কামাল নির্মান প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করলো।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ফলে কামাল নির্মান প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর মুনাফার পরিমাণ নগদ ও বকেয়া উভয় ভিত্তিতে দেখাও।

৭.০৪ কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ

Preparation of Worksheet

কার্যপত্র সাধারণত ছকের বাম দিক থেকে শুরু করতে হয় এবং পর্যায়ক্রমে ডান দিকের কলামগুলোতে তথ্য লিপিবদ্ধ করে একটি পরিপূর্ণ কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝে বা প্রশ্নের নির্দেশনুসারে ৮, ১০ বা ১২ ঘর বা কলাম সংবলিত একটি কার্যপত্রের ছক প্রথমেই কেটে নিতে হয়।

ধাপ-১: শিরোনাম লেখা:

কার্যপত্রের ছকের উপরে শিরোনাম লিখে কার্যপত্র প্রস্তুত শুরু করা হয়। খেয়াল রাখতে হবে, শিরোনাম যেন নিচের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে–

ক. প্রথম লাইনে উত্তর দাও-কে (who): কোম্পানির নাম (যেমন–বাংলা নাটক মঞ্চ)

খ. দ্বিতীয় লাইনে উত্তর দাও-কী (what): রিপোর্ট-এর নাম (কার্যপত্র)

গ. তৃতীয় লাইন বলে-কখন (when): কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত লেনদেনসমূহের সময়কাল (যেমন–২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য)। খেয়াল রাখতে হবে যে কার্যপত্র কোনো নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য নয় বরং একটি সময়কালের জন্য প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে একটি নমুনা দেখানো হলো:

বাংলা নাটক মঞ্চ
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবের শিরোনাম	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট

ধাপ-২: **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ:**

হিসাবভুক্ত সকল লেনদেনসমূহের খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নিয়ে কার্যপত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলামে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। ডেবিট দিকে সকল খরচ ও সম্পত্তির হিসাবের জের এবং ক্রেডিট দিকে সকল আয় ও দায় হিসাবের জের লিপিবদ্ধ করে জেরদ্বয়ের সমতা যাচাই করা হয়। নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া হলো:

বাংলা নাটক মঞ্চ
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবের শিরোনাম	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৯,৬০০									
পারফরমার্দের অগ্রিম প্রদান	৩১,২০০									

জমি	৮০,০০০									
দালান	১,৬৮,০০০									
অবচয় সঞ্চিতি-দালন		১০,৫০০								
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৬,০০০									
অবচয় সঞ্চিতি- প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৩,০০০								
প্রদেয় নোট		১,৯০,০০০								
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০								
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দক্ষিণা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০								
মূলধন		১,০৩,০০০								
উত্তোলন	৩,৫০০									
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০								
বেতন	৮,৭০০									
বিদ্যুৎ খরচ	১,৮০০									
মোট	৩,৪৮,৮০০	৩,৪৮,৮০০								

ধাপ-৩: সমন্বয় কলামে সমন্বয়সমূহ লিপিবদ্ধকরণ:

এ ধাপে সমন্বয় কলামে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম কলামে সমন্বয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হিসাবসমূহের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয় যা সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। নমুনা হিসাবে নিচের সমন্বয়গুলো একটি কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হল–

ক. পারফর্মাররা প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা প্রদানের শর্তে কাজ করছে।

খ. দালানের উপর ২০ বছর (২৪০ মাস) অবচয় ধার্য করতে হবে।

গ. প্রদর্শণী যন্ত্রপাতির উপর ৫ বছর (৬০ মাস) অবচয় ধার্য করতে হবে।

ঘ. প্রদেয় নোটের উপর ১,৫০০ টাকা সুদ হয়েছে যার জন্য কোনো দাখিলা প্রদান করা হয়নি।

ঙ. দক্ষিণা জুনিয়র স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রদর্শণী দেখার জন্য জুন ও জুলাই মাসে মোট ১,০০০ টাকা প্রদান করেছে।

চ. কর্মচারীর জুন মাসে ১,৫০০ টাকা বেতন পাবে যা হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

নিচের ছকে সমন্বয়সমূহ তৃতীয় ও চতুর্থ কলামে লিপিবদ্ধ করে দেখানো হলো–

বাংলা নাটক মঞ্চ
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৯,৬০০									
পারফরমারদের অগ্রিম প্রদান	৩১,২০০			২০,০০০						
জমি	৮০,০০০									
দালান	১,৬৮,০০০									
অবচয় সঞ্চিতি-দালান		১০,৫০০		৭০০						
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৬,০০০									
অবচয় সঞ্চিতি-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৩,০০০		৬০০						
প্রদেয় নোট		১,৯০,০০০								
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০								
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দক্ষিণা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০	৫০০							
মূলধন		১,০৩,০০০								
উত্তোলন	৩,৫০০									
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০		৫০০						
বেতন	৮,৭০০		১,৫০০							
বিদ্যুৎ খরচ	১,৮০০									
মোট	৩,৪৮,৮০০	৩,৪৮,৮০০								
পারফর্মারদের সম্মানী হিসাব			২০,০০০							
অবচয় হিসাব-দালান			৭০০							
অবচয় হিসাব-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি			৬০০							
প্রদেয় নোটের সুদ			১,৫০০							
বকেয়া সুদ				১,৫০০						
বকেয়া বেতন				১,৫০০						
মোট			২৪,৮০০	২৪,৮০০						

ধাপ-৪: সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ:

সকল সমন্বগুলো জাবেদাভুক্ত করার পর তা আবার খতিয়ানে স্থানান্তর করলে খতিয়ানের নতুন জের পাওয়া যাবে। এ নতুন জের নিয়ে আবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলে তাকে সমন্বিত রেওয়ামিল বলে। সকল সমন্বয়গুলো খতিয়ানে স্থানান্তরের পর খতিয়ানগুলোর জেরের ডেবিট ও ক্রেডিট এর সমতা যাচাই করার জন্য এ রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য সকল তথ্য সমন্বিত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কার্যপত্র প্রস্তুতের সময় রেওয়ামিল ও সমন্বয়ের প্রতিটি হিসাবের উদ্বৃত্ত সমন্বয়ে (যোগ-বিয়োগ) করে সমন্বিত রেওয়ামিলে প্রস্তুত করা হয়। ডেবিট উদ্বৃত্তের সাথে ডেবিট টাকার সমন্বয় হলে যোগ করে সমন্বিত রেওয়ামিলের ডেবিট পাশে এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সাথে ক্রেডিট টাকার সমন্বয় হলেও তা যোগ করে সমন্বিত রেওয়ামিলের ক্রেডিট ঘরে বসাতে হবে। অন্যদিকে ডেবিট এর সাথে

সমন্বয় ক্রেডিট হলে তা বিয়োগ করার পর জের ডেবিট বড় হলে সমন্বিত রেওয়ামিলে ডেবিট ঘরে আর জের ক্রেডিট হলে ক্রেডিট ঘরে বসবে। আবার রেওয়ামিলের ক্রেডিট এর সাথে সমন্বয়ের ডেবিট হলে তাও বিয়োগ করে জের ক্রেডিট হলে সমন্বিত রেওয়ামিলের ক্রেডিট ঘরে আর জের ডেবিট হলে ডেবিটে বসবে। মনে রাখতে হবে, আট ঘর বিশিষ্ট কার্যপত্রে সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় না। সমন্বিত উদ্বৃত্তসমূহ সরাসরি আর্থিক বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। নিচের ছকে দশ ঘরা বিশিষ্ট কার্যপত্রের ক্ষেত্রে সমন্বিত রেওয়ামিল এর নমুনা দেখানো হলো–

বাংলা নাটক মঞ্চ
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৯,৬০০				১৯,৬০০					
পারফরমারদের অগ্রিম প্রদান	৩১,২০০			২০,০০০	১১,২০০					
জমি	৮০,০০০				৮০,০০০					
দালান	১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০					
অবচয় সঞ্চিতি-দালান		১০,৫০০		৭০০		১১,২০০				
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৬,০০০				৩৬,০০০					
অবচয় সঞ্চিতি-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৩,০০০		৬০০		৩,৬০০				
প্রদেয় নোট		১,৯০,০০০				১,৯০,০০০				
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০				৪,৪০০				
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দক্ষিণা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০	৫০০			৫০০				
মূলধন		১,০৩,০০০				১,০৩,০০০				
উত্তোলন	৩,৫০০				৩,৫০০					
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০		৫০০		৩৭,৪০০				
বেতন	৮,৭০০		১,৫০০		১০,২০০					
বিদ্যুৎ খরচ	১,৮০০				১,৮০০					
মোট	৩,৪৮,৮০০	৩,৪৮,৮০০								
পারফর্মারদের সম্মানী হিসাব			২০,০০০		২০,০০০					
অবচয় হিসাব-দালান			৭০০		৭০০					
অবচয় হিসাব-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি			৬০০		৬০০					
প্রদেয় নোটের সুদ			১,৫০০		১,৫০০					
বকেয়া সুদ				১,৫০০		১,৫০০				
বকেয়া বেতন				১,৫০০		১,৫০০				
মোট			২৪,৮০০	২৪,৮০০	৩,৫৩,১০০	৩,৫৩,১০০				

ধাপ-৫ঃ আয় বিবরণী প্রস্তুত ও নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ঃ

সমন্বিত রেওয়ামিল থেকে আয়সমূহ আয় বিবরণীর ক্রেডিট পাশে এবং ব্যয়সমূহ আয় বিবরণীর ডেবিট পাশে লিখে নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। পরবর্তীতে নিট লাভ বা ক্ষতি উদ্বর্তপত্রে স্থানান্তর করা হয়।

বাংলা নাটক মঞ্চ
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৯,৬০০				১৯,৬০০					
পারফরমার্দের অগ্রিম প্রদান	৩১,২০০			২০,০০০	১১,২০০					
জমি	৮০,০০০				৮০,০০০					
দালান	১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০					
অবচয় সঞ্চিতি-দালন		১০,৫০০		৭০০		১১,২০০				
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৬,০০০				৩৬,০০০					
অবচয় সঞ্চিতি-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৩,০০০		৬০০		৩,৬০০				
প্রদেয় নোট		১,৯০,০০০				১,৯০,০০০				
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০				৪,৪০০				
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দক্ষিণা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০	৫০০			৫০০				
মূলধন		১,০৩,০০০				১,০৩,০০০				
উত্তোলন	৩,৫০০				৩,৫০০					
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০		৫০০		৩৭,৪০০		৩৭,৪০০		
বেতন	৮,৭০০		১,৫০০		১০,২০০		১০,২০০			
বিদ্যুৎ খরচ	১,৮০০				১,৮০০		১,৮০০			
মোট	৩,৪৮,৮০০	৩,৪৮,৮০০								
পারফর্মারদের সম্মানী হিসাব			২০,০০০		২০,০০০		২০,০০০			
অবচয় হিসাব-দালান			৭০০		৭০০		৭০০			
অবচয় হিসাব-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি			৬০০		৬০০		৬০০			
প্রদেয় নোটের সুদ			১,৫০০		১,৫০০		১,৫০০			
বকেয়া সুদ				১,৫০০		১,৫০০				
বকেয়া বেতন				১,৫০০		১,৫০০				
মোট			২৪,৮০০	২৪,৮০০	৩,৫৩,১০০	৩,৫৩,১০০	৩৪,৮০০	৩৭,৪০০		
নিট লাভ/ক্ষতি							২,৬০০			
মোট							৩৭,৪০০	৩৭,৪০০		

ধাপ-৬ঃ আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও কার্যপত্র সমাপ্তকরণঃ

সমন্বিত রেওয়ামিলের সম্পত্তিসমূহের জের উদ্বর্তপত্রের ডেবিট পাশে ও দায়সমূহ ক্রেডিট পাশে লিখে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয়। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণীর নিট লাভ হলে উদ্বর্তপত্রের ক্রেডিট পাশে বা নিট ক্ষতি হলে ডেবিট পাশে লিখতে হবে। উদ্বর্তপত্রের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের সমতাকরণের মাধ্যমে কার্যপত্রের কাজ শেষ হয়ে যায়। এর পর নিয়ম মোতাবেক হিসাবরক্ষক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের কাজ শুরু করেন।

বাংলা নাটক মঞ্চ
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৯,৬০০				১৯,৬০০				১৯,৬০০	
পারফরমারদের অগ্রিম প্রদান	৩১,২০০			২০,০০০	১১,২০০				১১,২০০	
জমি	৮০,০০০				৮০,০০০				৮০,০০০	
দালান	১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-দালন		১০,৫০০		৭০০		১১,২০০				১১,২০০
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৬,০০০				৩৬,০০০				৩৬,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৩,০০০		৬০০		৩,৬০০				৩,৬০০
প্রদেয় নোট		১,৯০,০০০				১,৯০,০০০				১,৯০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০				৪,৪০০				৪,৪০০
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দক্ষিণা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০	৫০০			৫০০				৫০০
মূলধন		১,০৩,০০০				১,০৩,০০০				১,০৩,০০০
উত্তোলন	৩,৫০০				৩,৫০০				৩,৫০০	
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০		৫০০		৩৭,৪০০		৩৭,৪০০		
বেতন	৮,৭০০		১,৫০০		১০,২০০		১০,২০০			
বিদ্যুৎ খরচ	১,৮০০				১,৮০০		১,৮০০			
মোট	৩,৪৮,৮০০	৩,৪৮,৮০০								
পারফর্মারদের সম্মানী হিসাব			২০,০০০		২০,০০০		২০,০০০			
অবচয় হিসাব-দালান			৭০০		৭০০		৭০০			
অবচয় হিসাব-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি			৬০০		৬০০		৬০০			
প্রদেয় নোটের সুদ			১,৫০০		১,৫০০		১,৫০০			
বকেয়া সুদ				১,৫০০		১,৫০০				১,৫০০
বকেয়া বেতন				১,৫০০		১,৫০০				১,৫০০
			২৪,৮০০	২৪,৮০০	৩,৫৩,১০০	৩,৫৩,১০০	৩৪,৮০০	৩৭,৪০০		
নিট লাভ (ক্ষতি)							২,৬০০			২,৬০০
						মোট	৩৭,৪০০	৩৭,৪০০	৩,১৮,৩০০	৩,১৮,৩০০

কাজ—৪: জি এম জি এয়ারলাইন্স প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত কর। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে তাদের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

জি এম জি এয়ারলাইন্স
৩১–০৮–২০১২
রেওয়ামিল

হিসাবের শিরোনাম ও বিবরণী	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২৩,৬০০	
প্রাপ্য হিসাব	৭,২০০	
অগ্রিম যাত্রী ভাড়া	৯,৬০০	
অগ্রিম বিমা	২১,০০০	
বিমান	১২,০০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-বিমান		৩,৮০,০০০
প্রদেয় নোট		৬,০০,০০০
অনাপর্জিত যাত্রী সেবা আয়		৬০,০০০
মূলধন		২,৩০,৮৫০
উত্তোলন	৭,০০০	
যাত্রী ভাড়া আয়		১,৩০,৯৫০
জ্বালানি খরচ	৫৩,৮০০	
বেতন	৬৬,৭০০	
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	১২,৯০০	
	১৪,০১,৮০০	১৪,০১,৮০০

অন্যান্য তথ্য:

ক. বিমানের উপর ১০ বছর অবচয় ধার্য করতে হবে।

খ. অগ্রিম যাত্রী ভাড়া হিসেবে প্রাপ্ত ভাড়া যাত্রীগণ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছে।

গ. কর্মচারীদের বেতন অর্জিত হয়েছে কিন্তু ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি।

ঘ. প্রদেয় নোটের উপর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ৫,০০০ টাকা সুদ প্রদেয় হয়েছে।

ঙ. জনাব আসমান একজন নিয়মিত গ্রাহক যিনি আগস্ট মাসে বিমানে ৫,০০০ টাকার মাল সিলেটে প্রেরণ করেন যা এখনও পাওয়া যায়নি।

চ. জুলাই মাসের ১ তারিখে ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ১৪,৪০০ টাকা।

ছ. জুন মাসের ১ তারিখে ১২ মাসের জন্য অগ্রিম বিমা সেলামি পরিশোধ করা হয়েছে ২৫,২০০ টাকা।

করনীয়: কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

৭.০৫ সমন্বয় দাখিলা
Adjusting Entry

চিত্র: সমন্বয়সাধন

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কালকে কতিপয় ক্ষুদ্র ও সমান সময়খণ্ডে ভাগ করে নেওয়া হয়। এ ক্ষুদ্র সময়খণ্ডকে হিসাবকাল বলে। একটি হিসাবকালের সঠিক নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হলে এবং হিসাবকাল শেষে সঠিক আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে হলে চলতি হিসাবকালের রাজস্বের সাথে শুধু চলতি হিসাবকালের খরচের মিলকরণ করতে হবে। অর্থাৎ শুধু চলতি হিসাবকালের রাজস্ব থেকে চলতি হিসাবকালের খরচ বাদ দিতে হবে। রাজস্ব বা খরচের মধ্যে যদি বিগত বা আগামী হিসাবকালের কোনো আয় বা ব্যয় থাকে তা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বা খরচের থেকে বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে চলতি হিসাবকালের যদি কোনো রাজস্ব বা খরচ বকেয়া থাকে তা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বা খরচের সাথে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ একটি হিসাবকালের সঠিক রাজস্ব বা খরচ নির্ণয় করার জন্য অগ্রিম ও বকেয় রাজস্ব বা খরচগুলো সমন্বয় করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে। সাধারণত হিসাবকাল শেষে রেওয়ামিলের পর ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে সমন্বয় জাবেদা প্রদান করা হয়। সাধারণত হিসাবকাল নীতি ও মিলকরণ নীতি সমন্বয় জাবেদাকে প্রভাবিত করে থাকে।

সমন্বয় জাবেদার প্রকারভেদ (Classification of Adjusting Entry)

সমন্বয়কে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

ক. অগ্রিম খরচ (Prepaid Expenses):

অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেবা নেওয়া হয়নি এমন খরচকে অগ্রিম খরচ বলে। অথবা চলতি হিসাবকালে অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এর সুবিধা আগামী হিসাবকাল বা কালসমূহে পাওয়া যাবে এমন অর্থ প্রদানকে অগ্রিম খরচ বলে। যেমন: অগ্রিম বেতন, অগ্রিম ভাড়া, অগ্রিম বিমা সেলামি প্রভৃতি।

খ. **অগ্রিম রাজস্ব বা অনাপর্জিত রাজস্ব (Unearned Revenue):** চলতি হিসাবকালে অর্থ পাওয়া গেছে কিন্তু এর সুবিধা আগামী হিসাবকাল বা কালসমূহে প্রদান করা হবে এমন প্রাপ্তিকে অগ্রিম রাজস্ব বলে। যেমন–অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি, অগ্রিম সেবা রাজস্ব, অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি প্রভৃতি।

গ. **বকেয়া রাজস্ব (Accrued Revenue):** সেবা বা পণ্য ক্রেতাকে হস্তান্তর করা হয়েছে কিন্তু প্রতিদান হিসাবে অর্থ বা অন্য কোনো সম্পদ পাওয়া না গেলে তাকে বকেয়া রাজস্ব বলে। যেমন–ধারে বিক্রয় ও বিনিয়োগের সুদ বকেয়া, ধারে সেবা প্রদান করা প্রভৃতি।

ঘ. **বকেয়া খরচ (Accrued Expenses):** সেবা গ্রহণ বা পণ্য ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু চলতি হিসাবকালে প্রতিদান দেওয়া হয়নি এমন সেবা গ্রহণকে বকেয়া ব্যয় বলে। যেমন–বকেয়া বেতন, বকেয়া ভাড়া, ধারে পণ্য ক্রয়, বকেয়া মজুরি প্রভৃতি।

অগ্রিমসমূহের সমন্বয় জাবেদা–

i. অগ্রিম রাজস্ব (Unearned Revenue)

উপ-ভাড়া ২,০০০ টাকা অগ্রিম পাওয়া গেছে। নগদে অগ্রিম উপ-ভাড়া পাওয়া গেলে দুটি পদ্ধতিতে একজন হিসাবরক্ষক হিসাবভুক্ত করতে পারেন। যথা–

ক. দায় পদ্ধতি (Liability method);

খ. আয় পদ্ধতি (Income method)।

ক. দায় পদ্ধতি (Liability method)

এ পদ্ধতিতে অগ্রিম রাজস্ব নগদে পাওয়া গেলে নিম্নলিখিত জাবেদা দেওয়া হয়:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট অগ্রিম উপ-ভাড়া হিসাব ক্রেডিট		২০০০	 ২০০০ (দায়)

উপরিউক্ত জাবেদার মাধ্যমে অগ্রিম উপ-ভাড়াকে দায় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হলো রেওয়ামিলে উপ-ভাড়া নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত হবে।

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
অগ্রিম উপ-ভাড়া		২০০০

এরপর সমন্বয়ে বলা হয় যে, উপ-ভাড়া অগ্রিম আছে ৮০০ টাকা। সেক্ষেত্রে রেওয়ামিলে অগ্রিম উপ-ভাড়া ২,০০০ টাকা দায় থেকে ৮০০ টাকা দায় রাখতে হলে অগ্রিম উপ-ভাড়া (২,০০০ – ৮০০)= ১,২০০ (দায়) টাকা কমাতে হবে। আর এ ১,২০০ টাকা কারবারের রাজস্ব হয়েছে। সুতরাং উপ-ভাড়া রেওয়ামিলে অগ্রিম হিসাবে হিসাবভুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে দায় কমাতে হবে ও রাজস্ব বাড়াতে হবে। ফলে সমন্বয় জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ফল
	অগ্রিম উপ-ভাড়া হিসাব ডেবিট উপ-ভাড়া হিসাব ক্রেডিট		১২০০	 ১২০০	[দায় ↓] [রাজস্ব ↑]

খ. আয় পদ্ধতি (Income method)

এ পদ্ধতিতে উপ-ভাড়া যখন পাওয়া গেছে তখন উপ-ভাড়াকে রাজস্ব হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হতে পারে তখন জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট		২০০০	
	উপ ভাড়া হিসাব ক্রেডিট			২০০০ (রাজস্ব)

এক্ষেত্রে রেওয়ামিলে উপ-ভাড়া আয় হিসাবে প্রদর্শিত হবে:

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
উপ-ভাড়া		২,০০০

এক্ষেত্রে সমন্বয়ে যদি বলা হয় উপ-ভাড়া ৮০০ টাকা অগ্রিম আছে। সেক্ষেত্রে উপ-ভাড়া (রাজস্ব) ৮০০ টাকা কমাতে হবে। আর অগ্রিম উপভাড়া দায় হিসাবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে আয় অগ্রিম থাকলে আয় কমবে ও দায় বাড়বে।

সমন্বয় জাবেদা হবে

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ফল
	উপ-ভাড়া হিসাব ডেবিট		৮০০		[দায় ↓]
	অগ্রিম উপ-ভাড়া হিসাব ক্রেডিট			৮০০	[রাজস্ব ↑]

কাজ—৫: নিচের সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

ক্রমিক নং	হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	আগ্রিম শিক্ষানবিস সেলামি		২,০০০
	ভাড়া প্রাপ্তি		৩,০০০
	অগ্রিম সেব আয়		৫,০০০

সমন্বয়:

১. শিক্ষানবিস সেলামি ৫০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে।
২. ভাড়া প্রাপ্তি ১,২০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে।
৩. অগ্রিম সেবা আয়ের ২,০০০ টাকা আয় হয়েছে।

ii. অগ্রিম খরচ (Prepaid Expenses)

বেতন ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। এ লেনদেনটি একজন হিসাবরক্ষক দুটি পদ্ধতিতে হিসাবভুক্ত করতে পারেন। যথা: ক. সম্পত্তি পদ্ধতি (Assets method); খ. খরচ পদ্ধতি (Expenses method)

ক. সম্পত্তি পদ্ধতি (Assets method)

এ পদ্ধতিতে বেতন প্রদান করার সময় বেতনকে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়।

১. জাবেদা:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	অগ্রিম বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট		৫,০০০	৫,০০০	[সম্পত্তি ↑] [সম্পত্তি ↓]

উপরিউক্ত জাবেদার মাধ্যমে অগ্রিম বেতনকে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এ অগ্রিম বেতনকে রেওয়ামিলে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হবে।

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
অগ্রিম বেতন	৫,০০০	

এরপর সমন্বয়ে বলা হলো অগ্রিম বেতন ৩,০০০ টাকা। এখন অগ্রিম বেতন ৫,০০০ – ৩,০০০ = ২,০০০ টাকা কমাতে হবে অর্থাৎ অগ্রিম বেতন ২,০০০ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করতে হবে এবং বেতন হিসাব ২,০০০ টাকা ব্যয় হিসাবে ডেবিট করতে হবে।

সমন্বয় জাবেদ:

২.

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	বেতন হিসাব ডেবিট অগ্রিম বেতন হিসাব ক্রেডিট		২,০০০	২,০০০	[খরচ ↑] [সম্পত্তি ↓]

খ. ব্যয় পদ্ধতি (Expenses method)

আবার বেতনকে ব্যয় হিসেবে নিম্নলিখিত পন্থায় জাবেদাভুক্ত করা যায়:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট		৫,০০০	৫,০০০	[খরচ ↑] [সম্পত্তি ↓]

এখানে বেতনকে খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত করা হলো এবং রেওয়ামিলে তা নিম্নলিখিত পন্থায় উপস্থাপন করা হলো:

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
বেতন	৫০০০	

এরপর সমন্বয়ে বলা হলো অগ্রিম বেতন ৩,০০০ টাকা। এখন বেতন খরচ ৩,০০০ টাকা কমাতে হবে অর্থাৎ অগ্রিম বেতন ৩,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট (সম্পত্তি) করতে হবে এবং বেতন হিসাব ৩,০০০ টাকা (খরচ) কমাতে হবে। অর্থাৎ বেতন ৫,০০০ – ৩,০০০ = ২,০০০ টাকা খরচ হিসাবে থেকে যাবে।

সমন্বয় জাবেদা:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	অগ্রিম বেতন হিসাব ডেবিট বেতন হিসাব ক্রেডিট		৩,০০০	 ৩,০০০	[সম্পত্তি ↑] [খরচ ↓]

কাজ—৬: নিচের সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

ক্রমিক নং	হিসাব শিরোনাম	ডেবিট টাকা।	ক্রেডিট টাকা
	বিমা সেলামি	৩,০০০	
	অগ্রিম আইন খরচ	১৫,০০০	
	কমিশন খরচ	২,৫০০	

সমন্বয়:

১. বিমা সেলামি ১,৫০০ টাকা অগ্রিম আছে।

২. অগ্রিম আইন খরচের ১২,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

৩. কমিশন ১,০০০ টাকা আগ্রিম আছে।

অবচয়: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আয় অর্জনে সহায়তার জন্য আসবাবপত্র, কলকব্জা, দালানকোঠা প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। এগুলো একাধিক হিসাবকাল ধরে প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান করে থাকে বিধায় এ ব্যয়কে খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত না করে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। এ সম্পত্তিগুলো ক্রয় মূল্য নীতি অনুযায়ী ক্রয় মূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয়। যত দিন এ সম্পত্তিগুলো সেবা প্রদান করবে তাকে আয়ুষ্কাল বা জীবনকাল বলে। মিলকারণ নীতি অনুসারে দীর্ঘ জীবনকালের এ সম্পত্তির মূল্যের একটি অংশ জীবনকালের প্রত্যেক বছরে খরচ হিসাবে দেখাতে হয় এ খরচকে অবচয় বলে। মূলত অবচয় হলো সম্পত্তির মূল্যকে তার কার্যকর জীবনকালের মধ্যে একটি আনুপাতিক ও পদ্ধতিগত বণ্টন প্রক্রিয়া।

হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আয় অর্জনের সহায়তার জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে কোনো ব্যয় করা হলে এটাকে দীর্ঘমেয়াদে অগ্রিম ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এ ব্যয়কে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। কিন্তু উক্ত সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে তার সুবিধা প্রদান ক্ষমতা কিছু কমে যায়। যা মূলত খরচ সৃষ্টি করে। তাই এ অগ্রিম ব্যয়কে অবচয় নামে খরচে রূপান্তর করতে হয়। যেমন–একটি কলকব্জা অর্জনে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এ কলকব্জা থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, ১০ বছর সুবিধা পাওয়া যাবে। সুতারং এটি একটি অগ্রিম ব্যয়। এ কলকব্জা ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর ১০,০০০ ÷ ১০ = ১,০০০ টাকা খরচে রূপান্তর হবে। এ খরচই হলো অবচয়। সম্পত্তির প্রকৃত জীবন কাল পরিমাপ করা কঠিন। তাই অবচয় মূলত একটি আনুমানিক ব্যয়।

অগ্রিম ব্যয় যখন খরচ হিসাবে স্বীকৃত হয় তখন সমন্বয় জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অবচয় হিসাব ডেবিট		১,০০০	
	অবচয় সঞ্চিতি–কলকব্জা হিসাব ক্রেডিট			১,০০০
	(কলকব্জার অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো।)			

অবচয়কে আয় বিবরণীতে খরচ হিসাবে রাজস্ব থেকে বাদ দিতে হয়। অন্যদিকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কলকব্জা থেকে আবচয় সঞ্চিতি বাদ দিতে হয়।

গ. বকেয়া খরচ (Accrued Expense): হিসাবকাল শেষে বকেয়া খরচ থাকলে তা হিসাবভুক্ত করলে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে ঐ বকেয়া ব্যয়ের জন্য দায় বৃদ্ধি পাবে। বকেয়া খরচ সংক্রান্ত সমন্বয়গুলোর কোনো হিসাবভুক্তি থাকে না। এজন্য রেওয়ামিলের সাথে এ সমন্বয়গুলোর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

যেমন–বেতন বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা। এখানে একদিকে বেতন (ব্যয়) বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে বকেয়া বেতন (দায়) বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমন্বয় জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বেতন হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট			২,০০০

কাজ–৭: নিচের সমন্বয়গুলোর থেকে কোন কোন হিসাবখাত বৃদ্ধি পাবে তা চিহ্নিত করে জাবেদা দাখিলা দাও।

১. ভাড়া খরচ বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা
২. বিমা সেলামি খরচ বকেয়া আছে ৩,০০০ টাকা
৩. মজুরি বকেয়া আয়ে ৪,০০০ টাকা।
৪. কারবার খরচ বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা
৫. ঋণের সুদ বকেয়া আছে ১,০০০ টাকা।
৬. ভাড়া খরচ ১/৩ বকেয়া আছে। (রওয়ামিলে ভাড়া ১০,০০০ টাকা)

ঘ. বকেয়া রাজস্ব (Accrued Revenue)

রাজস্ব বকেয়া থাকলে সমন্বয় করার সময় একদিকে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। যেমন–সেবা আয় ৭,০০০ টাকা বকেয়া আছে।

এখানে সেবা প্রদান করায় সেবা আয় (রাজস্ব বৃদ্ধি) পাবে ৭,০০০ টাকা এবং অন্যদিকে টাকা পাওনা থাকায় প্রাপ্য হিসাব (সম্পত্তি) ৭,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

কাজ–৮: নিচের সমন্বয়গুলোর থেকে কোন কোন হিসাবখাত বৃদ্ধি পাবে তা চিহ্নিত করে জাবেদা দাখিলা দাও।

১. ভাড়া প্রাপ্তি বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা

২. শিক্ষানবিস সেলামি ১,৩০০ টাকা বকেয়া আছে

৩. সেবা আয় ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে।

৪. বিনিয়োগের সুদ বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা

৫. কমিশন আয় বকেয়া আছে ১,০০০ টাকা।

৬. ভাড়া প্রাপ্তি ১/৪ বকেয়া আছে। (রওয়ামিলে ভাড়া ১৫,০০০ টাকা)

চার প্রকার মৌলিক সমন্বয়গুলো যদি সারসংক্ষেপ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো। একনজরে বুঝতে বিষয়টি সহজ হবে। মনে রাখতে হবে যে, এ সমন্বয়গুলোর জন্য একবার আয় বিবরণীতে ও একবার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রতিক্রিয়া হবে।

সমন্বয়ের ধরণ	সমন্বয়ের কারণ	সমন্বয়ের পূর্বের অবস্থা	সমন্বয় জাবেদা
১. অগ্রিম খরচ	অগ্রিম খরচ সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে	সম্পদ বেশী থাকে খরচ কম থাকে	খরচ ডেবিট সম্পত্তি ক্রেডিট
২. অনাপর্জিত রাজস্ব	যখন টাকা পাওয়া যায় তখন দায় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়।	দায় বেশী থাকে রাজস্ব কম থাকে	দায় ডেবিট রাজস্ব ক্রেডিট
৩. বকেয়া রাজস্ব	সেবা প্রদান বা বিক্রয় করা হয়েছে কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি এবং হিসাবভুক্ত হয়নি।	রাজস্ব কম থাকে সম্পত্তি কম থাকে	সম্পত্তি ডেবিট রাজস্ব ক্রেডিট
৪. বকেয়া খরচ	সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু প্রতিদান দেওয়া হয়নি।	খরচ কম থাকে দায় কম থাকে	খরচ ডেবিট দায় ক্রেডিট

কাজ—৯: ২০১৩ সালের ৩১ মে তারিখে জনাব আবিরের হিসাব বহি হতে এক মাসের তথ্য নিম্নরূপ।

আবির ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-৫-২০১৩

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
দালান	১৬,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	
আসবাবপত্র	১৫,৭০০	
নগদ	২,৫০০	
সরবরাহ	১,৯০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
প্রদেয় হিসাব		৫,৩০০
অনাপর্জিত ভাড়া		৩,৫০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫০০	
বেতন খরচ	২,০০০	
ভাড়া আয়		৮,২০০
প্রদেয় নোট		৩৫,০০০
আবিরের মূলধন		৬০,০০০
উপযোগ খরচ	১,০০০	
	১,১২,০০০	১,১২,০০০

সমন্বয়: (১) বেতন ৫০০ টাকা বকেয়া আছে। (২) অনাপর্জিত ভাড়া আয় ১,২০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। (৩) প্রদেয় নোটের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। (৪) বিমা খরচ প্রতি মাসে ১৫০ টাকা (৫) ৩১ মে তারিখে গণনা করে ৯০০ টাকার সরবরাহ পাওয়া গেল। (৬) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের উপর বর্ষিক অবচয় ৩,৬০০ টাকা ও ১,৮০০ টাকা।

করণীয়: সমন্বয় জাবেদা।

সমাপনী মজুদপণ্য: সমাপনী মজুদপণ্য সমন্বকরণের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো—

প্রথম পদ্ধতি: সমাপনী মজুদপণ্য রেওয়ামিলে দেওয়া থাকেনা। সমাপনী মজুদপণ্য তখন ক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে সমাপনী মজুদপণ্যক ক্রয়ের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।

সেক্ষেত্রে জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সমাপনী মজুদপণ্য ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট			

উদাহরণঃ

রেওয়ামিল		
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৫,০০০	
ক্রয়	২২,০০০	

সমন্বয়ঃ সমাপনী মজুদপণ্য ৩,৫০০ টাকা।

সমন্বয় জাবেদা

তারিখ	বিবরণ		খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সমাপনী মজুদপণ্য	ডেবিট		৩,৫০০	
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			৩,৫০০

কার্যপত্র

হিসাবের নাম	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.
প্রারম্ভিক মজুদ	৫,০০০									
ক্রয়	২২,০০০			৩,৫০০						
সমপনী মজুদপণ্য			৩,৫০০							

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক ও সমাপণী মজুদপণ্যকে সমাপণী দাখিলার মাধ্যমে সমন্বয় করা যায়। এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদপণ্যকে আয় বিবরণীর মাধ্যমে জের শূন্য করার জন্য জবেদা হবে–

তারিখ	বিবরণ		খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	আয় বিবরণী	ডেবিট		৫,০০০	
	প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	ক্রেডিট			৫,০০০
	সমাপনী মজুদপণ্য	ডেবিট		৩,৫০০	
	ক্রয়- হিসাব	ক্রেডিট			৩,৫০০

কার্যপত্র

হিসাবের নাম	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৫,০০০			৫,০০০			৫,০০০			
ক্রয়	২২,০০০			৩,৫০০						
সমপনী মজুদপণ্য			৩,৫০০							

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপণ্য সমন্বয় করার জন্য আরো পদ্ধতি আছে। তবে এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত যেকোনো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করলেই হবে।

উদাহরণঃ ৪ **২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব রহমানের হিসাব বইতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয় সমন্বয় জাবেদা দেখাওঃ**

১. সমাপনী মজুদপণ্য ৭৫,০০০ টাকা মূল্যায়ন হয়েছে।
২. মজুরি বকেয়া রয়েছে ৫,০০০ টাকা।
৩. বিমা-সেলামি অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ২,০০০ টাকা।
৪. ৫০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. বিনিয়োগের উপর ৪,০০০ টাকা সুদ পাওনা হয়েছে। কিন্তু তা এখনও আদায় হয়নি।
৬. অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হয়েছে ২,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৩,০০০ টাকা)

সমাধানঃ ৪

জনাব রহমান

সমন্বয় জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৩ ডি. –৩১	(১) সমাপনী মজুদপণ্য হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (সমাপনী মজুদপণ্য হিসাবভুক্ত করা হলো।)		৭৫,০০০	 ৭৫,০০০
,, ৩১	(২) মজুরি হিসাব ডেবিট বকেয়া মজুরি হিসাব ক্রেডিট (বকেয়া মজুরি সমন্বয় করা হলো।)		৫,০০০	 ৫,০০০
,, ৩১	(৩) অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব ডেবিট বিমা সেলামি হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম বিমা সেলামি সমন্বয় করা হলো।)		২,০০০	 ২,০০০
,, ৩১	(৪) অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি–কলকব্জা ক্রেডিট (কলকব্জার উপর অবচয় ধার্য করা হয়েছে।)		৫,০০০	 ৫,০০০
,, ৩১	(৫) অনাদায়ী সুদ হিসাব ডেবিট সুদ হিসাব ক্রেডিট (বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ সমন্বয় সাধন করা হলো।)		৪,০০০	 ৪,০০০
,, ৩১	(৬) অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা সমন্বয় করা হলো।)		২,০০০	 ২,০০০

উদাহরণ: ৫ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে মাসুদ অ্যান্ড সন্স-এর চূড়ান্ত হিসাব তৈরির জন্য নিম্নোক্ত দফাগুলোর সমন্বয় জাবেদা দেখাও:

১. ভাড়া এক-চতুর্থাংশ এখনও বকেয়া রয়েছে। (রেওয়ামিলে ভাড়া ৫৪,০০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে।
২. বিমা সেলামি পরবর্তী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। (রেওয়ামিলে বার্ষিক বিমা-সেলামি ৪,০০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে।)
৩. বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী রয়েছে। (রেওয়ামিলে ১০% বিনিয়োগ ১-৭-১২ ৫০,০০০ টাকা)।
৪. শিক্ষানবিস সেলামি ১৮,০০০ টাকা দুবছরের জন্য পাওয়া গিয়েছে।
৫. প্রাপ্য হিসাবের ৪,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে। (রেওয়ামিলে প্রাপ্য হিসাব ৮০,০০০ টাকা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১০,০০০ টাকা)
৬. কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির ৫% অবচয় ধার্য কর। (রেওয়ামিলে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ৪,০০,০০০ টাকা)
৭. ১০% ঋণ ১-১-১২ তারিখ ১,০০,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে ঋণের সুদ ৫,০০০ টাকা)
৮. উত্তোলনের উপর বার্ষিক ১০% হারে সুদ ধার্য কর। (রেওয়ামিলে উত্তোলনের পরিমাণ ৭২,০০০ টাকা দেওয়া আছে।)
৯. সমাপনী মজুদপণ্য ১,২০,০০০ টাকা মূল্যায়ন হয়েছে; কিন্তু এর মধ্যে ৪,০০০ টাকা মূল্যের অব্যবহৃত সাপ্লাইজ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (রেওয়ামিলে সাপ্লাইজ ১০,০০০ টাকা)

সমাধান: ৫

মাসুদ অ্যান্ড সন্স

সমন্বয় জাবেদা

তারিখ	বিবরণ		খ. পৃ.	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১২	(১) ভাড়া হিসাব	ডেবিট		১৮,০০০	
ডিসে. ৩১	বকেয়া ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট			১৮,০০০
	(বকেয়া ভাড়া সমন্বয় করা হলো।)				
" ৩১	(২) অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব	ডেবিট		১,০০০	
	বিমা সেলামি হিসাব	ক্রেডিট			১,০০০
	(অগ্রিম বিমা-সেলামি সমন্বয় করা হলো।)				
" ৩১	(৩) অনাদায়ী সুদ হিসাব	ডেবিট		২,৫০০	
	সুদ হিসাব	ক্রেডিট			২,৫০০
	(বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ সমন্বয় করা হলো)				
" ৩১	(৪) শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব	ডেবিট		৯,০০০	
	অগ্রিম শিক্ষানবীস সেলামী হিসাব	ক্রেডিট			৯,০০০
	(অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামী সমন্বয় করা হলো।)				

”	৩১	৫ (ক) অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা হিসাব সমন্বয় করা হলো।)		৪,০০০	৪,০০০
”	৩১	৫ (খ) অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সমন্বয় করা হলো।)		১,৬০০	১,৬০০
”	৩১	(৬) অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি–কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ক্রেডিট (অবচয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির সাথে সমন্বয় করা হলো।)		২০,০০০	২০,০০০
”	৩১	(৭) ঋণের সুদ হিসাব ডেবিট ঋণের বকেয়া সুদ হিসাব ক্রেডিট (ঋণের বকেয়া সুদ সমন্বয় করা হলো।)		৫,০০০	৫,০০০
”	৩১	(৮) উত্তোলন হিসাব ডেবিট উত্তোলনের সুদ হিসাব ক্রেডিট (উত্তোলনের অনাদায়ী সুদ সমন্বয় করা হলো।)		৩,৬০০	৩,৬০০
”	৩১	৯ (ক) সমাপনী মজুদপণ্য হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (সমাপনী মজুদপণ্য হিসাবভুক্ত করা হলো।)		১,১৬,০০০	১,১৬,০০০
”	৩১	৯ (খ) সাপ্লাইজ খরচ হিসাব ডেবিট সাপ্লাইজ হিসাব ক্রেডিট (অব্যবহৃত সাপ্লাইজ হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হলো।)		৬,০০০	৬,০০০

উদাহরণ: ৬ কাসেম ব্রাদার্স এর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে নিম্নলিখিত বর্ণিত আংশিক রেওয়ামিলে প্রদর্শিত সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দেখাও:

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০১২

ক্র. নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর)		১,০০,০০০	
২.	বেতন (১০ মাস)		২০,০০০	
৩.	ভাড়া (১৩ মাস)		২৬,০০০	
৪.	শিক্ষানবিস সেলামি (৫ বছর)			২০,০০০
৫.	বিমা সেলামি (বার্ষিক ২,০০০ টাকা হিসাবে ৩০-০৬-১৩ পর্যন্ত)		২,৫০০	

৬.	টেলিফোন বিল (৩/৪ অংশ)		৭৫০	
৭.	১০% বিনিয়োগ (০১-০৭-১৩)		২০,০০০	
৮.	বিনিয়োগের সুদ			৮০০
৯.	উপভাড়া (১১ মাস)			২২,০০০
১০.	বিজ্ঞাপন (৪ বছর)		১০,০০০	
১১.	৬% কর্জ (১-৪-১২)			২৫,০০০
১২.	কর্জের সুদ		৮২৫	
১৩.	প্রারম্ভিক মজুদপণ্য (সাপ্লাইজ ৭০০ টাকাসহ)		১৫,৭০০	

সমাধানঃ ৬

মাসুদ অ্যান্ড সন্স

সমন্বয় জাবেদ

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১২ ডি.-৩১	অবলোপন হিসাব ডেবিট ইজারা সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট (ইজারা সম্পত্তি অবলোপন হিসাবভুক্ত করা হলো)		১০,০০০	১০,০০০
,,	বেতন হিসাব ডেবিট বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট (বকেযা ভাড়া হিসাবভুক্ত করা হলো)		৪,০০০	৪,০০০
,,	অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট ভাড়া হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম ভাড়া হিসাববুক্ত করা হলো)		২,০০০	২,০০০
,,	শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব ডেবিট অগ্রিম শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবীস সেলামি হিসাবভুক্ত করা হলো।)		১৬,০০০	১৬,০০০
,,	অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব ডেবিট বিমা সেলামী হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম বিমা সেলামী সমন্বয় করা হলো।)		১,০০০	১,০০০
,,	টেলিফোন হিসাব ডেবিট বকেয়া টেলিফোন হিসাব ক্রেডিট (বকেয়া টেলিফোন খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)		২৫০	২৫০

,,	বকেয়া বিনিয়োগের সুদ হিসাব ডেবিট বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট (বিনিয়োগের বকেয়া সুদ সমন্বয় করা হলো।)	২০০	২০০
,,	বকেয়া উপ-ভাড়া হিসাব ডেবিট উপ-ভাড়া হিসাব ক্রেডিট (বকেয়া উপ-ভাড়া সমন্বয় করা হলো।)	২,০০০	২,০০০
,,	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট বিজ্ঞাপন হিসাব ক্রেডিট (বিলম্বিত বিজ্ঞাপন সমন্বয় করা হলো।)	৭,৫০০	৭,৫০০
,,	কর্জের সুদ হিসাব ডেবিট বকেয়া সুদ হিসাব ক্রেডিট (কর্জের বকেয়া সুদ সমন্বয় করা হলো।)	৩০০	৩০০
,,	সাপ্লাইজ হিসাব ডেবিট প্রারম্ভিক মজুদ হিসাব ক্রেডিট (প্রারম্ভিক মনিহারী সমন্বয় করা হলো)	৭০০	৭০০

কাজ—১০: জনাব সালাউদ্দিন-এর হিসাব বহি হতে নিম্নের তথ্য পাওয়া যায়।

হিসাবের নাম	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
প্রাপ্য হিসাব	?	-০-	৩৪,০০০	-০-
অগ্রিম বিমা	২৬,০০০	-০-	১৮,০০০	-০-
সাপ্লাইজ	৯,০০০	-০-	?	-০-
অবচয় সঞ্চিতি	-০-	১২,০০০	-০-	?
বকেয়া বেতন	-০-	-০-	-০-	৬,০০০
সেবা আয়	-০-	৮৮,০০০	-০-	৯৫,০০০
বিমা খরচ	-০-	-০-	?	-০-
অবচয়	-০-	-০-	১০,০০০	-০-
সাপ্লাইজ খরচ	-০-	-০-	৪,০০০	-০-
বেতন	৪৩,০০০	-০-	৪৯,০০০	-০-
প্রদেয় নোট	-০-	৫,০০০	-০-	৫,০০০
	১,০৫,০০০	১,০৫,০০০	১,২৮,০০০	১,২৮,০০০

করণীয়:

ক. শূন্য স্থানগুলো পূরণ কর।

খ. সমন্বয়গুলোর প্রয়োজনীয় সমন্বয় জাবেদা দাও।

গ. কার্যপত্রটি সম্পন্ন কর।

কাজ—১১: জনাব মুসফিক-এর রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

মুসফিক
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
স্থায়ী সম্পত্তি	১,৪০,০০০	
শাকিলের মূলধন		১,২১,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৮,০০০	
ক্রয়	৭০,০০০	
বিক্রয়		১,৪০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	২০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি		৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ		৩,০০০
বেতন ও ভাড়া	১০,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	৩,০০০	
ক্রয় পরিবহন	৪,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৪,০০০	
	২,৮৯,০০০	২,৮৯,০০০

অন্যান্য তথ্য:

১. ভাড়া ও বেতন যথাক্রমে ১,০০০ ও ২,০০০ টাকা বকেয়া আছে।
২. সাপ্লাইজ খরচ ২,৫০০ টাকা ।
৩. অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,০০০ টাকা।
৪. প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।
৫. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৬. ইউলিটি খরচ ১,০০০ টাকা অগ্রিম আছে।
৭. সমাপণী মজুদপণ্যের মূল্য ১০,০০০ টাকা।

করণীয়:

ক. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।
খ. সমন্বয় জাবেদা।

৭.০৬ সমাপনী দাখিলা
Closing Entires

হিসাবকাল শেষে হিসাবগুলো পরবর্তী হিসাবকালের জন্য প্রস্তুত করাকে হিসাব বন্ধকরণ বলা হয়। হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য স্থায়ী হিসাব ও অস্থায়ী হিসাবগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। সকল আয় বিবরণীর হিসাব (রাজস্ব ও খরচ) এবং উত্তোলন হিসাবগুলো হলো অস্থায়ী হিসাব। অন্যদিকে সকল আর্থিক অবস্থার বিবরণীর হিসাবকে (সম্পত্ত, দায় ও মালিকানাস্বত্ব) স্থায়ী হিসাব বলা হয়। এ হিসাবগুলো মূলত একাধিক হিসাবকালের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। স্থায়ী হিসাবগুলো বন্ধ করতে হয় না। এ হিসাবগুলোকে পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর করা হয়।

সমাপনী দাখিলা প্রস্তুতকরণ:

হিসাবকাল শেষে অস্থায়ী হিসাবের জেরগুলো আয় বিবরণীর মাধ্যমে মালিকের মূলধন হিসাবে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে স্থানন্তর করা হয়। অস্থায়ী হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য নিচের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

ক. সকল রাজস্ব হিসাবের স্বাভাবিক জের থাকে ক্রেডিট। রাজস্ব হিসাবের জেরগুলো ডেবিট ও আয় বিবরণী ক্রেডিট করণের মাধ্যমে সকল রাজস্ব হিসাবগুলোর জের শূণ্য হয়। ফলে রাজস্ব হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

খ. সকল খরচের স্বাভাবিক জের থাকে ডেবিট। খরচ হিসাবের জেরগুলো ক্রেডিট ও আয় বিবরণীকে ডেবিট করা হলে খরচ খরচের জেরগুলো শূন্য হবে এবং খরচ হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।

গ. এরপর আয় বিবরণীর আয়, খরচের চেয়ে বেশি হলে নিট মুনাফা হয়। যার জন্য আয় বিবরণীর জের থাকে ক্রেডিট। অন্যদিকে আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হলে তখন নিট ক্ষতি হয়। নিট ক্ষতির জন্য আয় বিবরণীর জের থাকে ডেবিট। যদি নিট লাভ হয় তা হলে আয় বিবরণীকে ডেবিট করে মূলধন হিসাবকে ক্রেডিট করার মাধ্যমে আয় বিবরনীর জেরও শূন্য হয়ে যায়। ফলে আয় বিবরণীও বন্ধ হয়ে যায়। আবার যদি নিট ক্ষতি হয় তবে আয় বিবরণীকে ক্রেডিট ও মূলধনকে ডেবিট করার মধ্যে আয় বিবরণীও বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ. উত্তোলনের স্বাভাবিক জের থাকে ডেবিট। উত্তোলন হিসাবকে ক্রেডিট ও মূলধনকে ডেবিট করার মাধ্যমে উত্তোলন হিসাবের জের শূন্য হবে একই সাথে উত্তোলন হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে।

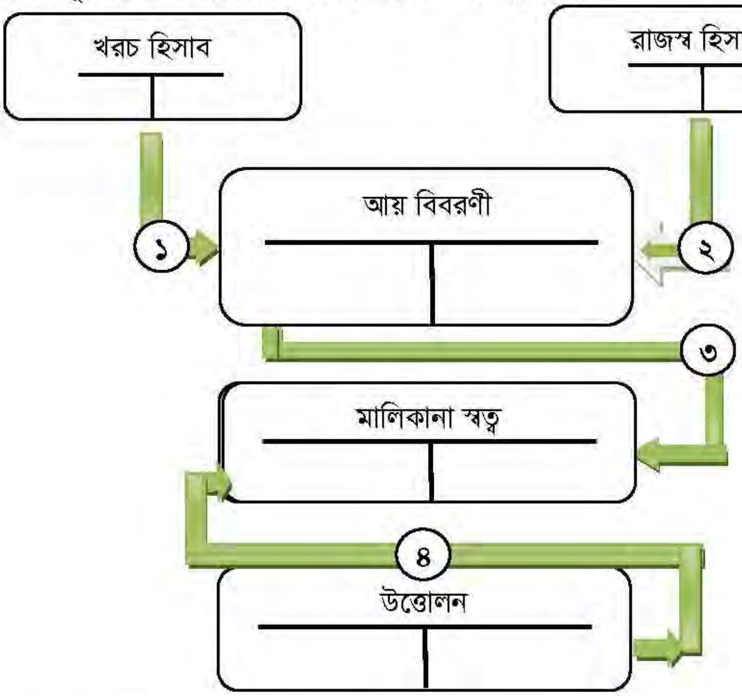

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় সমাপনী জাবেদাগুলো প্রদান করতে হয়–

হিসাব	স্বাভাবিক জের	জের শূন্য করার জন্য		সমাপনী জাবেদা
খরচ	ডেবিট	খরচকে ক্রেডিট করতে হয়	আয় বিবরণীকে ডেবিট করতে হয়	আয় বিবরণী ডেবিট সংশ্লিষ্ট খরচ হিসাব ক্রেডিট
রাজস্ব	ক্রেডিট	রাজস্বকে ডেবিট করতে হয়	আয় বিবরণীকে ক্রেডিট করতে হয়	সংশ্লিষ্ট রাজস্ব হিসাব ডেবিট আয় বিবরণী ক্রেডিট
নিট লাভ	ক্রেডিট	আয় বিবরণীকে ডেবিট করতে হয়	মূলধন হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়	আয় বিবরণী ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট
নিট ক্ষতি	ডেবিট	আয় বিবরণীকে ক্রেডিট করতে হয়	মূলধন হিসাবকে ডেবিট করতে হয়	মূলধন হিসাব ডেবিট আয় বিবরণী ক্রেডিট
উত্তোলন	ডেবিট	উত্তোলন ক্রেডিট করতে হয়	মূলধন হিসাবকে ডেবিট করতে হয়।	মূলধন হিসাব ডেবিট উত্তোলন হিসাব ক্রেডিট

উদাহরণ: ৭

মি. সেলিম
আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্বঃ		
সেবা আয়	৩৫,০০০	
যোগ অনাদায়ী	১,৫০০	
মোট রাজস্ব		৩৬,৫০০
খরচ সমূহঃ		
বেতন খরচ	৫,০০০	
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
বিমা খরচ	৪০০	
সরবরাহ খরচ	৬০০	
প্রদেয় নোটের সুদ	২০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়	৫০০	
মোট খরচ		১২,৭০০
নিট লাভ		২৩,৮০০

- রেওয়ামিলে উত্তোলন ১,০০০ টাকা।

সমাধান: ৭

মি. সেলিম
সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিলা)

তারিখ	বিবরণ		সূত্র	টাকা	টাকা
৩১ ডিসে.	ক) সেবা আয়	ডেবিট		৩৬,৫০০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট			৩৬,৫০০
	(সকল আয় বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	খ) আয় বিবরণী	ডেবিট		১২,৭০০	
	বেতন খরচ	ক্রেডিট			৫,০০০
	ভ্রমণ খরচ	ক্রেডিট			৩,০০০
	ভাড়া খরচ	ক্রেডিট			২,৫০০
	বিবিধ খরচ	ক্রেডিট			৫০০
	বিমা খরচ	ক্রেডিট			৪০০

	সরবরাহ খরচ	ক্রেডিট		৬০০
	প্রদেয় নোটের সুদ	ক্রেডিট		২০০
	যন্ত্রপাতির অবচয়	ক্রেডিট		৫০০
	(সকল ব্যয় বন্ধ করা হলো)			
৩১ ডিসে.	গ) আয় বিবরণী	ডেবিট	২৩,৮০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		২৩,৮০০
	(নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			
৩১ ডিসে.	ঘ) মূলধন হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	উত্তোলন হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
	(উত্তোলন হিসাব বন্ধ করা হলো)			

কাজ–১২: আরাফাতের রেওয়ামিল নিম্নরূপ: আরাফাত

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪০,০০০	
মূলধন		১,২০,০০০
বিক্রয়		১,২৫,০০০
১০% ঋণ		২৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
১২% বিনিয়োগ	১০,০০০	
ক্রয় হিসাব	৭০,০০০	
প্রাপ্ত সুদ		৩,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০
মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৮,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি	১,০০০	
ভাড়া	১৩,০০০	
বেতন	২০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	২০,০০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	১০,৫০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি		২,০০০
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০	
অভিকর	১,০০০	
	২,৮৫,০০০	২,৮৫,০০০

অন্যান্য তথ্যঃ

সমাপনী মজুদপণ্য ৩৫,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমাপনী মজুদপণ্যের মধ্যে ১,০০০ টাকার সাপ্লাইজ অব্যবৃহত আছে। ৫,০০০ টাকার অফিস ইকুইপমেন্ট ০১-০৬-২০১২ তারিখে ক্রয় করা হয়। ইকুইপমেন্ট এর উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের ৫০০ আদায়যোগ্য নয়। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫০০ টাকা দ্বারা বৃদ্ধি করতে হবে। অভিকর ১০০ টাকা অগ্রিম আছে। বেতন ও ভাড়া ৭০০ টাকা ও ৩০০ টাকা বকেয়া আছে। সকল ইকুইপমেন্টের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা ।

খ. কার্যপত্র ।

গ. সমাপনী জাবেদা ।

৭.০৭ বিপরীত দাখিলা
Revesing Entries

হিসাবকালের শেষে সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে বকেয়া ও অগ্রিম আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যে সকল সম্পত্তি ও দায় হিসাব তৈরি করা হয়, নতুন হিসাবকালের শুরুতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে সে সকল সম্পত্তি ও দায় হিসাবকে চলতি হিসাবকালের আয় ও ব্যয় হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হয়। এতে করে চলতি বছরের আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

বকেয় আয় ও বকেয়া ব্যয়ের সমন্বয় জাবেদাগুলো পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে উল্টিয়ে জাবেদা প্রদান করাকে বিপরীত দাখিলা বলে। আয় ও ব্যয়কে দুবার গণনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ও কার্যকরভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য এ জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় । বিপরীত দাখিলা হিসাবচক্রের একটি ঐচ্ছিক ধাপ।

চার ধরনের লেননেরে জন্য বিপরীত দাখিলা প্রদান করা হয়। যথা–

১. বকেয়া আয়সমূহ (Accrued Revenues)
২. বকেয়া খরচসমূহ (Aqured Expenses)
৩. অগ্রিম প্রদত্ত খরচসমূহ (Prepaid Expenes)
৪. অগ্রিম প্রাপ্ত রাজস্বসমূহ (Unearned Revenues)

অগ্রিম প্রদত্ত খরচ এবং অনাপর্জিত আয় এর জন্য বিপরীত দাখিলা প্রদান করার সময় মনে রাখতে হবে-যেসমস্ত অগ্রিম আয়সমূহকে প্রাপ্তির সময়ে বা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণটাই আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যে সমস্ত অগ্রিম খরচ প্রদান করার সময় সম্পূর্ণটাই ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, সেগুলোর জন্য যে সমন্বয় দাখিলা দেয়া হয় শুধুমাত্র সেগুলোর জন্যই বিপরীত দাখিলা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, অগ্রিম প্রাপ্ত আয় এবং অগ্রিম প্রদত্ত খরচ যদি শুরুতেই যথাক্রমে অগ্রিম আয় বা অগ্রিম খরচ হিসেবে (দায় বা সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হলে) লিপিবদ্ধ করা হয় তবে এরূপ খরচ বা আয়ের উত্তীর্ণ অংশের জন্য সমন্বয় দাখিলা প্রদান করা হলেও এর জন্য বিপরীত দাখিলা হয় না।

সমন্বয়	সমন্বয় জাবেদা (হিসাব কাল শেষে প্রদান করা হয়)	বিপরীত জাবেদা (পরবর্তী হিসাব কালের শুরুতে প্রদান করা হয়)

বকেয়া ভাড়া ১,০০০ টাকা	ভাড়া হিসাব ডেবিট ১,০০০ ভাড়া বকেয়া হিসাব ক্রেডিট ১,০০০	বকেয়া ভাড়া হিসাব ডেবিট ১,০০০ ভাড়া হিসাব ক্রেডিট ১,০০০
মজুরি বকেয়া রয়েছে ৫,০০০ টাকা।	মজুরি হিসাব ডেবিট ৫,০০০ বকেয়া মজুরি হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	বকেয়া মজুরি হিসাব ডেবিট ৫,০০০ মজুরি হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০
শিক্ষানবিস সেলামী ৯,০০০ বকেয়া আছে।	অনাদায়ী শিক্ষানবীস সেলামী ডেবিট ৯,০০০ শিক্ষানবীস সেলামী হিসাব ক্রেডিট ৯,০০০	শিক্ষানবীস সেলামী হিসাব ডেবিট ৯,০০০ অনাদায়ী শিক্ষানবীস সেলামী ক্রেডিট ৯,০০০
সেবা প্রদান করে এখনও ৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়নি।	বকেয়া সেবা আয় হিসাব ডেবিট ৫,০০০ সেবা আয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	সেবা আয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০ বকেয়া সেবা আয় ডেবিট ৫,০০০
শিক্ষানবিশ সেলামী ১০০ টাকা দুবছরের জন্য পাওয়া গিয়েছে।	শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাব ডেবিট ১০০ অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামী ক্রেডিট ১০০	অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামী ডেবিট ১০০ শিক্ষানবিশ সেলামী ক্রেডিট ১০০
ভাড়া অগ্রিম রয়েছে ১০,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে ভাড়া ৫০,০০০ টাকা।)	অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট ১০,০০০ ভাড়া হিসাব ক্রেডিট ১০,০০০	ভাড়া হিসাব ডেবিট ১০,০০০ অগ্রিম ভাড়া হিসাব ক্রেডিট ১০,০০০

যদি কোন প্রতিষ্ঠান বিপরীত দাখিলা না দেয় তখন পরবর্তী হিসাব কালের বকেয়া ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে জাবেদা হবে–

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বকেয়া ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট		১,০০০	১,০০০

কাজ—১৩: জনাব আমিনুলের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো–

জনাব আমিনুল
রেওয়ামিল
৩১–১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
উত্তোলন ও মূলধন	৭,০০০	৫৪,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১৯,৬০০	
মজুদপণ্য (০১-০১-২০১২)	১৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,০৩,০০০	১,১৯,০০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	২,১০০	২,৯০০
সাধারণ খরচ	৩,০০০	
উপ-ভাড়া		১,২০০
শিক্ষানবীস সেলামী		৮০০
মজুরি	২,৪০০	

শিক্ষানবীস ভাতা	২,০০০	
ভাড়া ও কর	৩,২০০	
সাপ্লাইজ খরচ	১,৫০০	
নগদ ও ব্যাংক	৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	১০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩০০
প্রদেয় নোট		৫,৬০০
	১,৯৩,৮০০	১,৯৩,৮০০

সমাপনী মজুদপণ্য ১৭,৩০০ টাকা। অনাদায়ী পাওনা ৭০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করতে হবে। সাধারণ খরচ ৫০০ টাকা অগ্রিম আছে। মজুরি, ভাড়া ও কর ৮০০ টাকা বকেয়া আছে। উপ-ভাড় ৩০০ টাকা বকেয়া আছে। শিক্ষানবীস সেলামী ও শিক্ষানীবস ভাতা যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ৫০০ টাকা বকেয়া আছে। অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৫০০ টাক।

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।

খ. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

গ. সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

ঘ. বিপরীত দাখিলা দায়

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যাঃ ১ সাকিব প্রত্যেক মাসের শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। ২০১২ সালের ৩১মার্চ তার কারবারের রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল নিম্নে দেওয়া হলঃ

	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪,৯৮০		৪,৯৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০		৩,৮৫০	
অফিস সাপ্লাইজ	৬০০		২৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৬,৬০০		৬,৬০০	
অবচয় সঞ্চিতি—অফিস সরঞ্জাম		২,৪২০		২,৫৩০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০		১,৬৬০
প্রদেয় বেতন				৫৫০
অনুপর্জিত আয়		৪০০		১৯০
সাকিবের মূলধন		১২,৩০০		১২,৩০০
সাকিবের উত্তোলন	১,০০০		১,০০০	
কমিশন আয়		৬,৯০০		৭,৯৬০
বেতন	৬,০০০		৬,৫৫০	
ভাড়া	১,৫০০		১,৫০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ			৩৬০	

অবচয়-অফিস সরঞ্জাম			১১০	
	২৩,৬৮০	২৩,৬৮০	২৫,১৯০	২৫,১৯০

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।

খ. কার্যপত্রটি প্রস্তুত কর।

সমাধানঃ ১ ক.

সাকিব

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	খ. পৃ.	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	প্রাপ্য কমিশন হিসাব ডেবিট কমিশন আয় হিসাব ক্রেডিট (প্রাপ্য কমিশন সমন্বয় করা হল)		৮৫০	৮৫০
৩১ ডি.	অফিস সাপ্লাইস খরচ ডেবিট অফিস সাপ্লাইস ক্রেডিট (অফিস সাপ্লাইস খরচ সমন্বয় করা হল)		৩৬০	৩৬০
৩১ ডি.	অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট (অফিস সরঞ্জামের অবচয় হিসাব সমন্বয় করা হল)		১১০	১১০
৩১ ডি.	বেতন হিসাব ডেবিট প্রদেয় বেতন হিসাব ক্রেডিট (বেতন হিসাব সমন্বয় করা হল)		৫৫০	৫৫০
৩১ ডি.	অনুপার্জিত আয় হিসাব ডেবিট কমিশন আয় হিসাব ক্রেডিট (অনুপার্জিত আয় কমিশন আয় হিসাবে সমন্বয় করা হল)		২১০	২১০

খ.

সাকিব

কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪,৯৮০				৪,৯৮০				৪,৯৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০		৮৫০		৩,৮৫০				৩,৮৫০	
অফিস সাপ্লাইস	৬০০			৩৬০	২৪০				২৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৬,৬০০				৬,৬০০				৬,৬০০	

অবচয় সঞ্চিতি-অফিস সরঞ্জাম		২,৪২০		১১০		২,৫৩০				২,৫৩০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০				১,৬৬০				১,৬৬০
প্রদেয় বেতন				৫৫০		৫৫০				৫৫০
অনাপর্জিত আয়		৪০০	২১০			১৯০				১৯০
সাকিবের মূলধন		১২,৩০০				১২,৩০০				১২,৩০০
সাকিবের উত্তোলন	১,০০০				১,০০০				১,০০০	
কমিশন আয়		৬,৯০০		১,০৬০		৭,৯৬০		৭,৯৬০		
বেতন	৬,০০০		৫৫০		৬,৫৫০		৬,৫৫০			
ভাড়া	১,৫০০				১,৫০০		১,৫০০			
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৩৬০		৩৬০		৩৬০			
অবচয়-অফিস সরঞ্জাম			১১০		১১০		১১০			
	২৩,৬৮০	২৩,৬৮০	২,০৮০	২,০৮০	২৫,১৯০	২৫,১৯০	৮,৫২০	৭,৯৬০		
নিট লাভ								৫৬০	৫৬০	
							৮,৫২০	৮,৫২০	১৭,২৩০	১৭,২৩০

সমস্যা: ২ জনাব আসিফ একজন পেশাদার হিসাববিজ্ঞানী তিনি আসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি প্রতি মাসে তার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। ৩১ জুন ২০১২ তারিখে তার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

আসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র

রেওয়ামিল

৩১ জুন ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৭,১৫০	
প্রাপ্য নিরীক্ষা আয়	৩৭,৮০০	
অগ্রিম বিমা	২,০০০	
অগ্রিম ভাড়া	৫,৪০০	

অফিস সাপ্লাইজ	১,০৫০	
অফিস যন্ত্রপাতি	১৭,১০০	
অবচয় সঞ্চিতি-অফিস যন্ত্রপাতি		৫,৭০০
প্রদেয় হিসাব		৩,৯০০
অগ্রিম নিরীক্ষা আয়		২৪,০০০
আসিফের মূলধন		৪৮,৬০০
আসিফের উত্তোলন	২,৪০০	
নিরীক্ষা আয়		২৪,৮০০
টেলিফোন খরচ	১,২০০	
ভ্রমণ খরচ	৩,৪০০	
বেতন	১৯,৫০০	
মোট	১,০৭,০০০	১,০৭,০০০

অন্যান্য তথ্য:

ক. অফিস যন্ত্রপাতি এর আয়ুস্কাল ৫ বছর।

খ. কামাল ট্রেডার্সের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অগ্রিম প্রাপ্ত নিরীক্ষা আয় ৬,৪০০ টাকার সেবা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

গ. কর্মচারীদের ১,৭০০ টাকা বেতন অর্জিত হয়েছে যা এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা অফিস স্থাপনের জন্য ১ জুন তারিখে একটি অফিস ভাড়া নিয়ে ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. আলীম কোং-এর হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু ২,৯০০ টাকা ফি এখনও পাওয়া যায়নি।

চ. ৩০ জুন তারিখে অফিস সাপ্লাইস-এর মজুদ আছে ৬০০ টাকা।

ছ. ১ মে তারিখে ২,৪০০ টাকা প্রিমিয়াম ৬ মাসের জন্য অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছিল।

করণীয়:

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।

খ. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

গ. সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান: ২ ক. **আসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র**

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
ডিসে.– ৩১	ক) অবচয় হিসাব–অফিস যন্ত্রপাতি ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি হিসাব–অফিস যন্ত্রপাতি ক্রেডিট (অফিস যন্ত্রপাতির অবচয় হিসাব সমন্বয় করা হলো)।		২৮৫	২৮৫

”	৩১	খ) অগ্রিম নিরীক্ষা আয় হিসাব ডেবিট		৬,৪০০	
		নিরীক্ষা আয় হিসাব ক্রেডিট			৬,৪০০
		(অগ্রিম নিরীক্ষা আয় অর্জিত হলো এবং সমন্বয় করা হলো)।			
		গ) বেতন হিসাব ডেবিট		১,৭০০	
		বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট			১,৭০০
		(বকেয়া বেতন হিসাবভুক্ত করা হলো)			
”	৩১	ঘ) ভাড়া হিসাব ডেবিট		১,৮০০	
		অগ্রিম ভাড়া হিসাব ক্রেডিট			১,৮০০
		(অগ্রিম ভাড়া হিসাব সমন্বয় করা হলো)।			
		ঙ) প্রাপ্য নিরীক্ষা আয় হিসাব ডেবিট		২,৯০০	
		নিরীক্ষা আয় হিসাব ক্রেডিট			২,৯০০
		(ধারে সেবা প্রদান হিসাবভুক্ত করা হলো)।			
”	৩১	চ) অফিস সাপ্লাইস খরচ হিসাব ডেবিট		৪৫০	
		অফিস সাপ্লাইস হিসাব ক্রেডিট			৪৫০
		(অফিস সাপ্লাইস সমন্বয় করা হলো)।			
”	৩১	ছ) বিমা প্রিমিয়াম হিসাব ডেবিট		৪০০	
		অগ্রিম বিমা হিসাব ক্রেডিট			৪০০
		(অগ্রিম বিমা সমন্বয় করা হলো)			

খ.

আসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৭,১৫০				১৭,১৫০				১৭,১৫০	
প্রাপ্য নিরীক্ষা আয়	৩৭,৮০০		২,৯০০		৪০,৭০০				৪০,৭০০	
অগ্রিম বিমা	২,০০০			৪০০	১,৬০০				১,৬০০	
অগ্রিম ভাড়া	৫,৪০০			১,৮০০	৩,৬০০				৩,৬০০	
অফিস সাপ্লাইস	১,০৫০			৪৫০	৬০০				৬০০	
অফিস যন্ত্রপাতি	১৭,১০০				১৭,১০০				১৭,১০০	
অবচয় সঞ্চিতি–অফিস যন্ত্রপাতি		৫,৭০০		২৮৫		৫,৯৮৫				৫,৯৮৫
প্রদেয় হিসাব		৩,৯০০				৩,৯০০				৩,৯০০
অগ্রিম নীরিক্ষা আয়		২৪,০০০	৬,৪০০			১৭,৬০০				১৭,৬০০
আসিফের মূলধন		৪৮,৬০০				৪৮,৬০০				৪৮,৬০০
আসিফের উত্তোলন	২,৪০০				২,৪০০				২,৪০০	
নিরীক্ষা আয়		২৪,৮০০		*৯,৩০০		৩৪,১০০		৩৪,১০০		
টেলিফোন খরচ	১,২০০				১,২০০		১,২০০			

ভ্রমণ খরচ	৩,৪০০				৩,৪০০		৩,৪০০			
বেতন	১৯,৫০০		১,৭০০		২১,২০০		২১,২০০			
মোট	১,০৭,০০০	১,০৭,০০০								
অবচয় হিসাব-অফিস সরঞ্জাম			২৮৫		২৮৫		২৮৫			
বকেয়া বেতন				১,৭০০		১,৭০০				১,৭০০
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৪৫০		৪৫০		৪৫০			
বিমা প্রিমিয়াম			৪০০		৪০০		৪০০			
ভাড়া			১,৮০০		১,৮০০		১,৮০০			
মোট			১৩,৯৩৫	১৩,৯৩৫	১,১১,৮৮৫	১,১১,৮৮৫	২৮,৭৩৫	৩৪,১০০		
নিট লাভ							৫,৩৬৫			৫,৩৬৫
মোট							৩৪,১০০	৩৪,১০০	৮৩,১৫০	৮৩,১৫০

* নিরীক্ষা আয় ৬,৪০০ + ২,৯০০ = ৯,৩০০

গ.

আসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র

সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিলা)

তারিখ	বিবরণী		সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	ক) নিরীক্ষা আয়	ডেবিট		৩৪,১০০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট			৩৪,১০০
	(সকল আয় বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডি.	খ) আয় বিবরণী	ডেবিট		২৮,৭৩৫	
	বেতন হিসাব	ক্রেডিট			২১,২০০
	টেলিফোন খরচ হিসাব	ক্রেডিট			১,২০০
	অফিস সাপ্লাইস খরচ হিসাব	ক্রেডিট			৪৫০
	অবচয় হিসাব-অফিস যন্ত্রপাতি	ক্রেডিট			২৮৫
	বিমা প্রিমিয়াম	ক্রেডিট			৪০০
	ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট			১,৮০০
	ভ্রমণ খরচ	ক্রেডিট			৩,৪০০
	(সকল ব্যয় বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	গ) মূলধন হিসাব	ডেবিট		২,৪০০	
	উত্তোলন হিসাব	ক্রেডিট			২,৪০০
	(উত্তোলন হিসাব বন্ধ করা হলো)				

৩১ ডিসে.	ঘ) আয় বিবরণী ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)		৫,৩৬৫	৫,৩৬৫

সমস্যা: ৩ জনাব সৈয়দ আমিম হিসাব বহি হতে নিম্নের রেওয়ামিল পাওয়া গেল।

জনাব সৈয়দ আমিম
রেওয়ামিল
৩১–১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
ভাড়া ও বেতন	২১,০০০	
বিজ্ঞাপন	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১৯,৬০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	১০,১০০	
সাপ্লাইজ খরচ	৩,০০০	
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০	
নগদ	৩০,০০০	
মূলধন		১,০০,০০০
১০% বিনিয়োগ	২০,৪০০	
বিক্রয়		১,৬০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
ক্রয় হিসাব	৭০,০০০	
প্রাপ্ত সুদ		৬০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি	১,০০০	
	২,৭২,৬০০	২,৭২,৬০০

সমাপনী মজুদপণ্য ৪০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। কারবারের মজুদ থেকে ১০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য অফিস ইকুইপমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমাপনী অফিস ইকুইপমেন্ট এর উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫০০ টাকা দ্বারা হ্রাস করতে হবে। ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া গেছে কিন্তু হিসাবভুক্ত করা হয়নি। ২,০০০ টাকার পণ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ১/৩ অংশ অবলোপন করতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা ।

খ. কার্যপত্র ।

গ. সমাপনী জাবেদা ।

সমাধান: ৩ ক. জনাব সৈয়দ আমিম

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	ক) সমাপনী দাখিলা পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধ করা হল। সুতরাং কোনো সমন্বয় দাখিলা হবে না।			
	খ) অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাব ডেবিট		১,০০০	
	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট			১,০০০
	(অফিস ইকুইপমেন্টের জন্য পণ্য ব্যবহার করা হয়েছে।)			
	গ) অবচয় হিসাব ডেবিট		৫৫৫	
	অফিস ইকুপমেন্ট হিসাব ক্রেডিট			৫৫৫
	(অফিস ইকুইমেন্ট-এর অবচয় সমন্বয় করা হলো)			
	ঘ) অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট		১,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			১,০০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ও প্রাপ্য হিসাব সমন্বয় করা হলো।)			
	ঙ) অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট		৫০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট			৫০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ও দেনাদার হিসাব সমন্বয় করা হলো।)			
৩১ ডি.	চ) নগদান হিসাব ডেবিট		৫,০০০	
	প্রাপ্য নোট হিসাব ক্রেডিট			৫,০০০
	(প্রাপ্য নোটের টাকা পাওয়া গেল)			
	ছ) বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
	(বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য দেওয়া হলো।)			

৩১ ডি.	জ) বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	বিজ্ঞাপন হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(বিলম্বিত বিজ্ঞাপন সমন্বয় করা হলো)			
৩১ ডি.	ঝ) অনাদায়ী বিনিয়োগের সুদ হিসাব ডেবিট		১,৪৪০	
	বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট			১,৪৪০
	(বকেয়া বিনিয়োগের সুদ হিসাবভুক্ত করা হলো)			

খ.

জনাব সৈয়দ আমিম

কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
ভাড়া ও বেতন	২১,০০০				২১,০০০		২১,০০০			
বিজ্ঞাপন	১০,০০০		২,০০০	৮,০০০	৪,০০০		৪,০০০			
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১৯,৬০০				১৯,৬০০				১৯,৬০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	১০,১০০		১,০০০	৫৫৫	১০,৫৪৫				১০,৫৪৫	
সাপপ্লাইজ খরচ	৩,০০০				৩,০০০		৩,০০০			
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০				২,৫০০		২,৫০০			
নগদ	৩০,০০০		৫,০০০		৩৫,০০০				৩৫,০০০	
মূলধন		১০০,০০০				১০০,০০০				১০০,০০০
১০% বিনিয়োগ	২০,৪০০				২০,৪০০				২০,৪০০	
বিক্রয়		১,৬০,০০০				১,৬০,০০০		১,৬০,০০০		
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০			*৬,০০০	৩৪,০০০				৩৪,০০০	
ক্রয় হিসাব	৭০,০০০			*৪৩,০০০	২৭,০০০		২৭,০০০			
প্রাপ্ত সুদ		৬০০		১,৪৪০		২,০৪০		২,০৪০		
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০	১,০০০	৫০০		১,৫০০				১,৫০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৪৫,০০০				৪৫,০০০		৪৫,০০০			
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি	১,০০০				১,০০০		১,০০০			
মোট =	২,৭২,৬০০	২,৭২,৬০০								
সমাপনী মজুদপণ্য			৪০,০০০		৪০,০০০				৪০,০০০	
অবচয়-অফিস ইকুইপমেন্ট			৫৫৫		৫৫৫		৫৫৫			
অনাদায়ী পাওনা			৫০০		৫০০		৫০০			

বিলম্বিত বিজ্ঞাপণ			৮,০০০		৮,০০০				৮,০০০	
বকেয়া বিনিয়োগের সুদ			১,৪৪০		১,৪৪০				১,৪৪০	
মোট			৫৯,৪৪০	৫৯,৪৪০	২,৭৩,৫৪০	২,৭৩,৫৪০	১,০৪,৫৫৫	১,৬২,০৪০		
নিট লাভ							৫৭,৪৮৫			৫৭,৪৮৫
মোট							১,৬২,০৪০	১,৬২,০৪০	১,৬৮,৯৮৫	১,৬৮,৯৮৫

* ক্রয় হিসাব = (৪০,০০০+১,০০০+২,০০০)=৪৩,০০০ * প্রাপ্য হিসাব = ৫,০০০+১,০০০

গ. জনাব সৈয়দ আমিম

সাধারণ জাবেদা (সপামনী দাখিলা)

তারিখ	বিবরণী		সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	আয় বিবরণী হিসাব	ডেবিট		৪৫,০০০	
	প্রারম্ভিক মজুদপণ্য হিসাব	ক্রেডিট			৪৫,০০০
	(প্রারম্ভিক মজুদপণ্য হিসাবকে বন্ধ করা হলো।)				
৩১ ডি.	সমাপনী মজুদপণ্য হিসাব	ডেবিট		৪০,০০০	
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			৪০,০০০
	(সমাপনী মজুদপণ্যকে ক্রয়ের সাথে সমন্বয় করা হলো)				
৩১ ডি.	ক) বিক্রয় হিসাব	ডেবিট		১,৬০,০০০	
	প্রাপ্ত সুদ হিসাব	ডেবিট		২,০৪০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট			১,৬২,০৪০
	(সকল আয় হিসাব বন্ধ করা হলো)।				
৩১ ডি.	খ) আয় বিবরণী	ডেবিট		৫৯,৫০০	
	ভাড়া ও বেতন হিসাব	ক্রেডিট			২১,০০০
	সাপ্লাইস হিসাব	ক্রেডিট			৩,০০০
	ক্রয় পরিবহন হিসাব	ক্রেডিট			২,৫০০
	বিজ্ঞাপন হিসাব	ক্রেডিট			৪,০০০
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			২৭,০০০
	আসবাবপত্র হিসাব বিক্রয়জনিত ক্ষতি	ক্রেডিট			১,০০০
	অবচয় হিসাব-অফিস ইকুইপমেন্ট	ক্রেডিট			৫৫৫
	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ক্রেডিট			৫০০
	(সকল ব্যয় হিসাব বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডি.	গ) আয় বিবরণী	ডেবিট		৫৭,৫৪০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৫৭,৫৪০
	(নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)				

উদাহরণ-৪: রনি ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

ডিসেম্বর ৩১, ২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ হতবিল	১৭,৩০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০	
মজুদ পণ্য (০১-০১-২০১২)	৩০,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ	২,০০০	
অগ্রিম বিমা	১,৬০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	৩৮,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-স্টোর ইকুইপমেন্ট		১৪,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
মূলধন		৮০,০০০
উত্তলন	১২,০০০	
বিক্রয়		১,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	১,০০০	
ক্রয়	৭০,০০০	
ক্রয় ফেরত		২,০০০
ক্রয় বাট্টা		১,৫০০
আন্তঃপরিবহন	৩,০০০	
বেতন খরচ	২০,০০০	
ভাড়া খরচ	৩,৬০০	
অন্যান্য বিক্রয় খরচ	২,৫০০	
উপযোগ খরচ	১,৫০০	
মোট	২,১২,৫০০	২,১২,৫০০

অন্যান্য তথ্যাবলি:

ক. সমাপণী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩৫,০০০ টাকা।
খ. সমাপণী স্টোর সাপ্লাইজ ৩০০ টাকা।
গ. অগ্রিম বিমা ৪০০ টাকা।
ঘ. আনুমাণিক নির্ধারিত স্টোর ইকুইপমেন্টের অবচয় ৪,০০০ টাকা
ঙ. বকেয়া বেতন ২,০০০ টাকা।
চ. বকেয়া উপযোগ খরচ ১০০ টাকা।
ছ. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫০০ টাকা।
জ. বিক্রয় ১,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়: ২০১২ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য মি. রনির একটি কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

সমাধান-৪:

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল	সমন্বয়	সমন্বিত রেওয়ামিল	আয় বিবরণী	আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ হতবিল	১৭,৩০০				১৭,৩০০				১৭,৩০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০		১,০০০		১১,০০০				১১,০০০	
মজুদ পণ্য	৩০,০০০		৩৫,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০				৩৫,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ	২,০০০			১,৭০০	৩০০				৩০০	
অগ্রিম বিমা	১,৬০০			১,২০০	৪০০				৪০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	৩৮,০০০				৩৮,০০০				৩৮,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- স্টোর ইকুইপমেন্ট		১৪,০০০		৪,০০০		১৮,০০০				১৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০				১৫,০০০				১৫,০০০
মূলধন		৮০,০০০				৮০,০০০				৮০,০০০
উত্তলন	১২,০০০		৫০০		১২,৫০০				১২,৫০০	
বিক্রয়		১,০০,০০০		১,০০০		১,০১,০০০		১,০১,০০০		
বিক্রয় ফেরত	১,০০০				১,০০০		১,০০০			
ক্রয়	৭০,০০০			৫০০	৬৯,৫০০		৬৯,৫০০			
ক্রয় ফেরত		২,০০০				২,০০০		২,০০০		
ক্রয় বাট্টা		১,৫০০				১,৫০০		১,৫০০		
আন্ত:পরিবহন	৩,০০০				৩,০০০		৩,০০০			
বেতন খরচ	২০,০০০		১,০০০		২,২০০		২,২০০			
ভাড়া খরচ	৩,৬০০				৩,৬০০		৩,৬০০			
অন্যান্য বিক্রয় খরচ	২,৫০০				২,৫০০		২,৫০০			
উপযোগ খরচ	১,৫০০		১০০		১,৬০০		১,৬০০			
মোট	২,১২,৫০০	২,১২,৫০০								
আয় বিবরনী			৩০,০০০	৩৫,০০০		৫,০০০		৫,০০০		
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ			১,৭০০		১,৭০০		১,৭০০			
বিমা খরচ			১,২০০		১,২০০		১,২০০			
অবচয় খরচ			৪,০০০		৪,০০০		৪,০০০			
বকেয়া বেতন				২,০০০		২,০০০				২,০০০

বকেয়া উপযোগ				১০০		১০০				১০০
মোট			৭৫,৫০০	৭৫,৫০০	২,২৪,৬০০	২,২৪,৬০০				
নিট ক্ষতি								৬০০		৬০০
মোট							১,০৯,৫০০	১,০৯,৫০০	১,১৫,১০০	১,১৫,১০০

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সাকিব
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৫০,০০০				৫০,০০০				৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০				২০,০০০				২০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১২,০০০			৫০০	১১,৫০০				১১,৫০০	
প্রাপ্য নোট	১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০	
প্রদেয় নোট		৫,০০০				৫,০০০				৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৪,০০০				১৪,০০০				১৪,০০০
মূলধন-সাকিবের		২০,০০০				২০,০০০				২০,০০০
উত্তোলন-সাকিবের	১৫,০০০				১৫,০০০				১৫,০০০	
সেবা আয়		১০০,০০০				১০০,০০০		১০০,০০০		
বেতন	১২,০০০		৪,০০০		১৬,০০০		১৬,০০০			
ভাড়া	১০,০০০				১০,০০০		১০,০০০			
অফিস সাপ্লাইস	১০,০০০			৭,০০০	৩,০০০				৩,০০০	
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৭,০০০		৭,০০০		৭,০০০			
বিমা খরচ			৫০০		৫০০		৫০০			
প্রদেয় বেতন				৪,০০০		৪,০০০				৪,০০০
অবচয় খরচ			৩,০০০		৩,০০০		৩,০০০			
অবচয়সঞ্চিতি				৩,০০০		৩,০০০				৩,০০০
টেলিফোন বিল খরচ			৪০০		৪০০		৪০০			
বকেয়া টেলিফোন খরচ				৪০০		৪০০				৪০০
	১৩৯,০০০	১৩৯,০০০	১৪,৯০০	১৪,৯০০	১৪৬,৪০০	১৪৬,৪০০	৩৬,৯০০	১০০,০০০		

নিট লাভ							৬৩,১০০			৬৩,১০০
							১০০,০০০	১০০,০০০	১০৯,৫০০	১০৯,৫০০

করণীয়:

ক. স্থায়ী হিসাবগুলোর যোগফল নির্ণয় কর।

খ. সমন্বয় জাবেদা দাও।

গ. সমাপনী জাবেদা দাও।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয়, মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়, বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়, নগদ ভিত্তিক হিসাব, বকেয়া ভিত্তিক হিসাব, সমন্বয় দাখিলা, সমাপনী দাখিলা, বিপরীত দাখিলা, কার্যপত্র, সমন্বিত রেওয়ামিল ইত্যাদি।

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন:

১। নিচের কোনটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়?

ক. নতুন অফিসের রঙ খরচ

খ. মোটর ভ্যানের জ্বালানী খরচ

গ. মেশিন পুনঃস্থাপন ব্যয়

ঘ. ফটোকপি সংস্থাপন ব্যয়

২। সমন্বয় জাবেদা করা হয় –

i. সঠিক লাভ নির্ণয় করার জন্য

ii. সঠিক সম্পত্তি ও দায় উপস্থাপনের জন্য

iii. হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি অনুসরণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩। কার্যপত্রের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অসংগতিপূর্ণ?

ক. তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করে

খ. হিসাববিজ্ঞানের আবশ্যিক একটি ধাপ

গ. যেকোন সময় প্রস্তুত করা হয়

ঘ. ভুল-ত্রুটি উদ্‌ঘটন করা যায়

৪। নিচের কোন হিসাবটি স্থায়ী হিসাব?

ক. উত্তোলন খ. আয়

গ. মূলধন ঘ. নিট ক্ষতি

নিচের উদ্দিপক থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেওয়ামিল

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
ভাড়া	৫,০০০	

সমন্বয়: ভাড়া ১,২০০টাকা এখনও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি।

৫। সমন্বয়টি কোন ধরণের সমন্বয়?

ক. বকেয়া আয় খ. অগ্রিম আয়

গ. বকেয়া ব্যয় খ. অগ্রিম ব্যয়

৬। সমন্বয়টির জন্য–

i. ৩,৮০০ টাকা ব্যয় দেখাতে হবে

ii. ভাড়া হিসাব ক্রেডিট করতে হবে

iii. অগ্রিম ভাড়া ডেবিট করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ i, ii ও iii

অষ্টম অধ্যায়

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ

ACCOUNTING FOR TANGIBLE AND INTANGIABLE ASSETS

চিত্রঃ সম্পত্তির মূল্য হ্রাস

প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকে। এ সম্পত্তিসমূহকে চলতি সম্পত্তি ও স্থায়ী সম্পত্তি এ দুভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তিকে পরিসম্পদ, প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি নামে অবহিত করা হয়। এসবসম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় ব্যবহার, অবচয়, প্রভৃতি হিসাববিজ্ঞানে কিভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় তার বিস্তারিত এ অধ্যায়ের আলোচনা থাকবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন করতে পারবে।
- অবচয় ধার্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অবচয় ধার্যের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
- সম্পত্তি হিসাব, অবচয় হিসাব, পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব যথাযথ পদ্ধতি মূল্যায়ন করতে পারবে।
- স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ-ক্ষতি নিরূপণ করতে পারবে।
- প্রাকৃতিক সম্পত্তি ও অদৃশ্যমান সম্পত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এক নজরে সম্পূর্ণ অধ্যায়ঃ

স্থায়ী সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পত্তি ও অদৃশ্য সম্পত্তি

স্থায়ী সম্পত্তি
- প্রকারভেদ
- মূল্যায়ন
- অবচয়
- হ্স্ড্রান্ড্র

প্রাকৃতিক সম্পত্তি
- নিঃশেষ খরচ
- হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া

অদৃশ্য সম্পত্তি
- সম্পত্তির উৎস
- প্রকারভেদ
- হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া

আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন
- উপস্থাপন
- বিশে- ষণ

৮.০১ স্থায়ী সম্পত্তির ধারণা
Concept of Property, Plant & Equipment

স্থায়ী সম্পত্তি হলো কারবারের দৃশ্যমান সম্পত্তি (যার নির্দিষ্ট সাইজ বা আকার আছে) যা ব্যবসায়ের পরিচালন কাজে ব্যবহার করা হয় এবং ক্রেতাদের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্য রাখা হয় না। এসব সম্পত্তিকে পরিসম্পদ, যন্ত্র ও সরঞ্জাম (Property, Plant & Equipment); পরিসম্পদ ও সরঞ্জাম (Plant Equipment) অথবা স্থায়ী সম্পদ নামে অভিহিত করা হয়। এ সম্পত্তি থেকে কোম্পানি অনেক বছর ধরে সেবা প্রত্যাশা করে। ভূমি ব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির সেবা প্রদানের ক্ষমতা এবং কার্যকর আয়ুষ্কাল কমতে থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন অবস্থা ভালো রাখার জন্য বা তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সম্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

স্থায়ী সম্পত্তির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Property, Plant & Equipment):

প্লান্ট সম্পত্তি বা স্থায়ী সম্পত্তিসমূহকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়:

চিত্র: স্থায়ী সম্পত্তি

১। **ভূমি (Land):** কারবার প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে জায়গার উপর দালান, উৎপাদনকারী প্লান্ট বা অফিস সাইট তৈরি করে বা ব্যবহার করে তাকে ভূমি বলে।

২। **ভূমি উন্নয়ন (Land improvements):** ভূমির উপর Fencing, lighting system, Parking lot surfaces এবং Underground sprinkler system ইত্যাদি খরচকে ভূমি উন্নয়ন বলে। ভূমির উপর কোনো প্রকার অবচয় ধার্য করা না হলেও ভূমি উন্নয়ন সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয়।

৩। **দালান (Building):** ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত ভবনকে দালান বলে। যেমন–অফিস বিল্ডিং, কারখানা বিল্ডিং, স্টোর বিল্ডিং, ওয়ার হাউস ভবন ইত্যাদি।

৪। **সরঞ্জাম (Equipment):** সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বলতে কারখানায় ব্যবহৃত বা অফিসে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে বুঝায়। যেমন–কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, মেশিন, আসবাবপত্র, টাইম কিপিং মেশিন (Time keeping machine) ইত্যাদি।

৮.০২ স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন
Valuation of Fixed Assets

ক্রয়মূল্য নীতি (Cost principal) অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বা আদিমূল্যের ভিত্তিতে হিসাবভুক্ত করা হয়, বাজারমূল্য বা পুনঃস্থাপনমূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয় না। সম্পত্তির ক্রয় মূল্য বা আদি মূল্য বলতে উক্ত সম্পত্তির অর্জন এবং তা ব্যবহার উপযোগী করতে যেসব খরচ হয় তাদের সমষ্টিকে বুঝায়। যেমন–একটি মেশিনের মূল্য বলতে তার ক্রয়মূল্য, মেশিনটির বহন খরচ, সংস্থাপন ব্যয় ইত্যাদিকে বুঝায়। প্রধান প্রধান স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয় মূল্যনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ভূমি (Land)
ভূমির ব্যয় বলতে নগদে ক্রয়মূল্য এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট খরচকে বুঝায়। সংশ্লিষ্ট খরচ হলো মালিকানা রেজিস্ট্রিকরণ খরচ, উকিলের ফিস, ভূমি দালালের কমিশন এবং অন্যান্য কর ও ব্যয় ইত্যাদি। অর্জিত ভূমি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রদত্ত যাবতীয় খরচকে ভূমির ব্যয় হিসেবে ধরা হয়। খালি ভূমির ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নকরণ (Cleaning), ভরাটকরণ (Filling), ড্রেইনিং (Draining) এবং গ্রেডিং (Grading) ইত্যাদি ব্যয়কে মূল্য হিসেবে ধরা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিতে পুরাতন দালান থাকতে পারে, তখন নতুন দালান নির্মাণের পূর্বে পুরাতন দালান অপসারণ (Remove) করতে হয়। এরূপক্ষেত্রে পুরাতন দালান উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত খরচ হতে পুরাতন ভগ্নাবশেষ সামগ্রী বিক্রয় আয় বিয়োগ করে অবশিষ্ট খরচের জন্য ভূমি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এধরনের খরচের ফলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণঃ ১ কেয়ার গ্রুপ তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য সিটি গ্রুপের নিকট হতে নগদ ৫,০০,০০০ টাকায় ভূমি অধিগ্রহণ করে যার মধ্যে ২% নগদ বাট্টা অন্তর্ভুক্ত। ভূমি ক্রয়ের সময় নিম্নোক্ত খরচসমূহ সংঘটিত হয়:
রেজিস্ট্রি খরচ ৩০,০০০ টাকা, ভূমি দালালের কমিশন ৫,০০০ টাকা, উকিলের ফি ৪,০০০ টাকা, পুরাতন বিল্ডিং উচ্ছেদ খরচ ৮,০০০ টাকা, পুরাতন বিল্ডিং বিক্রয় হতে আয় ২,০০০ টাকা। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভূমির মূল্য নির্ধারণ কর:

সমাধান: ১ ভূমির মূল্য বা ব্যয় নির্ণয়।

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ মূল্য	৫,০০,০০০	
বিয়োগ: নগদ বাট্টা	(১০,০০০)	
নিট চালান মূল্য		৪,৯০০০০
যোগ: খরচসমূহ:		
রেজিস্ট্রি খরচ	৩০,০০০	
ভূমি দালালের কমিশন	৫,০০০	
উকিলের ফি	৪০০০	
	৩৯,০০০	
যোগ: নিট বিল্ডিং উচ্ছেদ খরচ (৮০০০ – ২০০০)	৬০০০	৪৫,০০০
ভূমির মোট ব্যয়		৫,৩৫,০০০

উক্ত ভূমি ক্রয় হিসাবভুক্ত করার জন্য জাবেদা হবে–

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	ভূমি হিসাব ডেবিট		৫,৩৫,০০০	
	নগদান/ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			৫,৩৫,০০০
	(ভূমি ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			

ভূমি উন্নয়ন (Land improvements)

ভূমি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যেসব খরচ করার প্রয়োজন হয় সেসব খরচকে ভূমি উন্নয়ন ব্যয় বলে। ভূমি উন্নয়ন বলতে নির্দিষ্ট ভূমির উপর (i) Fencing (ii) Lighting system (iii) Parking lot surface ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচগুলোকে বুঝানো হয়।

ভূমি উন্নয়ন খরচসমূহের আয়ুষ্কাল সীমিত। তাই তাদের আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে প্রতি বছর অবচয় ধার্য করা হয়। এ জাতীয় খরচের জন্য ভূমি উন্নয়নকে ডেবিট এবং নগদান/ব্যাংক হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

ভূমি উন্নয়ন হিসাবভুক্ত করার জন্য জাবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	ভূমি উন্নয়ন হিসাব ডেবিট		****	
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			****

দালান (Building)

একটি দালান ক্রয় বা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের খরচ দালান হিসাব এ ডেবিট করা হয়। দালান ক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কমিশন, মালিকানা স্বত্ব খরচ, বিমা খরচ এবং ক্রয়কৃত দালানকে কাজের উপযোগী করার জন্য যেসব খরচের প্রয়োজন হয় যেমন–বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন বা মেরামত, মেঝের আধুনিকীকরণ বা মেরামত ইত্যাদি খরচ দালানের ক্রয়মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত দালানের ক্ষেত্রে এসমস্ত যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় ব্যয় দালানের মূল্যের সাথে যুক্ত করা হয়। দালান নির্মাণের জন্য মাল, শ্রম এবং যুক্তিসঙ্গত উপরিব্যয়ের অংশ যোগ করে দালানের ব্যয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে স্থপতির ফি, নকশা অনুমোদন খরচ, নির্মাণকালীন সময়ের গৃহীত ঋণের সুদ ও বিমা খরচকে দালান ব্যয় মূল্যের সাথে যোগ করতে হয়। অবশ্য দালান নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের উপর সুদ দালান নির্মাণ সম্পন্ন করার পর হতে যা পরিশোধ করা হবে তা মুনাফাজাতীয় খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হয়।

দালান হিসাবভুক্ত করার জন্য জাবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	দালান হিসাব ডেবিট		****	
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			****

যন্ত্রপাতি (Equipment)

যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল খরচ এবং যন্ত্রপাতিকে কার্যোপযোগী করার যাবতীয় খরচ ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করে যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত জাহাজ ভাড়া, পরিবহন খরচ, বিমা খরচ, আবগারি শুল্ক, সংস্থাপন খরচ, পরীক্ষামূলক চালনা খরচ ইত্যাদি নিট ক্রয় মূল্যের (ক্রয় মূল্য–নগদ বাট্টা) সাথে যোগ করে যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ণয় করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মটর গাড়ির লাইসেন্স ফি, দুর্ঘটনাজনিত বিমা খরচ এবং ব্যবহার করার পূর্বে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি মেরামত খরচ যন্ত্রপাতির মূল্যের সাথে যোগ হবে না। এসব খরচগুলো যখনই সংঘটিত হবে তখনই খরচ হিসাবে বিবেচিত হবে । কারণ খরচগুলোকে কালীন খরচ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

উদাহরণ–২: ফয়সাল অ্যান্ড কোম্পানি নগদ ৬,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করে। তার সাথে সম্পর্কিত খরচসমূহ হচ্ছে বিক্রয় কর ৩০,০০০, বিমা খরচ ৫,০০০, সংস্থাপন এবং পরীক্ষামূলক চালনা খরচ ৬,০০০ টাকা। মেশিন সংস্থাপনের সময় পড়ে গিয়ে ক্ষতি হয় তার মেরামত খরচ ২,০০০ টাকা। মেশিনের ব্যয় নির্ণয় করে হিসাবভুক্ত কর।

সমাধান: ২ মেশিনের ব্যয় নির্ণয়।

বিবরণ	টাকা
ক্রয়মূল্য	৬,০০,০০০
বিক্রয় কর	৩০,০০০
বিমা খরচ	৫,০০০
সংস্থাপন এবং পরীক্ষামূলক চালনা খরচ	৬০০০
মেশিনের মোট ব্যয়	৬,৪১,০০০

নোট: যেহেতু মেরামত খরচ কালীন ব্যয় তাই মেশিনের ব্যয় নির্ণয়ে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যন্ত্রপাতি হিসাবভুক্ত করার জন্য জাবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	মেশিন হিসাব ডেবিট		৬,৪১,০০০	
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			৬,৪১,০০০
	(মেশিন ক্রয় হিসাবভূক্ত করা হলো)			

স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়োত্তর সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের মূল্যায়ন:

স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের পর ব্যবহারের ফলে এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়ে থাকে। স্থায়ী সম্পত্তির আনুমানিক আয়ুষ্কাল পর্যন্ত এর কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এসব ব্যয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

স্থায়ী সম্পত্তিকে পরবর্তীতে কার্যক্ষম ও সচল রাখার জন্য যেসব ব্যয় করার প্রয়োজন তাহলো:

১. অনিয়মিত খরচ (Non-recurring or Irregular cost)

যেসব খরচ সাধারণত নিয়মিত হয় না তাকে অনিয়মিত খরচ বলে। এ জাতীয় খরচকে মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিকে ডেবিট করা হয়। অনিয়মিত খরচকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. সম্পত্তির উন্নয়ন ও খ. সম্পত্তির সংযোজন।

সম্পত্তির উন্নয়নঃ সম্পত্তির উন্নয়ন বলতে তার আয়ুষ্কাল ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয়কে বুঝায়।

সম্পত্তির সংযোজনঃ সম্পত্তির সংযোজন বলতে কোনো স্থায়ী সম্পত্তির কোনো অংশ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করাকে বুঝায়। যেমন–দোতালা দালানকে তিন তালায় রূপান্তর, গুদামের আকার বৃদ্ধি করা, যন্ত্রপাতির নতুন সংযোজন ইত্যাদি। এ জাতীয় খরচসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিকে ডেবিট করা হয়।

২. নিয়মিত খরচ (Regular Cost)

নিয়মিত খরচ দ্বারা কোনো সম্পত্তির জীবনকাল বৃদ্ধি পায় না বা সম্পত্তির উন্নয়ন ঘটে না, শুধু যন্ত্রটিকে কার্যকর রাখতে সাহায্য করে তাকে নিয়মিত খরচ বলে। এধরনের খরচের উপযোগিতা একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে শেষ হয় তাই এসব হিসাবকে লাভের বিপরীতে চার্জ করা হয়। নিয়মিত খরচকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. সংরক্ষণ খরচ ও খ. মেরামত খরচ।

সংরক্ষণ খরচঃ প্লান্ট সম্পত্তিকে কর্মক্ষম রাখার জন্য যে খরচ হয় তাকে সংরক্ষণ খরচ বলে। যেমন–ডেন্টিং, পেইন্টিং, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি।

মেরামত খরচঃ প্লান্ট সম্পত্তিকে পূর্বের মতো কর্মক্ষম অবস্থায় আনার জন্য কোনো ছোট পার্টস সংযোজন সংক্রান্ত খরচকে মেরামত খরচ বলে।

উল্লেখ্য যে, যদি বড় ধরনের কোনো মেরামত খরচ হয় যা সম্পত্তির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাকে মেরামত খরচ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। যেমন-ওভারহেলিং ব্যয়, পুনঃসংস্থাপন ব্যয় ইত্যাদি। এ ধরনের খরচের জন্য সম্পত্তি হিসাবকে ডেবিট করা হয়।

৮.০৩ অবচয় ধার্যের বিবেচ্য বিষয়

Considerable Factor For Determine Depreciation

অবচয় হচ্ছে কোনো সম্পত্তির মূল্যকে তার আনুমানিক আয়ুষ্কালের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি অনুসারে বণ্টন ব্যবস্থা। অন্যভাবে বলা যায় যেকোনো নির্দিষ্ট হিসাবকালের মুনাফা নির্ণয়ে অর্জিত রাজস্ব হতে খরচ হিসাবে সম্পত্তি ব্যবহার বাবদ ব্যয়ের যে অংশ বাদ দেওয়া হয় তাকে অবচয় বলে।

মিলকরণ ধারণা অনুযায়ী, সঠিকভাবে ব্যয়ের বণ্টন আয়ের সাথে ব্যয়ের সঠিক মিলকরণ করে। অবচয় হলো ব্যয় বণ্টনের একটি পদ্ধতি। অপরপক্ষে অবচয় হলো পরোক্ষ, অনগদ (Non cash) এবং অনুমান নির্ভর ব্যয়। তাই বলা হয় "অবচয় হচ্ছে ব্যয় বণ্টনের একটি পদ্ধতি, এটি কোনো মূল্যায়ন পদ্ধতি নয়।"

প্লান্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় না বলে তার বাজার মূল্যের পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় না। তাই প্লান্ট সম্পত্তির বহিঃমূল্য বাজারমূল্য থেকে পৃথক হয়। অবচয় তিন ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সেগুলো হলো: ভূমি উন্নয়ন, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি।

সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি (GAAP) অনুসারে সম্পত্তির ব্যয়কে প্রত্যাশিত কার্যকর জীবনকালের মধ্যে এমন ভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত সুবিধা, সম্পত্তির আয়ুষ্কালের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে বণ্টিত হয়।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিমাণ লাভ-লোকসান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবচয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অবচয় নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়:

অবচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি উপাদান বা বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

১. **সম্পত্তির ক্রয়মূল্য:** সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ করা হয়। সম্পত্তির ক্রয়মূল্য সম্পর্কে স্থায়ী সম্পত্তির ব্যয় নির্ধারণ অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ক্রয়মূল্যকে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে অবচয় নির্ধারণ করা হয়। তাই সম্পত্তির ক্রয়মূল্য অবচয় নির্ণয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. **সম্পত্তির কার্যকরী জীবন:**

অবচয় পরিমাপের জন্য সম্পত্তি থেকে কত বছর ধরে সুবিধা ভোগ করা যাবে অর্থাৎ সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল কত সে সম্পর্কে অনুমান প্রয়োজন। সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল বলতে অনেকে বস্তুগত আয়ুষ্কাল এবং অনেকে অর্থনৈতিক আয়ুষ্কালকে বিবেচনা করেন। যে সময় ধরে সম্পত্তি থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাই হলো সম্পত্তির অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল। সাধারণত সম্পত্তির অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল বস্তুগত আয়ুষ্কাল থেকে কম হয়।

সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল নির্ধারণের জন্য কতকগুলো বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়। যেমন–

ক. মেরামত ও নবায়নের সাহায্যে সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা;

খ. স্বাভাবিকের তুলনায় সম্পত্তিকে বেশি সময় ধরে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা;

গ. নতুন সম্পত্তি অধিকারের ফলে পুরানো সম্পত্তির অকেজো হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সম্পত্তি অতীতে ব্যবহার হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, কারিগরি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল সম্পর্কে অনুমান করা হয়।

৩. **সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য:**

সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারণ করাও খুব সহজ নয়। অনুমিত কার্যকালের শেষে সম্পত্তি বিক্রি করে যে মূল্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, তাকে ঐ সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য বলা হয়। এ মূল্যের পরিমাণ যৎসামান্য হলে তাকে শূন্য ধরা হয়। আর যদি পর্যাপ্ত হয়, তাহলে সম্পত্তি ক্রয় বা হারানোর সময় ঐ ভগ্নাবশেষের আনুমানিক মূল্য নির্ণয় করতে হয়। এর থেকে সম্পত্তির কার্যকালের শেষে সেটি অপসারণের সময় সম্ভাব্য অপসারণ সংক্রান্ত খরচ বাদ দিয়ে নিট ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। নিট ভগ্নাবশেষ মূল্যের উপর ভিত্তি করেই অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৮.০৪ অবচয় ধার্যের ও হিসাবভুক্তকরণের পদ্ধতি
Depreciation Methods & Recording System

ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় তাদের স্থায়ী সম্পত্তিগুলোও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, আর তাই তাদের অবচয় ধার্যের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে।

নিম্নে অবচয় ধার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

ক. সময় জ্ঞাপন পদ্ধতি (Time Factor Method):

১. সরলরৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method)

২. হ্রাসমান অবচয় পদ্ধতি (Decreasing Charge Method):

i. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি (Declining/Reducing/Diminishing balance method)

ii. দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতি (Double declining balance method)

iii. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the year digit method)

৩. তড়িৎ অবচয় পদ্ধতি (Accelerated Cost Recovery Method)

খ. ব্যবহার জ্ঞাপন পদ্ধতি (Use Factor Method)

১. যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতি (Machine Hour Rate Method)

২. উৎপাদন একক পদ্ধতি (Unit of Activity Method)

উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহ ছাড়া অবচয় ধার্যের আরোও অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–বার্ষিক সম-কিস্তি পদ্ধতি, প্রতিপূরক তহবিল পদ্ধতি, পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি, বিমা পদ্ধতি, চক্রবৃদ্ধির সুদ পদ্ধতি, মাইল পদ্ধতি, মেরামত সঞ্চিতি পদ্ধতি ইত্যাদি। এ পদ্ধতিগুলো বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে তেমন অনুশীলন করা হয় না।

সরল রৈখিক পদ্ধতি, উৎপাদন একক পদ্ধতি, ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি এ পদ্ধতিগুলো GAAP কর্তৃক স্বীকৃত ।

নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় ও তাদের মধ্যে তুলনা করা হলো:

চেরি কোং ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে তাদের পণ্য সরবরাহের জন্য একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করে।

তার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ–	*টাকা*
ক্রয়মূল্য	*১৩,০০০*
ভগ্নাবশেষ মূল্য	*১,০০০*
আনুমানিক আয়ুষ্কাল	*৫ বছর*
মোট প্রত্যাশিত উৎপাদন	*১,০০,০০০ একক*
এবং প্রত্যাশিত কার্যকাল	*২০,০০০ ঘণ্টা*

২০১৩ সালে ২০,০০০ একক ও ৪০০০ ঘণ্টা, ২০১৪ সালে ২৫,০০০ একক ও ৪,৫০০ ঘণ্টা, ২০১৫ সালে ৩০,০০০ একক ও ৫,০০০ ঘণ্টা, ২০১৬ সালে ১৫,০০০ একক ও ৩,৫০০ ঘণ্টা, এবং ২০১৭ সালে ১০,০০০ একক ও ৩,০০০ ঘণ্টা চলে।

■ **সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method)**

এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তির প্রত্যেক বছরের অবচয়ের পরিমাণ সমান হয়। তাই এ পদ্ধতিকে সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method) বলে। যেহেতু, প্রত্যেক বছরের অবচয়ের পরিমাণ সমান থাকে সেহেতু এ পদ্ধতিতে নির্ণয়কৃত অবচয় যদি গ্রাফে উপস্থাপন করা হয় এবং বিন্দুগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয় তাহলে একটি সরলরেখা পাওয়া যায় তাই একে সরল রৈখিক পদ্ধতি বলে।

এ পদ্ধতিতে অবচয় দুভাবে নির্ণয় করা যায়। যথা:

১. সূত্রের মাধ্যমে

২. অবচয়ের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে।

সূত্রের মাধ্যমে:

এ পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পত্তির প্রাথমিক মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অবচিত মূল্য পাওয়া যায় এ মূল্যকে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়। অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ–

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}}$$

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{\text{৫ বছর}}$$

$$= \text{২,৪০০ টাকা}$$

অবচয়ের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে:

এ পদ্ধতিতে ১০০% কে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে বার্ষিক অবচয়ের হার নির্ণয় করা হয়। তার সাথে অবচিত মূল্য (মোট ব্যয় – ভগ্নাবশেষ মূল্য) গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়।

$$\text{অবচয়ের হার} = \frac{১০০\%}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}}$$

$$\text{অবচয়ের হার} = \frac{১০০\%}{\text{৫ বছর}}$$

$$= ২০\%$$

অবচিত মূল্য = মোট ব্যয় – ভগ্নাবশেষ মূল্য = ১৩,০০০ – ১০০০ = ১২,০০০

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	অবচিত মূল্য ×	অবচয়ের হার	= বার্ষিক অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১২,০০০	২০%	২,৪০০	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১২,০০০	২০%	২,৪০০	৪,৮০০	৮,২০০
২০১৫	১২,০০০	২০%	২,৪০০	৭,২০০	৫,৮০০
২০১৬	১২,০০০	২০%	২,৪০০	৯,৬০০	৩,৪০০
২০১৭	১২,০০০	২০%	২,৪০০	১২,০০০	১,০০০

■ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি

Declining/Reducing/Deminishing balance method

চিত্র: অবচয়ের ফলে মূল্য হ্রাস

যে পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর অবচয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে থাকে তাকে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের জন্য প্রথমে অবচয়ের হার নির্ণয় করে নিতে হয়, যদি অবচয়ের হার উল্লেখ করা থাকে তাহলে অবচয়ের হার নির্ণয় করতে হবে না। এ পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{অবচয়ের হার} = \left(1 - \sqrt[n]{\frac{s}{c}}\right) \times 100$$

এখানে,
n = আনুমানিক আয়ুষ্কাল
c = ক্রয়মূল্য/মোট ব্যয়
s = ভগ্নাবশেষ মূল্য

উদাহরণ:

$$\text{অবচয়ের হার} = \left(১ - \sqrt[৫]{\frac{২,০০০}{১৩,০০০}}\right) \times ১০০$$

$$= \left\{১ - \left(\frac{২,০০০}{১৩,০০০}\right)^{\frac{১}{৫}}\right\} \times ১০০$$

$$= ৩১\%$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বছর	প্রারম্ভিক মূল্য ×	অবচয়ের হার =	বার্ষিক অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	সমাপনী মূল্য
২০১৩	১৩,০০০	৩১%	৪,০৩০	৪,০৩০	৮,৯৭০
২০১৪	৮,৯৭০	৩১%	২,৭৮১	৬,৮১১	৬,১৮৯
২০১৫	৬,১৮৯	৩১%	১,৯১৯	৮,৭৩০	৪,২৭০
২০১৬	৪,২৭০	৩১%	১,৩২৪	১০,০৫৪	২,৯৪৬
২০১৭	২,৯৪৬		(২,৯৪৬ – ১০০০) = ১,৯৪৬	১২,০০০	১,০০০

নোটঃ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা সুবিধাজনক এবং সম্পত্তির শেষ বছরের অবচয় হবে প্রারম্ভিক মূল্য এবং ভগ্নাবশেষ মূল্যের পার্থক্য। এক্ষেত্রে অবচয়ের হার দিয়ে গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয় না।

দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতি (Double Declinging Balance Method)

সরল রৈখিক পদ্ধতির অবচয় হারকে ২ দ্বারা গুণ করে যে অবচয়ের হার পাওয়া যায় সে অবচয়ের হার দিয়ে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করা হলে তাকে দ্বিগুণ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় অনেকটা ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতির মতো। দ্বিগুণ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় নিম্নরূপ–

উদাহরণঃ

$$\text{অবচয়ের হার} = \frac{১০০\%}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} \times ২$$

$$\text{অবচয়ের হার} = \frac{১০০\%}{৫ \text{ বছর}} \times ২$$

$$= ৪০\%$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়ঃ

বছর	প্রারম্ভিক মূল্য ×	অবচয়ের হার =	বার্ষিক অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	সমাপনী মূল্য
২০১৩	১৩,০০০	৪০%	৫,২০০	৫,২০০	৭,৮০০
২০১৪	৭,৮০০	৪০%	৩,১২০	৮,৩২০	৪,৬৮০
২০১৫	৪,৬৮০	৪০%	১,৮৭২	১০,১৯২	২,৮০৮
২০১৬	২,৮০৮	৪০%	১,১২৩	১১,৩১৫	১,৬৮৫
২০১৭	১,৬৮৫	৪০%	(১৬৮৫–১০০০) = ৬৮৫	১২,০০০	১,০০০

নোটঃ দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতিতে অবচয় ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা সুবিধাজনক এবং সম্পত্তির শেষ বছরের অবচয় হবে প্রারম্ভিক মূল্য এবং ভগ্নাবশেষ মূল্যের পার্থক্য। এক্ষেত্রে অবচয়ের হার দিয়ে গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয় না।

বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the year digit method)

এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির ব্যয় হতে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যে মূল্য পাওয়া যায় তাকে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা ভাগ করে এবং অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল দ্বারা গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়, তাই এ পদ্ধতিকে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের সূত্রসমূহ নিম্নরূপ–

১. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রঃ

$$\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি} = \frac{n(n+1)}{2}$$ [এখানে, n = মোট আনুমানিক আয়ুষ্কাল।]

২. অবচয় নির্ণয়ের সূত্রঃ

$$\text{১ম বছরের অবচয়} = \frac{n - ০}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

$$\text{২য় বছরের অবচয়} = \frac{n - ১}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

নোটঃ n থেকে ১ম বছর ০, ২য় বছর ১, ৩য় বছর ২ এভাবে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে বিয়োগ করতে হবে।

উদাহরণঃ

$$\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{৫(৫+১)}{২} = ১৫$$

অথবা, বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি = ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ = ১৫

$$\text{১ম বছরের অবচয়} = \frac{n - ০}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

$$= \frac{৫}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৪,০০০$$

$$\text{২য় বছরের অবচয়} = \frac{n - ১}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

$$= \frac{৫ - ১}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৩,২০০$$

$$\text{৩য় বছরের অবচয়} = \frac{n - ২}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

$$= \frac{৫ - ২}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ২,৪০০$$

$$\text{৪র্থ বছরের অবচয়} = \frac{n - ৩}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

$$= \frac{৫ - ৩}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ১,৬০০$$

$$\text{৫ম বছরের অবচয়} = \frac{n - ৪}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য})$$

$$= \frac{৫ - ৪}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৮০০$$

অথবা, অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$\frac{৫ - ০}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৪,০০০$	৪,০০০	৯,০০০
২০১৪	১৩,০০০	$\frac{৫ - ১}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৩,২০০$	৭,২০০	৫,৮০০
২০১৫	১৩,০০০	$\frac{৫ - ২}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ২,৪০০$	৯,৬০০	৩,৪০০
২০১৬	১৩,০০০	$\frac{৫ - ৩}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ১,৬০০$	১১,২০০	১,৮০০
২০১৭	১৩,০০০	$\frac{৫ - ৪}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৮০০$	১২,০০০	১,০০০

তড়িৎ অবচয় পদ্ধতি

Accelerated Cost Recovery Method

কর সাশ্রয়ের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কোনো সম্পত্তির মূল্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালে আমেরিকায় ১ম এ পদ্ধতি চালু হয়। বাংলাদেশে আয়কর অধ্যাদেশের ৩য় তফসিলের ৭ম অনুচ্ছেদে বলা হয় যে বাংলাদেশে পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা যা ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০০৫ সালের মধ্যে স্থাপিত, সেসব ক্ষেত্রে তড়িৎ অবচয় ভাতা প্রকৃত মূল্যের ১০০% বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর অনুমোদিত হবে।

এ পদ্ধতিতে তিন, পাঁচ এবং দশ বছরের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয়ের হার নিম্নরূপঃ

বছর	তিন বছর সম্পত্তি	পাঁচ বছর সম্পত্তি	দশ বছর সম্পত্তি
১	২৫%	১৫%	৮%
২	৩৮%	২২%	১৪%
৩	৩৭%	২১%	১২%
৪		২১%	১০%
৫		২১%	১০%
৬			১০%
৭			৯%
৮			৯%
৯			৯%
১০			৯%
	১০০%	১০০%	১০০%

পাঁচ বছরের শতকরা হারের ভিত্তিতে অবচয় দেখানো হলোঃ

বছর	ব্যয়	হার	অবচয়
২০১৩	১৩০০০	১৫%	১৯৫০
২০১৪	১৩০০০	২২%	২৮৬০
২০১৫	১৩০০০	২১%	২৭৩০
২০১৬	১৩০০০	২১%	২৭৩০
২০১৭	১৩০০০	২১%	২৭৩০
	১৩০০০	১০০%	১৩০০০

যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতি

Machine Hour Rate Method

যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতিতে কোনো সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ের জন্য তার আয়ুষ্কালকে মোট যন্ত্রঘণ্টা দ্বারা প্রকাশ কর হয়। সম্পত্তির মূল্য হতে তার ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে যে অবচিত মূল্য পাওয়া যায় তাকে মোট যন্ত্র ঘণ্টা দ্বারা ভাগ করে প্রতি ঘণ্টার অবচয় নির্ণয় করা হয়। এ প্রতি ঘণ্টার অবচয়ের সাথে যন্ত্র ঘণ্টা গুণ করে ঐ বছরের অবচয় নির্ণয় করা হয়। অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপঃ

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট যন্ত্র ঘণ্টা}} \times \text{ব্যবহৃত যন্ত্র ঘণ্টা}$$

উদাহরণ:

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{২০,০০০} \times ৪,০০০ = ২,৪০০$	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{২০,০০০} \times ৪,৫০০ = ২,৭০০$	৫,১০০	৭,৯০০
২০১৫	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{২০,০০০} \times ৫,০০০ = ৩,০০০$	৮,১০০	৪,৯০০
২০১৬	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{২০,০০০} \times ৩,৫০০ = ২,১০০$	১০,২০০	২,৮০০
২০১৭	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{২০,০০০} \times ৩,০০০ = ১,৮০০$	১২,০০০	১,০০০

অথবা,

$$\text{ঘণ্টা প্রতি অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয় – ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট যন্ত্র ঘণ্টা}}$$

$$= \frac{১৩,০০০-১,০০০}{২০,০০০}$$

$$= ০.৬$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	৪,০০০ × ০.৬ = ২,৪০০	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	৪,৫০০ × ০.৬ = ২,৭০০	৫,১০০	৭,৯০০
২০১৫	১৩,০০০	৫,০০০ × ০.৬ = ৩,০০০	৮,১০০	৪,৯০০
২০১৬	১৩,০০০	৩,৫০০ × ০.৬ = ২,১০০	১০,২০০	২,৮০০
২০১৭	১৩,০০০	৩,০০০ × ০.৬ = ১,৮০০	১২,০০০	১,০০০

উৎপাদন একক পদ্ধতি

Unit Of Activity Method

উৎপাদন একক পদ্ধতি অনেকটা যন্ত্র ঘণ্টা পদ্ধতির অনুরূপ। এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির জীবনকালে উৎপাদিত ইউনিট বা উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা তার অবচিত মূল্যকে ভাগ করে একক প্রতি অবচয় পাওয়া যায়। এ একক প্রতি অবচয়ের সাথে প্রত্যেক বছরের উৎপাদনের পরিমাণ গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয় – ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট প্রত্যাশিত উৎপাদন একক}} \times \text{বার্ষিক উৎপাদন}$$

উদাহরণ: **অবচয় নির্ণয়ের ছক।**

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{১,০০,০০০} \times ২০,০০০ = ২,৪০০$	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{১,০০,০০০} \times ২৫,০০০ = ৩,০০০$	৫,৪০০	৭,৬০০
২০১৫	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{১,০০,০০০} \times ৩০,০০০ = ৩,৬০০$	৯,০০০	৪,০০০
২০১৬	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{১,০০,০০০} \times ১৫,০০০ = ১,৮০০$	১০,৮০০	২,২০০
২০১৭	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০-১,০০০}{১,০০,০০০} \times ১০,০০০ = ১,২০০$	১২,০০০	১,০০০

অথবা,

$$\text{একক প্রতি অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয় – ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট প্রত্যাশিত উৎপাদন একক}}$$

$$= \frac{১৩,০০০-১,০০০}{১,০০,০০০}$$

$$= ০.১২$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	২০,০০০ × ০. ১২= ২,৪০০	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	২৫,০০০ × ০. ১২= ৩,০০০	৫,৪০০	৭,৬০০
২০১৫	১৩,০০০	৩০,০০০ × ০. ১২= ৩,৬০০	৯,০০০	৪,০০০
২০১৬	১৩,০০০	১৫,০০০ × ০. ১২= ১,৮০০	১০,৮০০	২,২০০
২০১৭	১৩,০০০	১০,০০০ × ০. ১২= ১,২০০	১২,০০০	১,০০০

কাজ—১: কানিজ অ্যান্ড কোং ১ জানুয়ারি ২০১০ সালে ২,৯০,০০০ টাকায় একটি মিক্সার মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৫ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। কোম্পানির প্রকৌশলী নির্ধারণ করেন মিক্সার মেশিনের কার্যকরী জীবনকাল ৭,৫০০ ঘণ্টা এবং ২৭,০০০ একক পন্য উৎপাদিত হবে। মেশিনটি ২০১০ সালে ১৫০০ ঘণ্টা ও ৫,০০০ একক, ২০১১ সালে ২,৬২৫ ঘণ্টা ও ৭,০০০ একক, ২০১২ সালে ২,২৫০ ঘণ্টা ও ৬,০০০ একক পণ্য উৎপাদন করে। কানিজ অ্যান্ড কোং এর হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

করণীয়: নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ৫ বছরের অবচয় নির্ণয় কর:

ক. সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি ।

খ. যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতি ।

গ. উৎপাদন একক পদ্ধতি ।

ঘ. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি।

ঙ. দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতি।

চ. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি ।

বিভিন্ন সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয় ধার্যের পদ্ধতি

অবচয় ধার্যের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আকার, আকৃতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি ভেদে অবচয় ধার্যের পদ্ধতি ও ভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে তা বাধ্যতামুলক নয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দ অনুযায়ী অবচয় ধার্য পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। নিম্নে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয় ধার্যের উপযোগী পদ্ধতি সমূহ তুলে ধরা হলো:

সম্পত্তির নাম	অবচয় ধার্যের উপযোগী পদ্ধতি
১. সুনাম	১. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি।
২. ইজরা সম্পত্তি, প্যাটেন্ট, গ্রন্থস্বত্ব	২. স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা বার্ষিক কিস্তি পদ্ধতি বা অবচয় তহবিল পদ্ধতি।
৩. কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, দালান, আসবাবপত্র	৩. স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা ক্রম হ্রাসমান জের পদ্ধতি।
৪. বিনিয়োগ বা লগ্নি, পশু সম্পদ	৪. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি।
৫. খুচরা যন্ত্রপাতি	৫. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি বা নিঃশেষকরণ পদ্ধতি।
৬. খনি	৬. নিঃশেষকরণ (Depletion) পদ্ধতি।
৭. যানবাহন	৭. মাইল হার পদ্ধতি।

অবচয় হিসাবভুক্তকরণ পদ্ধতি (Recording System Of Depreciation)

অবচয় হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতি ২টি যথা:

১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি – (Direct method) → যখন অবচয়ের জন্য সঞ্চিতি হিসাব রাখা হয় না।

২. সঞ্চিতি পদ্ধতি – (Allowance method) → যখন অবচয়ের জন্য সঞ্চিতি হিসাব রাখা হয়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার তেমন লক্ষ্য করা যায় না এবং আধুনিক লেখকগণ অবচয় হিসাবভুক্ত করার ক্ষেত্রে সঞ্চিতি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষার্থীদের উভয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য এবং মৌলিক (Basic) জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি→ যখন অবচয়ের জন্য সঞ্চিতি হিসাব রাখা হয় না: এ পদ্ধতিতে সরাসরি অবচয়কে সম্পত্তির উপর চার্জ করা হয়। অর্থাৎ অবচয় হিসাব ডেবিট এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট করা হয়। হিসাবকাল শেষে অবচয় হিসাবকে বন্ধ করার জন্য বা অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তরের জন্য লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট এবং অবচয় হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। এ পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিকে তার প্রকৃত মূল্যে উপস্থাপন করা হয় না এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবচয়ের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সম্ভব হয় না।

জাবেদা দাখিলা

১. অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্য–

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	অবচয় হিসাব		****	
	সম্পত্তি হিসাব			****

২. অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য–

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	লাভ-লোকসান হিসাব		****	
	অবচয় হিসাব			****

সঞ্চিতি পদ্ধতি → যখন অবচয়ের জন্য সঞ্চিতি হিসাব রাখা হয়: এ পদ্ধতিতে অবচয় সরাসরি সম্পত্তির উপর চার্জ করা হয় না। অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্য অবচয় হিসাব ডেবিট এবং পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট করা হয়। এখানে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মতো অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য বা অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট এবং অবচয় হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। এ পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিকে তার প্রকৃত মূল্যে উপস্থাপন করা হয় এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবচয় পরিমাণ বা পুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছরের অবচয় পূর্ববর্তী বছরের পুঞ্জিভূত অবচয়ের সাথে যোগ হয়। সম্পত্তির মেয়াদকাল শেষে পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব এবং সম্পত্তি হিসাব দুটোকে বন্ধ করার জন্য পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট এবং সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট করা হয়। উভয় পক্ষ ডেবিট এবং ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট যদি কোনো ব্যালেন্স থাকে তাকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

জাবেদা দাখিলা

১. অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্যঃ

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	অবচয় হিসাব		****	
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব			****

২. অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্যঃ

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	লাভ লোকসান হিসাব		****	
	অবচয় হিসাব			****

৩. সম্পত্তির মেয়াদ কাল শেষে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		****	
	সম্পত্তি হিসাব			****

নোট: শিক্ষার্থীরা অঙ্ক করার সময় অবশ্যই দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উদাহরণ: ৩ XYZ কোম্পানি নগদ ৯০,০০০ টাকা দিয়ে ১ জানুয়ারি ২০১৩ একটি মেশিন ক্রয় করে। যার আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ১০,০০০ টাকা। অবচয় ধার্যের জন্য সরল রৈখিক পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়। কোম্পানির হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

করণীয়: প্রথম দুবছরের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা, খতিয়ান এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন দেখাও। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে–

১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ;

২. সঞ্চিতি পদ্ধতি ।

সমাধান: ৩ গণনাকার্য (Workings) ।

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয় – ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}}$$

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{৯০,০০০ – ১০,০০০}}{\text{১০ বছর}}$$

$$= \text{৮,০০০}$$

১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি:

XYZ কোম্পানি
জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩				
জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব ডেবিট		৯০,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			৯০,০০০
	(নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	মেশিন হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)			
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	অবচয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			

২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট মেশিন হিসাব ক্রেডিট (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)		৮,০০০	৮,০০০
	লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট (অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)		৮,০০০	৮,০০০

খতিয়ান

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৯০,০০০		৯০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	৮২,০০০
২০১৪					
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	৭৪,০০০

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	
২০১৪					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:	
মেশিন	৮২,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:	
মেশিন	৭৪,০০০

২. **সঞ্চিতি পদ্ধতি:**

XYZ কোম্পানি

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩				
জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব ডেবিট		৯০,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			৯০,০০০
	(নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)			
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	অবচয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(অবচয় হিসাবকে লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			
২০১৪				
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)			
	লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	অবচয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			

খতিয়ান

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৯০,০০০		৯০,০০০

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	
২০১৪					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	

পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩					
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	৮,০০০
২০১৪					
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	১৬,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:		
মেশিন	৯০,০০০	
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	৮,০০০	
		৮২,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:		
মেশিন	৯০,০০০	
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	১৬,০০০	
		৭৪,০০০

কাজ—২: ম্যাক্সওয়েল কোম্পানি ১লা অক্টোবর ২০০৭ সালে ২,১২,০০০ টাকা দিয়ে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এটা নির্ধারণ করা হয় যে, আনুমানিক জীবনকাল ৮ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ১২,০০০ টাকা। কোম্পানির হিসাব কাল শেষ হয় ক্যালেন্ডার বছরে।

করণীয়: প্রথম দুবছরের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা, খতিয়ান এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন দেখাও। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে: (১) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। (২) সঞ্চিতি পদ্ধতি।

৮.০৫ স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ

Accounting For Sales Of Fixed Assets

স্থায়ী সম্পত্তির হস্তান্তর তিনভাবে হতে পারে। যথা–

১. ব্যবহার হতে তুলে নেয়া বা অবসর (Retirment of Plant)

২. বিক্রয় (Sales of Plant Assets)

৩. বিনিময় (Exchange or Trade in Plant Assets)

যেকোনো পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পত্তি হস্তান্তর করা হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই হস্তান্তরের সময় সম্পত্তির বহি মূল্য (ক্রয়মূল্য–পুঞ্জিভূত অবচয়) নির্ধারণ করতে হয়।

সম্পত্তি যে তারিখে হস্তান্তর করা হবে হিসাবকাল শুরু তারিখ হতে ঐ তারিখ পর্যন্ত অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। তারপর সম্পত্তির হস্তান্তরে লাভ বা লোকসান নির্ণয় করতে হবে। নিম্নে বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধকরণ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয় (Sales of Plant Assets): স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে তারিখে বিক্রয় করা হবে সেই তারিখ পর্যন্ত বিক্রিত সম্পত্তির অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য বহি মূল্য (ক্রয়মূল্য- পুঞ্জিভূত অবচয়) অপেক্ষা বেশি হলে তাকে সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ অপরপক্ষে বিক্রয় মূল্য কম হলে বিক্রয়জনিত ক্ষতি হয়। কেবল ঘটনাচক্রে বিক্রিত সম্পত্তির বহিমূল্য এবং বিক্রয় মূল্য সমান হতে পারে। নিম্নে বিক্রিত সম্পত্তির লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় এবং জাবেদা দেখানো হলো–

লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের Format:

সম্পত্তির মূল্য	***
বাদঃ পুঞ্জিভূত অবচয় (বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত)	***
বহি মূল্য	***
বাদঃ বিক্রয় মূল্য	***
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি	***

নোট: যদি বিক্রয় মূল্য বড় হয় (ফলাফল ঋণাত্মক হয়) তাহলে লাভ। অন্যদিকে বহিঃমূল্য বড় হলে (ফলাফল ধনাত্মক হলে) ক্ষতি।

সম্পত্তি বিক্রয় এর ফলে লাভ হলে জাবেদা হবে নিম্নরূপ:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট			
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট			
	সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট			
	সম্পত্তি বিক্রয় জনিত লাভ হিসাব ক্রেডিট			

সম্পত্তি বিক্রয় এর ফলে ক্ষতি হলে জাবেদা হবে নিম্নরূপঃ

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট পঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি হিসাব ডেবিট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট			

উদাহরণ: ৪ **M/S জিয়া ট্রেডার্স ২০১৩ সালের জুলাই ১ তারিখে ২০,০০০ টাকায় একটি মেশিন বিক্রয় করে। বিক্রিত মেশিনের প্রকৃত ক্রয়মূল্য ৮০,০০০ টাকা। ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে পুঞ্জিভূত অবচয় ৬০,০০০ টাকা। বার্ষিক অবচয়ের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা (প্রথম ৬ মাসের অবচয় ১০,০০০ $\times \frac{৬}{১২} =$ ৫,০০০)।**

সমাধান: ৪ **সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভঃ**

প্রথম ৬ মাসের অবচয়ের জন্য জাবেদা দাখিলা–

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জুলাই -১	অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় ক্রেডিট (প্রথম ৬ মাসের অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)		৫,০০০	 ৫,০০০

বিক্রিত সম্পত্তির লাভ নির্ণয়ঃ

সম্পত্তির ক্রয় মূল্য	৮০,০০০
বাদঃ পুঞ্জিভূত অবচয় (৬০,০০০ + ৫০০০)	(৬৫,০০০)
বহি মূল্য	১৫,০০০
বাদঃ বিক্রয় মূল্য	(২০,০০০)
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	(৫,০০০)

M/S জিয়া ট্রেডার্স

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জুলাই-১	নগদান হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ ক্রেডিট (সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ হিসাবভুক্ত করা হলো)		২০,০০০ ৬৫,০০০	 ৮০,০০০ ৫,০০০

নোটঃ সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ, লাভ-লোকসান বিবরনীর অন্যান্য আয়ের মধ্যে আয় হিসাবে দেখাতে হবে।

সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি:

প্রথম উদাহরণ অনুযায়ী বিক্রয় মূল্য ২০,০০০ টাকার পরিবর্তে ১০,০০০ টাকা ধরা হলে–

সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি নির্ণয়:

সম্পত্তির ক্রয়মূল্য	৮০,০০০
বাদঃ পুঞ্জিভূত অবচয় (৬০,০০০ + ৫০০০)	(৬৫,০০০)
বহি মূল্য	১৫,০০০
বাদঃ বিক্রয় মূল্য	(১০,০০০)
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	৫,০০০

M/S জিয়া ট্রেডার্স

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩					
জুলাই-১	নগদান হিসাব	ডেবিট		১০,০০০	
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব	ডেবিট		৬৫,০০০	
	সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি	ডেবিট		৫,০০০	
	সম্পত্তি হিসাব	ক্রেডিট			৮০,০০০
	(সম্পত্তি বিক্রয়জনিত হিসাবভুক্ত করা হলো)				

কাজ–৩: তন্নি কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০১১ সালে ১০,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করে। মেশিনটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ২,০০,০০০ টাকা। মেশিনটির অর্ধেক অকেজো হয়ে পড়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে তা ১,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে। কোম্পানি সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণ করে এবং তাদের হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর।

ক. প্রথম দুবছরের জন্য অবচয় নির্ণয় কর।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ কর।

গ. প্রথম দুবছরের অবচয় হিসাব এবং মেশিন হিসাব দেখাও।

৮.০৬ প্রাকৃতিক সম্পদ
Natural Resources

চিত্র: বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ

যেসব সম্পত্তি প্রকৃতি থেকে ব্যবহার উত্তোলন বা আহরণের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– তেল, গ্যাস, কয়লা, লৌহ, কাঠ ইত্যাদি। যেহেতু ব্যবহার এর ফলে এসব সম্পত্তি ক্রমাগত কমতে থাকে অর্থাৎ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না তাই তাকে ক্ষয়শীল সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ের জন্য স্থায়ী সম্পত্তির অনুরূপ একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। শুধু উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন সংখ্যা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ (Depletion) খরচের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ যদি ক্রয় করা হয় তাহলে প্রকৃতভাবে এ সম্পদের ব্যয় বা ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। যার ফলে সম্পদের পরিমাণ বা মাত্রা জানা যায়। তাই সহজে এর নিঃশেষ (Depletion) খরচ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার করা হয় তবে তার ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা অনেকটা জটিল প্রকৃতির হয়। এক্ষেত্রে অনুসন্ধান কাজের ব্যয় মূলধনায়িত করে খনিজ সম্পদের ব্যয়মূল্য নির্ণয় করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যয় নির্ণয় সম্পর্কে Weygandt, Kieso and Kimmel তাঁদের Accounting Principal গ্রন্থে ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন–

১। প্রাকৃতিক সম্পদকে কার্যোপযোগী করার জন্য এ সম্পদ উত্তোলন করা হয়। যেমন–বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।
২। প্রাকৃতিক কাজের দ্বারা এটি পুনঃস্থাপনযোগ্য। প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য যে মূল্য ধার্য করা হয় তাকে ঐ সম্পদের ব্যয় বলে গণ্য করা হয়। আবিষ্কৃত সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যয় হবে সম্পত্তির জন্য প্রদত্ত মূল্য।

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ খরচ নির্ণয়
Determination the Depletion Expenses of Natural Resources

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বা ব্যবহারের ফলে এটি নিঃশেষিত হয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট হিসাব কালে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এ সম্পত্তির নিঃশেষ খরচ নির্ধারণ করতে হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ খরচ নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

১। প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অবচিত মূল্যকে মোট আনুমানিক সম্পদের সঞ্চিতির পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে একক প্রতি নিঃশেষ খরচ নির্ণয় করা হয়।

$$\text{একক প্রতি নিঃশেষ খরচ} = \frac{\text{প্রাকৃতিক সম্পদের মোট ব্যয় } - \text{ ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক সঞ্চিতির পরিমাণ}}$$

২। কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে ঐ হিসাবকালের উত্তোলনের পরিমাণ বা বিক্রয়ের পরিমাণের সাথে একক প্রতি নিঃশেষ খরচ গুণ করে কালান্তিক নিঃশেষ খরচ নির্ণয় করা হয়।

$$\text{নিঃশেষ খরচ} = \text{একক প্রতি নিঃশেষ খরচ} \times \text{নির্দিষ্ট হিসাবকালে উত্তোলন}$$

অথবা,

$$\text{নিঃশেষ খরচ} = \frac{\text{প্রাকৃতিক সম্পদের মোট ব্যয় } - \text{ ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক সঞ্চিতির পরিমাণ}} \times \text{নির্দিষ্ট হিসাবকালে উত্তোলন}$$

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ খরচ হিসাব রক্ষণ প্রক্রিয়াঃ

স্থায়ী সম্পত্তির উপর যেমন অবচয় ধার্য করা হয় ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক সম্পত্তির উপর নিঃশেষ খরচ (Depletion Expense) ধার্য করা হয়।

নিম্নে নিঃশেষ খরচ হিসাবভুক্ত করার জাবেদা দেখানো হলো:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	নিঃশেষ খরচ হিসাব		****	
	পুঞ্জিভূত নিঃশেষ হিসাব			****

হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরির ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের সময় পণ্যের ব্যয় হিসাবে নিঃশেষ খরচ বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রাকৃতিক সম্পদ (কয়লা, গ্যাস, তৈল) থেকে পুঞ্জিভূত নিঃশেষ বাদ দিয়ে দেখাতে হবে। নিম্নে উদ্বর্তপত্র উপস্থাপন দেখানো হলো–

বিবরণ	টাকা
প্রাকৃতিক সম্পদ	****
বাদ: পুঞ্জিভূত নিঃশেষ	(****)

অনেক সময় উত্তোলনকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ একটি পরিচালনচক্রে বিক্রয় নাও হতে পারে। যা পরবর্তী হিসাবকালে বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত নিঃশেষ খরচ হিসাবে দেখানো যাবে না। অবিক্রিত উত্তোলনকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ চলতি সম্পদ হিসাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখাতে হবে।

৮.০৭ অদৃশ্য বা অস্পর্শনীয় সম্পদ
Intangible Assets

চিত্র: অদৃশ্য সম্পত্তি

যেসব সম্পত্তি দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না বা যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয় তাকে অদৃশ্য বা অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলে। যেমন– সুনাম (Good will), প্যাটেন্ট স্বত্ব (Patent right), ব্যবসায়িক প্রতীক (Trade Mark), মুদ্রণ স্বত্ব (Copy right), ব্রান্ড নাম (Brand name), লিজ হোল্ডার (Lease holder), ফ্রেঞ্চাইজ (Frenchise) ইত্যাদি। অদৃশ্য সম্পত্তির মধ্যে অধিকাংশ সম্পত্তির আয়ুষ্কাল দীর্ঘ মেয়াদি হয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এসব সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু চলতি সম্পত্তি থাকে যার কোনো বাহ্যিক অবস্থান বা অস্তিত্ব নেই কিন্তু তাকে অদৃশ্য সম্পত্তি বলা যাবে না। যেমন–বিবিধ দেনাদার, অগ্রিম খরচ।

অদৃশ্য সম্পত্তির উৎস

Weygandt, Kieso & Kimmel তাদের Accounting Principal গ্রন্থে অদৃশ্য সম্পত্তি সম্পর্কে বলেন, "দীর্ঘ মেয়াদী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব হতে সৃষ্ট অধিকার সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাকেই অদৃশ্য সম্পত্তি ধরা হয়। এসব সম্পত্তির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব দেখা যায় না।"

নিম্নে অদৃশ্য সম্পত্তির উৎসসমূহ তুলে ধরা হলো–

১। সরকারি মঞ্জুরি, যেমন–প্যাটেন্ট, গ্রন্থস্বত্ব, ব্যবসায় প্রতীক, ব্যবসায় নাম ইত্যাদি।

২। অন্য কোনো কারবার প্রতিষ্ঠান ক্রয়ের সময় ক্রয় প্রতিদানে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির জন্য অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত থাকলে। যেমন–সুনাম।

৩। একতরফা বা একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থাসহ কোনো দালিলিক চুক্তি করা হলে।

অদৃশ্য সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

অদৃশ্য সম্পত্তির সংজ্ঞা এবং তাদের সৃষ্টির উৎস থেকে অদৃশ্য সম্পত্তির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

নিম্নে অদৃশ্য সম্পত্তির এসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

১. অদৃশ্য সম্পত্তির নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না।

২. অদৃশ্য সম্পত্তি হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত নিশ্চিত সুবিধা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

৩. অদৃশ্য সম্পত্তি দীর্ঘমেয়াদী হয়।

৪. পণ্যের উৎপাদন ও উন্নয়নে কিছু কিছু অদৃশ্য সম্পত্তি ব্যবহৃত হয় যেমন–Patent, Copyright ইত্যাদি। আবার পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে কিছু কিছু সম্পত্তি সহায়তা করে। যেমন–Trade mark.

৫. চুক্তি দ্বারা আয়ুষ্কাল নির্ধারণ হতে পারে।

৬. পৃথকভাবে সনাক্ত করা না গেলেও অন্যান্য বস্তুগত সম্পত্তির সাথে অস্তিত্ব বিনিময় করা যায়। যেমন- সুনাম।

৭. এদের কোনো আদায়যোগ্য ও অবসায়ন মূল্য থাকে না।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য সম্পত্তি

১. **সুনাম (Good will):** সুনাম প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী উপস্থাপিত অদৃশ্য সম্পত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুনামের সর্বজনগ্রাহ্য তেমন কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। সাধারণভাবে সুনাম হলো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতির মূল্য যে সুখ্যাতির ফলে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত লাভ সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অধিক হয়। সুনাম একটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তি (Intangible asset) কারণ এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। গুণগত পণ্য, সুবিধাজনক স্থানে ব্যবসায়ের অবস্থান, মালিক-কর্মচারীর সুন্দর ব্যবহার, ব্যক্তিগত সুখ্যাতি, ক্রেতাদের সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কারণে কারবার প্রতিষ্ঠান ক্রেতা সাধারণের নিকট আস্থাভাজন হয় এবং এর ফলে কারবারের বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে কারবার প্রতিষ্ঠান স্বভাবিক মুনাফা অপেক্ষা বেশি মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। অতি মুনাফা অর্জনের ক্ষমতাই একটি কারবার প্রতিষ্ঠানের সুনাম।

সুনামের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সম্পত্তিগুলোকে তাদের প্রকৃত বাজার মূল্যে ডেবিট এবং বিক্রেতাকে প্রদত্ত ক্রয় প্রতিদানকে ক্রেডিট করা হয় এবং এ দুয়ের পার্থক্যকে সুনাম হিসাবে ডেবিট করা হয়। সুনামকে তার কার্যকরী জীবনকালের মধ্যে অবলোপন করতে হবে। তবে তা অবশ্যই ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। অবলোপন হিসাবভুক্ত করার জন্য অবলোপন খরচ (Amortization expenses) কে ডেবিট এবং সুনাম (Good will) কে ক্রেডিট করতে হয়।

২. **গ্রন্থস্বত্ব (Copyright):** পুস্তক বা অন্য কোনো লিখিত বিষয় মুদ্রণ ও পুনঃমুদ্রণের অধিকারকে গ্রন্থস্বত্ব বলে। কপিরাইট আইন অনুযায়ী গ্রন্থস্বত্ব হলো সরকার প্রদত্ত একটি আইনগত অধিকার। যিনি এ অধিকার অর্জন করেন এবং তার সৃষ্টি অন্যদেরকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে লেখকই গ্রন্থস্বত্বের প্রাথমিক অধিকারী। কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান লেখকের কাছ থেকে গ্রন্থস্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে পারেন।

৩. **প্যাটেন্ট (Patent):** কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য তৈরি, ব্যবহার এবং বাজারজাত করার জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত একচেটিয়া অধিকারকে প্যাটেন্ট স্বত্ব বলে। সরকারকে একটি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ ধরনের প্যাটেন্ট স্বত্ব অর্জন করতে হয়। ১৯৯৩ সালের গ্যাট চুক্তি (GATT) অনুযায়ী বর্তমানে ২০ বছরের জন্য প্যাটেন্ট স্বত্ব অনুমোদন করা হয় থাকে। প্যাটেন্ট অধিকার দুভাবে অর্জন করা যায়। যথা: কোনো আবিষ্কারকের নিকট থেকে প্যাটেন্ট স্বত্ব ক্রয় করে অথবা নিজস্ব সংস্থার গবেষণার মাধ্যমে প্যাটেন্ট উদ্ভাবন করে। এটি এক ধরনের অস্পর্শনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ। প্যাটেন্টের জন্য যা খরচ করা হয় সে খরচই প্যাটেন্টের মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবে শুধুমাত্র আইনগত ঝামেলা এড়ানোর জন্য প্যাটেন্ট স্বত্ব অর্জন করা হয়।

৪. **ব্যবসায়িক প্রতীক বা ব্যবসায়িক নাম (Trade mark or trade name):** পণ্যের উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী তার উৎপাদিত পণ্যকে চিহ্নিত করাসহ বাজারে বিদ্যমান একই ধরনের পণ্য থেকে নিজের পণ্যটিকে পৃথকভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ নাম বা চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন তাকে ট্রেডমার্ক বা ব্যবসায়িক প্রতীক বলে। এ চিহ্ন অন্যের ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের জন্য সরকারকে নির্ধারিত ফি দিয়ে অধিকার অর্জন করতে হয়। Trade and Merchandise Act. 1958 এর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ট্রেডমার্ক অর্জনকারী মালিক বা প্রতিষ্ঠান ট্রেডমার্ক চিহ্নিত পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে থাকেন। যেমন–সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড ইউনিলিভার, টয়োটা, কোকা-কোলা, পেপসি, স্কয়ার, এক্মি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নাম ও পণ্যের চিহ্ন অন্য কেহ ব্যবহার করতে পারে না। পুরাতন কোম্পানি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করলে উক্ত ক্রয়মূল্যই হবে ট্রেডমার্কের মূল্য। আর যদি নিজেরা ট্রেডমার্ক উন্নয়ন করে তবে, সেক্ষেত্রে সরকারি নিবন্ধন ফিস, ডিজাইন ব্যয়, এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমষ্টি হবে ট্রেডমার্কের মূল্য। অন্যান্য অস্পর্শনীয় সম্পত্তির ন্যায় ট্রেডমার্ক ৪০ বছর পর্যন্ত অবলোপন করা গেলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অবলোপন করা উচিত।

৫. **ফ্রেঞ্চাইজ এবং লাইসেন্স (Franchises & Licence):** নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সরকার কিংবা কোনো কোম্পানি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ের অপর কোনো প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা করার অধিকার প্রদানকে ফ্রেঞ্জাইজ বলে। এ সম্পর্কে Weygandt, Kieso & Kimmel বলেন," ফ্রেঞ্জাইজ হচ্ছে একটি চুক্তিগত ব্যবস্থা, যার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য, সেবা, নির্দিষ্ট ট্রেডমার্কস (Trade Marks) বা ট্রেড নামে (Trade Name) বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করে। ফ্রেঞ্জাইজ সাধারণত নির্দিষ্ট, ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন–জাপানের বিখ্যাত গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান টয়োটা (Toyata Inc.) ইনকর্পোরেশন তাদের গাড়ি বাংলাদেশে বাজারজাত করণের অধিকার অর্জন করে Navana Motors.

অদৃশ্য সম্পত্তির হিসাব রক্ষণ

অদৃশ্য সম্পত্তির অবলোপন (Amortization) স্থায়ী সম্পত্তির সমজাতীয়। Weygandt, Kieso & Kimmel এর মতে "অদৃশ্য সম্পত্তিকে ব্যয় মূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয় এবং এ খরচকে অদৃশ্য সম্পত্তির আয়ুষ্কালের মধ্যে আনুপাতিক এবং পদ্ধতিগতভাবে খরচ হিসাবে বণ্টন করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তি এবং অস্পর্শনীয় সম্পত্তির হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে অদৃশ্য সম্পত্তির অবলোপন এর প্রক্রিয়াসমূহ তুলে ধরা হলো–

১. **ব্যয় নির্ণয় (Cost determinaiton):** প্রথমেই অস্পর্শনীয় সম্পত্তি ব্যয় নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য স্থায়ী সম্পত্তির সাথে পার্থক্য আছে। স্থায়ী সম্পত্তির ব্যয়ের মধ্যে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য, উপযোগী ব্যয় এবং বিমা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু অস্পর্শনীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এর ক্রয়মূল্যকেই ব্যয় ধরতে হবে।

২. জীবনকাল (Useful life): স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তির জীবনকালের ওপর ভিত্তি করে অবচয় নির্ণয় করা যায়। কিন্তু Intangible Assets এর ক্ষেত্রে নিঃশেষকরণ কোনো অবস্থাতেই ৪০ বছরের বেশি সময় হতে পারবে না। অর্থাৎ যদি কোনো সম্পত্তির ব্যবহার জীবনকাল ৫০ বছরও হয় তবে তা নিঃশেষকরণ সময় ৪০ বছর হবে। আর যদি জীবনকাল ৪০ বছরের নিচে থাকে তবে প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে নিঃশেষকরণ খরচ দেখাতে হবে।

সরলরৈখিক পদ্ধতিতে নিঃশেষকরণ খরচ নির্ণয় করার সূত্রঃ

$$\text{অবলোপন} = \frac{\text{অদৃশ্য সম্পত্তির ব্যয়}}{\text{জীবনকাল (৪০ বছরের অধিক হবে না)}}$$

৩. জাবেদা দাখিলা (**Entry**)ঃ

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	অবলোপন খরচ অদৃশ্য সম্পত্তি		****	 ****

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যাঃ ১ মি. রহমান এক খণ্ড জমি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, একজন জমি বিক্রেতার সাথে আলোচনার মাধ্যমে জমির মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ হয়। জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ ক্রয় মূল্যের ১০% ব্যয় হবে। এছাড়া তার জমির সীমানা নির্ধারণ ও আনুসঙ্গিক বাবদ ১০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হবে। দালালকে ৫০,০০০ টাকা ও দলিল লেখককে ২,০০০ টাকা প্রদান করেন। দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় ২,০০০ টাকার স্ট্যাম্প নষ্ট হয়।

ক. ভূমির ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. ভূমির জন্য মি. রহমানের বইতে জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. ভূমি হিসাব প্রস্তুত কর এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন দেখাও।

সমাধানঃ ১

ক. ভূমির ব্যয় নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ক্রয়মূল্য	৫,০০,০০০
রেজিস্ট্রি খরচ (৫,০০,০০০×১০%)	৫০,০০০
আনুসঙ্গিক খরচ	১০,০০০
দালালের কমিশন	৫,০০০
দলিল লেখার খরচ	২,০০০
ভূমির মোট ব্যয়	৫,৬৭,০০০

খ. মি. রহমান

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	ভূমি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (নগদে ভূমি ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)		৫,৬৭,০০০	 ৫,৬৭,০০০
	বিবিধ খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (বিবিধ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)		২,০০০	 ২,০০০

গ. ভূমি হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
	নগদান হিসাব		৫,৬৭,০০০		৫,৬৭,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

বিবরণ	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি :	
ভূমি	৫,৬৭,০০০

সমস্যাঃ ২ মি. হাসান ৫০,০০০ টাকা দামের একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিন আমদানি শুল্ক ৫,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ২,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০ টাকা, টেস্টিং এর ব্যয় ১,০০০ টাকা। মেশিনটি সংস্থাপন করার সময় একটি পার্টস ভেঙ্গে যাওয়ায় ২,০০০ টাকা মেরামত ব্যয় করতে হয়।

ক. মেশিনের জন্য মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. ১০% হারে স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে ১ম বছরের অবচয় হিসাব ও মেশিন হিসাব দেখাও।

সমাধান: ২

ক. মেশিনের মোট ব্যয় নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ক্রয় মূল্য	৫০,০০০
আমদানি শুল্ক	৫,০০০
পরিবহন খরচ	২,০০০
সংস্থাপন ব্যয়	১০,০০০
টেস্টিং খরচ	২,০০০
মেশিনের মোট ব্যয়	৬৯,০০০

খ. জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	মেশিন হিসাব ডেবিট		৬৯,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			৬৯,০০০
	(নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
	বিবিধ খরচ হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
	(বিবিধ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)			

গ. অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়ঃ

১ম বছরের অবচয় = ৬৯,০০০ × ১০% = ৬,৯০০ টাকা।

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৬,৯০০		৬,৯০০

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
	নগদান হিসাব		৬৯,০০০		৬৯,০০০

সমস্যাঃ ৩ মি. রায়হান দশ হাজার বর্গফুটের তিন তলাবিশিষ্ট একটি দালান নির্মাণ করেন। দালানের জন্য তিনি ইট, বালু ও লেবার খরচ বাবদ ২০,০০,০০০ টাকা, প্ল্যান পাশের জন্য ৫০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক লাইন সংস্থাপনের জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং গ্যাস লাইনের জন্য ২০,০০০ টাকা ব্যয় করেন।

ক. দালানের মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে চার বছরের অবচয় নির্ণয় কর।

গ. দুবছরের জন্য দালান ও অবচয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও (প্রত্যক্ষ পদ্ধতি)।

সমাধানঃ ৩

ক। দালানের মোটমূল্য নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ইট, বালু ও লেবার খরচ	২০,০০,০০০
প্ল্যান পাসের খরচ	৫০,০০০
ইলেকট্রিক খরচ	৫০,০০০
গ্যাস লাইন খরচ	২০,০০০
দালানের মোটমূল্য	**২১,২০,০০০**

খ। অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	প্রারম্ভিক মূল্য	অবচয়	পুঞ্জিভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
১ম	২১,২০,০০০	২১,২০,০০০×১০% = ২,১২,০০০	২,১২,০০০	১৯,০৮,০০০
২য়	১৯,০৮,০০০	১৯,০৮,০০০×১০% = ১,৯০,৮০০	৪,০২,৮০০	১৭,১৭,২০০
৩য়	১৭,১৭,২০০	১৭,১৭,২০০×১০% = ১,৭১,৭২০	৫,৭৪,৫২০	১৫,৪৫,৪৮০
৪র্থ	১৫,৪৫,৪৮০	১৫,৪৫,৪৮০×১০% = ১,৫৪,৫৪৮	৭,২৯,০৬৮	১৩,৯০,৯৩২

গ।

মি. রায়হান
জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	দালান হিসাব ডেবিট		২১,২০,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			২১,২০,০০০
	(নগদে দালান ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
	অবচয় হিসাব ডেবিট		২,১২,০০০	
	দালান হিসাব ক্রেডিট			২,১২,০০০
	(অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
	লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট		২,১২,০০০	
	অবচয় হিসাব ক্রেডিট			২,১২,০০০
	(অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			
	অবচয় হিসাব ডেবিট		১,৯০,৮০০	
	দালান হিসাব ক্রেডিট			১,৯০,৮০০
	(অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			
	লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট		১,৯০,৮০০	
	অবচয় হিসাব ক্রেডিট			১,৯০,৮০০
	(অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			

সমস্যাঃ ৪ ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ মেসার্স রাতুল অ্যান্ড কোম্পানি ২,৯২,০০০ টাকা মুল্যের ১টি মেশিন ক্রয় করে এবং সংস্থাপন বাবদ ৮,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে কোম্পানি আরও ৯২,০০০ টাকা মূল্যের মেশিন ক্রয় করে এবং এর সংস্থাপন বাবদ ৬,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে যার মধ্যে ৬০,০০০ টাকা মালিক তার নিজ তহবিল থেকে প্রদান করে। কোম্পানি প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে এর হিসাব-নিকাস চূড়ান্ত করে থাকে। সরল রৈখিক পদ্ধতিতে কোম্পানি প্রত্যেক বছর ১০% হারে অবচয় ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম তিন বছরের জন্য কোম্পানির হিসাব বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা, মেশিন হিসাব এবং অবচয় হিসাব দেখাও (প্রত্যক্ষ পদ্ধতি)।

সমাধান: ৪ **গণনাকার্য।**

মেশিনের মোট ব্যয় নির্ণয়ঃ

ক. ১ জানুয়ারি ২০০১ সাল–

ক্রয়মূল্য	২, ৯২,০০০
যোগঃ সংস্থাপন ব্যয়	৮,০০০
	৩, ০০,০০০

খ. ১ জানুয়ারি ২০০৩ সাল–

ক্রয়মূল্য	৯২,০০০
যোগ: সংস্থাপন ব্যয়	৬,০০০
	৯৮,০০০
যোগ: ১লা জানুয়ারি ২০০১ সালে ক্রয়কৃত মেশিনের মূল্য	৩, ০০,০০০
	৩, ৯৮,০০০

অবচয় নির্ণয়ঃ

বছর	অবচিত মূল্য ×	অবচয়ের হার =	বার্ষিক অবচয়
২০০১	৩,০০,০০০	১০%	৩০,০০০
২০০২	৩,০০,০০০	১০%	৩০,০০০
২০০৩	৩,৯৮,০০০	১০%	৩৯,৮০০

মেসার্স রাতুল অ্যান্ড কোম্পানি
জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০০১					
জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব	ডেবিট		৩,০০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৩,০০,০০০
	(নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)				
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
	মেশিন হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
	(মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)				
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
	অবচয় হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
	(অবচয় হিসাবকে লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)				
২০০২					
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
	মেশিন হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
	(মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)				
	লাভ-লোকসান হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
	অবচয় হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
	(অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানাম্বর করা হলো)				
২০০৩					
জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব	ডেবিট		৯৮,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৩৮,০০০
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৬০,০০০
	(নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)				
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব	ডেবিট		৩৯,৮০০	
	মেশিন হিসাব	ক্রেডিট			৩৯,৮০০
	(মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)				

খতিয়ান

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০০১					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৩০,০০০	২,৭০,০০০
২০০২				৩০,০০০	২,৪০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব				
২০০৩					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৩৮,০০০		২,৭৮,০০০
জানুয়ারি-১	মূলধন হিসাব		৬০,০০০		৩,৩৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৩৯,৮০০	২,৯৮,২০০

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০০১					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৩০,০০০	----
২০০২					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৩০,০০০	----
২০০৩					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৩৯,৮০০		৩৯,৮০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৩৯,৮০০	--------

সমস্যাঃ ৫ ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে কামাল ব্রাদার্স ৮০,০০০.০০ টাকা মূল্যে একটি মেশিন ক্রয় করে। ১৯৯৮ সালের ১ এপ্রিল এবং ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে যথাক্রমে ৬০,০০০.০০ টাকা ও ৪০,০০০.০০ টাকা মূল্যে আরও দুটি মেশিন ক্রয় করা হয়। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ক্রীত মেশিনের $\frac{২}{৩}$ অংশ অকেজো বলে বিবেচিত হওয়ায় ২০০০ সালের ১ জুলাই তারিখে এটি ৮,০০০.০০ টাকায় বিক্রয় করা হয় এবং এ তারিখে ৫০,০০০.০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করে যার ৫০% মালিকের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করেন। অবচয়ের হার ১০%। হিসাব বছর সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে ১৯৯৮ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের মেশিন হিসাব এবং অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

সমাধানঃ ৫ **গণনাকার্য।**

ক. **অবচয় নির্ণয়ের ছক**

বছর	অবচয়	
১৯৯৮	৮০,০০০ × ১০%	= ৮,০০০
	৬০,০০০ × ১০% × $\frac{৯}{১২}$	= ৪,৫০০
	১,৪০,০০০	১২,৫০০

১৯৯৯	(১,৪০,০০০ + ৪০,০০০) × ১০%	= ১৮,০০০
২০০০	১,০০,০০০ × ১০%	= ১০,০০০
	$(৮০,০০০ \times \frac{১}{৩}) \times ১০\%$	= ২,৬৬৭
	$(৮০,০০০ \times \frac{২}{৩}) \times ১০\% \times \frac{৬}{১২}$	= ২,৬৬৭
	$৫০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২}$	= ২,৫০০
		১৭,৮৩৪

খ. বিক্রয়ের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ঃ

সম্পত্তির ক্রয়মূল্য $(৮০,০০০ \times \frac{২}{৩})$	৫৩,৩৩৩
বাদঃ পুঞ্জিভূত অবচয় (৮,০০০ × ২.৫ বছর)	(২০,০০০)
বহি মূল্য	৩৩,৩৩৩
বাদঃ বিক্রয়মূল্য	(৮,০০০)
সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষতি	২৫,৩৩৩

খতিয়ান

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
১৯৯৮					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৮০,০০০		৮০,০০০
এপ্রিল -১	নগদান হিসাব		৬০,০০০		১,৪০,০০০
১৯৯৯					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৪০,০০০		১,৮০,০০০
২০০০					
জুলাই- ১	নগদান হিসাব			৮,০০০	১,৭২,০০০
	পুঞ্জিভূত অবচয়			২০,০০০	১,৫২,০০০
	সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি			২৫,৩৩৩	১,২৬,৬৬৭
	নগদান হিসাব		২৫,০০০		১,৫১,৬৬৭
	মূলধন হিসাব		২৫,০০০		১,৭৬,৬৬৭

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
১৯৯৮					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		১২,৫০০		১২,৫০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			১২,৫০০	----
১৯৯৯					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		১৮,০০০		১৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			১৮,০০০	----
২০০০					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		১৭,৮৩৪		১৭,৮৩৪
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			১৭,৮৩৪	-------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। মি. মহসিন একটি জমি বিক্রেতার নিকট হতে ৮,০০,০০০ টাকায় একটি জমি ক্রয় করে। জমি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচসমূহ হচ্ছে দালালের কমিশন ৫,০০০ টাকা, রেজিস্ট্রি খরচ ৮,০০০ টাকা, সীমানা নির্ধারণ ও দলিল লেখকের খরচ ১২,০০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকা যথাক্রমে, বিবিধ খরচ ১,০০০ টাকা।

ক. ভূমির ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ভূমির জন্য মি. রহমানের বইতে জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. ভূমি হিসাব প্রস্তুত কর এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী উপস্থাপন দেখাও।

২। বিপাসা লিমিটেড ১,০০,০০০ টাকা দামের একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিন আমদানি শুল্ক ১০,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ৪,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০ টাকা, টেস্টিং এর ব্যয় ২,০০০ টাকা। মেশিনটি সংস্থাপন করার সময় একটি পার্টস ভেঙ্গে যাওয়ায় ২,০০০ টাকা মেরামত ব্যয় করতে হয়।

ক. মেশিনের জন্য মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. ১০% হারে স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে ১ম বছরের অবচয় হিসাব ও মেশিন হিসাব দেখাও।

৩। মি. শান্ত বিশ হাজার বর্গফুটের তিন তলাবিশিষ্ট একটি দালান নির্মাণ করেন। দালানের জন্য তিনি ইট, বালু, রড ও লেবার খরচ বাবদ ৩০,০০,০০০ টাকা, প্ল্যান পাসের জন্য ৭০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক লাইন সংস্থাপনের জন্য ৬০,০০০ টাকা, গ্যাস লাইনের জন্য ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন।

ক. দালানের মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে চার বছরের অবচয় নির্ণয় কর।

গ. দুবছরের জন্য দালান ও অবচয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও (প্রত্যক্ষ পদ্ধতি)।

৪। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে জনাব রাতুল ১,০০,০০০ টাকার একটি যন্ত্র ক্রয় করেন। ক্রমহ্রাসমান জেরের উপর ২০% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব বছর শেষ হয়। প্রথম তিন বছরের প্রয়োজনীয় জাবেদাসহ যন্ত্রপাতি হিসাব, যন্ত্রপাতির অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর (প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে)।

৫। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি 'আরিফ ম্যানুফ্যাকচারার" ১, ২৫,০০০ টাকা মূল্যে একটি যন্ত্র ক্রয় করল। যন্ত্রটির সংস্থাপন ব্যয় হলো ৫,০০০ টাকা। যন্ত্রটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৬ বছর। মেয়াদ শেষে এর ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ১০,০০০ টাকা।

ক. স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় কর।

খ. প্রথম চার বছরের জন্য অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. প্রথম দুবছরের জন্য যন্ত্রপাতি হিসাব ও পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

৬। ১ জানুয়ারি ২০০১ সালে একটি ফার্ম ১,০০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করল। ২০০৩ সালের ১ জুলাই তারিখে ফার্মটি ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে আরও একটি মেশিন ক্রয় করল এবং মেশিন সংস্থাপনে ব্যয় হলো ১,০০০ টাকা। প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ফার্মটি হিসাব বন্ধ করে। বার্ষিক ২০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে।

ক. মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. প্রথম চার বছরের অবচয় নির্ণয় কর।

গ. প্রথম চার বছরের জন্য মেশিন হিসাব প্রস্তুত কর ।

৭। শাহীন লিমিটেড ৭,৫০,০০০ টাকায় ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি একটি মিনিবাস ক্রয় করে। মিনি বাসটির আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ১,৫০,০০০ টাকা। হিসাব বছর শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়।

ক. ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মিনিবাসের বহিঃ মূল্য নির্ণয় কর।

খ. প্রথম দুবছরের জন্য অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. প্রথম দুবছরের অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৮। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে কামাল ব্রাদার্স ১,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করে। ২০১৩ সালের ১ জুলাই তারিখে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের আরও একটি মেশিন ক্রয় করা হয়-যার ৩০,০০০ টাকা মালিকের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। হিসাব বছর সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। কোম্পানি অবচয় ধার্যের জন্য স্থির কিস্তি পদ্ধতি অনুসরণ করে।

ক. কামাল ব্রাদার্সের মোট মূলধন জাতীয় ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. প্রথম চার বছর শেষে অবচয় সঞ্চিতি হিসাবের মাধ্যমে জের নির্ণয় কর।

গ. মেশিন হিসাব প্রস্তুত কর এবং ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সম্পত্তির বহিঃমূল্য নির্ণয় কর।

৯। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে সোনালি লিমিটেড ৫০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করল। ২০১১ সালের ১ জুলাই এবং ২০১২ সালের ১ মার্চ তারিখে যথাক্রমে ১০,০০০ ও ২০,০০০ টাকা ব্যয়ে আরও দুটি অতিরিক্ত মেশিন ক্রয় করল এবং প্রতিটি মেশিন বসানোর খরচ ২,০০০ টাকা নির্বাহ করল। প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর ফার্মটি হিসাব বন্ধ করে। প্রতি বছর ১০% হারে স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়।

ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেশিনের মূল্য নির্ণয় কর।

খ. প্রথম দুবছরের জন্য অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. প্রথম তিন বছরের জন্য অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

সম্পত্তি, চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি, অবচয়, পুঞ্জিভূত অবচয়, প্রাকৃতিক সম্পদ, নিঃশেষ খরচ, অদৃশ্য সম্পদ, অবলোপন, সংস্থাপন খরচ, পরীক্ষামূলক চালনা, দুর্ঘটনাজনিত বিমা, নিয়মিত খরচ, কার্যকর জীবনকাল, সরলরৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি, হ্রাসমান জের পদ্ধতি, দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতি, বর্ষসংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি, তড়িৎ অবচয় পদ্ধতি, যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতি, উৎপাদন একক পদ্ধতি, অবচিত মূল্য, সুনাম, প্যাটেন্ট এবং ফ্রেঞ্চাইজ ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। প্রাথমিক খরচ কোনো ধরনের সম্পত্তি?

ক. স্থায়ী সম্পত্তি

খ. অস্পার্শনীয় সম্পত্তি

গ. অলীক সম্পত্তি

ঘ. চলতি সম্পত্তি

২। অবচয় একটি—

i. অদৃশ্য লেনদেন

ii. অ-নগদ লেনদেন

iii. আন্তঃলেনদেন

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. রহমান ১ জুলাই ৫০,০০০ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। উক্ত যন্ত্রপাতি পরিবহন খরচ ও সংস্থাপন ব্যয় বাবদ ৫,০০০ ও ১০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। ৩০ সেপ্টেম্বর উক্ত যন্ত্রপাতির জন্য ৮,০০০ টাকা মেরামত ব্যয় করেন। যন্ত্রপাতি অবচয় ১০% ধরতে হবে।

৩। উদ্দীপকের আলোকে—

i. মূলধনজাতীয় খরচ ৬৫,০০০ টাকা

ii. যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট হবে ৫০,০০০ টাকা

iii. মেরামত হিসাবে ডেবিট হবে ৮,০০০ টাকা

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i　খ. ii　গ. i ও iii　ঘ. ii ও iii

৪। বছর শেষে মোট মুনাফাজাতীয় ব্যয় কত?

ক. ২,৫০০ টাকা　　খ. ৩,২৫০ টাকা

গ. ৮,০০০ টাকা　　ঘ. ১১,২৫০ টাকা

নবম অধ্যায়

আর্থিক বিবরণী

FINANCIAL STATEMENTS

চিত্র: আর্থিক বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা

হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য পদ্ধতি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট এবং যারা সংশ্লিষ্ট নয় এমন যে কেউ হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন। এই তথ্য প্রদানের জন্য প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে কতিপয় আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। এ অধ্যায়ে সেই সকল আর্থিক বিবরণী নিয়ে আলোচনা করা হবে। যারা হিসাববিজ্ঞানে পারদর্শী তারা এই সকল আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল, আর্থিক অবস্থাসহ নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই আর্থিক বিবরণীসমূহ হলো হিসাববিজ্ঞানের End Product।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিভিন্ন প্রকার আর্থিক বিবরণী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট মুনাফা, পরিচালন মুনাফা ও নিট মুনাফা নির্ণয় করতে পারবে।
- মালিকানা স্বত্ব বিবরণী তৈরি করে ব্যবসায়ের সম্পদের উপর মালিকের মোট দাবি নিরূপণ করতে পারবে।
- শ্রেণি অনুযায়ী সম্পদ ও দায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে পারবে।

৯.০১ আর্থিক বিবরণী ও এর বিভিন্ন অংশ
Financial Statement and its Variuos Part

আর্থিক বিবরণী হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলীর একটি সুনির্দিষ্ট উপস্থাপনা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল প্রাসঙ্গিক আর্থিক তথ্য উপস্থাপনের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি যা সহজে বোধগম্য হয় তাকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণী হিসাববিজ্ঞানের প্রথম ধাপ না হলেও Migs & Migs এর মতে, 'এটি একটি যুক্তি সঙ্গত বিন্দু যেখান থেকে মূলত হিসাববিজ্ঞান শুরু হয়'। আর্থিক বিবরণী হলো অনেক লেনদেন এমনকি হাজার হাজার লেনদেনের সার-সংক্ষেপ। এজন্য অনেকে এটিকে হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ বলে থাকেন।

আর্থিক বিবরণী হলো হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্ট (Product)। যারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানতে আগ্রহী কিংবা বিশ্লেষণ করতে চায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সরবরাহ করে এই আর্থিক বিবরণী। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল, হিসাবকাল শেষে আর্থিক অবস্থা এবং নির্দিষ্ট হিসাবকালের নগদ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সরবারহ করে থাকে। আন্তর্জাতিক হিসাবমান-১ (IAS-1) এর মতে, "সাধারণ মানের আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য হলো কারবারের আর্থিক অবস্থা, ফলাফল এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা, যা বহুমুখী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপকারী।"

আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশঃ

আর্থিক বিবরণী মূলত কতিপয় ধারাবাহিক বিবরণীর সমন্বয়। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীর মধ্যে অনেকগুলো পৃথক পৃথক বিবরণী রয়েছে। নিম্নে বিবরণীগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো–

১. বিশদ আয় বিবরণী (Comprehensive Income Statement)
২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী (Owners Equity Statement)
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Balance Sheet)
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (হিসাববিজ্ঞানের ২য় পত্রের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত) (Cash Flow Statement)

৯.০২ বিশদ আয় বিবরণী ও এর প্রস্তুত প্রণালি
Comprehensive Income Statement and its Preparation System

বিশদ আয় বিবরণী হলো আর্থিক বিবরণীর প্রথম ধাপ। এ ধাপে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ও খরচ এবং মূলধনজাতীয় লাভ বা ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ বিবরণীর সাহায্যে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। মূলত নির্দিষ্ট হিসাবকালের রাজস্ব থেকে খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হলো এ বিবরণীর প্রধান উদ্দেশ্য। এ বিবরণীকে লাভ-ক্ষতি বিবরণী, আর্থিক দক্ষতা বিবরণী, পরিচালন বিবরণী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আয় বিবরণী দুই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়। যথাঃ একধাপ আয় বিবরণী ও বহুধাপ আয় বিবরণী।

নিচে এই দুই আয় বিবরণী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

বহুধাপ আয় বিবরণী

Multi Step Income Statement

যে আয় বিবরণীতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয়ে একাধিক ধাপ ব্যবহার করা হয় তাকে বহুধাপ আয় বিবরণী বলে। এ ধরণের আয় বিবরণীতে প্রথম ধাপে রাজস্ব (Revenue) থেকে বিক্রিত দ্রব্যের খরচ (Cost of goods sold) বাদ দিয়ে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। এর দ্বিতীয় ধাপে মোট লাভ থেকে পরিচালন খরচ (Operating expenses) বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা (Operating Profit) নির্ণয় করা হয়। এর তৃতীয় ধাপে পরিচালন মুনাফা থেকে নিট অপরিচালন খরচ (Net Non Operating expenses) বাদ দিয়ে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

প্রকৃতঃপক্ষে বহুধাপ আয় বিবরণীতে মোট ৪টি ধাপ বা স্তর থাকে। যথা—

(ক) রাজস্ব (খ) বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (গ) পরিচালন ব্যয় (ঘ) অপরিচালন মুনাফা।

১। **রাজস্ব (Revenue):**

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার স্বাভাবিক কার্যক্রম দ্বারা যে উপার্জন করে থাকে তাকে রাজস্ব বলা হয়। যেমন—যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো চাল ক্রয় করে তা আবার বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে বিক্রয় বাবদ আয়কে বলা হয় ঐ প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব। অন্যদিকে ক্লিনিকের প্রধান কাজ হলো রোগীর চিকিৎসা করা । সেক্ষেত্রে রুগীর নিকট থেকে প্রাপ্ত ফি হবে ঐ ক্লিনিকের রাজস্ব। রাজস্বকে পরিচালন আয়ও বলা হয়ে থাকে। এ রাজস্ব বলতে নিট রাজস্ব বুঝানো হয়। নিট রাজস্ব হলো—

রাজস্ব:	
বিক্রয় বা সেবা থেকে আয়	******
বাদ: ফেরত	(******)
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	(******)
যোগ: অলিখিত বিক্রয়/ সেবা	******
নিট রাজস্ব	*****

২। **বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়**

Cost of goods sold

একটি হিসাবকালে রাজস্ব অর্জনে যে প্রত্যক্ষ ব্যয় হয় তাকে বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় বলে। বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কিংবা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ ব্যয় বলতে পণ্য ক্রয়ের সাথে কিংবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত বা সংশ্লিষ্ট এমন ব্যয়কে বুঝায়। বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:

প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		****
যোগ: নিট ক্রয়:		
ক্রয়	*****	
বাদ: ক্রয় ফেরত ও ক্রয় বাট্টা	*****	
যোগ: অলিখিত ক্রয়	*****	
নিট ক্রয়		******
যোগ: অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়:		
ক্রয় পরিবহন/পরিবহন	*****	
আমদানি শুল্ক	*****	
মজুরি/ উৎপাদন মজুরি	*****	
কারখানা সংক্রান্ত যে কোনো খরচ	*****	
(গ্যাস, জ্বালানি, পানি, কারখানা ভাড়া, কারখানার বেতন)		
জাহাজ ভাড়া, ডক চার্জ	*****	
ড্রইং অফিসের বেতন	*****	
জাহাজ ভাড়া, ডক চার্জ	****	
যন্ত্রপাতির অবচয় (উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান হলে)	*****	
		******
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(******)
মোট বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		******

৩। মোট লাভ বা মোট ক্ষতি (Gross profit or Gross loss) : রাজস্ব থেকে বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি পাওয়া যাবে। যদি বিয়োগফল ধনাত্মক হয় তবে মোট লাভ হবে। আর যদি ঋণাত্মক হয় তবে মোট ক্ষতি হবে। মোট লাভকে রাজস্ব দ্বারা ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে মোট লাভের শতকরা হার পাওয়া যায়।

৪। পরিচালন ব্যয় (Operating expenses): Migs & Migs এর মতে, 'রাজস্ব অর্জনের জন্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।' প্রত্যক্ষ ব্যয় ব্যতীত দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্য পরিচালনার জন্য অন্য যে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয় তাকে পরিচালন ব্যয় বলে। পরিচালন ব্যয়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

(ক) বিক্রয় ও বিতরণ খরচ ; (খ) প্রশাসনিক খরচ।

(ক) বিক্রয় ও বিতরণ খরচ (Selling & Distribution expenses): পণ্য দ্রব্য ক্রেতা বা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ বলে। বিক্রয় ও বিতরণ খরচের মধ্যে বিজ্ঞাপন খরচ, অনাদায়ী পাওনা, বিক্রয় কর্মীর বেতন ও কমিশন, ভ্রমণ খরচ, শো-রুম সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(খ) প্রশাসনিক খরচ (Administrative expenses): প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য একটি অফিস থাকে। এ অফিসকে কেন্দ্র করে যত খরচ হয় তাকে প্রশাসনিক খরচ বলে। প্রশাসনিক খরচের মধ্যে রয়েছে, অফিস ভাড়া, বিদ্যুৎ, বেতন, সরবরাহ, আসবাবপত্রের অবচয়, দালানের অবচয়, যন্ত্রপাতির অবচয় (উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান না হলে) প্রভৃতি।

পরিচালন ব্যয়কে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ এ দুভাগে ভাগ করে আয় বিবরণীতে দেখানোর প্রচলন থাকলেও GAAP এ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

৫। **পরিচালন মুনাফা (Operating profit):** মোট লাভ থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে পরিচালন মুনাফা পাওয়া যায়।

৬। **অপরিচালন আয় (Non Operating Income):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু আয় থাকে যা তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে অর্জিত হয় না। এমন আয়কে অপরিচালন আয় বলে। যেমন-বিনিয়োগের সুদ, ব্যাংক জমার সুদ, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় জনিত মুনাফা, লভ্যাংশ প্রাপ্তি, কমিশন প্রাপ্তি, উপ ভাড়া প্রাপ্তি, শিক্ষানবীস সেলামি প্রভৃতি।

৭। **অপরিচালন ব্যয় (Non Operating Expenses):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু ব্যয় থাকে যা তার স্বাভাবিক কার্য পরিচালনার জন্য হয় না এমন ব্যয়কে অপরিচালন ব্যয় বলে। যেমন-ঋণের সুদ, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি, প্রদেয় নোটের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রভৃতি।

৮। **নিট অপরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি (Net Operation):** অপরিচালন আয় থেকে অপরিচালন ব্যয় বাদ দিলে নিট অপরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি পাওয়া যায়। যদি অপরিচালন আয় থেকে অপরিচালন ব্যয় কম হয় তবে নিট অপরিচালন মুনাফা হবে। আর যদি কম হয় তবে নিট অপরিচালন ক্ষতি হবে।

৯। **নিট মুনাফা (Net profit):** পরিচালন মুনাফা থেকে নিট অপরিচালন মুনাফা যোগ করলে কিংবা নিট অপরিচালন ক্ষতি বিয়োগ করলে নিট মুনাফা পাওয়া যাবে।

নিচে বহুধাপ আয় বিবরণীর একটি নমুনা ছক দেয়া হলো–

কামাল ট্রেডার্স

বিশদ আয় বিবরণী

------------সালের--------তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্বঃ		
বিক্রয়	*****	
বাদ: বিক্রয় ফেরত ও বিক্রয় বাট্টা	*****	
যোগ: অলিখিত বিক্রয়	(****)	
নিট বিক্রয়		*****
বাদঃ বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	*****	
যোগ: ক্রয়	*****	
বাদ: ক্রয় ফেরত ও ক্রয় বাট্টা	(****)	
বাদ: মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন	(*****)	
বাদ: বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ	(*****)	
যোগ: অলিখিত ক্রয়	*****	
নিট ক্রয়		*****
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(*****)

মোট মুনাফা		*****
বাদঃ পরিচালন ব্যয়ঃ		
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ:		
বিজ্ঞাপন খরচ	*****	
বিক্রয় কর্মীর বেতন ও কমিশন	*****	
অনাদায়ী পাওনা	****	
নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	*****	
শো-রুম সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ	*****	
স্টোর সরবরাহ খরচ	****	
স্টোর ইকুইপমেন্টের অবচয়	*****	
ভ্রমণ খরচ	*****	
বিক্রয় পরিবহন/ পণ্য সরবরাহ খরচ	*****	
প্যাকিং খরচ	*****	(*****)
প্রশাসনিক খরচঃ		
অফিস বেতন খরচ	*****	
ভাড়া খরচ	*****	
আলো ও বিদ্যুৎ	****	
বিমা খরচ	*****	
বিবিধ সাধারণ খরচ	*****	
আসবাবপত্রের অবচয়	****	
যন্ত্রপাতির অবচয় (উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান না হলে)	*****	
দালানের অবচয়	*****	
সাপ্লাইজ খরচ	*****	
টেলিফোন খরচ	*****	(*****)
পরিচালন মুনাফা		*****
যোগ (বাদ): নিট অপরিচালন আয় (ক্ষতি)		
অপরিচালন আয়ঃ		
বিনিয়োগের সুদ	*****	
প্রাপ্য নোটের সুদ	*****	
উপ-ভাড়া প্রাপ্তি	****	
কমিশন প্রাপ্তি	*****	
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	*****	*****
অপরিচালন ব্যয়ঃ		
ঋণের সুদ	*****	
প্রদেয় নোটের সুদ	*****	
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	*****	
অস্বাভাবিক ক্ষতি	*****	(*****)
নিট মুনাফা		*****

একধাপ আয় বিবরণী (Single Step Income Statement): এক ধাপ আয় বিবরণী সাধারণত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বিবরণীতে সকল আয় থেকে সকল ব্যয়সমূহ একধাপে বাদ দিয়ে নিট লাভ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এখানে বহুধাপ আয় বিবরণীর মতো মোট লাভ, পরিচালন লাভ, নিট মুনাফা নির্ণয় না করে সরাসরি সকল আয়গুলো একবারে যোগ করে তা থেকে সকল ব্যয়গুলো একসাথে বাদ দিয়ে নিট লাভ নির্ণয় করা হয়।

নিচে একধাপ আয় বিবরণীর একটি নমুনা দেয়া হলো–

শফিক মেরামত স্টোর

বিশদ আয় বিবরণী

------------সালের--------তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব		
সেবা থেকে আয়	*****	
যোগ: স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	*****	
সুদ আয়	*****	
কমিশন আয়	*****	
অন্যান্য আয় (যদি থাকে)	*****	
মোট রাজস্ব		*****
বাদ: ব্যয়সমূহ:		
বিক্রয় খরচ	*****	
ভাড়া	*****	
সরবরাহ খরচ	*****	
প্রশাসনিক খরচ	*****	
সকল ধরনের অবচয়	*****	
বিবিধ ক্ষতি/ স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	*****	
সুদ খরচ	*****	
অন্যান্য খরচ (যদি থাকে)	*****	(*****)
নিট মুনাফা		******

আয় বিবরণীর গুরুত্ব

কারবার প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো আয় বিবরণী। এ বিবরণীর বিভিন্ন তথ্য নিয়ে একজন গবেষক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারেন। এ বিবরণীর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে কোন কোন উৎস থেকে আয় অর্জন হয়েছে এবং কোন কোন উৎসে ব্যয় হয়েছে তা জানা যায়। আয় বিবরণী থেকে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গতিবিধি জানা যায়। এছাড়া এ বিবরণীর সাহায্যে পূর্ববর্তী হিসাব কালের সাথে কিংবা একই জাতীয় অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বিবিধ বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়। এ বিবরণী প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির যে সকল উপাদান কাজ করে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। অন্যদিকে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাকেও সতর্ক করতে সাহায্য করে। আয় বিবরণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি বা অবনতির প্রবণতা জানা যায়। সর্বোপরি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন দক্ষতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ আয় বিবরণী প্রদান করে থাকে।

৯.০৩ মালিকানা স্বত্ব বিবরণী ও এর প্রস্তুতপ্রণালি

Owners Equity Statement and its Preparation Procedure

মালিকানা স্বত্ব বলতে কারবার প্রতিষ্ঠানে মালিকের অধিকারের আর্থিক পরিমাণকে বুঝায়। হিসাবকাল শেষে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ কত তা মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা হিসাবকালের শুরুতে কি পরিমাণ মালিকানা স্বত্ব ছিল এবং সারা হিসাবকালে এর কি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে তা জানা যায়। মালিকানা স্বত্ব বিবরণীতে মালিকের প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে নিট লাভ যোগ করতে হয়। ক্ষতি হলে তা বিয়োগ করতে হয়। উত্তোলন থাকলে তাও বিয়োগ দিতে হবে। অন্যদিকে অতিরিক্ত মূলধন থাকলে তা যোগ করতে হয়। নিচে মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর একটি ছক দেয়া হলো–

শফিক মেরামত স্টোর

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

------------সালের--------তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	****
যোগ: নিট লাভ	****
অতিরিক্ত মূলধন	****
বাদ: উত্তোলন	(***)
মালিকানা স্বত্ব	*****

৯.০৪ স্থায়ী সম্পদ, বিনিয়োগ, চলতি সম্পত্তি, দীর্ঘমেয়াদি দায় ও চলতি দায়ের পরিচিতি

Introduction to Fixed Assets, Investment, Current Assets, Current Liablities & Long Term Liablities

১. সম্পদ (Assets)

যে উৎস থেকে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এবং যার উপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাকে সম্পত্তি বলে। Weygandt, Kieso & Kimmel এর মতে, 'Assets are the resources owned by business' তারা আরো বলেন, 'The common characteristic possessed by all assets is the capacity to provide future service or benefit' অন্যভাবে বলা যায়, 'In financial accounting, assets are economic resources. Anything tangible or intangible that is capable of being owned or controlled to produce value and that is held to have positive economic value is considered an asset.' সম্পত্তিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–দৃশ্যমান সম্পত্তি ও অদৃশ্যমান সম্পত্তি। দৃশ্যমান সম্পত্তি হলো সে সকল সম্পত্তি যা ধরা যায় এবং দেখা যায়। যেমন–দালান, জমি, আসবাবপত্র, মজুদপণ্য প্রভৃতি। অন্যদিকে যে সম্পত্তি দেখা যায় না বা ধরা যায় না কিন্তু সম্পত্তি হিসেবে উদ্বর্তপত্রে দেখাতে হয় তাকে অদৃশ্যমান সম্পত্তি বলে। যেমন–সুনাম, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, রয়ালিটি প্রভৃতি। দৃশ্যমান সম্পত্তিকে আবার চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি, বিনিয়োগ-এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

২. স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets):

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় ব্যবহার করা যাবে তাকে স্থায়ী সম্পত্তি বলে। এ সকল সম্পত্তি সহজে নগদে রূপান্তর করা হয় না কিংবা বিক্রয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয় না। স্থায়ী সম্পদকে Plant, Property & Equipment বলা হয়ে থাকে। যেমন–দালান, আসবাবপত্র, জমি, কলকব্জা প্রভৃতি। জমি বাদে অন্য সম্পত্তিগুলো ব্যবহারের ফলে এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই সেগুলোর জন্য প্রতি বছর হিসাবে অবচয় দেখাতে হয়।

৩. বিনিয়োগ (Investment)

লাভ বা মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত অর্থের দীর্ঘমেয়াদে জন্য বহিঃপ্রবাহ বিনিয়োগ বলে। হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লাভ বা মূল্য বৃদ্ধির আশায় দীর্ঘ মেয়াদে ঋণপত্র, শেয়ার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে অর্থ খাটানোকে বিনিয়োগ বলে।

৪. চলতি সম্পদ (Current Assets)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে সম্পত্তিসমূহ এক বছর বা গড় পরিচালন চক্র (Average Operating cycle) এর মধ্যে যেটি বড় সে সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তর হয় তাকে চলতি সম্পত্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে সম্পত্তিসমূহ চলতি দায় পরিশোধ করতে ব্যবহার করা হয় তাকে চলতি সম্পত্তি বলে। চলতি সম্পত্তির মধ্যে নগদ, ব্যাংক জমা , স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, মজুদ পণ্য, প্রাপ্য বিল, অগ্রিম খরচ, বকেয়া আয়, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

৫. গড় পরিচালন চক্র (Average Operating cycle)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গড়ে নগদ টাকা থেকে নগদে রূপান্তরের গড় সময়কালকে গড় পরিচালন চক্র বলে । অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান নগদ টাকা থেকে পণ্য ক্রয়ে মজুদপণ্য সৃষ্টি হয়। তা আবার ধারে বিক্রয় করে প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্য নোট হয়ে আবার নগদে রূপান্তর হয়। এই নগদ থেকে নগদে রূপান্তর হতে যে গড় সময় লাগে তাকে গড় পরিচালন চক্র বলে।

৬. দীর্ঘমেয়াদি দায় (Long term Liabilities)

যে দায় এক বছর বা এক পরিচালন চক্র এর মধ্যে যেটি বড় সে সময়ের পরে পরিশোধ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি দায় বলে। এ ধরনের দায়ের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করে সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন করে থাকে। এ দায়ের জন্য সাধারণত একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। ঋণ (দীর্ঘমেয়াদি), ঋণ পত্র, বন্ধকী ঋণ, দীর্ঘমেয়াদি দায়ের উদাহরণ।

৭. চলতি দায় (Current Liabilities)

হিসাবকাল বা পরিচালন চক্র এর মধ্যে যেটি বড় এ সময়ের মধ্যে যে দায় পরিশোধ করতে হয় তাকে চলতি দায় বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে দায় চলতি সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করা হয় তাকে চলতি দায় বলে। চলতি দায়গুলো হলো ব্যাংক জমাতিরিক্ত, পাওনাদার, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, প্রদেয় হিসাব, প্রদেয় নোট, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয় প্রভৃতি।

৯.০৫ আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও এর প্রস্তুতপ্রণালি
Statement of Financial position & its Preparation Procedure

আর্থিক বিবরণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী যা উদ্বর্তপত্র নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণীকে উদ্বর্তপত্র বলে। আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে Snapshort বলা হয়। Payal & Larson এর মতে, 'Balance Sheet is a financial report showing the assets, liabilities and owners equity of an enterprise on a specific date' আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তিনটি অংশ থাকে। সম্পত্তি,দায় ও মালিকানা স্বত্ব। প্রথমে সম্পত্তিগুলো তারল্যের ভিত্তিতে পরে একই পদ্ধতিতে দায়গুলো এবং সর্বশেষ মালিকানা স্বত্ব দেখাতে হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী সব সময় সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব হতে হয়। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কারণে বা হিসাব সমীকরণের কারণে এ ধরনের সমতা হয়ে থাকে। সাধারণত সমন্বিত রেওয়ামিল থেকে সম্পত্তি ও দায়গুলো এবং মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর সমাপনী জের নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা হয়।

গুরুত্ব (Importance): একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের তালিকাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কতটা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তা জানা যায়। উদ্বর্তপত্রের সাহায্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা জানা যায়। স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে কোন উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা সঠিক হবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। এর সাহায্যে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা পরিমাপ করা যায়। কারবার প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ গতিবিধি অনুমান করা যায় এবং সর্বোপরি ভবিষ্যতে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

প্রস্তুত প্রণালি (Preparation Procedure): অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবদ্ধ (Classified Balance Sheet) আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করে থাকে। শ্রেণিবদ্ধ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সম্পত্তি ও দায়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এখানে সম্পত্তিসমূহকে চলতি সম্পত্তি, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, স্থায়ী সম্পত্তি ও অদৃশ্য সম্পত্তি অন্যদিকে দায়সমূহকে চলতি দায়, দীর্ঘমেয়াদি দায় ও মালিকানা স্বত্ব শ্রেণিতে বিভক্ত করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে সাজানো হয়। নিচে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি নমুনা প্রদান করা হলো–

শফিক মেরামত স্টোর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর

------------সালের--------তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তিঃ		
নগদ	*****	
ব্যাংক	*****	
প্রাপ্য নোট	*****	
প্রাপ্য হিসাব	*****	
মজুদপণ্য	*****	
সরবরাহ	*****	

স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ		*****	
অগ্রিম খরচ		*****	
বকেয়া আয়		*****	
মোট চলতি সম্পদ			*****
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগঃ			
বিনিয়োগ			*****
স্থায়ী সম্পত্তি :			
দালানকোঠা	*****		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	*****	*****	
কলকব্জা	*****		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	*****	*****	
আসবাবপত্র	*****		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	*****	*****	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			*****
মোট সম্পত্তি			****
দায় ও মূলধন:			
চলতি দায়:			
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		*****	
প্রদেয় হিসাব		*****	
প্রদেয় নোট		*****	
বকেয়া খরচ		*****	
অগ্রিম আয়		*****	
স্বল্পমেয়াদি ঋণ		*****	
মোট চলতি দায়			*****
দীর্ঘমেয়াদি দায়ঃ			
ঋণ			*****
মোট দায়			*****
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী জের)			*****
দায় ও মালিকানা স্বত্ব			*****

৯.০৬ প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Financial Statement Preparation by making or solving necessary adjustment

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ মি. আহসান একটি সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে তার ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আহসান
রেওয়ামিল
৩১-০১-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪০,০০০
উত্তোলন	১,২০০	
সেবা আয় হিসাব		৩৫,০০০
বেতন খরচ	৫০০০	
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
ভাড়া	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০
প্রদেয় নোট		২০,০০০
যন্ত্রপাতি	৬০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৪,৮০০	
সরবরাহ	২,১০০	
প্রাপ্য হিসাব	১১,২৫০	
নগদ	২৯,৬৫০	
	১২০,০০০	১২০,০০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. ১,৫০০ টাকার সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।
২. যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৩. ১২% হারে প্রদেয় নোটের উপর সুদ ধরতে হবে।
৪. বিমা প্রতিমাসে ৪০০ টাকা খরচ দেখাতে হবে।
৫. সেবা প্রদান করা হয়েছে ১,৫০০ টাকা কিছু এখনও বিল উপস্থাপন করা হয়নি।

করণীয়:

ক. বিশদ আয় বিবরণী ।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ১

মি. আহসান

ক. **বিশদ আয় বিবরণী**

২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব		
সেবা আয়	৩৫,০০০	
যোগ: অনাদায়ী	১,৫০০	৩৬,৫০০
খরচ সমূহ:		
বেতন খরচ	৫,০০০	
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
বিমা খরচ	৪০০	
সরবরাহ খরচ	৬০০	
প্রদেয় নোটের সুদ	২০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়	৫০০	
মোট খরচ		(১২,৭০০)
নিট লাভ		২৩,৮০০

খ. মি. আহসান

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৪০,০০০
যোগ: নিট লাভ	২৩,৮০০
বাদ: উত্তোলন	(১,২০০)
মালিকানা স্বত্ব	৬২,৬০০

গ. মি. আহসান

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ		
নগদ	২৯,৬৫০	
প্রাপ্য হিসাব	১১,২৫০	
সরবারহ	১,৫০০	
অগ্রিম বিমা	৪,৪০০	
অনাদায়ী সেবা আয়	১,৫০০	

যন্ত্রপাতি	৬০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫০০	৫৯,৫০০	
মোট সম্পত্তি			১,০৭,৮০০
দায়সমূহ			
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০	
প্রদেয় নোট		২০,০০০	
সুদ বকেয়া		২০০	৪৫,২০০
মালিকানা স্বত্ব			৬২,৬০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			১,০৭,৮০০

সমস্যা: ২ আমান ট্রেডার্সের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

আমান ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৫,৬০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - অফিস সরঞ্জাম		৬,০০০
প্লান্ট	৬০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - প্লান্ট		৫,০০০
অনুপার্জিত সেবা আয়		৬,০০০
মূলধন - আমান		১,০০,০০০
উত্তোলন - আমান	১৫,০০০	
বেতন খরচ	৮,৫০০	
অতিরিক্ত মূলধন		১০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	১৫,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৫,০০০
সেবা আয় হিসাব		৮১,৪০০
	২,২৮,৪০০	২,২৮,৪০০

অন্যান্য তথ্যসমূহঃ

১. অনাদায়ী সেবা আয়ের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।
২. বছর শেষে সরবরাহ মজুদের পরিমাণ ৫০০ টাকা
৩. বেতন বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা।
৪. অনুপার্জিত সেবা আয়ের ৩,৫০০ টাকা অর্জিত হয়েছে।
৫. প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
৬. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৭. অগ্রিম বিমার ১৬০০ টাকা এখনও অগ্রিম আছে।

করণীয়ঃ ক. বিশদ আয় বিবরণী ।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধানঃ ২

ক.

আমান ট্রেডার্স

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
রাজস্ব			
সেবা আয় হিসাব		৮১,৪০০	
যোগঃ অনাদায়ী সেবা আয়		৫,০০০	
যোগঃ অনাদায়ী সেবা আয়		৩,৫০০	
নিট রাজস্ব			৮৯,৯০০
বাদঃ খরচসমূহ			
বেতন	৮,৫০০		
যোগঃ বকেয়া	২,৫০০	১১,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		১৫,০০০	
ভাড়া খরচ		২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০		
বাদঃ অব্যবহৃত অফিস সরবরাহ	(৫০০)	১,৩০০	
অনাদায়ী প্রাপ্য হিসাব		২,০০০	
বিমা খরচ		৪,০০০	
অবচয় হিসাবঃ			
প্লান্ট	৬,০০০		
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০	১১,০০০	
মোট খরচ			(৪৬,৮০০)
নিট লাভ			**৪৩,১০০**

খ. আমান ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০
যোগ: নিট লাভ	৪৩,১০০
বাদ: উত্তোলন	(১৫,০০০)
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	১০,০০০
সমাপনী মূলধন:	**১,৩৮,১০০**

গ. আমান ট্রেডার্স

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
নগদ		৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা		১,৬০০	
অফিস সরবরাহ		৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০		
বাদ: অনাদায়ী	(২,০০০)		
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়	৫,০০০	৪৩,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি - অফিস সরঞ্জাম	(১১,০০০)	৩৯,০০০	
প্লান্ট	৬০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি প্লান্ট	(১১,০০০)	৪৯,০০০	
মোট সম্পত্তি			**১,৬৩,১০০**
দায়সমূহ			
বেতন বকেয়া		২,৫০০	
অনুপার্জিত সেবা আয় (৬,০০০ – ৩,৫০০)		২,৫০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০	
প্রদেয় মোট হিসাব		৫,০০০	
মোট দায়			২৫,০০০
মালিকানা স্বত্ব			১,৩৮,১০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			**১,৬৩,১০০**

সমস্যা: ৩ মি. আসলাম ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বছর প্রথম তিন মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আসলাম
রেওয়ামিল
৩১-০৩-২০১৩

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	১,৮০০	
অগ্রিম ভাড়া	১,৬০০	
অগ্রিম বিমা	১,৪৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১,৫০০
অনুপার্জিত কমিশন		৪,৮০০
মি. আসলামের মূলধন		১৫,০০০
মি. আসলামের উত্তোলন	৪,৫০০	
কমিশন আয়		২০,০০০
মজুরি	৩,৮০০	
অন্যান্য খরচ	৭০০	
	৪১,৩০০	৪১,৩০০

অন্যান্য তথ্য:

১. ৩০০ টাকার অফিস সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।
২. অগ্রিম ভাড়া জানুয়ারি ১ তারিখে ৪ মাসের জন্য প্রদান করা হয়।
৩. অগ্রিম বিমা ১ বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ১ বছরের জন্য প্রদত্ত হয়েছে।
৪. অনুপার্জিত কমিশন মার্চ ১ তারিখে ৬ মাসের জন্য প্রাপ্ত।
৫. মজুরি ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ১৫০ টাকা বকেয়া আছে।

করণীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৩

ক.

মি. আসলাম
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ মার্চ ৩ মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব: কমিশন আয়	২০,০০০	
যোগ: অনুপার্জিত কমিশন	৮০০	
নিট রাজস্ব		২০,৮০০

বাদ: খরচসমূহ			
অফিস সরবরাহ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৩০০	১,৫০০	
ভাড়া	(১৬০০ ×৩/৪)	১,২০০	
বিমা	(১৪৪০ ×২/১২)	২৪০	
মজুরি	৩,৮০০		
যোগ: বকেয়া	১৫০	৩,৯৫০	
অন্যান্য খরচ		৭০০	
মোট ব্যয়			(৭,৫৯০)
নিট লাভ			১৩,২১০

খ.

মি. আসলাম
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ৩ মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. আসলামের মূলধন	১৫,০০০	
নিট লাভ	১৩,২১০	
উত্তোলন	(৪,৫০০)	
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০

গ.

মি. আসলাম
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ		
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	৩০০	
অগ্রিম ভাড়া	৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
বিমা অগ্রিম	১,২০০	২৯,৩৬০
মোট সম্পত্তি		**২৯,৩৬০**
দায়সমূহ:		
প্রদেয় হিসাব	১,৫০০	
অনুপার্জিত কমিশন	৪,০০০	
মজুরি বকেয়া	১৫০	
মোট দায়		৫,৬৫০
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		**২৯,৩৬০**

সমস্যা: ৪ ময়নামতি গেস্ট হাউজ ১ জুন ২০১৩ সালে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ৩০ জুন তারিখে তার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

ময়নামতি গেস্ট হাউজ

রেওয়ামিল

৩০-৬-২০১৩

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
দালান	১,৫০,০০০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	
জমি	৫,৯০,০০০	
প্রদেয় বিল		৫০,০০০
অনুপার্জিত ভাড়া		৩৫,০০০
বন্ধকী ঋণ		২,৫০,০০০
মূলধন		৬,০০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	
ভাড়া আয়		৯৫,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
	১০,৩০,০০০	১০,৩০,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. বিমা প্রতি মাসে ২০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সাপ্লাইজ গণনা করে ৩১ জুন তারিখে অব্যবহৃত আছে ৯,০০০ টাকা।
৩. দালান ও আসবাবপত্রের উপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।
৪. বন্ধকি ঋণের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। ১জুন তারিখে ঋণ গ্রহণ কাজ হয়েছে।
৫. অনুপার্জিত ভাড়ার ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। চলতি মাসের মোট বেতনের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

করনীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৪

ক.

ময়নামতি গেস্ট হাউজ

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের জুন মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব:		
ভাড়া আয়	৯৫,০০০	

যোগ: অনুপার্জিত ভাড়া আয়	২০,০০০	
নিট রাজস্ব		১,১৫,০০০
ব্যয়সমূহ:		
সাপ্লাইজ খরচ (১৮,০০০ – ৯,০০০)	৯,০০০	
বিমা খরচ	২,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৪০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
ঋণের সুদ (২৫০,৮০০ × ১০% × ১/১২)	২,০৮৩	
অবচয়:		
দালান- (১৫০,০০০ × ১০% × ১/১২)	১,২৫০	
আসবাবপত্র-(১৭০,০০০ × ১০% × ১/১২)	১,৪১৭	
মোট ব্যয়		(৬৮,৭৫০)
নিট লাভ		**৫৬,২৫০**

খ.

ময়নামতি গেস্ট হাউজ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৬,০০,০০০
(+) নিট লাভ	৪৬,২৫০
(–) উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	**৬,৩৬,২৫০**

গ.

ময়নামতি গেস্ট হাউজ

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
নগদ		২৫,০০০	
সাপ্লাইজ		৯,০০০	
অগ্রিম বিমা		২২,০০০	
দালান	১,৫০,০০০		
অবচয়	১,২৫০	১,৪৮,৭৫০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০		
বাদ: অবচয়	১,৪১৭	১,৬৮,৫৮৩	
জমি		৫,৯০,০০০	
মোট সম্পত্তি			**৯,৬৩,৩৩৩**

দায়সমূহ:		
বকেয়া বেতন	১০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৫০,০০০	
অনুপার্জিত ভাড়া	১৫,০০০	
ঋণের সুদ	২,০৮৩	
বন্ধকি ঋণ	২,৫০,০০০	৩,২৭,০৮৩
মালিকানা স্বত্ব		৬,৩৬,২৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		**৯,৬৩,৩৩৩**

সমস্যা: ৫ জনাব আলমের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

জনাব আলম

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১৮,১২,৪০০
বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
ক্রয় ফেরত		১৮,৩০০
ক্রয় পরিবহণ	৬,৭০০	
বিমা সেলামি	১০,০০০	
বিক্রয়কর্মীর বেতন	১,৯৪,১০০	
ভাড়া খরচ (বিক্রয় খরচ)	৮১,০০০	
অফিস	১,৩০,৪০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০	
প্রদেয় হিসাব		২,০০,০০০
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০	
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০	
মজুদ পণ্য	২,০৭,৬০০	
জনাব আলমের মূলধন		২,০০,০০০
নগদ	২০,৯০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
	২২,৩০,৭০০	২২,৩০,৭০০

সমন্বয়সমূহ:
১. সমাপনী মজুদ পণ্য ২,১১,১৫০ টাকা।
২. স্টোর সাপ্লাইজ মজুদ ৩৫০ টাকা এবং অফিস সাপ্লাইজ মজুদ ৫০০০ টাকা।
৩. বিমা সেলামি ৭৮০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
৪. অবচয়: স্টোর ইকুইপমেন্ট ১৫,১৫০ টাকা ও অফিস সরঞ্জাম ৫,১০০ টাকা।

করণীয়: ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় ১১,১১,৩৫০ টাকা হলে নিট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ ৩,৪৫,৫৫০ টাকা হলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৫

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয়।

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		২,০৭,৬০০
যোগ: ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
বাদ: ফেরত	১৮,৩০০	১১,০৮,২০০
ক্রয় পরিবহণ		৬,৭০০
		১৩,২২,৫০০
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(২,১১,১৫০)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		**১১,১১,৩৫০**

খ.

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়		১৮,১২,৪০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		৫,১০০	
নিট বিক্রয়			১৮,০৭,৩০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			১১,১১,৩৫০
মোট লাভ			৬,৯৫,৯৫০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:			
বিক্রয় খরচ			
বিক্রয় কর্মীর বেতন		১,৯৪,১০০	
ভাড়া		৮১,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৩৫০	১,৪৫০	
অবচয়: স্টোর ইকুইপমেন্ট		১৫,১৫০	(২,৯১,৭০০)
প্রশাসনিক ব্যয়:			
অফিস ভাড়া		১,৩০,৪০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৫,০০০	১,১৫,৪০০	
বিমা সেলামি		৭,৮০০	
অফিস সরঞ্জামের অবচয়		৫,১০০	(২,৫৮,৭০০)
নিট লাভ			**১,৪৫,৫৫০**

গ.

জনাব আলম

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি			
মজুদ পণ্য		২,১১,১৫০	
নগদ		২০,৯০০	
স্টোর সাপ্লাইজ		৩৫০	
অফিস সাপ্লাইজ		৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব		৫০,০০০	
অগ্রিম বিমা	(১০,০০০ – ৭৮০০)	২,২০০	২,৮৯,৬০০
স্থায়ী সম্পত্তিঃ			
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫,১০০	৪৭,০০০	
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	১৫,১৫০	২,০৮,৯৫০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			২,৫৫,৯৫০
মোট সম্পত্তি			৫,৫৪,৫৫০
দায়সমূহ ও মালিকানা স্বত্ব:			
চলতি দায়:			
প্রদেয় হিসাব		২,০০,০০০	২,০০,০০০
মালিকানা স্বত্ব			৩,৪৫,৫৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৫,৪৫,৫৫০

সমস্যা: ৬ মি. সাহেদ, ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে তার ব্যবসায়ের সম্পত্তি রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

মি. সাহেদ

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. সাহেদের মূলধন		১,৭৭,৬০০
মি. সাহেদের উত্তোলন	২৮,০০০	
সম্পদ কর খরচ	৪,৮০০	
উপযোগ খরচ	১১,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৮৯,৩০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,৩০০	

অবচয় সঞ্চিতি দালান		৫২,৫০০
অবচয় সঞ্চিতি - যন্ত্রপাতি		৪২,৯০০
দালান	১,৯০,০০০	
নগদ	৪৫,০০০	
অবচয় খরচ-দালান	১০,৪০০	
অবচয় খরচ-যন্ত্রপাতি	১৩,৩০০	
যন্ত্রপাতি	১,১০,০০০	
পরিবহন	৩,৬০০	
বিমা খরচ	৭,২০০	
মজুদ পণ্য	৪০,৫০০	
প্রদেয় বন্ধকি		৮০,০০০
অফিস বেতন খরচ	৩২,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
বিক্রয়		৬,৫৮,০০০
বিক্রয় ফেরত	৮,০০০	৪,৩০০
প্রদেয় সম্পদ কর		৪,৮২,০০০
ক্রয়		
ক্রয় বাট্টা		১২,০০০
ক্রয় ফেরত		৬,৪০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন খরচ	৭৪,০০০	
বিক্রয় কমিশন খরচ	১৪,৫০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন		৪,০০০
	১১,২৭,০০০	**১১,২৭,০০০**

অন্যান্য তথ্যঃ

১. সমাপনী মজুদপণ্য মূল্যায়ন করা হয় ৭৫,০০০ টাকা।

২. বিমা খরচ এবং উপযোগ খরচের ৬০% বিক্রয় এবং ৪০% প্রশাসনিক খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

৩. দালানের অবচয় ও সম্পত্তি করকে প্রশাসনিক খরচ এবং যন্ত্রপাতির অবচয়কে বিক্রয় খরচ ধরতে হবে।

করণীয়ঃ ক. বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. শ্রেণিবদ্ধ আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধানঃ ৬

ক.

মি. সাহেদ

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব	৬,৫৮,০০০	
বাদঃ বিক্রয় ফেরত	৮,০০০	

নিট বিক্রয়			৬,৫০,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৪০,৫০০	
ক্রয়	৪,৮২,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(৬,৪০০)		
ক্রয় বাট্টা	(১২,০০০)		
ক্রয় পরিবহন	৩,৬০০		
নিট ক্রয়		৪,৬৭,২০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(৭৫,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			(৪,৩২,৭০০)
মোট লাভ			২,১৭,৩০০
বাদ: বিক্রয়কর্মীর বেতন খরচ		৭৪,০০০	
বিমা খরচ	(৭২০০ × ৬০%)	৪,৩২০	
বিক্রয় কমিশন খরচ		১৪,৫০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়		১৩,৩০০	
উপযোগ খরচ	(৬০%)	৬,৬০০	(১,১২,৭২০)
প্রশাসনিক খরচ: দালানের অবচয়		১০,৪০০	
বিমা খরচ	(৭২০০ × ৪০%)	২,৮৮০	
অফিস বেতন খরচ		৩২,০০০	
সম্পদ কর খরচ		৪৮০০	
উপযোগ খরচ	(১১,০০০ × ৪০%)	৪,৪০০	(৫৪,৪৮০)
নিট লাভ			৫০,১০০

খ. মি. সাহেদ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
সাহেদের মূলধন	১,৭৭,৬০০
নিট মুনাফা	৫০,১০০
উত্তোলন	(২৮,০০০)
সমন্বিত মূলধন	১,৯৯,৭০০

গ.

মি. সাহেদ

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি:			
প্রাপ্য হিসাব		৫০,৩০০	
নগদ		৪৫,০০০	
অগ্রিম বিমা		২,৪০০	
সমাপনী মজুদপণ্য		৭৫,০০০	
মোট চলতি সম্পত্তি			১,৭২,৭০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
দালান	১,৯০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫২,৫০০	১,৩৭,৫০০	
যন্ত্রপাতি	১১,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৪২,৯০০	৬৭,১০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			২,০৪,৬০০
মোট সম্পত্তি			৩,৭৭,৩০০
দায়সমূহ :			
চলতি দায়:			
প্রদেয় হিসাব		৮৯,৩০০	
প্রদেয় সম্পত্তি কর		৪,৩০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন		৪,০০০	
মোট চলতি দায়			৯৭,৬০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
বন্ধকি ঋণ			৮০,০০০
মোট দায়			১,৭৭,৬০০
মালিকানা স্বত্ব			১, ৯৯,৭০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৩,৭৭,৩০০

সমস্যা: ৭ মি.আফজালের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আফজাল

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৯,০৪,১০০
বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
পণ্য ক্রয়	৭,০৯,৯০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৬৯,৮০০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
গ্যাস ও জ্বালানি	৭,২০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	
মূলধন		২,৬৭,৮০০
উত্তোলন	১০,০০০	
নগদ		
প্রাপ্য হিসাব	২৫,৪০০	
মজুদপণ্য	৩৭,৬০০	
জমি	৯০,০০০	
দালান	৯২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - দালান	১,৯৭,০০০	
যন্ত্রপাতি	৮৩,৫০০	৫৪,০০০
অবচয় সঞ্চিতি - যন্ত্রপাতি		৪২,৪০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
প্রদেয় বিল		৩৭,৫০০
	১৩,৫৫,৮০০	১৩,৫৫,৮০০

সমন্বয়সমূহ:

১. দালান ও কলকব্জার অবচয় যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৯০০০ টাকা। (উভয়ই প্রশাসনিক খরচ)
২. প্রদেয় নোটের উপর ৭,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. সমাপনী মজুদ পণ্য ৮৯,২০০ টাকা।
৪. বেতনের ৮০% বিক্রয় ও ২০% প্রশাসনিক খরচ।
৫. উপযোগী খরচ, মেরামত খরচ এবং বিমা খরচ ১০০% প্রশাসনিক।
৬. ১৫,০০০ টাকার নোট আগামি বছর পরিশোধ করতে হবে।
৭. গ্যাস ও জ্বালানি বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ।

করণীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।
গ. শ্রেণিবদ্ধ আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৭ ক.

মি. আফজাল
বিশদ আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৯,০৪,১০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
নিট বিক্রয়		৮,৯৯,৫০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৯০,০০০	
যোগ ক্রয়	৭০৯,৯০০	
বাদ সমাপনী মজুদ	(৮৯,২০০)	(৭,১০,৭০০)
মোট লাভ		১,৮৮,৮০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ :		
বেতন (৬৯,৮০০ × ৮০%)	৫৫, ৮৪০	
গ্যাস ও জ্বালানি	৭,২০০	
		(৬৩,০৪০)
প্রশাসনিক খরচ:		
অবচয়: দালান	১০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৯,০০০	
বেতন (৬৯,৮০০ × ২০%)	১৩,৯৬০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	(৬১,৭৬০)
পরিচালন মুনাফা		৬৪,০০০
বাদ: অপরিচালন ব্যয়:		
প্রদেয় নোটের সুদ		(৭,০০০)
নিট মুনাফা		৫৭,০০০

খ.

মি. আফজাল
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২,৬৭,৮০০
নিট মুনাফা	৫৭,০০০
বাদ: উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৩,১৪,৮০০

গ.

মি. আফজাল

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ		২৫,৪০০	
প্রাপ্র হিসাব		৩৭,৬০০	
মজুদপণ্য		৮৯,২০০	
মোট চলতি সম্পদ			১,৫২,২০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
জমি		৯২,০০০	
দালান	১,৯৭,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(৬৪,০০০)	১,৩৩,০০০	
যন্ত্রপাতি	৮৩,৫০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(৫১,৪০০)	৩২,১০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			২,৫৭,১০০
মোট সম্পত্তি			৪০৯,৩০০
দায়সমূহ:			
চলতি দায়:			
প্রদেয় নোট		১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব		৩৭,৫০০	
প্রদেয় সুদ		৭,০০০	
মোট চলতি দায়			৫৯,৫০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
প্রদেয় নোট			৩৫,০০০
মোট দায়			৯৪,৫০০
মালিকানা স্বত্ব			৩,১৪,৮০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৪,০৯,৩০০

সমস্যা: ৮ আসিফ ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

আসিফ ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১৩

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩,০০০
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
১০% বিনিয়োগ		৭০,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	১,২০,০০০	
মজুদপণ্য	৮০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১,০০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-স্টোর ইকুইপমেন্ট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
মূলধন		২,২০,০০০
বিক্রয়		৪,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	
সুদ অবচয়	৩,০০০	
সুদ আয়		১২,০০০
ক্রয়	১,৫০,০০০	
ক্রয় ফেরত		১০,০০০
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বেতন	২০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
অগ্নিবিমা	২০,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন বিল	১০,০০০	
ভাড়া	১৮,০০০	
বিবিধ খাত	১৫,০০০	
	৮,১৫,০০০	৮,১৫,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. অগ্নিবিমা বকেয়া আছে ৫০০০ টাকা। অগ্নিবিমার ৪০% বিক্রয় খরচ।
২. অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। সাপ্লাইজের ৩০% অফিস খরচ
৩. ভাড়া অগ্রিম ১০,০০০ টাকা। ভাড়ার ৫০% অফিস সংক্রান্ত।
৪. স্টোর ইকুইপমেন্ট এর উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা রাখতে হবে।
৬. বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে। বেতনের ৫০% অফিস খরচ।
৭. সমাপনী মজুদপণ্যের মূল্য ১,২০,০০০ টাকা।

করণীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী ।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৮

ক.

আসিফ ট্রেডার্স

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়		৪,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		৩,০০০	
নিট বিক্রয়			৩,৯৭,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৮০,০০০	
ক্রয়	১,৫০,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	১০,০০০		
নিট ক্রয়		১,৪০,০০০	
ক্রয় পরিবহন		১২,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(১,২০,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			(১,১২,০০০)
মোট লাভ			২,৮৫,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:			
বিক্রয় খরচ:			
ভাড়া	১৮,০০০		
বাদ: অগ্রিম	(১০,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ	(৪,০০০)	৪,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		২৫,০০০	

বেতন	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ	(১২,৫০০)	১২,৫০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	(৩,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ	(২,১০০)	৪,৯০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ	(১৫,০০০)	১০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা		২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৫,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট অবচয়		১০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		(৩,০০০)	
মোট বিক্রয় খরচ			(৭০,৪০০)
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়:			
ভাড়া		৪,০০০	
বেতন		১২,৫০০	
সাপ্লাইজ		২,১০০	
অগ্নি বিমা		১৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ		১৫,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ		১২,০০০	
টেলিফোন খরচ		১০,০০০	
মোট অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়			(৭০,৬০০)
পরিচালন মুনাফা			১,৪৪,০০০
অপরিচালন মুনাফা বা (ক্ষতি):			
ঋণের সুদ	৩,০০০		
বকেয়া	২,০০০	(৫,০০০)	
বিনিয়োগের সুদ	১২,০০০		
যোগ: বকেয়া	৬,০০০	১৮,০০০	
বিবিধ ক্ষতি		(১৫,০০০)	
মোট অপরিচালন ক্ষতি			(২,০০০)
নিট মুনাফা			১,৪২,০০০

খ.

আসিফ ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২,২০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৪২,০০০
মালিকানা স্বত্ব	৩,৬২,০০০

গ.

আসিফ ট্রেডার্স

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ ও ব্যাংক		৭০,০০০	
প্রাপ্য নোট		৫০,০০০	
মজুদপণ্য		১,২০,০০০	
সাপ্লাইজ		৩,০০০	
প্রাপ্য সুদ		৬,০০০	
ভাড়া অগ্রিম		১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৫,০০০)	৭৩,০০০	
মোট চলতি সম্পত্তি			৩,৩২,০০০
বিনিয়োগ:			
১৫% বিনিয়োগ			১২০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:			
স্টোর ইকুইপমেন্ট		১,০০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি		৩০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			৭০,০০০
মোট সম্পত্তি			৫,২২,০০০
দায়সমূহ:			
চলতি দায়:			
প্রদেয় নোট		৫০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০	
বকেয়া বিমা		৫০০০	
বকেয়া বেতন		৫,০০০	
মোট চলতি দায়			৯০,০০০

দীর্ঘমেয়াদি দায়:		
১০% বন্ধকি ঋণ		৭০,০০০
মোট দায়		১,৬০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৩,৬২,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		**৫,২২,০০০**

সমস্যা: ৯ জনাব কামাল ব্রাদার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

জনাব কামাল
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	হিসাব শিরোনাম	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৩৫,০০০	কামালের মূলধন	৬০,০০০
প্রাপ্য নোট	১৮,০০০	প্রদেয় হিসাব	৪৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	ক্রয় হিসাব	৩,০০০
ক্রয়	৬০,০০০	বিক্রয়	১,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	অবচয় সঞ্চিতি - আসবাবপত্র	৪,০০০
আসবাবপত্র	১৮,০০০	অবচয় সঞ্চিতি - প্লান্ট ও মেশিন	৬,০০০
প্লান্ট ও মেশিন	২০,০০০	অবচয় সঞ্চিতি - জমি ও দালান	৩,০০০
কর	২,০০০	ভাড়া রাজস্ব	৫,০০০
বেতন খরচ	১০,০০০	প্রদেয় নোট	২৩,৭০০
ভ্রমণ খরচ	৫০০	১০% বন্ধকি ঋণ	১০,০০০
বিদ্যুৎ খরচ	১,৫০০		
বিমা খরচ	৩,০০০		
মজুদপণ্য	১৬,০০০		
জমি ও দালান	২০,০০০		
সুদ খরচ	৭০০		
	২,৫৯,৭০০		**২,৫৯,৭০০**

সমন্বয়: (১) সমাপণি মজুদপণ্য ১৭,০০০। (২) প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট পাওনা হিসাবের উপর ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে। (৩) আসবাবপত্রের উপর ১,০০০ টাকা, প্লান্ট ও মেশিনের ১,৮০০ টাকা ও জমির দালানের ১,৫০০ টাকা অবচয় ধরতে হবে। (৪) বেতন ১,৬০০ টাকা ও সুদ ৩০০ টাকা বকেয়া আছে। (৫) বিমা ১,৫০০ অগ্রিম আছে। (৬) আসবাবপত্র ১,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে হিসাবভুক্ত হয়নি যার ক্রয়মূল্য ১,৫০০ টাকা। উক্ত আসবাবপত্র উপর ৩০০ টাকা অবচয় সঞ্চিতি রয়েছে। (৭) অনুপার্জিত ভাড়া ১,২০০ টাকা।

করণীয়:

ক. বিশদ আয় বিবরণী।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৯

ক.

কামাল ব্রাদার্স

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
রাজস্ব:			
বিক্রয়		১,০০,০০০	
বাদ: ফেরত		(৫,০০০)	৯৫,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		১৬,০০০	
যোগ: পণ্য ক্রয়	৬০,০০০		
বাদ: ফেরত	(৩,০০০)	৫৭,০০০	
		৭৩,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(১৭,০০০)	৫৬,০০০
মোট লাভ			৩৯,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:			
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ:			
ভ্রমণ খরচ		৫০০	
অনাদায়ী পাওনা		২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৪,৮০০	
মোট বিক্রয় ও বিতরণ খরচ			(৭,৩০০)
প্রশাসনিক খরচ:			
কর		২,০০০	
বেতন	১০,০০০		
যোগ: বকেয়া	১,৬০০	১১,৬০০	
বিদ্যুৎ		১,৫০০	
বিমা খরচ	৩,০০০		
বাদ: অগ্রিম	(১,৫০০)	১,৫০০	
অবচয়:			
আসবাবপত্র		১,০০০	
প্লান্ট ও মেশিন		১,৮০০	
জমি ও দালান		১,৫০০	
মোট প্রশাসনিক খরচ			(২০,৯০০)
পরিচালন মুনাফা			১০,৮০০
অপরিচালন (ক্ষতি) মুনাফা			
অপরিচালন আয়সমূহ:			
ভাড়া	৫,০০০		
বাদ: অনুপার্জিত	(১,২০০)	৩,৮০০	
সুদ খরচ	৭০০		
যোগ বকেয়া	৩০০	(১০০০)	
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি		(২০০)	২,৬০০
নিট মুনাফা			১৩,৪০০

খ.

কামাল ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৬০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১৩,৪০০
মালিকানা স্বত্ব	৭৩,৪০০

গ.

কামাল ট্রেডার্স

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ ও ব্যাংক		৩৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	(২০০০)		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৪,৮০০)	৪৩,২০০	
প্রাপ্য নোট		১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা		১,৫০০	
সমাপণী মজুদপণ্য		১৭,০০০	
আসবাবপত্র ক্রেতা		১,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			১,১৫,৭০০
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:			
জমি ও দালান	২০০০০		
অবচয় সঞ্চিতি	(৪,৫০০)	১৫,৫০০	
প্লান্ট ও মেশিন	২০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(৭,৮০০)	১২,২০০	
আসবাবপত্র	১৮,০০০		
বাদ: বিক্রয়	(১,৫০০)		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি (৪,০০০+১,০০০-৩০০)	(৪,৭০০)	১১,৮০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			৩৯,৫০০
মোট সম্পত্তি			১,৫৫,২০০

দায় ও মালিকানা স্বত্ব:		
প্রদেয় হিসাব	৪৫,০০০	
প্রদেয় নোট	২৩,৭০০	
প্রদেয় সুদ	৩০০	
বকেয়া বেতন	১,৬০০	
অনুপার্জিত ভাড়া	১,২০০	
		৭১,৮০০
দীর্ঘ মেয়াদি দায়: ১০% বন্ধকি ঋণ		১০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৭৩,৪০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		**১,৫৫,২০০**

সমস্যা: ১০ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হাসান ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

হাসান ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
সরবারহ	২,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি—অফিস সরঞ্জাম		৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৭,০০০
মূলধন-হাসান		৭৫,৫০০
বিক্রয়		২,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	১০,০০০	
পণ্য ক্রয়	১,০০,০০০	
ক্রয় ফেরত		৪,০০০
বিক্রয় বাট্টা	২,০০০	
ক্রয় বাট্টা		১,৫০০
ক্রয় পরিবহন	৩,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৫,০০০	

বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	৫,০০০	
সাধারণ অফিস খরচ	২,০০০	
অগ্নিবিমা	১,০০০	
আইন খরচ	৫০০	
অনাদায়ি পাওনা	৫০০	
ভাড়া খরচ	১,০০০	
১০% ব্যাংক ঋণ		২০,০০০
	৩,৩২,০০০	৩,৩২,০০০

অন্যান্য তথ্যাবলি:

১. অগ্নিবিমা ৭০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সমাপনী মজুদপণ্য মূল্যায়ন করা হয় ৫০,০০০ টাকা। ৫,০০০ টাকার পণ্য আগুনে পণ্য বিনষ্ট হয়েছে। বিমা কোম্পানি ৩,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হয়।
৩. প্রতি বছর ১,০০০ টাকা বিজ্ঞাপন খরচ দেখাতে হবে।
৪. অনাদায়ী পাওনা আরো ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে। অনাদায়ি পাওনা সঞ্চিতি আরো ৩,৫০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় এবং ৭,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হয়নি।
৬. ১১,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় অথবা ফেরত ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় যা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উক্ত পণ্য ক্রয় মূল্যের উপর ১০% মুনাফা যোগ করে বিক্রয় করা হয়।
৭. ১ জুলাই তারিখে ১০,০০০ টাকার ঋণ সুদসহ পরিশোধ করা হয়।
৮. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়:

ক. বহুধাপ আয় বিবরণী।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ১০

ক.

হাসান ট্রেডার্স

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব:		
বিক্রয়	২,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	(২,০০০)	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	(১০,০০০)	
যোগ: অলিখিত ক্রয়	৭,০০০	
বাদ : বিক্রয় অথবা ফেরত ভিত্তিতে বিক্রয়	(১১,০০০)	

নিট বিক্রয়			১,৮৪,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		৪৫,০০০	
যোগ: ক্রয়	১,০০,০০০		
বাদ: ফেরত	(৪,০০০)		
বাদ: ক্রয় বাট্টা	(১,৫০০)		
যোগ: অলিখিত ক্রয়	৫,০০০		
বাদ: আগুনে পণ্য বিনষ্ট	(৫,০০০)		
নিট ক্রয়		৯৪,৫০০	
ক্রয় পরিবহন		৩,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	৫০,০০০		
যোগ: ক্রেতার নিকট মজুদ	১০,০০০	(৬০,০০০)	
বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়			(৮২,৫০০)
মোট মুনাফা			১,০১,৫০০
বাদ: পরিচালন ব্যয় :			
বিক্রয় ও বিপণন খরচ:			
অনাদায়ি পাওনা	৫০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা	৫০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৫০০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(১,০০০)	২,৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		১,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন		৫,০০০	
মোট বিক্রয় ও বিপণন খরচ			(৮,৫০০)
প্রশাসনিক খরচ:			
সরবারহ		২,০০০	
সাধারণ অফিস ভাড়া		২,০০০	
অগ্নি বিমা		৭০০	
আইন খরচ		৫০০	
ভাড়া খরচ		১,০০০	
অবচয়: অফিস সরঞ্জাম		৮,০০০	
মোট প্রশাসনিক খরচ			(১৪,২০০)
পরিচালন মুনাফা			৭৮,৮০০
নিট অপরিচালন লাভ বা (ক্ষতি):			
আগুনে পণ্য বিনষ্ট		৫,০০০	
বাদ: বিমা কোম্পানি		(৩,৫০০)	
		(১,৫০০)	
ঋণের সুদ		(২,৫০০)	
মোট অপরিচালন ক্ষতি			(৪,০০০)
নিট মুনাফা			৭৪,৮০০

খ.

হাসান ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৭৫,৫০০
যোগ: নিট লাভ	৭৪,৮০০
বাদ: উত্তোলন	(৫,০০০)
	১,৪৫,৩০০

গ.

হাসান ট্রেডার্স

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ		২০,০০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪৫,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	(৫০০)		
বাদ:নতুন অনাদায়ী পাওনা	(২,৫০০)		
যোগ: অলিখিত বিক্রয়	৭,০০০		
বাদ: বিক্রয় অথাব ফেরত ভিত্তিতে বিক্রয়	(১১,০০০)	৩৮,০০০	
বিমা কোম্পানি		৩,৫০০	
প্রাপ্য নোট		৫,০০০	
অগ্রিম অগ্নিবিমা		৩০০	
সামপনী মজুদপণ্য	(৫০,০০০ + ১০,০০০)	৬০,০০০	
মোট চলতি সম্পত্তি			১,২৬,৮০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
অফিস সরঞ্জাম		৮০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি		(১৬,০০০)	৬৪,০০০
অসমন্বিত ব্যয়: বিলম্বিত বিজ্ঞাপন			৪,০০০
মোট সম্পত্তি			১,৯৪,৮০০
দায়সমূহ:			
চলতি দায়:			
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০		
যোগ: অলিখিত ক্রয়	৫,০০০	২০,০০০	
প্রদেয় নোট		৭,০০০	
বকেয়া সুদ		২,৫০০	
মোট চলতি দায়			২৯,৫০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
১০% ব্যাংক ঋণ			২০,০০০
মোট দায়			৪৯,৫০০
মালিকানা স্বত্ব			১,৪৫,৩০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			১,৯৪,৮০০

সমস্যা: ১১ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আফসার ট্রেডার্স রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

আফসার ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন-আফসার		৮৪,০০০
উত্তোলন-আফসার	৫,০০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	৫০,০০০	১,০০,০০০
ফেরত	৩,০০০	২,০০০
নিষ্কর সম্পত্তি	৩০,০০০	
ইজারা সম্পত্তি (৫ বছর)	১০,০০০	
প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট	৩০,০০০	
আসবাবপত্র	১০,০০০	
অফিস বেতন	২,০০০	
অফিস খরচ	২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - ইকুইপমেন্ট		৪,০০০
অবচয় সঞ্চিতি- আসবাবপত্র		১,০০০
ক্রয় ও বিক্রয়ের বাট্টা	৩,০০০	২,০০০
১০% সুদে করিমের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ	১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১০,০০০
খুচরা যন্ত্রাংশ	৫,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,০০০	
মজুরি	৫,৫০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৭০০
ঋণের সুদ		৫০০
নগদ	৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১০,০০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০	
আলো ও বিদ্যুৎ খরচ	৭০০	
	২,০৪,২০০	২,০৪,২০০

সমন্বয়:

১. প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ৫,০০০ টাকার একজন দেউলিয়া হয়েছে যার নিকট থেকে টাকা প্রতি ৪০ পয়সা পাওয়া যাবে। নিট মুনাফার পরবর্তী মুনাফার উপর ম্যানেজারকে ৫% কমিশন প্রদান করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের উপর ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।
২. বছর শেষে খুচরা যন্ত্রাংশের মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩,৫০০ টাকা।
৩. একটি নতুন ইকুইপমেন্ট সংস্থাপন ব্যয় ২,০০০ টাকা মজুরির অর্ন্তভুক্ত আছে। মেশিনটি ১-৭-২০১২ তারিখে ১০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয় যা হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মেশিনের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

৪. নষ্টের কারণে ৪,৪০০ টাকার পণ্য ক্রেতা কর্তৃক ফেরত আসে যা হিসাবভুক্ত হয়নি। উক্ত পণ্য ক্রয়মূল্যে উপর ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয় করা হয়।
৫. সমাপনী মজুদপণ্যের মূল্য ৯৫,০০০ টাকা যার মধ্যে ১০,০০০ টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়। বিমা কোম্পানি ৭,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
৬. সাপ্লাইজ ক্রয় ১,০০০ টাকা অফিস খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। ২/৫ ভাগ সাপ্লাইজ অব্যবহৃত আছে।
৭. মালিক ৫,০০০ টাকা ১ জুলাই তারিখে অতিরিক্ত মূলধন সরবারহ করেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি। মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে।

করণীয়:

ক. বহুধাপ আয় বিবরণী
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সমাধান: ১১

ক.

আফসার ট্রেডার্স
বিশদ আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত (৩,০০০ + ৪,৪০০)		(৭,৪০০)	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা		(৩,০০০)	
নিট বিক্রয়			৮৯,৬০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		১০,০০০	
পণ্য ক্রয়	৫০,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(২,০০০)		
বাদ: ক্রয় বাট্টা	(২,০০০)		
বাদ: আগুনে পণ্য বিনষ্ট	(১০,০০০)		
নিট ক্রয়		৩৬,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	২৫,০০০		
বাদ: আগুনে পণ্য বিনষ্ট	(১০,০০০)		
যোগ: পণ্য ফেরত	৪,০০০	(১৯,০০০)	
মজুরি	৫,৫০০		
বাদ: সংস্থাপন ব্যয়	২,০০০	৩,৫০০	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			(৩০,৫০০)
মোট লাভ			৫৯,১০০
পরিচালন ব্যয়:			
বিক্রয় ও বিপণন খরচ:			
বিক্রয় কর্মীর বেতন		১,০০০	

অনাদায়ী পাওনা	৩,০০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৫৬০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৭০০)	২,৮৬০	
মোট বিক্রয় ও বিপণন খরচ			(৩,৮৬০)
প্রশাসনিক খরচ:			
আলো ও বিদ্যুৎ		৭০০	
অফিস বেতন		২,০০০	
অফিস খরচ	২,০০০		
বাদ: সাপ্লাইজ	(১,০০০)	১,০০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০		
যোগ: অফিস খরচে অন্তর্ভুক্ত	১,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	(১,২০০)	১,৮০০	
অবচয়:			
ইকুইপমেন্ট	৩,৬০০		
আসবাবপত্র	৫০০		
খুচরা যন্ত্রাংশ	১,৫০০	৫,৬০০	
মোট প্রশাসনিক খরচ			(১১,১০০)
যোগ (বাদ): নিট অপরিচালন আয় বা (ক্ষতি):			
ইজারা সম্পত্তি অবলোপন		(২,০০০)	
ঋণের সুদ	৫০০		
যোগ: বকেয়া	১,০০০	১,৫০০	
মূলধনের সুদ		(৪,৩২৫)	
আগুনে পণ্য বিনষ্ট	১০,০০০		
বাদ: বিমা কোম্পানি	(৭,০০০)	(৩,০০০)	
নিট অপরিচালন ক্ষতি			(৭,৮২৫)
নিট লাভ			৩৬,৩১৫

খ. আফসার ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৮৪,০০০
যোগ: নিট লাভ	৩৬,৩১৫
বাদ: উত্তোলন	(৫,০০০)
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫,০০০
যোগ: মূলধনের সুদ	৪,৩২৫
মালিকানা স্বত্ব	**১,২৪,৬৪০**

গ.

আফসার ট্রেডার্স

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তি			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ	৫,০০০		
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫,০০০	১০,০০০	
সমাপণী মজুদপণ্য		১৯,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১৫,০০০		
বাদ: পণ্য ফেরত	(৪,৪০০)		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	(৩,০০০)		
বাদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৫৬০)	৭,০৪০	
বিমা কোম্পানি		৭,০০০	
বিনিয়োগের সুদ		১,০০০	
অব্যবহৃত সাপ্লাইজ		১,২০০	
মোট চলতি সম্পত্তি			৪৫,২৪০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
ইজারা সম্পত্তি		৮,০০০	
প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট	৩০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(৭,৬০০)		
যোগ: নতুন ক্রয়	১২,০০০	৩৪,৪০০	
আসবাবপত্র	১০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	১,৫০০	৮,৫০০	
নিষ্কর সম্পত্তি		৩০,০০০	
খুচরা যন্ত্রাংশ	৫,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	১,৫০০	৩,৫০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			৮৪,৪০০
বিনিয়োগ:			
১০% বিনিয়োগ			১৫,০০০
মোট সম্পত্তি			১,৪৪,৬৪০
দায়সমূহ			
চলতি দায়:			
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০	
ইকুইপমেন্ট		১০,০০০	
মোট দায়			২০,০০০
মালিকানা স্বত্ব			১,২৪,৬৪০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			১,৪৪,৬৪০

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। মি. হাসানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ৩০ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে ৪ মাসের আর্থিক তথ্যবলি নিয়ে নিম্নে রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন।

মি. হাসান
রেওয়ামিল
৩০ এপ্রিল, ২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৯,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫,২০০	
সরবরাহ	১,৯০০	
জমি	৫০,০০০	
দালান	২,৫০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি–দালান		৪৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		৫৬,০০০
প্রদেয় বন্ধকি		১,০০,০০০
মূলধন		১,০৮,১০০
উত্তোলন	৮,৫০০	
সেবা আয়		৩২,০০০
মজুরি খরচ	১৪,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	২,৫০০	
	৩,৪১,১০০	৩,৪১,১০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. সেবা আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু ৩০ এপ্রিলের মধ্যে হিসাবভুক্ত হয়নি ২৫০০ টাকা।
২. ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মজুরি বকেয়া ৫,০০০ টাকা।
৩. ৩০ এপ্রিল তারিখে সরবরাহ হাতে আছে ১,০০০ টাকা।
৪. দালানের অবচয় ৩০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. ৩০ এপ্রিল তারিখে দালানের বহির্মূল্য নির্ণয় কর।
খ. সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মি. হাসানের নিট লাভ নির্ণয় কর।

২। আল আমিন প্লাস্টিকের সমন্বিত রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

আল আমিন
সমন্বিত রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন		১,৪০,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৮,০০০
প্রদেয় নোট		১৬,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
আসবাবপত্র	৬০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
নগদ	৩০,০০০	
অফিস সরবরাহ	৫০০	
উত্তোলন	২০,৫০০	
১০% বন্ধকি ঋণ		৬০,০০০
জমি	৪১,০০০	
বেতন বকেয়া		১,৫০০
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি আসবাবপত্র		৩,০০০
অবচয় সঞ্চিতি সরঞ্জাম		৮,০০০
সুদ প্রাপ্য	১,০০০	
প্রদেয় সুদ		৬,০০০
নিট লাভ		৪০,৫০০
	৩,০৩,০০০	৩,০৩,০০০

করণীয়: ক. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।
খ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।
গ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। সোহাগ ট্রান্সপোর্ট এর ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে এক মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ	২৪,০০০	
বাস	২,২০,০০০	
অগ্রিম টিকেট বিক্রয়		২৫,৪০০
প্রদেয় নোট		৩২,০০০
মূলধন		১,৮০,০০০
টিকেট রাজস্ব		১,২২,৬০০
বেতন খরচ	১২,৬০০	
গ্যাস ও তৈল খরচ	১,৮০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	১,২০০	
অগ্রিম বিমা	৮,৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৯২,০০০	
	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০

অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

১. অফিস সরঞ্জাম ও বাসের মাসিক অবচয় যথাক্রমে ৪,০০০ ও ১০,০০০ টাকা।

২. একটি প্রতিষ্ঠান ও ২ ব্যক্তি মোট ১০টি অগ্রিম টিকেট নিয়েছিল এর মধ্যে ৭টি টিকেট এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

৩. বাস ড্রাইভারদের প্রতিদিন ৭০০ টাকা বেতন দেয়া হয়। ৫ জন ড্রাইভারের ৫ দিনের বেতন বকেয়া রয়েছে।

৪. একটি টিকিট কাউন্টার থেকে ১,৫০০ টাকা করে ৬টি টিকেট বিক্রয় করে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়:

ক. ২ নং সমন্বয়ের জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. উপর্যুক্ত ছকে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর। (পার্থক্যকে মালিকানা স্বত্ব ধরে)

৪। নিশাত হাউজিং এর রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

নিশাত হাউজিং
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪,০০,০০০
উত্তোলন	২৫,০০০	
ভাড়া আয়		৩,৯০,০০০
মজুরি	৩০,০০০	
উপযোগ বিল	৫০,০০০	
সম্পদ কর	২৫,০০০	
সুদ	১৫,০০০	
১৫% বিনিয়োগ	১,০০,০০০	
নগদ	৩৯,৫২৫	
অগ্রিম বিমা	৪,১২৫	
যন্ত্রপাতি	৪৫,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি যন্ত্রপাতি		৯,০০০
দালান	৪,৩০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি দালান		৩০,০০০
জমি	২,৫০,০০০	
অনুপার্জিত ভাড়া		৭,২৫০
বন্ধকি ঋণ		১,৮০,০০০
সাপ্লাইজ	২৬০০	
	১০,১৬,২৫০	১০,১৬,২৫০

সমন্বয়ঃ

১. অগ্রিম বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

২. যন্ত্রপাতির ওপর ১০% ও দালানের ওপর ১৫% অবচয় ধরতে হবে।

৩. অনুপার্জিত ভাড়ার পরিমাণ ২৫০ টাকা।

৪. সাপ্লাইজ হাতে আছে ১,৬০০ টাকার।

৫. বন্ধকি ঋণের উপর ১২% সুদ ধরতে হবে। ঋণ ৮০,০০০ টাকা আগামি ১ বছরের মধ্যে প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা আগামি ৬ মাসের মধ্যে আদায় হবে।

করণীয়ঃ

ক. ৫ নং সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. উপর্যুক্ত ছকে বিশদ আয় বিবরণি প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।

গ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৫। মি. হাসানের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

মি. হাসান

সমন্বিত রেওয়ামিল

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২১,৭৪০		২১,৭৪০	
প্রাপ্য হিসাব	১৬,৯৯০		১৬,৯৯০	
অগ্রিম বিমা	৬০০		৫৫০	
অফিস সরবরাহ	৭২০		৫০০	
জমি	১,৩০,০০০		১,৩০,০০০	
দালান	৩৬,০০০		৩৬,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি দালান		১৫০		১৫০
অফিস সরঞ্জাম	৫,৪০০		৫,৪০০	
অবচয় সঞ্চিতি অফিস সরঞ্জাম		৪৫		৪৫
প্রদেয় নোট		৩,০০০		৩,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৩,৫৯৫		২৩,৫৯৫
অনুপার্জিত ব্যবস্থাপনা ফিস		১,৮০০		১,৫০০
মূলধন		১,৯২,২৫৪		১,৯২,২৫৪
উত্তোলন	১,৫০০		১,৫০০	
বিক্রয় কমিশন		১৫,৪৮৪		১৫,৪৮৪
বিজ্ঞাপন খরচ	১২,৭৫৮		১২,৭৫৮	
বেতন খরচ	৯,৪২৫		৯,৪২৫	
টেলিফোন খরচ	১,১৯৫		১,১৯৫	
মোট টাকা	২,৩৬,৩২৮	২,৩৬,৩২৮		
বিমা খরচ			৫০	
অফিস সরবরাহ খরচ			২২০	
ব্যবস্থাপনা ফিস আয়				৩০০
সুদ			৩০	
বকেয়া সুদ				৩০
মোট টাকা			২,৩৬,৩৫৮	২,৩৬,৩৫৮

করণীয়ঃ

ক. স্থায়ী সম্পত্তির বহিমূল্য নির্ণয় কর।

খ. সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।

৬। জনাব আবু জাফরের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৪২,৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	
মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০	
স্থায়ী সম্পত্তি	৮০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি		৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৭,০০০
মূলধন		৭৫,৫০০
ক্রয় ও বিক্রয়	১,০০,০০০	২,০০,০০০
ফেরত	২,০০০	৫,৫০০
ক্রয় পরিবহন	৩,০০০	
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৩,৫০০	
ভাড়া	১,৫০০	
উত্তোলন	৭,৫০০	
১০% ঋণ		২০,০০০
	৩,৩২,০০০	৩,৩২,০০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. স্থায়ী সম্পত্তির ওপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

২. অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫% দ্বারা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. সামপনী মজুদপণ্য ৫০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ১,০০০ টাকার সাপ্লাইজ অন্তর্ভুক্ত আছে।

৪. মালিক কর্তৃক ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন যা হিসাবভুক্ত করা হয়নি। প্রতি বছর বিজ্ঞাপন খরচ ২,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় ৯৪,৫০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্ব ১,৫১,০০০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

৭। জনাব সালেহ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৩০,০০০	
মূলধন		১,০০,০০০
বিক্রয়		১,৫০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০	
ক্রয়	৭০,০০০	
সুদ আয়		৩,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০
মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ		৩,০০০
ভাড়া	১৪,০০০	
বেতন	২০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	১০,০০০	
স্টোর সরঞ্জাম	১৩,৫০০	
সরবরাহ	৩,০০০	
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০	
	২,৬৮,০০০	২,৬৮,০০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. সমাপনী মজুদপণ্য ক্রয় মূল্য ৩০,০০০ টাকা এবং বাজার মূল্য ৩৫,০০০ টাকা।

২. ভাড়া ১,০০০ টাকা বকেয়া আছে এবং বেতন ১,৫০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে।

৩. অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ২,৫০০ টাকায় উন্নীত করতে হবে।

৪. অফিস সরঞ্জাম ও স্টোর সরঞ্জামের সমাপনী মূল্য যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. মোট লাভ নির্ণয় কর।

খ. মোট লাভ ৬২,৫০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণীর সাহায্যে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্ব ১,২৪,০০০ টাকা নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি কর।

৮। মালিহা ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
উত্তোলন	১০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৫০,০০০	১,০০,০০০
ফেরত	৩,০০০	২,০০০
নিস্কর সম্পত্তি	২৪,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	৪০,০০০	
বেতন	১০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি–স্টোর ইকুইপমেন্ট		১১,০০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি–আসবাবপত্র		২,০০০
অনদায়ী পাওনা	১,০০০	
চালানি পণ্য	৪,২০০	
১০% বিনিয়োগ	১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১৬,০০০
বিমা খরচ	২,০০০	
সাপ্লাইজ (বিক্রয় সংক্রান্ত)	২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১,৭০০
বিনিয়োগের সুদ		৫০০
নগদ	৫,০০০	
মূলধন		৭০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১০,০০০	
	২,০৩,২০০	২,০৩,২০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. ২,০০০ টাকার পণ্য বিনা মুনাফায় বিক্রয় করা হয়।
২. চালানী পণ্য ৮,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, এজেন্ট ১০% কমিশন পাবে।
৩. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।
৪. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপণ্যের মধ্যে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকার অব্যবহৃত সাপ্লাইজ রয়েছে।
৫. সমাপনী মজুদপণ্য ৩০,০০০ টাকা। ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ৫,০০০ টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়। বিমা কোম্পানি কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে সম্মত হয়নি। প্রাপ্য হিসাবের ওপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. মোট লাভ ৭৩,০০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্ব ১,১২,৪৫০ টাকা হলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

৯। মেঘনা কোম্পানি লিমিটেড ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	২০,০০০	
নগদ	৩০,০০০	
ব্যাংক	১৫,০০০	
অগ্রিম বিমা	১০,০০০	
জমি	৪২,০০০	
যন্ত্রপাতি	৪০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-যন্ত্রপাতি		১০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
অনুপার্জিত আয়		৫,৯০০
১০% বন্ধকি ঋণ (১.৯.১২)		৩০,০০০
আয়কর	৩,৫০০	
মূলধন		১,২২,০০০
উত্তোলন	৭,০০০	
আন্তঃ পরিবহন	১,২০০	
ক্রয় ফেরত		১,০০০
বিক্রয় বাট্টা ও ক্রয় বাট্টা	১,২০০	১,৫০০
অগ্রিম খরচ	২,০০০	
বেতন	১০,০০০	
অগ্রিম খরচ	২,০০০	
বিজ্ঞাপন	৩,০০০	
উপযোগ খরচ	২,০০০	
কর ও অভিকর	৪,০০০	
সুদ	৫০০	
সরবরাহ খরচ	২,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,০০,০০০	১,৫০,০০০
	৩,৩৫,৪০০	৩,৩৫,৪০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. সমাপনী মজুদপণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ২৫,০০০ টাকা এর মধ্যে ২,০০০ টাকার পণ্যের চালান এখনও পাওয়া যায়নি।
২. সকল স্থায়ী সম্পত্তির ওপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।
৩. প্রাপ্য হিসাবের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট দেনাদারের ওপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।
৪. অগ্রিম খরচের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রকৃত সরবরাহ খরচ ১,৫০০ টাকা।
৫. ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ৪,৩০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। অবচয় সঞ্চিতির পরিমাণ ১,০০০ টাকা।
৬. যন্ত্রপাতির ওপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।
৭. অগ্রিম বিমার অর্ধেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।
খ. মোট লাভ ৫৩,১০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট লাভ নির্ণয় কর।
গ. মালিকানা স্বত্ব ১,২৭,৯৫০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।
ঘ. সমন্বয় বিবেচনায় এনে একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

১০। নিম্নের শাওন এর কার্যপত্র হতে রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল দেয়া হলো।

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিয়ত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪,৯৮০		৪,৯৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০		৩,৮৫০	
অফিস সাপ্লাইজ	৬০০		২৪০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৬,৬০০		৬,৬০০	
অবচয় সঞ্চিতি - অফিস ইকুইপমেন্ট		২,৪২০		২,৫৩০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০		১,৬৬০
প্রদেয় বেতন				৫৫০
অনুপার্জিত কমিশন		৪০০		১৯০
মূলধন		১২,৩০০		১২,৩০০
উত্তোলন	১,০০০		১,০০০	
কমিশন আয়		৬,৯০০		৭,৯৬০
বেতন	৬,০০০		৬,৫৫০	
ভাড়া খরচ	১,৫০০		১,৫০০	
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৩৬০	
অবচয় - অফিস ইকুইপমেন্ট			১১০	
	২৩,৬৮০	**২৩,৬৮০**	**২৫,১৯০**	**২৫,১৯০**

করণীয়ঃ

ক. নিট মুনাফা ১৭,০০০ টাকা হলে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. সমন্বয়সমূহের জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলামঃ

আর্থিক বিবরণী, মোট মুনাফা, নিট মুনাফা, আন্তর্জাতিক হিসাব মান, আয় বিবরণী, একধাপ আয় বিবরণী, বহুধাপ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব বিবরণী, আর্থিক অবস্থার বিবরণী, পরিচালন খরচ, অপরিচালন খরচ, পরিচালন রাজস্ব, অপরিচালন রাজস্ব, বিক্রয় ও বিতরণ খরচ, অফিস ও প্রসাশনিক খরচ, চলতি সম্পত্তি, চলতি দায়, বিনিয়োগ, দীর্ঘমেয়াদি দায় এবং বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। নিচের কোনটি অপরিচালন ব্যয়?

ক. বেতন খ. ভাড়া

গ. ঋণের সুদ ঘ. বিমা

২। আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সাথে নিচের কোন বিবরণীটি অসঙ্গতিপূর্ণ?

ক. সাধারণত হিসাবকাল শেষে প্রস্তুত করা হয়

খ. সম্পত্তি ও দায়ের একটি বিবরণী

গ. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রভাবে মিলে যায়

ঘ. মুনাফাজাতীয় হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকে

নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেওয়ামিল (৩১–১২–১২)

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
সাপ্লাইজ	৫,০০০	

সমন্বয়ঃ অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ১,২০০ টাকা।

৩। উদ্দীপকের আলোকে কোনটি সঠিক ?

ক. রেওয়ামিলের হিসাবটি একটি ব্যয় ।

খ. সমন্বয় করার পর ৩,৮০০ মুনাফাজাতীয় ব্যয়

গ. সমন্বয়ের পর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ ১,২০০ টাকা

ঘ. সমন্বয়ের পর সম্পত্তি ৫,০০০ টাকা হ্রাস পাবে।

৪। সমন্বয়টি হিসাবভুক্ত করা হলে–

i. নিট মুনাফা কমে যাবে।

ii. সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

iii. পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

দশম অধ্যায়

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

SINGLE ENTRY SYSTEM

চিত্র: একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করার প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি ও দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রাচীন এবং একটি অবৈজ্ঞানিক কিন্তু বহুল ব্যবহৃত হিসাব পদ্ধতি। এ অধ্যায় আমরা কীভাবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করা হয় তা আলোচনা করা হবে। একইসাথে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার হিসাবপদ্ধতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতির পরিবর্তে দুতরফা হিসাব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে চায় তাহলে কিভাবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে পরিবর্তন করবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- একতরফা দাখিলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি এবং সম্পদ-দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে।
- একতরফা দাখিলার আংশিকভাবে রক্ষিত হিসাব হতে আয়-ব্যয় হিসাবগুলোর পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিরূপণ করতে পারবে।

১০.০১ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি
Single Entry System

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনসমূহ হিসাববিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম “দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি” অনুসারে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রচলিত দুতরফা দাখিলায় লেনদেনের মধ্যস্থিত দুটো পক্ষকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু যে হিসাব পদ্ধতিতে লেনদেনের মধ্যস্থিত দুটো পক্ষের মধ্যে কখনও একটি পক্ষকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়, কখনও দুটি পক্ষকে লিপিবদ্ধ করা হয়; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেনদেনের মধ্যস্থিত দুইটি পক্ষের কোনোটিই হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় না, সে পদ্ধতিকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে হিসাব পদ্ধতিতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয় না তাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। এটি একটি অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হিসাব পদ্ধতি। সাধারণত ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এ পদ্ধতিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় না, সঠিক আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা যায় না এবং সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনও করতে পারে না। সার্বজনীন হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা অনুসরণ করে হিসাব প্রস্তুত করা হয় না বিধায় এটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করতে পারে না। এ পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো, হিসাবরক্ষণ সহজ, হিসাবরক্ষণ ব্যয় কম, কম সময়ে হিসাব রক্ষণ করা যায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ব্যক্তিবাচক ও নগদান হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। সম্পত্তি ও নামিক হিসাবগুলো সাধারণত সংক্ষণ করা হয় না। তবে ব্যবসায়ের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কোনো সম্পত্তি ও নামিক হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করা হয়।

১০.২ লাভ-ক্ষতি বিবরণী ও বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
Preparation of Profit and Loss Statement & Statement of Affairs

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নামিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মতো ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি করে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি এবং নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য হিসাবকাল শেষে একটি লাভ-লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান বিবরণী প্রস্তুতকরণ

লাভ-লোকসান বিবরণীতে হিসাবকালে প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান নিরূপণ করা হয়। হিসাবকালের সমাপনী মূলধন যদি প্রারম্ভিক মূলধন অপেক্ষা বেশি হয় তবে তা নিট লাভ প্রকাশ করে। একইভাবে, হিসাবকালের সমাপনী মূলধন যদি প্রারম্ভিক মূলধন অপেক্ষা কম হয় তবে তা নিট ক্ষতি প্রকাশ করে। নিম্নে এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নিরূপণের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণিত হলো–

১. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়
Determination of Opening and Closing Capital Balance

প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় করার জন্য যথাক্রমে হিসাবকালের প্রথমে এবং হিসাবকালের শেষে দুটি বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। বছরের প্রারম্ভিক সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক বহিঃদায় এবং সমাপনী সম্পত্তি থেকে সমাপনী বহিঃদায় বাদ দিলে যথাক্রমে প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন পাওয়া যায়। অংকে অনেক সময় প্রারম্ভিক মূলধন দেয়া থাকে। সেক্ষেত্রে শুধু সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে হয়। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা হয়।

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়: নিচে বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করে দেখানো হলো–

বিষয় বিবরণী

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

মূলধন ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রদেয় হিসাব	***	***	হাতে নগদ	***	***
প্রদেয় নোট	***	***	ব্যাংকে জমা	***	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	***	***	প্রাপ্য হিসাব	***	***
ঋণ/ কর্জ	***	***	প্রাপ্য নোট	***	***
বকেয়া খরচ	***	***	অগ্রিম খরচ	***	***
মূলধন	***	***	সমাপনী মজুদ পণ্য	***	***
সঞ্চিতি ও দায়ের পার্থক্য	***	***	বিনিয়োগ	***	***
			আসবাবপত্র	***	***
			যন্ত্রপাতি	***	***
			দালানকোঠা	***	***
	***	***		***	***

কোনো সম্পত্তি বা দায়ের প্রারম্ভিক বা সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে সেক্ষেত্রে নিম্নের নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।

হিসাবের শ্রেণি	হিসাবের নাম	নিয়ম	
স্থায়ী সম্পত্তি	আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা,বিনিয়োগ, মটর গাড়ী, কম্পিউটার	বছরের প্রারম্ভিক জের আছে কিন্তু সমাপনী জের নাই এমন ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক জেরই সমপনীতে বসবে	বছরের প্রারম্ভিক জের নাই কিন্তু সমাপনী জের থাকলে প্রারম্ভিক জের শূণ্য ধরতে হবে
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	ঋণ, ঋণপত্র		

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	—	আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	১০,০০০
দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	—	২০,০০০	দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	০	২০,০০০
ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	১৫,০০০	—	ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	১৫,০০০	১৫,০০০
ঋণপত্র (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	—	১২,০০০	ঋণপত্র (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	০	১২,০০০

প্রারম্ভিক এমন কোনো সম্পত্তি আছে যা নতুন আরো ক্রয় করা হয় কিংবা বিক্রয় করা হয় সেক্ষেত্রে ক্রয় করা হলে প্রারম্ভিক জেরের সাথে যোগ করে কিংবা বিক্রয় করা হলে তা বিয়োগ সমাপনী ঘরে বসাতে হবে। (ক্রয় বা বিক্রয় সমন্বয়ে বলা থাকবে)

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	-	আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	৮,০০০
দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	২০,০০০	-	দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	২০,০০০	৩০,০০০
			অফিস সরঞ্জাম	-	২৫,০০০

সমন্বয়:

২,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করা হয়েছে এবং ১০,০০০ টাকার দালান ক্রয় করা হয়েছে। আবার এমন কোনো সম্পত্তি যা আগে ছিল না নতুন ভাবে ক্রয় করা হয়েছে সে ঐ সম্পত্তি শুধু সমাপনীতে বসবে। যেমন কম্পিউটার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।

হিসাবের শ্রেণি	হিসাবের নাম	নিয়ম
চলতি সম্পত্তি	নগদ, ব্যাংক জমা, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট, মজুদ পণ্য, অগ্রিম খরচ, বকেয়া আয়	প্রারম্ভিক জের বা সমাপনী জের যেখানেই জের থাকবেনা সেখানেই জের শূণ্য হবে।
চলতি দায়	ব্যাংক জমাতিরক্তি, প্রদেয় নোট, প্রদেয় হিসাব, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয়	

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	-	প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	০
মজুদপণ্য (চলতি সম্পত্তি)	-	২০,০০০	মজুদপণ্য (চলতি সম্পত্তি)	০	২০,০০০
প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	-	প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত (চলতি দায়)	-	১২,০০০	ব্যাংক জমাতিরিক্ত (চলতি দায়)	০	১২,০০০

অনেক সময় সম্পত্তি ও দায়ের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক জের দেওয়া থাকে কিন্তু সমাপণী জের দেওয়া না থাকলেও সমন্বয়ে কিছু তথ্য থাকে। সেক্ষেত্রে সমন্বয়ের নির্দেশন অনুসারে কাজ করতে হয়। বিষয়টি নিম্নের উদাহরণ দ্বার আরো স্পষ্ট করা হলো:

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	-	প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	৮,০০০
প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	-	প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	৩,০০০
ঋণ	৩০,০০০	-	ঋণ	৩০,০০০	১৫,০০০

প্রাপ্য নোটের ৫,০০০ টাকা আদায় হয়েছে এবং নতুন ভাবে আরো ৩,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে প্রদেয় নোটের ১২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এ বছর নতুন কোনো নোটে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। ঋণ ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

২. লাভ-লোকসান বিবরণী
Profit & Loss Statement

লাভ-লোকসান বিবরণীর বামদিকে প্রারম্ভিক মূলধন, (যা পূর্বের বিষয় বিবরণীতে নির্ণয় করা হয়েছে) সমন্বয় থেকে অতিরিক্ত মূলধন, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, অনাদায়ী পাওনা , অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, সম্পত্তির অবচয়, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয় প্রভৃতি লিখতে হয়। লাভ-লোকসান বিবরণীর ডান পার্শ্বে সমাপনী মূলধন (যা পূর্বের বিষয় বিবরণীতে নির্ণয় করা হয়েছে), উত্তোলন (নগদ ও পণ্য), উত্তোলনের ওপর সুদ, অব্যবহৃত সরবরাহ, প্রদেয় হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি, প্রদেয় নোটের বাট্টা সঞ্চিতি, অগ্রিম ব্যয় ও বকেয়া আয় ইত্যাদি লিখতে হয়। ডান দিকের যোগফল বামদিকের যোগফল অপেক্ষা বড় হলে তা নিট লাভ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, ডানদিক বামদিক অপেক্ষা ছোট হলে তা নিট ক্ষতি প্রকাশ করে।

নিম্নে একটি লাভ-লোকসান বিবরণীর নমুনা দেয়া হলো–

প্রতিষ্ঠানের নাম -----------

লাভ-লোকসান বিবরণী

------- সালের ---------- তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	***	সমাপনী মূলধন		***
অতিরিক্ত মূলধন	***	উত্তোলন :		
মূলধনের সুদ	***	নগদ	***	

বিবিধ বকেয়া খরচাবলী		***	পণ্য	***	
অনাদায়ী পাওনা	***			***	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	***		(যোগ) সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য নির্বাহকৃত ব্যয়	***	***
বাট্টা সঞ্চিতি		***	উত্তোলনের সুদ		***
অগ্রিম আয়		***	অগ্রিম খরচাবলী		***
সম্পত্তির অবচয়		***	বকেয়া আয়		***
বিবিধ ক্ষতি		***	বিনিয়োগের সুদ		***
নিট লাভ (যদি ডান পার্শ্ব বড় হয়)		***	অব্যবহৃত মনিহারি		***
			প্রদেয় নোটের বাট্টা সঞ্চিতি		***
			প্রদেয় হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি		***
			নিট ক্ষতি (যদি বাম পার্শ্ব বড় হয়)		***
		***			***

লাভ-লোকসান বিবরণী কোন হিসাব নয় বলে তার বাম ও ডান পাশে ডেবিট ও ক্রেডিট লেখার প্রয়োজন হয়না।

বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Preparation of Statement of Affairs

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর পরিবর্তে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এটিও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মতো একটি সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণী। সাধারণত সকল সমাপনী সম্পত্তি ও দায়গুলো এ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। নিচে বৈষয়িক বিবরণীর একটি নমুনা প্রদান করা হলো–

প্রতিষ্ঠানের নাম -----------

বৈষয়িক বিবরণী

------- সালের ---------- তারিখের জন্য

দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
মূলধন (প্রারম্ভিক)	***		নগদ তহবিল		***
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	***		ব্যাংক জমা		***
যোগ: মূলধনের সুদ	***		আসবাবপত্র	***	
যোগ: নিট লাভ	***		বাদ: অবচয়	***	***
	***		প্রাপ্য হিসাব	***	
বাদ: উত্তোলন	***		বাদ: অনাদায়ী পাওনা	***	
	***			***	
বাদ: উত্তোলনের সুদ	***	***	বাদ: নতুন সঞ্চিতি	***	***
সকল সমাপনী দায়ের জের:			মজুদপণ্য		***
			প্রাপ্য নোট	***	
প্রদেয় হিসাব	***		বাদ: বাট্টা সঞ্চিতি	***	***
বাদ: বাট্টা সঞ্চিতি	***	***	বকেয়া আয়/অগ্রিম ব্যয়		***

ব্যাংক জমাতিরিক্ত		***	অব্যবহৃত মনিহারি		***
বকেয়া খরচ		***	দালানকোঠা	***	
অগ্রিম আয়		***	বাদ: অবচয়	***	***
ঋণ		***	কলকব্জা	***	
প্রদেয় নোট	***		বাদ: অবচয়	***	***
বাদ: বাট্টা সঞ্চিতি	***	***	কম্পিউটার	***	
			বাদ: অবচয়	***	***
			মটরগাড়ি/মটরভ্যান	***	
			বাদ: অবচয়	***	***
		***			***

প্রশ্নের ধরণ: একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরের কতিপয় সম্পত্তি, দায় সমূহের (চলতি ও স্থায়ী) প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের দেওয়া থাকে এবং এর সাথে কতিপয় সমন্বয় দেওয়া থাকে।

নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো এবং পর্যায়ক্রমে এ অঙ্কের সমাধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। এ অঙ্কটি একজন শিক্ষার্থী ভালোভাবে বুঝতে পারলে একতরফা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাবে।

উদাহরণ: ১ জনাব সোলায়মান তার ব্যবসায়ের হিসাব দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেননা। তার হিসাব হতে নিম্নোক্ত উদ্বৃত্তগুলো দেয়া হলো:

বিবরণ	১ জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)
নগদ তহবিল	২,৫০০	১,৮০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	২২,৫০০	১৮,০০০
মজুদপণ্য	১৯,৫০০	২৮,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১৮,০০০	৩৭,৫০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	-
বিবিধ প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১৬,০০০
প্রাপ্য নোট	১২,৫০০	১৫,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০

জনাব সোলায়মান নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে নগদ ১৫,০০০ টাকা ও ৩,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ব্যবসায়ের জন্য ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করে। এটি ক্রয়ের জন্য তিনি তার মোটর সাইকেল বিক্রয় করে ৩৫,০০০ টাকা এবং বাকি টাকা তার উত্তোলিত টাকা হতে সরবরাহ করে।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

ক. বিবিধ খরচাবলি ২,০০০ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বছরের বিবিধ খরচাবলি বাবদ ১,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।

খ. বিবিধ প্রাপ্য হিসাবের ১,৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

গ. আসবাবপত্রের ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়ঃ ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী;

খ. উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবরণী।

সমাধান: ১

প্রথম পদক্ষেপঃ প্রথমে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে হবে। প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়ের মূল সূত্র হলো প্রারম্ভিক সম্পত্তিসমূহ থেকে প্রারম্ভিক দায়সমূহ বাদ দিলে প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী সম্পত্তিসমূহ থেকে সমাপনী দায়সমূহ বাদ দিলে সমাপনী মূলধন পাওয়া যাবে। প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

বৈষয়িক বিবরণী

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রদেয় হিসাব	***	***	নগদ তহবিল		***
প্রদেয় নোট	***	***	ব্যাংক জমা	***	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	***	***	আসবাবপত্র	***	***
বকেয়া খরচ	***	***	প্রাপ্য হিসাব	***	***
ঋণ	***	***	প্রাপ্য নোট	***	***
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	***	***	ভূমি ও দালান	***	***
			কলকব্জা	***	***
			বিনিয়োগ	***	***
			অগ্রিম খরচ	***	***
	***	***		***	***

উল্লেখ্য যে, সমন্বয়ে যদি কোন নতুন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের কথা বলা থাকে তা সমাপনী সম্পত্তি পাশে বসবে। উপর্যুক্ত অংকের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা হলো–

বৈষয়িক বিবরণী

(প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়)

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১৬,০০০	নগদ তহবিল	২,৫০০	১,৮০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০	ব্যাংক জমা	২২,৫০০	১৮,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৬৫,০০০	১,৩৫,৩০০	মজুদপণ্য	১৯,৫০০	২৮,০০০
			প্রাপ্য হিসাব	১৮,০০০	৩৭,৫০০
			আসবাবপত্র	১০,০০০	১০,০০০
			প্রাপ্য নোট	১২,৫০০	১৫,০০০
			ডেলিভারি ভ্যান	–	৪৫,০০০
	৮৫,০০০	১,৫৫,৩০০		৮৫,০০০	১,৫৫,৩০০

- আসবাবপত্র একটি স্থায়ী সম্পত্তি। স্থায়ী সম্পত্তির প্রারম্ভিক জের দেওয়া থাকলে এবং সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে প্রারম্ভিক জেরই সমাপনী জের হয়। (যদি সমন্বয়ে নতুন আসবাবপত্র ক্রয় থাকত তাহলে ১০,০০০ টাকার সাথে যোগ আর যদি বিক্রয় থাকলে তা ১০,০০০ টাকা সমাপনীতে বসাতে হতো।)
- যদি সমন্বয়ে এমন কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় থাকে (যা প্রারম্ভিক ও সমাপনী সম্পত্তি ও দায়ের তালিকার মধ্যে নাই) যা ক্রয় করা হয়েছে তাহলে তা সমাপনী সম্পত্তি হিসাবে দেখাতে হবে। ডেলিভারি ভ্যানের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে।

২য় পদক্ষেপঃ

এ পদক্ষেপে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত করা হবে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীর সাহায্যে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয়ের ছক নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

জনাব সোলায়মান
লাভ-ক্ষতি বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		***	সমাপনী মূলধন		***
অতিরিক্ত মূলধন		***	উত্তোলন:		
বকেয়া খরচ		***	নগদ	***	
অগ্রিম আয়		***	পণ্য	***	
অনাদায়ী পাওনা	***			***	
যোগ: নতুন সঞ্চিতি	***	***	বাদ: কারবারে বিনিয়োগ	***	***
মূলধনের সুদ		***	উত্তোলনের সুদ		***
ঋণের সুদ		***	অগ্রিম খরচ		***
স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়		***	বকেয়া খরচ		***
প্রাপ্য হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি		***	বিনিয়োগের সুদ		***
			অব্যবহৃত মনিহারি		***
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)		***	প্রদেয় হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি		***
		***			***

এ পর্যায়ে উল্লিখিত অঙ্কের লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত করা হলোঃ

জনাব সোলায়মান
লাভ-ক্ষতি বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		৬৫,০০০	সমাপনী মূলধন		১,৩৫,৩০০
অতিরিক্ত মূলধন		৩৫,০০০	উত্তোলন:		
বিবিধ খরচ বকেয়া		২,০০০	নগদ	১৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০		পণ্য	৩,০০০	
যোগ: নতুন পাওনা সঞ্চিতি	৩,৬০০	৫,১০০		১৮,০০০	
আসবাবপত্রের অবচয়		১,০০০	বাদ: কারবারে বিনিয়োগ	১০,০০০	৮,০০০
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে নীত হবে)		৩৬,২০০	বিবিধ খরচ অগ্রিম		১,০০০
		১,৪৪,৩০০			১,৪৪,৩০০

সমন্বয়ে উল্লেখ আছেঃ

তিনি (মালিক) ব্যবসায়ের জন্য ৪৫,০০০ মূল্যের একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করে। এ ভ্যান ক্রয় করতে তার ব্যক্তিগত মটর সাইকেল বিক্রয় করে ৩৫,০০০ টাকা দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট ১০,০০০ টাকা উত্তোলিত টাকা হতে দিয়েছেন। মালিক তার নিজের তহবিল থেকে কিংবা ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করে কারবারে অর্থ প্রদান করলে তা কারবারের জন্য অতিরিক্ত মূলধন। তাই মটরসাইকেল বিক্রয়জনিত অর্থ যা দিয়ে কারবারের ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ১০,০০০ টাকা যে উত্তোলিত অর্থ থেকে দেওয়া হয়েছে তা মূলত উত্তোলনকে হ্রাস করেছে। তাই লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে উত্তোলন থেকে এ ১০,০০০ টাকা কারবারে বিনিয়োগ নামে বাদ দেওয়া হয়েছে।

* মনে রাখতে হবে, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (নতুন সঞ্চিতি) সবসময় সমাপনী দেনাদারের উপর নির্ণয় করতে হয়। তবে সমন্বয়ে যদি অনাদায়ী পাওনা থাকে তবে তা উক্ত দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে তারপর নতুন সঞ্চিতি নির্ণয় করতে হয়।

  নতুন সঞ্চিতি = (৩৭,৫০০ − ১,৫০০) × ১০% = ৩,৬০০ টাকা।

তৃতীয় পদক্ষেপ:

এ পদক্ষেপে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করা হবে। বৈষয়িক বিবরণী মূলতঃ উদ্বর্তপত্রের মতো, এ বিবরণীতে সম্পত্তি ও দায়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

জনাব সোলায়মান
বৈষয়িক বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
দায়সমূহ (সমাপনী)			* সম্পত্তিসমূহ (সমাপনী)	
সমন্বয়ে কোনো খরচ বকেয়া থাকলে তা আসবে			* অবচয় থাকলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি থেকে বাদ দিতে হবে।	
সমন্বয়ে কোনো অগ্রিম আয় থাকলে তা আসবে			* প্রাপ্য হিসাব থেকে অনাদায়ী পাওনা ও নতুন সঞ্চিতি বাদ দিতে হবে।	
প্রারম্ভিক মূলধন	***		* সমন্বয়ে যদি কোনো অগ্রিম খরচ থাকে তা আসবে	
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	***		* সমন্বয়ে কোনো আয় বকেয়া থাকলে আসবে	
যোগ: মূলধনের সুদ	***			
	***			
বাদ: উত্তোলন	***			
	***			
বাদ: উত্তোলনের সুদ	***			
	***			
যোগ: নিট লাভ	***			
		***		***

জনাব সোলায়মান
বৈষয়িক বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
প্রদেয় হিসাব		১৬,০০০	নগদ তহবিল		১,৮০০
প্রদেয় নোট		৪,০০০	ব্যাংক জমা		১৮,০০০
কারবার খরচ বকেয়া		২,০০০	মজুদপণ্য		২৮,০০০
প্রারম্ভিক মূলধন	৬৫,০০০		প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৫০০	
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৩৫,০০০		বাদ: অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	
১,০০,০০০			৩৬,০০০		
যোগ: নিট লাভ	৩৬,২০০		বাদ: নতুন সঞ্চিতি	৩,৬০০	৩২,৪০০
	১,৩৬,২০০		আসবাবপত্র	১০,০০০	
:বাদ: উত্তোলন	৮,০০০	১,২৮,২০০	বাদ: অবচয়	১,০০০	৯,০০০
			প্রাপ্য নোট		১৫,০০০
			কারবার খরচ অগ্রিম		১,০০০
			ডেলিভারী ভ্যান		৪৫,০০০
		১,৫০,২০০			১,৫০,২০০

উদাহরণ: ২ মি. আবুল কাসেম একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার কারবারের হিসাব বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করে না। তার হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহ নেয়া হয়েছে:

বিবরণ	১ জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)
নগদ তহবিল	৩৫,০০০	৫০,০০০
ব্যাংক জমা	২৫,০০০	২৫,০০০ (ক্রে.)
৬% ব্যাংক ঋণ	২৫,০০০	--
১০% বিনিয়োগ (১-৪-১২)		২০,০০০
মজুদপণ্য	৩৬,০০০	৫০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	২,১০,০০০
প্রদেয় হিসাব	৩৬,০০০	৫৫,০০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	--
প্রাপ্য নোট	৬,০০০	১০,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০

মি. আবুল কাসেম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে প্রত্যেক মাসে নগদ ১,৫০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও তিনি ৭,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। উত্তোলিত অর্থ হতে ৪,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি আলমারি ক্রয় করেছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

ক. ক্যাসিয়ারের নিকট হতে ৩,০০০ টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

খ. কারবার খরচাবলি ৪০০ টাকা বকেয়া রয়েছে পক্ষান্তরে ২৫০ টাকা ভাড়া অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

গ. মনিহারি খরচ ৪০০ টাকা অপরিশোধিত রয়েছে; এবং বছরান্তে ১০০ টাকার মনিহারি অব্যবহৃত রয়েছে।

ঘ. প্রাপ্য হিসাবের ৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ. প্রারম্ভিক মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

চ. বিনিয়োগ ও ব্যাংক ঋণের উপর সুদ বকেয়া রয়েছে।

করণীয়: ১. ২০১২ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আবুল কাসেমের লাভ-ক্ষতি বিবরণী;

২. উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি।

সমাধান: ২

মি. আবুল কাসেম
বৈষয়িক বিবরণী
(প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়)

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		২৫,০০০	নগদ তহবিল	৩৫,০০০	৫০,০০০
৬% ব্যাংক ঋণ	২৫,০০০	২৫,০০০	ব্যাংক জমা	২৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩৬,০০০	৫৫,০০০	১০% বিনিয়োগ		২০,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০	মজুদপণ্য	৩৬,০০০	৫০,০০০
			প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	২,১০,০০০
			আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪৪,০০০
			প্রাপ্য নোট	৬,০০০	১০,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	১,৫৬,০০০	৩,২৫,০০০	কম্পিউটার		৫০,০০০
	২,২২,০০০	৪,৩৪,০০০		২,২২,০০০	৪,৩৪,০০০

১. ব্যাংক জমা সাধারণত ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। তবে ব্যাংক জমা (ক্রে:) থাকলে তা ব্যাংক জমাতিরিক্ত বুঝায়।
২. বিনিয়োগ (একটি স্থায়ী সম্পত্তি) বছরের শুরুতে না থাকলে বুঝতে হবে বছরের প্রারম্ভে উক্ত বিনিয়োগ ছিল না।
৩. আসবাবপত্র বছরের শুরুতে ৪০,০০০ টাকা ছিল। যদি নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করা না হলে আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি) বছরের শেষেও ৪০,০০০ টাকা থাকবে। তবে এখানে ৪,০০০ টাকার আলমারি (আসবাবপত্র) ক্রয় করার ফলে সমাপনী আসবাবপত্র ৪৪,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে।
৪. প্রারম্ভিক ও সমাপনী সম্পত্তি ও দায়ের তালিকায় নেই এমন কোনো সম্পত্তি পরবর্তীতে ক্রয় করা হয়েছে (যা সমন্বয়ে বলা থাকে) উক্ত সম্পত্তি সমাপনী সম্পত্তি হিসাবে সম্পত্তি পাশে বসে। এখানে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।
৫. ব্যাংক ঋণ (দীর্ঘমেয়াদি দায়) এর ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে থাকলে বুঝতে হয় বছরের শেষেও থাকে। তবে যদি সমন্বয়ে বলা থাকে কিছু অংশ বা সব পরিশোধ করে, সেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক দায় থেকে তা বাদ দিয়ে সমাপনী দায় হিসাবে বসাতে হবে।

মিঃ আবুল কাসেম
লাভ-ক্ষতি বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখেসমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,৫৬,০০০	সমাপনী মূলধন		৩,২৫,০০০
অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০	উত্তোলন:		
বিবিধ ক্ষতি	৩,০০০	নগদ	১৮,০০০	

কারবার খরচাবলী বকেয়া		৪০০	পণ্য	৭,০০০	
মনিহারি বকেয়া		৪০০		২৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০		বাদ: কারবারে বিনিয়োগ	৪,০০০	২১,০০০
যোগ: নতুন সঞ্চিতি	১০,২৫০	১৫,২৫০	ভাড়া অগ্রিম		২৫০
মূলধনের সুদ		৭,৮০০	অব্যবহৃত মনিহারি		১০০
ঋণের সুদ		১,৫০০	বিনিয়োগের সুদ		১,৫০০
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)		১,১৩,৫০০			
		৩,৪৭,৮৫০			৩,৪৭,৮৫০

১. মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল দিয়ে কারবারের জন্য কোনো সম্পত্তি ক্রয় করলে তা একদিকে অতিরিক্ত মূলধন অন্যদিকে ৫০,০০০ টাকা দ্বারা কারবারের সম্পত্তি বাড়ে। এ অঙ্কে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য এ ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন দেখানো হয়েছে।

২. কারবারের উত্তোলিত অর্থ থেকে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে; সুতরাং উত্তোলন থেকে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৭,০০০ টাকা কারবারে বিনিয়োগ নামে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সব সময় সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের উপর ধার্য করতে হয়। তবে, সমন্বয়ে যদি কোনো অনাদায়ী পাওনা থাকে তবে সমাপনী প্রাপ্য হিসাব থেকে অনাদায়ী পাওনা বাদ দেওয়ার পর নতুন সঞ্চিতি (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি) নির্ণয় করতে হবে। নতুন সঞ্চিতি হবে (২,১০,০০০ – ৫,০০০) × ৫% = ১০,২৫০ টাকা।

৪. মূলধনের সুদ: প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১ বছরের সুদ ধরতে হবে। সুতরাং –

সুদ = (১,৫৬,০০০ × ৫%) = ৭,৮০০ টাকা। (অতিরিক্ত মূলধনের তারিখ না থাকলে সুদ ধরতে হবে না)

৫. ঋণের সুদ ১ বছরের ধরতে হবে। সুতরাং সুদ হবে- ২৫,০০০ × ৬% = ১,৫০০ টাকা।

৬. বিনিয়োগ যেহেতু ১–৪–২০১২ তারিখে করা হয়েছে, সেহেতু ৯ মাসের সুদ ধরতে হবে। সুতরাং বিনিয়োগের সুদ হবে: $২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২} = ১,৫০০$ টাকা।

৭. ক্যাসিয়ারের নিকট থেকে চুরি একবার লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে আর একবার বৈষয়িক বিবরণীতে সমাপনী নগদ থেকে বাদ দিতে হবে।

মি. আবুল কাশেম

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখেসমাপ্ত বছরের জন্য

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
৬% ব্যাংক ঋণ	২৫,০০০	নগদ তহবিল	৫০,০০০	
বিবিধ প্রদেয় হিসাব	৫৫,০০০	বাদ: বিবিধ ক্ষতি	৩,০০০	৪৭,০০০

প্রদেয় নোট		৪,০০০	১০% বিনিয়োগ		২০,০০০
কারবার খরচাবলী বকেয়া		৪০০	মজুদপণ্য		৫০,০০০
মনিহারি বকেয়া		৪০০	প্রাপ্য হিসাব	২,১০,০০০	
ঋণের সুদ বকেয়া		১,৫০০	বাদ: অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		২৫,০০০		২,০৫,০০০	
প্রারম্ভিক মূলধন	১,৫৬,০০০		বাদ: নতুন সঞ্চিতি	১০,২৫০	১,৯৪,৭৫০
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০		আসবাবপত্র		৪৪,০০০
	২,০৬,০০০		প্রাপ্য নোট		১০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,১৩,৫০০		অব্যবহৃত মনিহারি		১০০
			অগ্রিম ভাড়া		২৫০
বাদ: উত্তোলন	২১,০০০		কম্পিউটার		৫০,০০০
			বিনিয়োগের সুদ বকেয়া		১,৫০০
যোগ: মূলধনের সুদ	৭৮০০	৩,০৬,৩০০			
		৪,১৭,৬০০			৪,১৭,৬০০

কাজ–১: জনাব আরমান দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ করে না। ২০১২ সালে তাঁর কারবারের আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপ ছিল:

হিসাবের নাম	০১–০১–২০১২	৩১–১২– ২০১২
হাতে নগদ	১,০০০	২,০০০
ব্যাংকে জমা	৫,০০০	৩,০০০ ডে:
মজুদ পণ্য	১০,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১৫,০০০	২১,০০০
প্রদেয় হিসাব	১২,০০০	১৮,০০০
যন্ত্রপাতি	২০,০০০	২৫,০০০
প্রাপ্য নোট	৩,০০০	?
প্রদেয় নোট	২,০০০	?
আসবাবপত্র	১২,০০০	?

জনাব আরমান তার নিজ প্রয়োজনে কারবার হতে সারা বছর ধরে প্রতি মাসের ১ম তারিখে ১০০ টাকা, ১৫ তারিখে ২০০ টাকা এবং শেষ তারিখে ৩০০ টাকা করে উত্তোলন করেন। ১ জুলাই তারিখে তিনি ব্যক্তিগত পুরাতন ফ্রিজ ২০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে তার 1/4 অংশ দ্বারা কারবারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

(১) চলতি বছরের ১,০০০.০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং নতুন ২,০০০ টাকার বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। (২) ১ জুলাই আসবাবপত্রের একটি অংশ ৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, যার পুস্তকের মূল্য ছিল ৪,০০০ টাকা। (৩) মাসিক ১০০ টাকা হারে দুমাসের বেতন বকেয়া ও মাসিক ২০০ টাকা করে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করেছে। (৪) মূলধন ও উত্তোলনের উপর ১০% সুদ ধার্য কর (৫) প্রদেয় হিসাবের উপর ৩% এবং প্রাপ্য নোটের উপর ২% হারে বাট্টা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) আসবাবপত্রের উপর ৫% হারে এবং যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়:

ক. ২০১২ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব আরমানের লাভ-ক্ষতি বিবরণী;

খ. উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি।

কাজ–২: কাসেম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার কারবারের হিসাব একতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন। ২০১২ সালে তার হিসাব বইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া গেল।

বিবরণ	০১-০১-২০১২	৩১-১২-২০১২
নগদ তহবিল	৪,০০০	৫,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	৮,৫০০
মজুদপণ্য	১০,৫০০	১২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩২,০০০	৩৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	১১,৮০০	১২,২০০
প্রাপ্য নোট	৮,০০০	---
প্রদেয় নোট	৭,০০০	---
দালানকোঠা	---	২০,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	---
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	---
১০% ঋণ	১০,০০০	---

তিনি নিজ প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে নগদে ২০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি কারবারের জন্য ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের মোটরলরি ক্রয় করেন। মোটরলরি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের অংশ বিশেষ তার ব্যক্তিগত মোটর সাইকেলখানি ৩৫,০০০ টাকা বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ এবং উত্তোলিত টাকা হতে ১০,০০০ টাকা সরবরাহ করে ব্যয় নির্বাহ করেছেন। তিনি কারবারের ৪,৫০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ছেলের কলেজের বেতন প্রদান করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

১. ডিসেম্বর মাসের ভাড়া ১,২০০ টাকা বকেয়া রয়েছে পক্ষান্তরে পরবর্তী সালের জানুয়ারি মাসের বেতন ১,৮০০ অগ্রিম প্রদান করেছেন।
২. ১ জুলাই ২০১২ তারিখে ৪,০০০ টাকার বিনিয়োগ সুদসহ আদায় হয়েছে এবং ৫,০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে যার সুদ এখনও বকেয়া আছে।
৩. এবছর নতুন বিলে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। অবশ্য কিন্তু পুরাতন বিলের ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
৪. প্রাপ্য নোটের অর্ধেক মর্যাদাকৃত হয়েছে।
৫. মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% সুদ ধার্য কর।
৬. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধার্য কর।

করণীয়:

ক. ২০১২ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কাসেমের লাভ-ক্ষতি বিবরণী;
খ. উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি।

১০.০৩ বিভিন্ন অসমাপ্ত উপাদানকে (ক্রয়, বিক্রয়, প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব) পূর্ণাঙ্গ উপাদানে রূপান্তর
Incomplete Items Converted to Completed Items

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করার সময় ক্রয়, বিক্রয়, প্রাপ্য হিসাব কিংবা প্রদেয় হিসাব সংক্রান্ত এক বা একাধিক তথ্য থাকে না। এসব তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে বিভিন্ন হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। এ হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিবরণী ব্যবহার করা যায়:

বিক্রয়	****
বাদ: মোট লাভ	(****)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	****
যোগ: সমাপনী মজুদপণ্য	****
বাদ: প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	(****)
ক্রয়	****

উদাহরণ: ৩ মি. আহমেদ ২০১২ সালে ২, ০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। পণ্য বিক্রয়ের সময় ক্রয় মূল্যের উপর ১২% লাভ করেন। অবিক্রিত পণ্যের পরিমাণ ২০১১ সালের শেষে ১২,০০০ টাকা এবং ২০১২ সালের শেষে ১৫,০০০ টাকা। পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান: ৩

বিক্রয়	২,০০,০০০
বাদ: মোট লাভ (২,০০,০০০ × ১২/১১২)	(২১,৪২৯)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	১,৭৮,৫৭১
যোগ: সমাপনী মজুদ পণ্য	১৫,০০০
বাদ: প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	(১২,০০০)
ক্রয়	**১,৮১,৫৭১**

কাজ—৩: মি. কাজল ২০১৩ সালে ৩, ৫০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে। তিনি ক্রয় মূল্যের উপর ৭.৫% লাভ করেন। ২০১২ সালের শেষে সমাপনী মজুদপণ্য ২০,০০০ টাকা এবং ২০১৩ সালের শেষে ২০,০০০ টাকা। পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে নিম্নের বিবরণী ব্যবহার করা যায়—

পণ্য ক্রয়	****
যোগ: প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	(****)
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	****
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	****
যোগ: লাভ (ক্ষতি)	****
বিক্রয়	****

উদাহরণ: ৪ মি. রহমান ২০১২ সালে ১,২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। তার প্রারম্ভিক মজুদের পরিমাণ ছিল ১৩,০০০ টাকা এবং সামাপণী মজুদের পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ টাকা। তিনি বিক্রয় মূল্যের উপর ৭.৫% লাভে পণ্য বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

সমাধান: ৪

পণ্য ক্রয়	১,২০,০০০
যোগ: প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১৩,০০০
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	(১৫,০০০)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	১,১৮,০০০
যোগ: লাভ (ক্ষতি) $\left(\frac{১,১৮,০০০}{৯২.৫}\times ৭.৫\right)$	৯,৫৬৮
বিক্রয়	**১,২৭,৫৬৮**

কাজ—৪: মি. সামিউল ২০১৩ সালে ৪,২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। তার প্রারম্ভিক মজুদের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ টাকা এবং সামাপনী মজুদের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ টাকা। তিনি বিক্রয় মূল্যের উপর ১২.৫% লাভে পণ্য বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

প্রাপ্য হিসাব সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নিম্নের প্রাপ্য হিসাবটি প্রস্তুত করতে হবে:

ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	****	নগদ হিসাব (ক্রেতার নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি)	****
ধারে বিক্রয়	****	অনাদায়ী পাওনা	****
		বাট্টা	****
		প্রাপ্য নোট	****
		বিক্রয় ফেরত	****
		ব্যালেন্স সি/ডি	****
	********		********

উদাহরণঃ ৫ মি. হাসানের ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের ১৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট বিক্রয় ২,৩৫,০০০ টাকা (৪৫,০০০ টাকা নগদ বিক্রয়সহ) ক্রেতার নিকট চলতি বছরে মোট ১,৮৫,০০০ টাকা নগদ ও ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া যায়। এ বছর মোট অনাদায়ি পাওনার পরিমাণ ৪,৩০০ টাকা। টাকা আদায়ের সময় ২,৫০০ টাকা নগদ বাট্টা প্রদান করা হয়। সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয় কর।

সমাধানঃ ৫

ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	১৫,০০০	নগদান হিসাব (ক্রেতার নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি)	১,৮৫,০০০
ধারে বিক্রয় (২,৩৫,০০–৪৫,০০০)	১,৯০,০০০	অনাদায়ী পাওনা	৪,৩০০
		বাট্টা	২,৫০০
		প্রাপ্য নোট	৫,০০০
		ব্যালেন্স সি/ডি	৮,২০০
	২,০৫,০০০		২,০৫০০০

কাজ—৫ঃ মি. আসাদের ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের ২৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট বিক্রয় ৪,৫০,০০০ টাকা (৫০,০০০ টাকা নগদ বিক্রয়সহ) ক্রেতার নিকট চলতি বছরে মোট ২,০০,০০০ টাকা নগদ ও ৭,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া যায়। এ বছর মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। টাকা আদায়ের সময় ৩,০০০ টাকা নগদ বাট্টা প্রদান করা হয়। সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয় কর।

প্রদেয় হিসাবসংক্রান্ত যে কোন তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রদেয় হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। নিম্নে প্রদেয় হিসাবের নমুনা প্রদান করা হলোঃ

ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান হিসাব (সরবরাহকারীকে প্রদান)	****	ব্যালেন্স বি/ডি	****
প্রদেয় নোট	****	ধারে পণ্য ক্রয়	****
বাট্টা	****		
ব্যালেন্স সি/ডি	****		

উদাহরণঃ ৬ মি. আফসারের ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক জের ৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা (১০,০০০ টাকা নগদ ক্রয়সহ) সরবরাহকারীকে চলতি বছরে মোট ৮৫,০০০ টাকা নগদ ও ৫,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। টাকা পরিশোধের সময় ৫০০ টাকা নগদ বাট্টা পাওয়া যায়। সমাপনী প্রদেয় হিসাবের জের নির্ণয় কর।

সমাধান: ৬

ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান হিসাব (সরবরাহকারীকে প্রদান)	৮৫,০০০	ব্যালেন্স বি/ডি	৫,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	ধারে পণ্য ক্রয় (১,২০,০০০ – ১০,০০০)	১,১০,০০০
বাট্টা	৫০০		
ব্যালেন্স সি/ডি	২৪,৫০০		
	১,১৫,০০০		১,১৫,০০০

কাজ—৬: মি. জহিরের ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক জের ২৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট ক্রয় ৩,৬০,০০০ টাকা (৬০,০০০ টাকা নগদ ক্রয়সহ) বিক্রেতাকে নিকট চলতি বছরে মোট ১,১০,০০০ টাকা নগদ ও ১৫,০০০ টাকার প্রদেয় নোট দেওয়া হয়। টাকা পরিশোধের সময় ১,২০০ টাকা নগদ বাট্টা পাওয়া যায়। সমাপনী প্রদেয় হিসাবের জের নির্ণয় কর।

১০.০৪ একতরফা দাখিলায় সংরক্ষিত হিসাব দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর

Conversion from Single Entry system to Double Entry System

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সকল আর্থিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া সার্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা অনুসরণ করে হিসাব প্রস্তুত করা হয় না বিধায় সরকার, আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সকলের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য হয় না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানকে সকলের নিকট গ্রহনযোগ্য করে তুলতে এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক সময় একজন ব্যবসায়ী একতরফা দখিলা হিসাব পদ্ধতির পরিবর্তে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রূপান্তর করার ক্ষেত্রে নানাবিধ তথ্যের উদ্ঘাটন করতে হয়।

এসব তথ্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে সু-নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকলেও কতিপয় সাধারণ নিয়ম নিচে আলোচনা করা হলো–

ধাপ–১: সাধারণত প্রারম্ভিক সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক দায়সমূহ বাদ দিয়ে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক সময় কোনো কোনো সম্পত্তি বা দায়ের প্রারম্ভিক জের পাওয়া যায় না।

উদাহরণস্বরূপ: প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের, প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক জের, নগদের প্ররম্ভিক জের, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এসব তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ–২: যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো নগদান হিসাব কিংবা ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ না করে তাহলে প্রথমেই খুব সতর্কতার সাথে নগদ ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেনগুলো উদ্‌ঘাটন করতে হবে। এর পর নিম্নোক্তভাবে নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে।

নগদান বই

বিবরণ	নগদ	ব্যাংক	বিবরণ	নগদ	ব্যাংক
প্রারম্ভিক জের	****	****	প্রদেয় হিসাব (প্রদান)	****	****
প্রাপ্য হিসাব (প্রাপ্তি)	****	****	উত্তোলন	****	****
নগদ বিক্রয়	****	****	নগদ চেকে ক্রয়	****	****
প্রাপ্য নোট (প্রাপ্তি)	****	****	প্রদেয় হিসাব (প্রদান)	****	****
অন্যান্য নগদ/ চেকে প্রাপ্তি	****	****	অন্যান্য নগদ/ চেকে প্রদান	****	****
	****	****		****	****

নগদ কিংবা ব্যাংকের প্রারম্ভিক বা সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে নগদান বই প্রস্তুত করে তা নির্ণয় করা যাবে। অঙ্কে যদি নগদান বা ব্যাংকের প্রারম্ভিক ও সমাপনী উভয় জেরও দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রেও নগদান বই করা উচিত। কারণ অন্য যেসব হিসাবসমূহ রয়েছে সেগুলোও missing থাকতে পারে। নগদান বই দ্বারা এ missing হিসাবটির জের নির্ণয় করা যাবে। আর যদি প্রতিষ্ঠান নগদান বই সংরক্ষণ করে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ের নগদ ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেনগুলো সনাক্ত করে যথাযথভাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

ধাপ–৩: এর পর প্রাপ্য নোট, প্রদেয় নোট, প্রাপ্য হিসাব, প্রদেয় হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব তৈরি করতে হবে। কারণ প্রাপ্য হিসাব দ্বারা প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের বা সমাপনী জের বা ধারে বিক্রয় বা ক্রেতার নিকট নগদ প্রাপ্তি প্রভৃতি missing জের নির্ণয় করা যায়। প্রদেয় হিসাব দ্বারা প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক বা সমাপনী জের, ধারে ক্রয়, বিক্রেতাকে নগদ প্রদান প্রভৃতি missing জের নির্ণয় করা যায়। প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোট হিসাব দ্বারা এর প্রারম্ভিক কিংবা সমাপনী missing জের নির্ণয় করা যায়।

ধাপ–৪: এর পর প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। ফলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করে (সকল প্রারম্ভিক সম্পত্তি ও দায়ের জের নিয়ে) প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হবে।

ধাপ–৫: সকল লেনদেন সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা যথাযথভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

উদাহরণ: ৭ মি. আহম্মেদ ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটি ৪৫,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করেন এবং বছরের মাঝামাঝি সময়ে তার চাচার নিকট থেকে ৮,০০০ টাকা ধার করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তিনি প্রতি মাসে বাসার খরচের জন্য ব্যবসায় থেকে ৬০০ টাকা উত্তোলন করেন। তার কোনো ব্যাংক হিসাব নেই। তিনি সকল লেনদেন নগদে সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি কোনো হিসাব বই সংরক্ষণ করেন না।

তবে তার কারবার থেকে নিম্নের তথ্যগুলো পাওয়া যায়–

বিক্রয় (নগদ বিক্রয় ৩০,০০০ টাকাসহ)	১,০০,০০০	বেতন	৬,২০০
ক্রয় (নগদ ক্রয় ১০,০০০ টাকাসহ)	৭৫,০০০	অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০
ক্রয় পরিবহন	৭০০	কারবারি খরচ	১,২০০
মজুরি	৩০০	বিজ্ঞাপন	২,২০০
ক্রেতাকে বাট্টা প্রদান	৮০০	আসবাবপত্র ক্রয়	২৪,০০০

মি.আহম্মেদ ১,৩০০ টাকার পণ্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করেন। ৫০০ টাকা কারবার থেকে নিয়ে ছেলের স্কুলে বেতন প্রদান করেন। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের জের ২১,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাবের জের ১৫,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদপণ্য ১০,০০০ টাকা। আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়: উপর্যুক্ত তথ্য হতে আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৭ **গণনাকার্য।**

ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা	তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা
	বিক্রয় (ধারে)	৭০,০০০		নগদান হিসাব (সমতাকরণ জের)	৪৬,৭০০
				বাট্টা প্রদান	৮০০
				অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০
				ব্যালেন্স সি/ডি	২১,০০০
		৭০,০০০			৭০,০০০

ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা	তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা
	নগদান হিসাব (সমতাকরণ জের)	৫০,০০০		ধারে ক্রয়	৬৫,০০০
	ব্যালেন্স সি/ডি	১৫,০০০			
		৬৫,০০০			৬৫,০০০

ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা	তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা
	মূলধন	৪৫,০০০		আসবাবপত্র	২৪,০০০
	ঋণ	৮,০০০		উত্তোলন (৬০০×১২+৫০০)	৭,৭০০
	বিক্রয়	৩০,০০০		ক্রয়	১০,০০০
	প্রাপ্য হিসাব	৪৬,৭০০		ক্রয় পরিবহন	৭০০
				মজুরি	৩০০

				বেতন	৬,২০০
				কারবার খরচ	১,২০০
				বিজ্ঞাপন	২,২০০
				প্রদেয় হিসাব	৫০,০০০
				ব্যালেন্স সি/ডি	২৭,৪০০
		১,২৯,৭০০			১,২৯,৭০০

মি. আহম্মেদ
আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম		টাকা	টাকা
বিক্রয়			১,০০,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			
ক্রয়	৭৫,০০০		
বাদ: পণ্য উত্তোলন	১,৩০০	৭৩,৭০০	
ক্রয় পরিবহন		৭০০	
মজুরি		৩০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(১০,০০০)	(৬৪,৭০০)
মোট লাভ			৩৫,৩০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়			
বেতন		৬,২০০	
বাট্টা		৮০০	
অনাদায়ী পাওনা		১,৫০০	
বিজ্ঞাপন		২,২০০	
কারবারি খরচ		১,২০০	
অবচয়		২,৪০০	(১৪,৩০০)
নিট মুনাফা			২১,০০০

মি. আহম্মেদ
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
মূলধন	৪৫,০০০	
যোগ: নিট লাভ	২১,০০০	
বাদ: উত্তোলন (৬০০×১২+৫০০+১,৩০০)	(৯,০০০)	
		৫৭,০০০

মি. আহম্মেদ
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
আসবাবপত্র	২৪,০০০	
বাদ: অবচয়	২,৪০০	২১,৬০০
সমাপনী মজুদপণ্য		১০,০০০
প্রাপ্য হিসাব		২১,০০০
নগদ		২৭,৪০০
মোট সম্পত্তি		৮০,০০০
দায়সমূহ:		
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
ঋণ		৮,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৫৭,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৮০,০০০

কাজ—৭: মি. ফারুক ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি ৮০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং বছরের মাঝামাঝি সময়ে ১০,০০০ টাকা ধার করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তিনি প্রতি মাসে ব্যক্তিগত খরচের জন্য ব্যবসায় থেকে ১,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। তার কোনো ব্যাংক হিসাব নেই। তিনি সকল লেনদেন নগদে সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি কোনো হিসাব বই সংরক্ষণ করেন না। তবে তার নিকট থেকে নিম্নের তথ্যগুলো পাওয়া যায়:

বিক্রয় (নগদ বিক্রয় ৪০,০০০ টাকাসহ)	১,৪০,০০০	বেতন	৯,০০০
ক্রয় (নগদ ক্রয় ১৫,০০০ টাকাসহ)	১,০০,০০০	অনাদায়ী পাওনা	১,২০০
ক্রয় পরিবহন	৯০০	কারবারি খরচ	২,০০০
মজুরি	১,০০০	বিজ্ঞাপন	৩,০০০
ক্রেতাকে বাট্টা প্রদান	৯৫০	আসবাবপত্র ক্রয়	৩৫,০০০

মি. ফারুক ১,৫০০ টাকার পণ্য পারিবারিক প্রয়োজনে উত্তোলন করেন। ৭০০ টাকা কারবার থেকে নিয়ে ছেলের স্কুলে বেতন প্রদান করেন। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের জের ৩০,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাবের জের ২০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ পণ্য ১২,০০০ টাকা। আসবাবপত্রের উপর ৭.৫% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়: উপর্যুক্ত তথ্য হতে আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ জনাব মাসুদ একজন মুদি ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর কারবারের হিসাব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালে তাঁর কারবারের অবস্থা নিম্নরূপ ছিল।

বিবরণ	১ জানুয়ারি ২০১২	৩১ ডিসেম্বর ২০১২
দালানকোঠা	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
কলকব্জা	৭৫,০০০	১,৫০,০০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৯০,০০০	১,৫৫,০০০
প্রাপ্য নোট	২০,০০০	---
অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া	---	১০,০০০
ব্যাংক ব্যালেন্স	৩০,০০০ (ক্রে:)	৩০,০০০
নগদ তহবিল	৪০,০০০	৭৫,০০০
বকেয়া বেতন	৫,০০০	---
প্রদেয় নোট	২৫,০০০	---
প্রদেয় হিসাব	১,০০,০০০	১,২০,০০০

জনাব মাসুদ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কারবারের জন্য ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের একটি নতুন মেশিন ক্রয় করেছিলেন এবং এ মেশিন ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের ৫০,০০০ টাকা তিনি ব্যক্তিগত তহবিল হতে সরবরাহ করেছিলেন। এছাড়া তিনি নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে সারা বছর ধরে প্রতি মাসে নগদ ২,৫০০ টাকা করে উত্তোলন করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী:

১. প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ৫,০০০ টাকার একটি অমর্যাদাকৃত বিল অন্তর্ভুক্ত আছে যা আদায় হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৪% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।

২. মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

৩. ক্যাসিয়ারের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা ছিনতাই হয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৪. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।

৫. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়:

ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী।

খ. উক্ত তারিখের বিষয় বিবরণী

সমাধান: ১

বিষয় বিবরণী

(প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়)

দায়সমূহ	০১-১-১২ টাকা	৩১-১২-১২ টাকা	সম্পত্তিসমূহ	০১-১-১২ টাকা	৩১-১২-১২ টাকা
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৩০,০০০	---	নগদ তহবিল	৪০,০০০	৭৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	১,০০,০০০	১,২০,০০০	ব্যাংক জমা	---	৩০,০০০
বকেয়া বেতন	৫,০০০	---	প্রাপ্য নোট	২০,০০০	---
প্রদেয় নোট	২৫,০০০	---	অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া	---	১০,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৪,০৫,০০০	৬,৪০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৯০,০০০	১,৫৫,০০০
			আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪০,০০০
			কলকব্জা	৭৫,০০০	১,৫০,০০০
			দালানকোঠা	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
	৫,৬৫,০০০	৭,৬০,০০০		৫,৬৫,০০০	৭,৬০,০০০

জনাব মাসুদ

লাভ-লোকসান বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		৪,০৫,০০০	সমাপনী মূলধন		৬,৪০,০০০
অতিরিক্ত মূলধন		৫০,০০০	উত্তোলন:		
অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০		নগদ (২,৫০০ × ১২)	৩০,০০০	
যোগ: নতুন অ:পা: সঞ্চিতি	৬,০০০	১১,০০০	পণ্য	১৫,০০০	৪৫,০০০
মূলধনের সুদ		২১,৫০০	উত্তোলনের সুদ		৭৫০
বিবিধ ক্ষতি (ছিনতাই)		৫,০০০			
অবচয়সমূহ:					
দালানকোঠা	১৫,০০০				
কলকব্জা	৫,৬২৫				
আসবাবপত্র	২,০০০	২২,৬২৫			
নিট লাভ (মূলধনে স্থানান্তরিত হলো)		১,৭০,৬২৫			
		৬,৮৫,৭৫০			৬,৮৫,৭৫০

জনাব মাসুদ

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের

দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
প্রদেয় হিসাব		১,২০,০০০	নগদ তহবিল	৭৫,০০০	
প্রারম্ভিক মূলধন	৪,০৫,০০০		বাদ: বিবিধ ক্ষতি	৫,০০০	৭০,০০০
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০		ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৩০,০০০
	৪,৫৫,০০০		প্রাপ্য হিসাব	১,৫৫,০০০	
যোগ: মূলধনের সুদ	২১,৫০০		বাদ: অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	
	৪,৭৬,৫০০			১,৫০,০০০	
বাদ : উত্তোলন	৪৫,০০০		বাদ: নতুন অনাদায়ী সঞ্চিতি	৬,০০০	১,৪৪,০০০
	৪,৩১,০০০		অগ্রিম ভাড়া		১০,০০০
বাদ: উত্তোলনের সুদ	৭৫০		আসবাবপত্র	৪০,০০০	
	৪,৩০,৭৫০		বাদ: অবচয়	২,০০০	৩৮,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৭০,৬২৫	৬,০১,৩৭৫	কলকব্জা	১,৫০,০০০	
			বাদ: অবচয়	৫,৬২৫	১,৪৪,৩৭৫
			দালানকোঠা	৩,০০,০০০	
			বাদ: অবচয়	১৫,০০০	২,৮৫,০০০
		৭,২১,৩৭৫			৭,২১,৩৭৫

টীকা : সারা বছর ধরে উত্তোলিত টাকার উপর গড়ে অর্ধ বছরের সুদ ধার্য করা হলো।

গণনাকার্য :

১. মূলধনের সুদ: (প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ ৪,০৫,০০০ × ৫%) + (অতিরিক্ত মূলধনের সুদ ৫০,০০০ ×৫%× $\frac{৬}{১২}$)

= ২০,২৫০ + ১,২৫০ = ২১,৫০০ টাকা)।

২. উত্তোলনের সুদ : (২,৫০০ × ১২) ×৫% × $\frac{৬}{১২}$ = ৭৫০ টাকা।

৩. কলকব্জার অবচয় : (৭৫,০০০ × ৫%) + (৭৫,০০০× ৫% × $\frac{৬}{১২}$) = ৩,৭৫০ + ১,৮৭৫ = ৫,৬২৫ টাকা ।

৪. আসবাবপত্রের অবচয় : ৪০,০০০ × ৫০% = ২,০০০ টাকা।

৫. দালানকোঠার অবচয় : ৩,০০,০০০ × ৫% = ১৫,০০০ টাকা।

৬. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি : (১,৫৫,০০০- ৫,০০০)×৪% = ৬,০০০ টাকা।

সমস্যা: ২ জনাব জনসন একজন পাইকারী ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর হিসাব বই যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপ ছিল:

দায়সমূহ	টাকা	সম্পদসমূহ	টাকা
৮% বন্ধকী ঋণ	১৭,৫০০	নগদ	৩,৫০০
প্রদেয় হিসাব	১৩,০০০	ব্যাংক	২,৫০০
বকেয়া বিদ্যুৎ খরচ	১,৬০০	মজুদপণ্য	১২,০০০
বকেয়া মজুরি	১,২০০	প্রাপ্য হিসাব	২২,৫০০
মূলধন	৬৩,৫০০	আসবাবপত্র	৮,০০০
		দালানকোঠা	৪৫,০০০
		অগ্রিম বেতন	১,৫০০
		অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া	১,৮০০
	৯৬,৮০০		৯৬,৮০০

২০১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিক্রেতার নিকট মোট ১০,৫০০ টাকার প্রাপ্য আছেন। পক্ষান্তরে বিভিন্ন খরিদ্দারের নিকট তাঁর প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ ২৪,০০০ টাকা। নগদ ৩,০০০ টাকা, মজুতপণ্য ১৫,০০০ টাকা, অগ্রিম বেতন ১,৭০০ টাকা, অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া ১,১০০ টাকা। তাঁর ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

১. নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে এপ্রিল ১, ২০১২ তারিখে ৩,৪০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন।
২. উক্ত বছরে মালিক প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৭৫ খানি ব্যক্তিগত প্রাইজবন্ড ভাঙ্গিয়ে ব্যবসার জন্য একটি ডেলিভারী ভ্যান ক্রয় করেন।
৩. অলিখিত অনাদায়ী পাওনা ১,৫০০ টাকা এবং ৬% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. মূলধন ও উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ৫% ও ১০% সুদ ধরতে হবে।
৫. আসবাবপত্রের উপর ৫% ও দালানকোঠার উপর ২% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৬. নগদ চুরি হয়েছে ৬০০ টাকা যা হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

সমাধান: ২ **২০১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী এবং উক্ত তারিখে বিষয় বিবরণী প্রস্তুত কর।**

জনাব জনসন

বৈষয়িক বিবরণী

সমাপনী মূলধন নির্ণয়

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
পাওনাদার	১০,৫০০	নগদ	৩,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৪,০০০	মজুদ পণ্য	১৫,০০০
৮% ঋণ	১৭,৫০০	বিবিধ দেনাদার	২৪,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৭৩,৩০০	অগ্রিম বেতন	১,৭০০
		অগ্রিম বাড়ি ভাড়া	১,১০০
		দালানকোঠা	৪৫,০০০
		আসবাবপত্র	৮,০০০
		ভ্যান	৭,৫০০
	১,০৫,৩০০		১,০৫,৩০০

জনাব জনসন

লাভ-ক্ষতি বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		৬৩,৫০০	সমাপনী মূলধন	৭৩,৩০০
অতিরিক্ত মূলধন		৭,৫০০	উত্তোলন: নগদ	৩,৪০০
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০			
যোগঃ নতুন সঞ্চিতি	১,৩৫০	২,৮৫০	উত্তোলনের সুদ $৩,৪০০\times১০\%\times\frac{৯}{১২}$	২৫৫
মূলধনের সুদ		৩,১৭৫	নিট ক্ষতি (মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হল)	৩,৩৭০
আসবাবপত্রের অবচয়		৪০০		
দালানকোঠার অবচয়		৯০০		
বিবিধ ক্ষতি		৬০০		
ঋণের সুদ		১,৪০০		
		৮০,৩২৫		৮০,৩২৫

জনাব জনসন

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

মূলধন ও দায়		টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৪,০০০	নগদ তহবিল	৩,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,৫০০	বাদঃ বিবিধ ক্ষতি	(৬০০)	২,৪০০
মূলধন	৬৩,৫০০		মজুদ পণ্য		১৫,০০০
যোগঃ অতিরিক্ত মূলধন	৭,৫০০		অগ্রিম বেতন		১,৭০০
	৭১,০০০		অগ্রিম ভাড়া		১,১০০
বাদঃ উত্তোলন	(৩,৪০০)		আসবাবপত্র	৮,০০০	
	৬৭,৬০০		বাদঃ অবচয়	(৪০০)	৭,৬০০
বাদঃ উত্তোলনের সুদ	(২৫৫)		দালানকোঠা	৪৫,০০০	
	৬৭,৩৪৫		বাদঃ অবচয়	(৯০০)	৪৪,১০০
বাদঃ নিট ক্ষতি	(৩,৩৭০)		প্রাপ্য হিসাব	২৪,০০০	
	৬৩,৯৭৫		বাদঃ অনাদায়ী পাওনা	(১,৫০০)	
যোগঃ মূলধনের সুদ	৩,১৭৫	৬৭,১৫০		২২,৫০০	
ঋণ		১৭,৫০০	বাদঃ নতুন সঞ্চিতি	(১,৩৫০)	২১,১৫০
সুদ বকেয়া		১,৪০০	ভ্যান		৭,৫০০
		১,০০,৫৫০			১,০০,৫৫০

টিকা:

১. নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ২৪০০০-১৫০০ = ২১,৫০০ × ৬% = ১৩৫০ টাকা।

২. মূলধনের সুদ ৬৩,৫০০ × ৫% = ৩১৭৫ টাকা।

৩. উত্তোলনের সুদ ৩৪০০ × ১০% × $\frac{৯}{১২}$ = ২৫৫ টাকা।

৪. আসবাবপত্রের অবচয় ৮,০০০ × ৫% = ৪০০ টাকা।

৫. দালানকোঠার অবচয় ৪৫,০০০ × ২% = ৯০০ টাকা।
অতিরিক্ত মূলধন আনয়নের তারিখ না থাকায় উক্ত মূলধনের সুদ ধার্য করা হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। জনাব রাজ্জাক তার কারবারের হিসাব যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। নিম্নে তার খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো দেয়া হলো:

	০১-০১-২০১২ (টাকা)	৩১-১২-২০১২ (টাকা)
হাতে নগদ	২০,০০০	৩০,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৫০০	৬২,৫০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	?
প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০	৪২,০০০
মজুদপণ্য	১০,০০০	২২,৫০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪০,০০০
যন্ত্রপাতি	২৫,০০০	১,০০,০০০
ভূমি ও দালানকোঠা	২,০০,০০০	?
৬% ঋণ	৬০,০০০	৬০,০০০
১২% বিনিয়োগ	৮০,০০০	?
ব্যাংক জমা	১৫,০০০	২৫,০০০ ক্রে:

জনাব রাজ্জাক প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর কারবার হতে ১০,০০০ টাকা করে উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ১৫,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত ১,০০,০০০ টাকার ভূমি বিক্রয় করে $\frac{৩}{৪}$ অংশ দ্বারা কারবারের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্য:

১. অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া ২,০০০ টাকা এবং অনুপার্জিত উপভাড়া ১,২০০ টাকা।

২. মূলধনের ও উত্তোলনের উপর ১০% সুদ ধার্য করতে হবে।

৩. প্রাপ্য হিসাবের ৩,৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% নিয়ে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।

৪. ২,০০০ টাকা মূল্যের মনিহারি ধারে ক্রয় করা হয়েছে, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৫. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় ১০% ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন যথাক্রমে ৩, ৪৭,৫০০ টাকা ও ৪, ০৮,৫০০ টাকা ধরে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. নিট ক্ষতি ২৯,৪০০ টাকা ধরে বিষয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

২। জনাব তরুণ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার হিসাবের বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—

বিষয় বিবরণী

১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে প্রস্তুতকৃত

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
প্রদেয় নোট	১৫,০০০	নগদ তহবিল	২০,০০০
বিবিধ প্রদেয় হিসাব	৩৫,০০০	ব্যাংকে জের	২০,০০০
১০% ঋণ	২০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০
মূলধন	১,১৫,০০০	মজুদপণ্য	৩০,০০০
		প্রাপ্য নোট	৫,০০০
		আসবাবপত্র	২০,০০০
		যন্ত্রপাতি	৪০,০০০
	১,৮৫,০০০		১,৮৫,০০০

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার কারবারের পরিবর্তিত অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হলো—

নগদ তহবিল ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাপ্য হিসাব ৪৫,০০০ টাকায় উপনীত হলো, মজুদপণ্য ১৮,০০০ টাকায় নেমে আসে, প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

১. স্বীকৃত নোটে চলতি বছরে পরিশোধ করা হয়েছে ৬,০০০ টাকা পক্ষান্তরে চলতি বছরে নতুন ২,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২. ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ৫,০০০ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র ৪,০০০ টাকায় বিক্রিয় করা হয়েছে।

৩. মালিক মাসের শেষে ৪০০ টাকা করে উত্তোলন করেছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের ১০,০০০ টাকা দিয়ে তিনি কারবারের জন্য বছরের মাঝামাঝি সময়ে আসবাবপত্র ক্রয় করেন। এছাড়া মালিক তার নিজ প্রয়োজনে সারা বছর ধরে ব্যবসায় থেকে মাসের ১ম তারিখে ৩০০ টাকা, ১৫ তারিখে ২০০ টাকা এবং শেষ তারিখে ২০০ টাকা করে উত্তোলন করেন। স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে এবং মূলধন ও উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. সমাপণী মূলধন ২,৪২,০০০ টাকা ধরে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর। (পার্থক্যকে মূলধন বিবেচনা করতে হবে।)

৩। জনাব আমীর ২০১২ সালের মোট ১,৪২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। যার ৭০% ধারে ক্রয় করেন। বছরের শেষে প্রদেয় হিসাবের জের ছিল ২,৫০০ টাকা। ধারে ক্রয়ের ৬০% টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়েছে। বছরের শুরুতে ও শেষে যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ১৭,০০০ টাকার পণ্য অবিক্রিত থাকে। বিক্রিত দ্রব্যের উপর ১০% হারে লাভ বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়ের ১৫% নগদে বিক্রয় করা হয়। ধারে বিক্রয়ের ৭৫% টাকা নগদে পাওয়া গেল। ১,০০০ টাকা আদায় করা যাবে না। বছরের শুরুতে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৭,৫০০ টাকা।

ক. মোট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক প্রদেয় হিসাবের জের নির্ণয় কর।

গ. সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয় কর।

৪। জনাব আফসারের ২০১২ সালে মোট ৫,০০,০০০ পণ্য বিক্রয় করেন। তিনি ক্রয়মূল্যের উপর সাধারণত ১৫% হারে মুনাফা অর্জন করেন। বছরের শুরুতে তার প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৫০,০০০ টাকা এবং বছরের শেষে জের ছিল ৬৫,০০০ টাকা। ক্রেতার নিকট অর্থ আদায় করার সময় মোট ৭,৬০০ টাকা বাট্টা প্রদান করা হয় এবং একজন ক্রেতা যার নিকট ৪০,০০০ টাকা পাওনা ছিল তার নিকট ১৫% টাকা আদায় করা সম্ভব হবে না। বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপণ্য ছিল যথাক্রমে ৪৫,০০০ ও ৫৬,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. ক্রেতার নিকট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নির্ণয়।

গ. চলতি বছরে মোট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয়।

৫। জনাব আলামিন ২০১২ সালে মোট ১,৩০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। উক্ত পণ্যের পরিবহন খরচ প্রদান করেন ৪,৫০০ টাকা। বছরের শুরুতে ও শেষে প্রদেয় হিসাবের জের ছিল যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা ও ১৩,০০০ টাকা। চলতি বছরে ৬,০০০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। জনাব আলামিনের প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ১৭,০০০ টাকা। ক্রেতার নিকট মোট ১৭০,০০০ টাকা আদায় করা হয়।

করণীয়ঃ

ক. বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. সরবরাহকারীকে কত টাকা পরিশোধ করা হয় তা নির্ণয় কর।

গ. ক্রেতার নিকট নগদ কত টাকা পাওয়া যায় তা নির্ণয় কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি, লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং বৈষয়িক বিবরণী ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। একতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোনটি সুবিধা?

ক. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি
খ. হিসাবকাল শেষে সঠিক আর্থিক ফলাফল জানা যায়
গ. এখানে একতরফা ও দুতরফা উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়
ঘ. এ পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণে দক্ষ হিসাবরক্ষকের প্রয়োজন নেই

২। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে—

i. আয়-ব্যয় বাচক হিসাব সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না
ii. স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ-ক্ষতি হিসাবভুক্ত করা হয়
iii. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব করে মোট লাভ নির্ণয় করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নিম্নের মূলধনের সমাপনি জের নির্ণয়ের কোনটি সঠিক পদ্ধতি?

ক. প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ – উত্তোলন – সম্পত্তি = সমাপনী মূলধন
খ. সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ – উত্তোলন
গ. সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + সম্পত্তি + আয় – ব্যয়
ঘ. সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ + উত্তোলন

■ **নিচের উদ্দীপক থেকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

মি. আমান একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। বছরের শুরুতে তার মূলধন ছিল ১,০০,০০০ টাকা এবং বছরের শেষে ছিলো ১,১৫,০০০ টাকা (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)। সারা বছরে তিনি কারবার থেকে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। এ উত্তোলিন টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি ক্যালকুলেটর ক্রয় করেন।

৪। মি. আমানের নিট লাভ কত?

ক. ৭,০০০ টাকা খ. ১৩,০০০ টাকা
গ. ২২,০০০ টাকা ঘ. ২৫,০০০ টাকা

৫। উদ্দীপকের আলোকে—

i. উত্তোলনের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা
ii. হিসাবকাল শেষে মোট সম্পত্তির পরিমাণ হবে ১,১৫,০০০ টাকা
iii. বৈষয়িক বিবরণীতে মূলধন হবে ১,২২,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ **নিচের উদ্দীপক হতে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

	১-১-২০১২	৩১-১২-২০১২
প্রাপ্য নোট	?	৭,০০০
প্রদেয় নোট	৮,০০০	?

চলতি বছর ২,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে এবং ৪,০০০ টাকার নোটে আদায় হয়েছে। অন্যদিকে ২,০০০ টাকার বিলের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টাকার বিলের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৬। প্রারম্ভিক প্রাপ্য নোটের জের কত?

ক. ৩,০০০ টাকা
খ. ৫,০০০ টাকা
গ. ৬,০০০ টাকা
ঘ. ১১,০০০ টাকা

৭। উদ্দীপকের আলোকে –

i. প্রদেয় নোটের সমাপনী জের ৭,০০০ টাকা।
ii. প্রদেয় নোট বাবদ দায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,০০০ টাকা
iii. প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোটের জন্য নগদ নিট ১,০০০ টাকা হ্রাস পায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii ও ii ঘ. i, ও iii

অনুশীলনী

EXERCISE

হিসাব সমীকরণ (অনুশীলনী)

১। মল্লিক ব্রাদার্স ২০১৩ সালের ১ জুলাই আইন ব্যবসায় শুরু করেন। উক্ত মাসে তার লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

জুলাই -১ আইন ব্যবসায় ১০,০০০ টাকা নগদ বিনিয়োগ করেন।

৮ জুলাই মাসের অফিস ভাড়া বাবদ ৮০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

১২ অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো ৩,০০০ টাকা।

১৫ নগদে আইন সেবা প্রদান করা হলো ১,৫০০ টাকা

১৮ প্রদেয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে নেওয়া হলো ৭০০ টাকা

২০ গ্রাহককে ধারে আইন সেবা প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা

২৫ মাসিক খরচ বেতন ৫০০ টাকা, উপযোগ খরচ ৩০০ টাকা ও টেলিফোন খরচ পরিশোধ করা হলো ১০০ টাকা।

২৭ ২০ তারিখের টাকা পাওয়া গেল।

করণীয়:

ক. যে সকল লেনদেনগুলোর হিসাবসমীকরণের উভয় পাশের মোট টাকার পরিবর্তন হবেনা তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ১ থেকে ১৫ জুলাইয়ের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

গ. নগদ জের ৪,৭০০ টাকা; যন্ত্রপাতি ৩,০০০ টাকা ও মূলধনের জের ৭,৭০০ টাকা ধরে ১৮ তারিখ থেকে অবশিষ্ট লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

২। মি. জামান একজন ব্যারিস্টার। ২০১৩ সালের ১ মার্চ তরিখে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১ এপ্রিল তারিখে তার সম্পত্তি ও দায়ের জেরগুলো নিম্নরূপ: নগদ ৪,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ১,৫০০ টাকা; সরবরাহ ৫০০ টাকা; অফিস ইকুইপমেন্ট ৫,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব ৪,২০০ টাকা, মূলধন ৬,৮০০ টাকা।

এপ্রিল মাসে তার কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

এপ্রিল- ১ প্রাপ্য হিসাবের ১,৪০০ টাকা পাওয়া গেল।

৮ প্রদেয় হিসাবের ২,৭০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

১২ সেবা আয় ৭,৫০০ টাকা যার ৩,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেল এবং অবশিষ্ট টাকা পরবর্তী মাসে পাওয়া যাবে।

১৫ সরবরাহ ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা যার মধ্যে ৪০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

করণীয়:

ক. প্রারম্ভিক জেরসমূহ হিসাব সমীকরণে উপস্থাপন কর।

খ. ১ থেকে ১৫ তারিখের লেনদেনগুলো হিসাব সমীকরণে কোন কোন উপাদানকে পরিবর্তন করেছে তা লিখ।

গ. প্রারম্ভিক জের নিয়ে লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

৩। জামান সার্ভিস সেন্টারের কতিপয় লেনদেনের হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখানো হলো।

তারিখ জুন	নগদ +	প্রাপ্য হিসাব +	জমি +	দালান +	অফিস ইকুইপমেন্ট		দায় প্রদেয় হিসাব	+ মালিকানা স্বত্ব
১ জের	৩,২০০	৬,৭০০	৩১,০০০	৫৬,৫০০		=	৯,৪০০	৮৮,০০০
৫	– ১,৪০০				+ ১,৪০০			
৭	+ ১০,০০০							+ ১০,০০০
১০	– ৬০০				+ ২,৪০০		+ ১,৮০০	
১৫	– ৬০০				+ ২,৬০০		+ ২,০০০	

উক্ত মাসের আরো কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

জুন ২০ প্রাপ্য হিসাবের ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল।

২২ দালানের ৫,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলো।

২৫ প্রদেয় হিসাবের ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

৩০ মালিক ব্যবসায় থেকে ১,০০০ টাকা উত্তোলন করলেন।

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত হিসাব সমীকরণের আলোকে ১ জুন ও ১৫ জুনের সম্পত্তির পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. উপর্যুক্ত ছকের আলোকে লেনদেনগুলো কী হতে পারে তা লিখ।

ঘ. জুন ১৫ তারিখের জের নিয়ে পরবর্তী লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

৪। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিজাম একটি ট্রাভেল এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত মাসে তার ব্যবসায়ের লেনদেনগুলো নিম্নরূপঃ

জানুয়ারি-১ ৩০,০০০ টাকা নিয়ে এজেন্সি শুরু করেন।

২ জানুয়ারি মাসের ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।

৫ অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হলো ২,৫০০ টাকা।

১০ ধারে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।

১৪ অফিস সরবারহ ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা।

১৮ সেবা প্রদান করে নগদ ৩,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল।

২০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো ৬০০ টাকা

২৩ বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ করা হলো।

২৫ অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হলো ৪০০ টাকা।

৩১ কর্মীকে বেতন প্রদান করা হলো ৫০০ টাকা।

৩১ গ্রাহকের নিকট থেকে ১৮ তারিখের প্রাপ্য নোটের টাকা পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।

৩১ ইউটিলিটি পরিশোধ করা হলো ৩০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. যে সকল লেনদেন দ্বারা মালিকানা স্বত্ব প্রভাবিত হবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ১ থেকে ১৮ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

গ. ২০ থেকে ৩১ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

সাধারণ জাবেদা (ব্যবহারিক উদাহরণ)

১। **মূলধন সংক্রান্ত জাবেদা:**

১. জনাব আসাদ নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

২. জনাব আরাফাত ২০,০০০ টাকা নগদ, ২৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ২,০০০ টাকার পণ্য দ্রব্য ও ১,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

৩. জনাব সাকিল নগদ ৫০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ২০,০০০ টাকার ঋণ ও নিজ জমি হতে উৎপাদিত ৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

৪. জনাব রাকিবুল তার ব্যক্তিগত মটর গাড়ি নগদ ১০,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে ৮,০০,০০০ টাকা দিয়ে কারবার শুরু করলেন।

৫. জনাব হেলাল তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ি; যার মূল্য ২,০০,০০০ টাকা কারবারের ব্যবহারের জন্য স্থায়ীভাবে প্রদান করলেন।

৬. কারবারের নগদ অর্থের স্বল্পতার জন্য মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারের শ্রমিকদের ১০,০০০ টাকা বেতন প্রদান করলেন।

৭. ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫,০০০ টাকা ও ব্যক্তিগত মটর সাইকেল বিক্রয়লবদ্ধ সমুদয় অর্থ ৫,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হল।

৮. মি. কামাল কারবারে ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করলেন।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা		খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব	ডেবিট		৫০,০০০	
		মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৫০,০০০
	মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	(জনাব আসাদ নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন)				
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
		আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		২৫,০০০	
	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র)	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
		যন্ত্রপাতি হিসাব	ডেবিট		১,০০০	
	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়)	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৪৮,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি)	(জনাব আরাফাত ২০,০০০ টাকা নগদ, ২৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ২,০০০ টাকার পণ্য দ্রব্য ও ১,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন)				
	মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)					
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব	ডেবিট		৭০,০০০	
		আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		১০,০০০	
	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র)	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		৫,০০০	
		মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৬৫,০০০

	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন) দায় বৃদ্ধি ↑ (ঋণ)	ঋণ হিসাব ক্রেডিট (জনাব সাকিল নগদ ৫০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ২০,০০০ টাকার ঋণ ও ৫,০০০ টাকার নিজ জমি হতে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন)			২০,০০০
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (জনাব রাকিবুল তার ব্যক্তিগত মটর গাড়ি নগদ ১০,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে ৮,০০,০০০ টাকা দিয়ে কারবার শুরু করলেন)		৮,০০,০০০	৮,০০,০০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (মটরগাড়ি) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	মটরগাড়ি হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (জনাব হেলাল তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ি যার মূল্য ২,০০,০০০ টাকা তা তিনি কারবারের ব্যবহারের জন্য স্থায়ী ভাবে প্রদান করলেন)		২,০০ ০০০	২,০০,০০০
৬	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বেতন) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	বেতন হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (কারবারের নগদ অর্থের স্বল্পতার জন্য মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারের শ্রমিকদের ১০,০০০ টাকা বেতন প্রদান করলেন)		১০,০০০	১০,০০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫০০০ টাকা ও ব্যক্তিগত মটর সাইকেল বিক্রয়লদ্ধ সমুদয় অর্থ ৫,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হল)		১০,০০০	১০,০০০
৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মি. কামাল কারবারে ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করলেন)		৫০,০০০	৫০,০০০

২। ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনঃ

১. নগদে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০ টাকা।

২. ধারে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।

৩. রহিমের নিকট পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

৪. পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

৫. প্রদেয় নোটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

৬. চেকে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

৭. পণ্য ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (নগদে ২০%, চেকে ৩০%, বিলে ১০%)

৮. মালিক তার বাড়ি থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য কারবারে সরবরাহ করেন।
৯. স্বীকৃত নোটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
১০. বিক্রয়ের উদ্দেশ্য আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
১১. পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার মধ্যে মালিকের ব্যক্তিগত ক্রয় আছে ২,০০০ টাকা।
১২. সরবরাহ ক্রয় ২০,০০০ টাকা। (৭০% বিক্রয়ের জন্য, ৩০% ব্যবহারের জন্য।)
১৩. আলম ফার্নিশার্স হতে ধারে ১০,০০০ টাকা মূল্যের আলমারি ক্রয় করা হলো।
১৪. বাদল কম্পিউটার্স হতে ধারে ১,০০,০০০ টাকা মূল্যের কম্পিউটার ক্রয় করা হলো।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (নগদে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০)		৫০,০০০	 ৫০,০০০
২	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় হিসাব)	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট (ধারে পণ্য ক্রয় ২০,০০০)		২০,০০০	 ২০,০০০
৩	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় হিসাব)	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় নোট হিসাব-রহিম ক্রেডিট (রহিমের নিকট হতে ধারে পণ্য ক্রয় ১০,০০০)		১০,০০০	 ১০,০০০
৪	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা)		২,০০০	 ২,০০০
৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় নোট)	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় নোট হিসাব ক্রেডিট (প্রদেয় বিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০)		১০,০০০	 ১০,০০০
৬	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	ক্রয় হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (চেকে পণ্য ক্রয় ১০,০০০)		১০,০০০	 ১০,০০০
৭	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় নোট এবং প্রদেয় হিসাব)	ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট প্রদেয় নোট হিসাব ক্রেডিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট (পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা, নগদে ২০%, চেকে ৩০%, বিলে ১০% এবং বাকীতে ৪০%)		১,০০,০০০	 ২০,০০০ ৩০,০০০ ১০,০০০ ৪০,০০০

৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	ক্রয় হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মালিক তার বাড়ি থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য কারবারে সরবরাহ করেন)		১০,০০০	১০,০০০
৯	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় নোট)	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় নোট হিসাব ক্রেডিট (স্বীকৃত বিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	১০,০০০
১০	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয়ের উদ্দেশ্য আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০)		১৫,০০০	১৫,০০০
১১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ক্রয় হিসাব ডেবিট উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার মধ্যে মালিকের ব্যক্তিগত ক্রয় আছে ২,০০০ টাকা)		৮,০০০ ২,০০০	১০,০০০
১২	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পত্তি বৃদ্ধি ↑ (সরবরাহ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ক্রয় হিসাব ডেবিট সরবরাহ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (সরবরাহ দ্রব্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা যার মধ্যে ৭০% বিক্রয়ের জন্য এবং ৩০% ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য)		১৪,০০০ ৬,০০০	২০,০০০
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় হিসাব)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব-আলম ফার্নিসার্স হিসাব ক্রেডিট (আলম ফার্নিসার্স এর নিকট হতে ধারে ১০,০০০ টাকা মূল্যের আলমারী ক্রয়)		১০,০০০	১০,০০০
১৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় হিসাব)	আফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব-বাদল কম্পিউটারর্স হিসাব ক্রেডিট (বাদল কম্পিউটার্স এর নিকট হতে ধারে ১,০০ ০০০ টাকা মূল্যের কম্পিউটার ক্রয়।)		১,০০০০০	১,০০ ০০০

৩। **ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনঃ**

১. ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা।
২. বহিঃফেরত ২,৫০০ টাকা।
৩. নিম্নমানের জন্য ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।
৪. ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করায় ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।
৫. রাকিবুলের নিকট নগদে পণ্য ক্রয় যার ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।
৬. ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ২,০০০ টাকা পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হয়।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	দায়হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয় ফেরত)	প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট (ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)		২,০০০	২,০০০
২	দায়হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয় ফেরত)	প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট (ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)		২,৫০০	২,৫০০
৩	দায়হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয় ফেরত)	প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট (নিম্নমানের জন্য ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল)		১,০০০	১,০০০
৪	দায়হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয় ফেরত)	প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট (ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করায় ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল)		২,০০০	২,০০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↓ (নগদ) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয় ফেরত)	নগদান হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট (রাকিবুলের নিকট নগদে পণ্য ক্রয় যার ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল)		১,০০০	১,০০০
৬	দায়হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয় ফেরত)	প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট (ধারে ক্রয়কৃত পণ্য পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হয়)		২,০০০	২,০০০

৪। **ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হয় এমন লেনদেনঃ**

১. বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ৫,০০০ টাকা।
২. বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ ২,০০০ টাকা।
৩. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
৪. মজুদ থেকে ৫০০ টাকার পণ্য যন্ত্রপাতি মেরামতে ব্যবহার করা হল।
৫. খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ১,০০০ টাকার কারবারী পণ্য ব্যবহার করা হল।
৬. কারবারের ৫০০ টাকার পণ্য নষ্ট/চুরি হয়ে যায়।
৭. বিনা মুনাফায় পণ্য বিক্রয় করা হয় ১,০০০ টাকা।
৮. সমাপনী মজুদপণ্য ১০,০০০ টাকা।
৯. কারবারের ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের বাসায় ব্যবহার করা হয়।
১০. পরিবহনাধীন অবস্থায় ১,০০০ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বিজ্ঞাপন) ব্যয়হ্রাস ↓ (ক্রয়)	বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ৫,০০০ টাকা)		৫,০০০	৫,০০০
২	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বিজ্ঞাপন) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
৩	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।)		২,০০০	২,০০০
৪	খরচ বৃদ্ধি ↑ (মেরামত) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	মেরামত হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মজুদ থেকে ৫০০ টাকার পণ্য যন্ত্রপাতি মেরামতে ব্যবহার করা হল।)		৫০০	৫০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (খুচরা যন্ত্রাংশ) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	খুচরা যন্ত্রাংশ হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরীতে ১,০০০ টাকার কারবারী পণ্য ব্যবহার করা হল।)		১,০০০	১,০০০
৬	ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ ক্ষতি) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (কারবারের ৫০০ টাকার পণ্য নষ্ট/চুরি হয়ে যায়)		৫০০	৫০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিনামুনাফার পণ্য বিক্রয় করা হয় ১,০০০ টাকা।)		১,০০০	১,০০০
৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (মজুদপণ্য) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	সমাপনী মজুদপণ্য হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (সমাপনী মজুদপণ্য মূল্যায়ন করা হয়)		১০,০০০	১০,০০০
৯	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (কারবারের ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের বাসায় ব্যবহার করা হয়)		১,০০০	১,০০০
১০	ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ ক্ষতি) খরচহ্রাস ↓ (ক্রয়)	বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (পরিবহনাধীন অবস্থায় ১,০০০ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়)		১,০০০	১,০০০

৫। বিক্রয় সংক্রান্ত জাবেদাঃ

১. নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
২. ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
৪. জাকিরের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
৫. পণ্য বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (৫০% নগদে, ৪০% চেকে ও ১০% ধারে)।
৬. স্বীকৃত বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৭. পণ্য বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকার ক্রস চেক পাওয়া গেল।
৮. কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় করে ১০,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল।
৯. বিনা মুনাফায় পণ্য বিক্রয় ২,০০০ টাকা।
১০. মালিক কর্তৃক বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
১১. শ্রমিকের মজুরি বাবদ বিক্রয়মূল্যে ৫০০ টাকার পণ্য দেওয়া হল।
১২. মেসার্স আশরাফ ফার্নিশার্স ১০,০০০ টাকায় একটি টেবিল বিক্রয় করে।
১৩. জাভেদ কম্পিউটার্স ৩০,০০০ টাকার একটি কম্পিউটার বিক্রয় করে।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	১০,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	প্রাপ্য হিসাব-কামাল ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।		১৫,০০০	১৫,০০০
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (জাকিরের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা)		২৫,০০০	২৫,০০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (পণ্য বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (৫০% নগদে, ৪০% চেকে ও ১০% ধারে)		৯০,০০০ ১০,০০০	১,০০০০০

৬	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য বিল) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	প্রাপ্য নোট হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (স্বীকৃত বিলের মাধ্যমে/প্রাপ্য নোটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (পণ্য বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকার ক্রস চেক পাওয়া গেল)		২৫,০০০	২৫,০০০
৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় করে ১০,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল)		১০,০০০	১০,০০০
৯	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিনা মুনাফায় পণ্য বিক্রয় ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
১০	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রডিট (মালিক কর্তৃক বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন)		২,০০০	২,০০০
১১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (মজুরি) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	মজুরি হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (শ্রমিকের মজুরি প্রদান বিক্রয়মূল্যে ৫০০ টাকার পণ্য দেওয়া হল।)		৫০০	৫০০
১২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মেসার্স আশরাফ ফার্ণিসার্স ১০,০০০ টাকায় একটি টেবিল বিক্রয় করে।)		১০,০০০	১০,০০০
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (জাভেদ কম্পিউটার্স ৩০,০০০ টাকার একটি কম্পিউটারে বিক্রয় করে।)		৩০,০০০	৩০,০০০

৬। **বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন:**

১. পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।

২. আন্তঃফেরত ২,০০০ টাকা।

৩. নিম্নমানের পণ্যের জন্য ক্রেতা কর্তৃক ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠায়।

৪. চাহিদা মাফিক/ ফরমায়েশ মোতাবেক পণ্য সরবরাহ না হওয়ায় ক্রেতা ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠায়।

৫. আকাশের নিকট নগদে বিক্রয়কৃত পণ্যের ২০০ টাকাফেরত এসেছে।

৬. ধারে বিক্রয়কৃত পণ্যের ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	রাজস্ব হ্রাস ↓ (বিক্রয় ফেরত) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা)		১,০০০	১,০০০
২	রাজস্ব হ্রাস ↓ (বিক্রয় ফেরত) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (আন্তঃফেরত ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
৩	রাজস্ব হ্রাস ↓ (বিক্রয় ফেরত) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (নিম্মানের পণ্যের জন্য ক্রেতা কর্তৃক ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠায়।		১,০০০	১,০০০
৪	রাজস্ব হ্রাস ↓ (বিক্রয় ফেরত) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (চাহিদা মাফিক/ ফরমায়েশ মোতাবেক পণ্য সরবরাহ না হওয়া ক্রেতা ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত)		২,০০০	২,০০০
৫	রাজস্ব হ্রাস ↓ (বিক্রয় ফেরত) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (আকাশের নিকট নগদে বিক্রয়কৃত ২০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে)		২০০	২০০
৬	রাজস্ব হ্রাস ↓ (বিক্রয় ফেরত) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য)	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (ধারে বিক্রয়কৃত পণ্য ১,০০০ টাকা ফেরত এসেছে)		১,০০০	১,০০০

৭। **সুদ ও কমিশন সংক্রান্ত লেনদেনঃ**

১. ঋণের সুদ প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
২. বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।
৩. ঋণের সুদ ২০০ টাকা বকেয়া আছে।
৪. বিনিয়োগের সুদ বকেয়া আছে ৫০০ টাকা।
৫. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ২০০ টাকা।
৬. ব্যাংক ঋণের কিস্তি ৫,৩০০ (৩০০ টাকা সুদসহ) পরিশোধ করেছে।
৭. উত্তোলনের উপর ১০% হারে পূর্ণ বছরের সুদ ধরতে হবে (উত্তোলন ১০,০০০ টাকা) ।
৮. মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে (মূলধন ২০,০০০ টাকা) ।
৯. বিক্রয়ের ১০% বিক্রয় প্রতিনিধি কমিশন পাবে (বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা)।

১০. ম্যানেজারের নিট লাভের ১০% কমিশন পাবে (নিট লাভ ২০,০০০ টাকা) ।
১১. ম্যানেজারের কমিশন চার্জ করার পরবর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন পাবে। নিট লাভ (৩০,০০০ টাকা)
১২. ম্যানেজারের কমিশন চার্জ করার পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন পাবে (নিট লাভ ৭০,০০০ টাকা)।
১৩. বিক্রয় প্রতিনিধিগণ মোট লাভের ১০% কমিশন পাবেন। (মোট লাভ ৭০,০০০ টাকা)

ক্র নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ঋণের সুদ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ঋণের সুদ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ঋণের সুদ প্রদান করা হল)		১,০০০	১,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)	নগদান হিসাব ডেবিট বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট (বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
৩	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ঋণের সুদ) দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া ঋণের সুদ)	ঋণের সুদ হিসাব ডেবিট বকেয়া ঋণের সুদ হিসাব ক্রেডিট (ঋণের সুদ ২০০ টাকা বকেয়া আছে)		২০০	২০০
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া বিনিয়োগের সুদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)	বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ হিসাব ডেবিট বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট (বিনিয়োগের সুদ বকেয়া আছে)		৫০০	৫০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ২০০ টাকা)		২০০	২০০
৬	দায় হ্রাস ↓ (ব্যাংক ঋণ) খরচ বৃদ্ধি ↑ (ঋণেরসুদ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ব্যাংক ঋণ হিসাব ডেবিট ঋণের সুদ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক ঋণের কিস্তি ৫,৩০০ টাকা, ৩০০ টাকা সুদসহ পরিশোধ করেছে)		৫,০০০ ৩০০	৫,৩০০
৭	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ (উত্তোলন) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (উত্তোলনের সুদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট উত্তোলনের সুদ হিসাব ক্রেডিট (উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করা হল)		১,০০০	১,০০০

৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (মূলধনের সুদ) / মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	মূলধনের সুদ হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরা হল)		১,০০০	১,০০০
৯	খরচ বৃদ্ধি ↑ (কমিশন) / দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া কমিশন)	কমিশন হিসাব ডেবিট বকেয়া কমিশন হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয়ের ১০% বিক্রয় প্রতিনিধি কমিশন পাবে বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা)		১,০০০	১,০০০
১০	খরচ বৃদ্ধি ↑ (কমিশন) / দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া কমিশন)	কমিশন হিসাব ডেবিট বকেয়া কমিশন হিসাব ক্রেডিট (ম্যানেজার নিট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, নিট লাভ ২০,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
১১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (কমিশন) / দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া কমিশন)	কমিশন হিসাব ডেবিট বকেয়া কমিশন হিসাব ক্রেডিট (ম্যানেজার নিট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, নিট লাভ ৩০,০০০ টাকা) $৩০,০০০\times\frac{১০}{১১০}$		২,৭২৭	২,৭২৭
১২	খরচ বৃদ্ধি ↑ (কমিশন) / দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া কমিশন)	কমিশন হিসাব ডেবিট বকেয়া কমিশন হিসাব ক্রেডিট (ম্যানেজার নীট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, নীট লাভ ৭০,০০০ টাকা)		৭,০০০	৭,০০০
১৩	খরচ বৃদ্ধি ↑ (কমিশন) / দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া কমিশন)	কমিশন হিসাব ডেবিট বকেয়া কমিশন হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয় প্রতিনিদিগণ মোট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, মোট লাভ ৭০,০০০ টাকা)		৭,০০০	৭,০০০

৮। **বিনিয়োগ সংক্রান্ত লেনদেনঃ**

১. ১০% সুদে বিনিয়োগ করা হল ৫০,০০০ টাকা।
২. শেয়ার ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. সঞ্চয়পত্র ক্রয় ৫০,০০০ টাকা।
৪. কামালকে ঋণ প্রদান করা হল ২০,০০০ টাকা।
৫. আই.সি.বি তে বিনিয়োগ ২০,০০০ টাকা।
৬. প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৫০টি শেয়ার ক্রয় করা হল।
৭. সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৮. চেকের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
৯. ৫০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানো হল।
১০. মালিক তার ব্যক্তিগত ১০,০০০ টাকায় সঞ্চয়পত্র কারবারকে প্রদান করলেন।
১১. ৫,০০০ টাকায় বিনিয়োগ বিক্রয় করে ১,০০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়।
১২. ম্যানেজার আসাদকে ৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হল।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা		ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১০% সুদে বিনিয়োগ করা হল ৫০,০০০ টাকা)		৫০,০০০	৫০,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (শেয়ার ক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (সঞ্চয় পত্র ক্রয় ৫০,০০০ টাকা)		৫০,০০০	৫০,০০০
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	কামালের ঋণ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (কামালকে ঋণ প্রদান করা হল ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (আই.সি.বি তে বিনিয়োগ ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
৬	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৫০টি শেয়ার ক্রয় করা হল।)		৫,০০০	৫,০০০
৭	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (বিনিয়োগ)	ক্রয় হিসাব ডেবিট বিনিয়োগ হিসাব ক্রেডিট (সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (চেকের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা)		২৫,০০০	২৫,০০০
৯	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) সম্পদ হ্রাস ↓ (বিনিয়োগ)	নগদান হিসাব ডেবিট বিনিয়োগ হিসাব ক্রেডিট (৫০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানো হল)		৫০,০০০	৫০,০০০

১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) দায় বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মালিক তার ব্যক্তিগত ১০,০০০ টাকায় সঞ্চয়পত্র কারবারকে প্রদান করলেন)		১০,০০০	 ১০,০০০
১১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) সম্পদ হ্রাস ↓ (বিনিয়োগ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (সম্পদ বিক্রয় জনিত মুনাফা)	নগদান হিসাব ডেবিট বিনিয়োগ হিসাব ক্রেডিট বিনিয়োগ বিক্রয় জনিত মুনাফা হিসাব ক্রেডিট (৫,০০০ টাকায় বিনিয়োগ বিক্রয় করে ১,০০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়)		৬,০০০	 ৫,০০০ ১,০০০
১২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	প্রদত্ত ঋণ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ম্যানেজার আসাদকে ৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হল)		৫,০০০	 ৫,০০০

৯। ঋণ সংক্রান্ত জাবেদা

১. ১০% সুদে ঋণ নেওয়া হল ৫০,০০০ টাকা।
২. কামালের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করা হল ১০,০০০ টাকা।
৩. স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ১০% সুদে ঋণ নেয়া হল ৫০,০০০ টাকা।
৪. ১,০০০ টাকা সুদসহ ১১,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হল।
৫. মালিক কারবারের ১০০ টাকা সুদ সহ ৫,১০০ টাকা ঋণ তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে দেয়।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) দায় বৃদ্ধি ↑ (ঋণ)	নগদান হিসাব ডেবিট ঋণ হিসাব ক্রেডিট (১০% সুদে ঋণ নেওয়া হল ৫০,০০০ টাকা)		৫০,০০০	 ৫০,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) দায় বৃদ্ধি ↑ (ঋণ)	নগদান হিসাব ডেবিট ঋণ হিসাব ক্রেডিট (কামালের নিকট ঋণ গ্রহণ করা হল ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	 ১০,০০০
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) দায় বৃদ্ধি ↑ (বন্ধকী ঋণ)	নগদান হিসাব ডেবিট বন্ধকী ঋণ হিসাব ক্রেডিট (স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ১০% সুদে ঋণ নেয়া হল ৫০,০০০ টাকা)		৫০,০০০	 ৫০,০০০
৪	দায় হ্রাস ↓ (ঋণ) খরচ বৃদ্ধি ↑	ঋণ হিসাব ডেবিট ঋণের সুদ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট		১০,০০০ ১,০০০	 ১১,০০০

	(ঋণের সুদ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	(১,০০০ টাকা সুদ সহ ১১,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হল)			
৫	দায় হ্রাস ↓ (ঋণ) খরচ বৃদ্ধি ↑ (ঋণের সুদ) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	ঋণ হিসাব ডেবিট ঋণের সুদ হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মালিক কারবারের ১০০ টাকা সুদ সহ ৫,১০০ টাকা ঋণ তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে দেয়)		৫,০০০ ১০০	 ৫,১০০

১০। **সম্পত্তি সংক্রান্ত জাবেদা:**

১. আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
২. যন্ত্রপাতি ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. মালিকের ব্যক্তিগত গাড়ী যা কারবারকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা।
৪. কলকব্জা ক্রয় ১০,০০০ টাকা, যার পরিবহন ব্যয় ১,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা, আমদানী শুল্ক ২০০ টাকা।
৫. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা প্রদান করা হল।
৬. ১০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে চেকে পরিশোধ করা হল।
৭. ধারে আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার ১০০০ টাকা পরিবহন খরচ প্রদান করা হয়।
৮. নতুন দালানের চুনকাম খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
৯. আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
১০. আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা যার বহি:মূল্য ৮,০০০ টাকা।
১১. কলকব্জা বিক্রয় ১০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্য ২০,০০০ টাকা, বহি:মূল্য ১২,০০০ টাকা।
১২. মেশিন বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা, অবচয় সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা।
১৩. আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার ৩,০০০ টাকা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে।
১৪. যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫,০০০ টাকা মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে।
১৫. ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করে মালিক তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	 ১০,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যন্ত্রপাতি ক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	 ২০,০০০
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (মটর গাড়ি) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	মটর গাড়ি হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মালিকের ব্যক্তিগত গাড়ী যা কারবারকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা)		১,০০,০০০	 ১,০০,০০০

৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (কলকব্জা ক্রয় ১০,০০০ টাকা, যার পরিবহন ব্যয় ১,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা, আমদানী শুল্ক ২০০ টাকা)	১১,৭০০	১১,৭০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা প্রদান করা হল)	৫০০	৫০০
৬	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (১০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতির ক্রয় করে চেকে পরিশোধ করা হল)	১০,০০০	১০,০০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) দায় বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র সরবরাহকারী) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র সরবরাহকারী হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ধারে আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকার যার ১০০০ টাকা পরিবহন খরচ প্রদান করা হয়)	১১,০০০	১০,০০০ ১,০০০
৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (দালানকোঠা) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	দালানকোঠা হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (নতুন দালানের চুনকাম খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা)	১,০০০	১,০০০
৯	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) সম্পদ হ্রাস ↓ (আসবাবপত্র)	নগদান হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)	১০,০০০	১০,০০০
১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (সম্পত্তি বিক্রয় জনিত মুনাফা হিসাব) সম্পদ হ্রাস ↓ (আসবাবপত্র)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় জনিত মুনাফা হিসাব ক্রেডিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা যার বহি:মূল্য ৮,০০০ টাকা)	১০,০০০	২,০০০ ৮,০০০

১১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি হিসাব) সম্পদ হ্রাস ↓ (আসবাবপত্র)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় জনিত ক্ষতি হিসাব ডেবিট কলকব্জা হিসাব ক্রেডিট (কলকব্জা বিক্রয় ১০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্য ২০,০০০ টাকা, বহিমূল্য ১২,০০০ টাকা)		১০,০০০ ২,০০০	 ১২,০০০
১২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি হিসাব) সম্পদ হ্রাস ↓ (মেশিন)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় জনিত ক্ষতি হিসাব ডেবিট মেশিন হিসাব ক্রেডিট (মেশিন বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা, অবচয় সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা)		২০,০০০ ৫,০০০	 ২৫,০০০
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার ৩,০০০ টাকা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে)		৭,০০০ ৩,০০০	 ১০,০০০
১৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি) মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫,০০০ টাকা মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে)		৫,০০০	 ৫,০০০
১৫	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (আসবাবপত্র)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট (৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করে মালিক তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন)		৫,০০০	 ৫,০০০

১১। অবচয়, অবলোপন, অনাদায়ী পাওনা:

১. আসবাবপত্রের অবচয় ১০,০০০ টাকা।

২. যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে আবচয় ধার্যকরতে হবে (যন্ত্রপাতি ৪০,০০০ টাকা)।

৩. ইজারা সম্পত্তি ১০,০০০ টাকা অবলোপন করতে হবে।

৪. ইজারা সম্পত্তি $\frac{১}{১০}$ অংশ অবলোপন করতে হবে (ইজারা সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকা)।

৫. প্রাপ্য হিসাবের ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।

৬. অনাদায়ী পাওনা/কু-ঋণ ৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (অবচয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (আসবাবপত্র)	অবচয় হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট (আসবাবপত্রের অবচয় ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	১০,০০০
২	খরচ বৃদ্ধি ↑ (অবচয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (যন্ত্রপাতি)	অবচয় হিসাব ডেবিট যন্ত্রপাতি হিসাব ক্রেডিট (যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে আবচয় ধার্যকরতে হবে (যন্ত্রপাতি ৪০,০০০ টাকা)।		৪,০০০	৪,০০০
৩	খরচ বৃদ্ধি ↑ (অবলোপন) সম্পদ হ্রাস ↓ (ইজারা সম্পত্তি)	ইজারা সম্পত্তির অবলোপন হিসাব ডেবিট ইজারা সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট (ইজারা সম্পত্তি ১০,০০০ টাকা অবলোপন করতে হবে)		১০,০০০	১০,০০০
৪	খরচ বৃদ্ধি ↑ (অবলোপন) সম্পদ হ্রাস ↓ (ইজারা সম্পত্তি)	ইজারা সম্পত্তির অবলোপন হিসাব ডেবিট ইজারা সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট (ইজারা সম্পত্তি $\frac{১}{১০}$ অংশ অবলোপন করতে হবে , ইজারা সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকা)		৩,০০০	৩,০০০
৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (অনাদায়ী দেনা) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	অনাদায়ী দেনা হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব হিসাব ক্রেডিট (প্রাপ্য হিসাবের ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।)		৫০০	৫০০
৬	খরচ বৃদ্ধি ↑ (অনাদায়ী পাওনা) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	অনাদায়ী দেনা হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব হিসাব ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা/কু-ঋণ ৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে)		৫০০	৫০০

১২। **ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন :**

১. জনতা ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলা হল ২০,০০০ টাকা।
২. ব্যাংকে জমা দেওয়া হল ১০,০০০ টাকা।
৩. প্রাপ্য হিসাবের ১০,০০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা প্রদান করেন।
৪. ব্যাংক থেকে কারবারের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ১০,০০০ টাকা।
৫. ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ৫,০০০ টাকা।
৬. ব্যাংক সুদ ধার্য করেছে ১,০০০ টাকা।
৭. ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ৫০০ টাকা।
৮. ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ১,০০০ টাকা।
৯. মি. কামালের নিকট পাওনা ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল।
১০. মি. কামালের নিকট প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসল।

১১. ব্যাংকে জমাকৃত ৫,০০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসল।
১২. ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় পথিমধ্যে ৫০০ টাকা হারিয়ে গেল।
১৩. ব্যাংক থেকে উত্তোলনের পর ১,০০০ টাকা হারিয়ে গেল।
১৪. কামালের নিকট প্রাপ্য ৫,০০০ টাকার একটি ক্রস্ চেক পাওয়া গেল।
১৫. আসলামকে তার পাওনা ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ৯,৮০০ টাকার চেক প্রদান করা হল।
১৬. চেকের মাধ্যমে ভাড়া প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
১৭. রহিমের নিকট ১,০০০ টাকর চেক পেয়ে তা কামালকে প্রদান করা হল।
১৮. যন্ত্রপাতি ক্রয় করে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ ২০,০০০ টাকা।
১৯. ব্যাংকের মাধ্যমে লভ্যাংশ আদায় ২,০০০ টাকা।
২০. ব্যাংক থেকে ৫,০০০ টাকা উত্তোলন যার ২০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়।
২১. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ২,০০০ টাকা উত্তোলন যার ৩০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (জনতা ব্যাংক) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	জনতা ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (জনতা ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলা হল ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংকে জমা দেওয়া হল ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	১০,০০০
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (একজন দেনাদার যার নিকট ১০,০০০ টাকা পাওনা তিনি সরাসরি উক্ত টাকা ব্যাংকে জমা প্রদান করেন)		১০,০০০	১০,০০০
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	নগদান হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক থেকে কারবারের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ১০,০০০ টাকা)		১০,০০০	১০,০০০
৫	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ৫,০০০ টাকা)		৫,০০০	৫,০০০
৬	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক চার্জ) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক সুদ ধার্য করেছে ১,০০০ টাকা)		১,০০০	১,০০০

৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) রাজস্ব বৃদ্ধি ↓ (ব্যাংক সুদ)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক সুদ হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ৫০০ টাকা)		৫০০	৫০০
৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক সুদ) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ১,০০০ টাকা)		১,০০০	১,০০০
৯	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) খরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট বাট্টা হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব-কামাল ক্রেডিট (মিঃ কামালের নিকট পাওনা ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল)		৯,৫০০ ৫০০	১০,০০০
১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	প্রাপ্য হিসাব-কামাল ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (মিঃ কামালের নিকট প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসল)		৯,৫০০	৯,৫০০
১১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংকে জমাকৃত ৫,০০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসল)		৫,০০০	৫,০০০
১২	ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ ক্ষতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় পথিমধ্যে ৫০০ টাকা হারিয়ে গেল)		৫০০	৫০০
১৩	ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ ক্ষতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক থেকে উত্তোলনের পর ১,০০০ টাকা হারিয়ে গেল)		১,০০০	১,০০০
১৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব-কামাল ক্রেডিট (কামালের নিকট প্রাপ্য ৫,০০০ টাকার একটি ক্রস চেক পাওয়া গেল)		৫,০০০	৫,০০০
১৫	দায় হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	প্রদেয় হিসাব-আসলাম ডেবিট বাট্টা হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (পাওনাদার আসলামকে তার পাওনা ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৮০০ টাকার চেক প্রদান করা হল)		১০,০০০	২০০ ৯,৮০০

১৬	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ভাড়া) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	ভাড়া হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (চেকের মাধ্যমে ভাড়া প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা)		১,০০০	১,০০০
১৭	দায় হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব) সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	কামাল হিসাব ডেবিট রহিম হিসাব ক্রেডিট (রহিমের নিকট ১,০০০ টাকর চেক পেয়ে তা কামালকে প্রদান করা হল ।)		১,০০০	১,০০০
১৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (যন্ত্রপাতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (যন্ত্রপাতি ক্রয় করে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
১৯	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (লভ্যাংশ)	ব্যাংক হিসাব ডেবিট লভ্যাংশ হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংকের মাধ্যমে লভ্যাংশ আদায় ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
২০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) ক্ষতি বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ ক্ষতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	নগদান হিসাব ডেবিট বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যাংক থেকে ৫,০০০ টাকা উত্তোলন যার ২০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়)		৪,৮০০ ২০০	৫,০০০
২১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ২,০০০ টাকা উত্তোলন যার ৩০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়)		২,০০০	২,০০০

১৩। মালিকের উত্তোলন :

১. মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন।
২. মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন করে ২,০০০ টাকা।
৩. কারবার থেকে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
৪. জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান ১,০০০ টাকা।
৫. মালিকের ছেলের স্কুলের বেতন কারবার হতে প্রদান ২০০ টাকা।
৬. ম্যানেজারের বিয়েতে কারবার থেকে উপহার প্রদান করা হল ২,০০০ টাকা।
৭. আয়কর প্রদান ২,০০০ টাকা।
৮. মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারবার থেকে ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন।
৯. বিক্রয়মূল্যে মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
১০. ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে মালিক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন।
১১. ৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি মালিকের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হল।
১২. বাড়ি ভাড়া প্রদান ২,০০০ টাকা (অর্ধেক মালিক বসবাস করেন)।
১৩. আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা (অর্ধেক মালিকের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন)।
১৪. ধারে পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ২,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।
১৫. নগদে পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন)		১০,০০০	১০,০০০
২	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট (মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন করেন)		২,০০০	২,০০০
৩	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (কারবার থেকে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা)		৫,০০০	৫,০০০
৪	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান ১,০০০ টাকা)		১,০০০	১,০০০
৫	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (মালিকের ছেলের স্কুলের বেতন প্রদান ২০০ টাকা)		২০০	২০০
৬	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ম্যানেজারের বিয়েতে উপহার কারবার থেকে পরিশোধ করা হল ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
৭	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (আয়কর প্রদান ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
৮	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারবার থেকে ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন)		১,০০০	১,০০০
৯	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয় মূল্য মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
১০	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে মালিক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে)		১০,০০০	১০,০০০

১১	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব ডেবিট		৫,০০০	
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৫,০০০
		(৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি মালিকের ব্যক্তিগত ব্যাংকে হিসাবে জমা দেওয়া হল)			
১২	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব ডেবিট		১,০০০	
	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ভাড়া)	ভাড়া হিসাব ক্রেডিট		১,০০০	
		নগদান হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	(বাড়ি ভাড়া প্রদান ২,০০০ টাকা (যার অর্ধেক মালিক বসবাস করেন)			
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট		১০,০০০	
		উত্তোলন হিসাব ডেবিট		১০,০০০	
	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	নগদান হিসাব ক্রেডিট			২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	(আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা। (যার অর্ধেক মালিকের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করবেন)			
৪	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব ডেবিট		২,০০০	
	খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট			২,০০০
		(ধারে পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ২,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য)			
১৫	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব ডেবিট		১,০০০	
	খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট			১,০০০
		(পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য)			

১৪। ভ্যাট সংক্রান্ত লেনদেনঃ

১. ১৫% ভ্যাটসহ পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
২. ১৫% ভ্যাটসহ পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
৩. ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫% ভ্যাট প্রদান করা হল।
৪. ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হল এবং ১৫% ভ্যাট আদায় করা হল।
৫. ১৫% ভ্যাটসহ সরবরাহ দ্রব্য ক্রয় ২,০০০ টাকা।
৬. ১৫% ভ্যাটসহ আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৭. ১০,০০০ টাকার কলকব্জা ক্রয় করে ৫০০ টাকা ভ্যাট প্রদান করা হল।
৮. ভ্যাট পরিশোধ করা হল ১,০০০ টাকা।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ভ্যাট) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ক্রয় হিসাব ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাব $১০,০০০\times\frac{১৫}{১১৫}$ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১৫% ভ্যাটসহ পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা		৮,৬৯৬ ১,৩০৪	 ১০,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) দায় বৃদ্ধি ↑ (ভ্যাট) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাব $১৫০০০\times\frac{১৫}{১১৫}$ ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (১৫% ভ্যাটসহ পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা)		১৫,০০০	 ১৯৫৭ ১৩০৪৩
৩	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ভ্যাট) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ক্রয় হিসাব ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাব (৫০০০×৫%) ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫% ভ্যাট প্রদান করা হল)		৫,০০০ ৭৫০	 ৫,৭৫০
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) দায় বৃদ্ধি ↑ (ভ্যাট) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হল এবং ১৫% ভ্যাট আদায় করা হল)		১১,৫০০	 ১,৫০০ ১০,০০০
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (মনিহারি) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	সরবরাহ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১৫% ভ্যাটসহ মনিহারী দ্রব্য ক্রয় ২,০০০ টাকা)		২,০০০	 ২,০০০
৬	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১৫% ভ্যাটসহ আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	 ২০,০০০
৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (কলকব্জা) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	কলকব্জা হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১০,০০০ টাকার কলকব্জা ক্রয় করে ৫০০ টাকা ভ্যাট প্রদান করা হল)		১০,৫০০	 ১০,৫০০
৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ভ্যাট চলতি) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ভ্যাট পরিশোধ করা হল)		১,০০০	 ১,০০০

ক্রয় সংক্রান্ত :

১ রহিমের নিকট হতে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল।
২ ফয়সালের নিকট হতে ৮,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল।
৩ ১০% বাট্টায় নগদে ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৪ ৫% বাট্টায় ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় হিসাব)	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব-রহিম ক্রেডিট (রহিমের নিকট হতে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল)		৯,০০০	৯,০০০
২	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ফয়সালের নিকট হতে ৮,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল)		৭,২০০	৭,২০০
৩	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১০% বাট্টায় নগদে ক্রয় ২০,০০০ টাকা)		১৮,০০০	১৮,০০০
৪	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ক্রয়) দায় বৃদ্ধি ↑ (প্রদেয় হিসাব)	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট (৫% বাট্টায় ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা)		৪,৭৫০	৪,৭৫০

বিক্রয় সংক্রান্ত:

১ ফয়সালের নিকট পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা এবং ১০% বাট্টা প্রদান করা হল।
২ মৌসুমীর নিকট ১০% বাট্টায় নগদে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
৩ ১০% বাট্টায় নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
৪ ৫% বাট্টায় ধারে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	প্রাপ্য হিসাব-ফয়সাল ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (ফয়সালের নিকট ২০,০০০ টাকার পণ্য ১০% বাট্টায় বিক্রয় করা হল)		১৮,০০০	১৮,০০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মৌসুমীর নিকট ১০% বাট্টায় নগদে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা)		১৩,৫০০	]১৩,৫০০

৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট		৯,০০০	
		বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৯,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	(১০% বাট্টায় নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)			
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব)	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট		৯,৫০০	
		বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	(৫% বাট্টায় ধারে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)			৯,৫০০

১৬। নগদ বাট্টা সংক্রান্ত লেনদেন:

১ বাট্টা প্রদত্ত হল ২০০ টাকা।

২ নাবিলের নিকট পাওনার ৫,০০০ টাকার পূর্ণনিস্পত্তি সাপেক্ষে ৪,৯০০ টাকা পাওয়া গেল।

৩ ফয়সালের নিকট হতে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১০০ টাকা বাট্টা প্রদান করা হল।

৪ বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।

৫ মৌসুমীর পাওনা ৪,০০০ টাকার পূর্ণনিস্পত্তি সাপেক্ষে ৩,৯০০ টাকা প্রদান করা হল।

৬ ধ্রুব এর পাওনা ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হল এবং বাট্টা পাওয়া গেল ৫০০ টাকা।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	বাট্টা হিসাব ডেবিট		২০০	
		প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট			
	সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	(বাট্টা প্রদত্ত হল ২০০ টাকা)			২০০
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট		৪,৯০০	
		বাট্টা হিসাব ডেবিট		১০০	
	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	প্রাপ্য হিসাব-নাবিল ক্রেডিট			
		(নাবিলের নিকট পাওনার ৫,০০০ টাকার			৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	পূর্ণনিস্পত্তি সাপেক্ষে ৪,৯০০ টাকা পাওয়া গেল)			
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট		৫,০০০	
		বাট্টা হিসাব ডেবিট		১০০	
	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	ফয়সাল হিসাব ক্রেডিট			৫,১০০
		(ফয়সালের নিকট হতে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল			
	সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	এবং ১০০ টাকা বাট্টা প্রদান করা হল)			
৪	দায় হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব)	প্রদেয় হিসাব ডেবিট		২০০	
		বাট্টা হিসাব ক্রেডিট			২০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	(বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।)			

৫	দায় হ্রাস ↓ (প্রদেয়)	প্রদেয় হিসাব-মৌসুমী ডেবিট		৪,০০০	
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	বাট্টা হিসাব ক্রেডিট		১০০	
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	নগদান হিসাব ক্রেডিট (মৌসুমীর পাওনা ৪,০০০ টাকার পূর্ণ নিস্পত্তি সাপেক্ষে ৩,৯০০ টাকা প্রদান করা হল)			৩,৯০০
৬	দায় হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব)	প্রদেয় হিসাব-ধ্রুব ডেবিট		৩,৫০০	
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	বাট্টা হিসাব ক্রেডিট			৫০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	নগদান হিসাব ক্রেডিট (ধ্রুব এর পাওনা ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হল এবং ৫০০ টাকা বাট্টা পাওয়া গেল)			৩,০০০

১৭। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জাবেদাঃ

লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ইমপেরিয়ালের ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নোক্ত লেনদেন সংঘটিত হয়েছে। লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

জানুয়ারী-১ ৫০ টাকা করে ২০০ সদস্যের চাঁদা পাওয়া গেল।
২ বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা ২০০ টাকা আদায় হয়েছে।
৩ ৩ জন সদস্য ৫০ টাকা করে ২০০৯ সালের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে।
৪ সচিবের সম্মানী প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
৫ আসবাবপত্র ক্রয় করা হল ২,৫০০ টাকা।
৬ নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রদান করা হল ৮,০০০ টাকা।
৭ নাট্যাভিনয়ের টিকেট বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
৮ রক্তদান কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা হল ১০,০০০ টাকা।
৯ অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা।
১০ জেলা গভর্ণরের তহবিলে চাঁদা প্রদান ২০,০০০ টাকা।
১১ বন্যার্তদের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাপ্ত তহবিল ১,০০,০০০ টাকা।
১২ বন্যার্তদের জন্য সাহায্য প্রদান ৮০,০০০ টাকা।
১৩ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় ২,০০০ টাকা।

লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ইম্পেরিয়াল
জাবেদা

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	বিবরণ	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট		১০,০০০	
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (চাঁদা)	চাঁদা আয় হিসাব ক্রেডিট (চাঁদা পাওয়া গেল)			১০,০০০

২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট	২০০	
		বকেয়া চাঁদা হিসাব ক্রেডিট		২০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (বকেয়া চাঁদা)	(বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা পাওয়া গেল)		
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট	১৫০	
		অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট		১৫০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (অগ্রিম প্রাপ্তি)	(অগ্রিম চাঁদা পাওয়া গেল)		
৪	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বেতন)	সম্মানী (বেতন) হিসাব ডেবিট	১,০০০	
		নগদান হিসাব ক্রেডিট		১,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	(সচিবের সম্মানী প্রদান করা হল)		
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র)	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট	২,৫০০	
		নগদান হিসাব ক্রেডিট		২,৫০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	(আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করা হল)		
৬	খরচ বৃদ্ধি ↑ (নাট্যাভিনয় খরচ)	নাট্যাভিনয় খরচ হিসাব ডেবিট	৮,০০০	
		নগদান হিসাব ক্রেডিট		৮,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	(নাট্যাভিনয় খরচ প্রদান করা হর)		
৭	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট	১২,০০০	
		নাট্যাভিনয় আয় হিসাব ক্রেডিট		১২,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (নাট্যাভিনয় প্রাপ্তি)	(নাট্যাভিনয়ের টিকেট বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।)		
৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (রক্তদান কর্মসূচী)	রক্তদান কর্মসূচীর খরচ হিসাব ডেবিট	১০,০০০	
		নগদান হিসাব ক্রেডিট		১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	(রক্তদান কর্মসূচীর জন্য প্রদান করা হল)		
৯	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব ডেবিট	৫০,০০০	
		অনুদান হিসাব ক্রেডিট		৫০,০০০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (অনুদান)	(অনুদান পাওয়া গেল)		
১০	খরচ বৃদ্ধি ↑ (চাঁদা)	গভর্ণর চাঁদা হিসাব ডেবিট	২০,০০০	
		নগদান হিসাব ক্রেডিট		২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	(গভর্ণর তহবিলে চাঁদা দেওয়া হল।)		

১১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) দায় বৃদ্ধি ↑ (ত্রাণ তহবিল)	নগদান হিসাব ডেবিট ত্রাণ তহবিল হিসাব ক্রেডিট (বন্যার্তদের জন্য সাহায্য বাবদ নগদ টাকা পাওয়া গেল।)		১,০০,০০০	১,০০,০০০
১২	দায় হ্রাস ↑ (ত্রাণ তহবিল) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	ত্রাণ তহবিল ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (বন্যার্তদের ত্রাণ হিসাবে নগদ টাকা প্রদান।)		৮০,০০০	৮০,০০০
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ আয়)	নগদান হিসাব ডেবিট বিবিধ আয় হিসাব ক্রেডিট (পুরাতন খরচের কাগজ বিক্রয় করা হল।)		২,০০০	২,০০০

১৮। আবহানী ক্লাব লিমিটেডের ২০০৮ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ জাবেদা দাখিলা দেখাও।

মার্চ- ১ চাঁদা হিসাবে প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা।
৫ কর্মচারীদের বেতন প্রদান ১০,০০০ টাকা।
৮ বিবিধ খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা ।
১০ খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
১৫ চ্যারিটির জন্য খরচ প্রদান- ২,০০০ টাকা।
১৮ বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
২০ চ্যারিটি শো থেকে প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা।
২৫ আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হল ৫,০০০ টাকা।
২৭ মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
২৮ টেলিফোন ও ডাক খরচ প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা।

সমাধান:

আবহানী ক্লাব লিমিটেড
জাবেদা

তারিখ	প্রতিক্রিয়া	বিবরণ	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০০৮ মার্চ-১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (চাঁদা)	নগদান হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট (চাঁদা পাওয়া গেল।)		৫০,০০০	৫০,০০০
,, ৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বেতন) সম্পদ হ্রাস ↑ (নগদ)	বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (বেতন প্রদান করা হল।)		১০,০০০	১০,০০০
,, ৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বিবিধ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	বিবিধ খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (খরচ প্রদান করা হল।)		১,০০০	১,০০০

,, ১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (খেলাধুলার সরঞ্জাম) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	খেলাধুলার সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় করা হল।)		২০,০০০	২০,০০০
,, ১৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (চ্যারিটি) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	চ্যারিটি খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (চ্যারিটির জন্য খরচ প্রদান করা হল।)		২,০০০	২,০০০
,, ১৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)	নগদান হিসাব ডেবিট বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট (বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল।)		১,০০০	১,০০০
,, ২০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (চ্যারিটি শো)	নগদান হিসাব ডেবিট চ্যারিটি শো প্রাপ্তি হিসাব ক্রেডিট (চ্যারিটি শো থেকে পাওয়া গেল।)		১০,০০০	১০,০০০
,, ২৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (আপ্যায়ন) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	আপ্যায়ন খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হল।)		৫,০০০	৫,০০০
,, ২৭	খরচ বৃদ্ধি ↑ (মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রদান করা হল।)		১,০০০	১,০০০
,, ২৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ডাক ও তার) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ডাক ও তার খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ডাক ও তার খরচ প্রদান করা হল।)		১০,০০০	১০,০০০

১৯। ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বনানী ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম ৩ মাসে উক্ত ক্লাবের লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা দাও।

জানুয়ারী- ১ ১০০ জন সদস্য প্রতিজন ৫০০ টাকা ভর্তি ফি প্রদান করেন।
১০ খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল ক্রয় ১,০০০ টাকা।
২০ একজন সচিব মাসে ৫,০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হল।
২৫ ৫০ জন সদস্যদের নিকট থেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা পাওয়া গেল।
৩১ সচিবের মাসিক বেতন প্রদান করা হল।
ফেব্রুয়ারি- ১০ সমাজের বিত্তবানদের নিকট থেকে ১,০০,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল।
২০ ম্যাগাজিন বাবদ ব্যয় করা হল ২০,০০০ টাকা।
মার্চ - ৫ খেলাধুলার জন্য মাঠ ভাড়া নেওয়ার ১০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।
১৫ খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্য ২০,০০০ টাকা বেতনে কোচ নিয়োগ প্রদান করে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।
২০ ক্লাবের জন্য ২,০০০ টাকা অফিস ভাড়া নেওয়া হল এবং ১ম মাসের ভাড়া প্রদান করা হল।
২৮ আরো ২০ জন সদস্য ৫০০ টাকা করে ভর্তি ফি প্রদান করে ক্লাবের সদস্য হল।

সমাধানঃ

বনানী ক্লাব

জাবেদা

তারিখ	প্রতিক্রিয়া	বিবরণ	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০০৮ জানুয়ারী-০১	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (ভর্তি ফি)	নগদান হিসাব ডেবিট ভর্তি ফি হিসাব ক্রেডিট (ভর্তি ফি পাওয়া গেল)		৫০,০০০	৫০,০০০
১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (সরবরাহ) নগদ হ্রাস ↓ (নগদ)	সরবরাহ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (সরবরাহ বাবদ প্রদান করা হল)		১,০০০	১,০০০
২০		লেনদেন নয়।			
২৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (চাঁদা)	নগদান হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট (চাঁদা পাওয়া গেল)		১০,০০০	১০,০০০
৩১	খরচ বৃদ্ধি ↑ (বেতন) নগদ হ্রাস ↓ (নগদ)	সচিবের বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (সচিবের বেতন প্রদান কর হল)		৫,০০০	৫,০০০
ফেব্রুয়ারি: ১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ) দায় বৃদ্ধি ↑ (অনুদান)	নগদান হিসাব ডেবিট অনুদান হিসাব ক্রেডিট (অনুদান হিসাবে নগদ টাকা পাওয়া গেল)		১,০০,০০০	১,০০,০০০
২০	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ম্যাগাজিন) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ম্যাগাজিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ম্যাগাজিনের জন্য প্রদান করা হল)		২০,০০০	২০,০০০
মার্চ-৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (অগ্রিম) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	অগ্রিম মাঠ ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম মাঠভাড়া প্রদান করা হল)		১০,০০০	১০,০০০
১৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (অগ্রিম ভাড়া) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	অগ্রিম বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (প্রশিক্ষককে অগ্রিম বেতন প্রদান করা হল)		৫,০০০	৫,০০০

,, ২০	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ভাড়া) সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ভাড়া প্রদান করা হল)		২,০০০	২,০০০
,, ২৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান) রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (ভর্তি ফি)	নগদান হিসাব ডেবিট ভর্তি ফি হিসাব ক্রেডিট (ভর্তিফি পাওয়া গেল)		১০,০০০	১০,০০০

সাধারণ জাবেদা (অনুশীলনী)

১। লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ইমপেরিয়ালের ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত লেনদেন সংঘটিত হয়েছে।

জানুয়ারিঃ

১ ৫০ টাকা করে ২০০ সদস্যের চাঁদা পাওয়া গেল।
২ বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা ২০০ টাকা আদায় হয়েছে।
৩ ৩ জন সদস্য ৫০ টাকা করে ২০০৯ সালের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে।
৪ সচিবের সম্মানী প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
৫ আসবাবপত্র ক্রয় করা হল ২,৫০০ টাকা।
৬ নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রদান করা হল ৮,০০০ টাকা।
৭ নাট্যাভিনয়ের টিকেট বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
৮ রক্তদান কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা হল ১০,০০০ টাকা।
৯ অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা।
১০ জেলা গভর্ণরের তহবিলে চাঁদা প্রদান ২০,০০০ টাকা।
১১ বন্যার্তদের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাপ্ত তহবিল ১,০০,০০০ টাকা।
১২ বন্যার্তদের জন্য সাহায্য প্রদান ৮০,০০০ টাকা।
১৩ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় ২,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. জানুয়ারি ১ থেকে ৪ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।
খ. ৫ থেকে ৯ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. ৯ থেকে ১৩ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

২। আবহানী ক্লাব লিমিটেডের ২০১৩ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ।

মার্চ -১ চাঁদা হিসাবে প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা।
৫ কর্মচারীদের বেতন প্রদান ১০,০০০ টাকা।
৮ বিবিধ খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা ।
১০ খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
১৫ চ্যারিটির জন্য খরচ প্রদান- ২,০০০ টাকা।
১৮ বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
২০ চ্যারিটি শো থেকে প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা।
২৫ আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হল ৫,০০০ টাকা।
২৭ মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
২৮ টেলিফোন ও ডাক খরচ প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ১ থেকে ১৫ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. ১৮ থেকে ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বনানী ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম ৩ মাসে উক্ত ক্লাবের লেনদেনসমূহ নিম্নরুপঃ

জানুয়ারী-১ ১০০ জন সদস্য প্রতিজন ৫০০ টাকা ভর্তি ফি প্রদান করেন।

১০ খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল ক্রয় ১,০০০ টাকা।

২০ একজন সচিব মাসে ৫,০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হল।

২৫ ৫০ জন সদস্যদের নিকট থেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা পাওয়া গেল।

৩১ সচিবের মাসিক বেতন প্রদান করা হল।

ফেব্রুয়ারি-১০ সমাজের বিত্তবানদের নিকট থেকে ১,০০,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল।

২০ ম্যাগাজিন বাবদ ব্যয় করা হল ২০,০০০ টাকা।

মার্চ- ৫ খেলাধুলার জন্য মাঠ ভাড়া নেওয়ার ১০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।

১৫ খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্য ২০,০০০ টাকা বেতনে কোচ নিয়োগ প্রদান করে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।

২০ ক্লাবের জন্য ২,০০০ টাকা অফিস ভাড়া নেওয়া হল এবং ১ম মাসের ভাড়া প্রদান করা হল।

২৮ আরো ২০ জন সদস্য ৫০০ টাকা করে ভর্তি ফি প্রদান করে ক্লাবের সদস্য হল।

৩১ প্রশিক্ষকের এক মাসের বেতন সমন্বয় পূর্বক অবশিষ্ট টাকা দেওয়া হলো।

ক. জানুয়ারি মাসে মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. জানুয়ারি মাসের সকল লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব হাবিবের হিসাব বইতে নিম্লোক্ত লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়:

২০১৩

মার্চ ১ জনাব হাবিব ৩০,০০০ টাকা মূলধন বাবদ আনয়ন করেন।

৩ ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

৫ জনাব রহিমের নিকট পণ্য বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (এর মধ্যে নগদে ৩০%, চেক মারফত ২০% এবং ধারে ৫০%)।

৭ আফজালের নিকট হতে ব্যবসায়ের জন্য ৫,০০০ টাকা ঋণ নেয়া হল।

১০ মোটরগাড়ী ক্রয় ২০,০০০ টাকা।

১৫ ভাড়া প্রদান করা হল ৬,০০০ টাকা।

২০ চেক মারফত ১০,০০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয়।

২৩ কবিরের নিকট মাল বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।

২৫ প্রাপ্য বিলের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় করা হল ৫,০০০ টাকা।

২৮ উপ-ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।

২৯ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ২,০০০ টাকা।

ক. মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেনটির জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. মার্চ ১ থেকে ১০ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

গ. মার্চ ১৫ তারিখ থেকে ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি জনাব আব্দুল কুদ্দুস নগদ ৫০,০০০ টাকা ও বন্ধু রিফাতের নিকট হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ে সম্পাদিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল:

২০১৩

জানুয়ারী-৩	ব্যাংকে ৩০,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হল।
৫	নগদে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল।
৭	হোসেন ব্রাদার্স এর নিকট মাল বিক্রয় নগদে ৭,০০০ টাকা।
৯	চা, বিস্কুট ও কোকাকোলা ক্রয় করে আপ্যায়ন করা হল ১৫০ টাকা।
১১	আন্ত:ফেরত ১,২০০ টাকা।
১৩	বিজ্ঞাপন বাবদ পিকাসো এ্যাডকে অগ্রিম প্রদান ৪,০০০ টাকা।
১৫	১০% সরকারি বন্ড ক্রয় করা হল ১০,০০০ টাকা।
১৭	অনাদায়ী পাওনা ধার্য হল ৩০০ টাকা।
১৮	মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ২,০০০ টাকা উঠানো হলো।
২০	৩,৫০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকার একটি চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হল।
৩০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ২০০ টাকা।

ক. মূলধন জাতীয় আয় ও ব্যয়ের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. যে সকল লেনদেনগুলো দ্বারা মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করে না তাদের জাবেদা দাখিলা দাও।

৬। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

মি. মুকুল মোট ১,০০,০০০ টাকা (নগদ ৪০,০০০ টাকা, পণ্য দ্রব্য ৩০,০০০ টাকা এবং আসবাবপত্র ৩০,০০০ টাকা) মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করল। ২০১৩ সালের মে মাসে তাঁর ব্যবসায়ে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়েছে :

২০১৩		<u>টাকা</u>
মে-৩	ঢাকা ব্যাংকে হিসাব খোলা হল	৩০,০০০
৪	আসবাবপত্র ক্রয় করা হল	৪,০০০
৫	লিটু এর নিকট হতে পণ্য ক্রয়	২০,০০০
৭	নগদে পণ্য ক্রয়	৮,০০০
১০	রিয়াজের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয়	১০,০০০
১১	নগদ বিক্রয়	১০,০০০
১২	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন	৫,০০০
১৪	রিয়াজের নিকট হতে একখানি চেক পাওয়া গেল	৮,০০০

১৫	আসবাবপত্রের অবচয় ধার্য করা হল	৭০০
১৯	বাবুলকে নগদ প্রদত্ত হল	৫,০০০
২১	ব্যাংকে জমা দেয়া হল	১০,০০০
২৩	রিয়াজের নিকট হতে ইতিপূর্বে প্রাপ্ত চেক প্রত্যাখ্যাত হল	৮,০০০
২৪	ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা ছিনতাই হল	১,০০০
২৫	ব্যাংক হতে ৬,০০০ টাকা উত্তোলন করে বেতন প্রদত্ত হল	৫,০০০
২৬	আয়কর প্রদত্ত হল	৩,০০০
২৭	বেতন বকেয়া রয়েছে	২,০০০
২৮	বিজ্ঞাপন খরচ প্রদত্ত হল	৪,০০০
২৯	অগ্রিম মজুরি প্রদান	২,০০০
৩০	নোটে স্বীকৃতি প্রদান করা হল	৬,০০০
৩১	চেক মারফত বাড়ি ভাড়া প্রদান	৩,০০০

করণীয়: ক. ১০ তারিখ পর্যন্ত লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

খ. ১১ তারিখ থেকে ২৪ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. অবশিষ্ট লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

বিশেষ জাবেদা (অনুশীলনী)

১। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ঢাকার মিতালী ট্রেডার্স, ফরিদপুরের শাওন এন্টারপ্রাইজের নিকট ৩০-৫-২০১৩ তারিখে নিম্নোক্ত পণ্য ধারে বিক্রয় করেন।

১০০ খানা লুঙ্গি প্রতি খানা ১২০ টাকা করে।

১০ ডজন গেঞ্জি প্রতিটি ৩৫ টাকা করে।

৫০টি টি-শার্ট প্রতিটি ৪০ টাকা করে।

চালনা নং ৫০৭; কারবারী বাট্টা ১০%

ক. মিতালী ট্রেডার্সের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. মিতালী ট্রেডার্সের একটি চালান তৈরি কর।

গ. শাওন এন্টারপ্রাইজের ক্রয় জাবেদায় লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ কর।

২। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

নিপ্পন ট্রেডার্স, গুলশান, ঢাকা নিম্নোক্ত পণ্য জামালপুরের পার্থ ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় করেন।

১০০ প্যাকেট কলম প্রতি প্যাকেট ১২০ টাকা করে।

২০০ ডজন পেন্সিল প্রতিটি ১০ টাকা করে।

৭০ প্যাকেট মার্কার প্রতিটি ৫০ টাকা করে। (১০টি = ১ প্যাকেট)

ক. নিপ্পন ট্রেডার্সের লেনদেনগুলো ধারে বিক্রয় ধরে বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. নিপ্পন ট্রেডার্সের লেনদেনগুলো নগদে বিক্রয় করা হয়েছে ধরে একটি ক্যাশ মেমো প্রস্তুত কর।

গ. ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলোর জন্য ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

৩। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

গোমতী ট্রেডার্সেও নিম্নের কাতিপয় লেনদেন দেওয়া হলোঃ

২০১৩

জানুয়ারি–৫	নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।
৭	বেতন প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা।
১০	বিক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।
১৫	ভাড়া প্রদান করা হলো ২০০ টাকা।
১৮	অনাদায়ী পাওনা লেখা হলো ১০০ টাকা।
২০	আসবাবপত্রের অবচয় ধার্য করা হলো ১২০ টাকা।

ক. জার্নল ভাউচারে লিপিবদ্ধ হবে এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. গোমতী ট্রেডার্সের ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

গ. গোমতী ট্রেডার্সের ক্রেডিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

৪। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

মতিমতি ট্রেডার্সের হিসাব বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পাওয়া গেল।

২০১৩

জানুয়ারি-১০	মিল্লাত স্টোর অর্ডার অনুসারে পণ্য সরবরাহ না করায় তাদের ৫০০ খানা শাড়ী, যার প্রতিটির মূল্য ২৫০ টাকা তা ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট-২০৫।
২০	নাসাকা ট্রেডার্সের নমুনা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ না করায় ৫০ খানা লুঙ্গি যার প্রতিটির মূল্য ১৭০ টাকা তা ফেরত এসেছে। ক্রেডিট নোট-১০৫।
২৫	আসমা এন্টারপ্রাইজ প্রতিটি ১২০ টাকা করে ২০০টি টি-শার্টের মূল্য বেশী নির্ধারণের জন্য ফেরত পাঠায়। ক্রেডিট নোট ২১০।
৩১	তাকওয়া ট্রেডার্সের নিকট ক্রয়কৃত ৩২০টি জামা যার প্রতিটির মূল্য ৩২০ টাকা ক্রয় করা হয়। যার মধ্যে ৭০টি ক্রুটিপূর্ণ থাকায় ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট ৩২৭।

ক. ক্রয় ফেরত হিসাবে কত টাকা ক্রেডিট করতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত কর।

গ. একটি ক্রেডিট নোট প্রস্তুত কর।

৫। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের মার্চ মাসের তিতাস ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

২০১৩

মার্চ– ১ নগদে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।

১০ বেতন প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা

১৫ পণ্য ক্রয় করা হলো ৪,০০০ টাকা

২০ ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।

২৫ নগদে বিক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।

ক. কত টাকার জন্য ক্যাশ মেমো প্রস্তুত করতে হবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. একটি ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

গ. একটি ক্রেডিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

৬। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের জুন মাসের তিস্তা ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

২০১৩

জুন - ১ নগদে বিক্রয় ৫৮,০০০ টাকা

১০ আসিফের নিকট ২/১০ এন,৩০ শর্তে পণ্য বিক্রয় করে বিক্রয়ের ৮ম দিনে নগদ ৭৮,৪০০ টাকা পাওয়া গেছে।

১৫ আসলামের নিকট থেকে ৮০,০০০ টাকার পণ্য ২/১০, এন ২৫ শর্তে বিক্রয় করা হলো।

২৭ আসলামের নিকট থেকে টাকা পাওয়া গেল।

২৮ আজিজের নিকট ৭৫,০০০ টাকার পণ্য ২/১৫ এন ৩৫ শর্তে বিক্রয় করা হলো।

৩০ নগদে আসাবাপপত্র ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা

করণীয়ঃ

ক. ১০ জুন কত টাকা বাট্টা প্রদান করা হয়েছে তা নির্ণয় কর।

খ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

৭। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নয়ন ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন ছিল নিম্নরূপঃ

২০১৩

ফেব্রুয়ারি- ১ জানুয়ারি ২৮ তারিখে কামালের নিকট ১০,০০০ টাকার পণ্য ২/১০, এন ৩৬ শর্তে বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেল।

১০ আকাশের নিকট ফেব্রুয়ারি ২ তারিখে ১/১০, এন ২০ শর্তে ৮,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হয়েছিল যার টাকা পরিশোধ করা হলো।

১২ ধার পণ্য বিক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা। শর্ত ৩/১০, এন ২০।

১৫ বেতন প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা।

২৭ বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ১,৫০০ টাকা।

২৮ কামাল ট্রেডার্সের নিকট ৮,০০০ টাকার পণ্য ২/১০, এন ৪০ শর্তে ক্রয় করা হলো।

৩০ আসবাবপত্রে অবচয় ধার্য করা হলো ২,০০০ টাকা।

৩০ ১২ তারিখের টাকা পাওয়া গেল।

৩০ ২৮ তারিখের টাকা পরিশোধ করা হলো।

৩০ বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ করা হলো ২,০০০ টাকা।

৩০ নগদ বিক্রয় করা হলো ১৫,৮০০ টাকা।

৩০ নগদ ক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।

ক. জার্নল ভাউচারে অন্তর্ভুক্ত হবে এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

৮। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**
২০১৩ সালের জুন মাসে যমুনা ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

জুন - ২ কামালের নিকট থেকে ২/১০, এন ৩০ শর্তে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।

১০ কামালের নিকট থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হলো। ডেবিট নোট নং ২০১।

১২ আমীনের নিকট থেকে ১৫,০০০ টাকার পণ্য ২/১৫ এন ৩০ শর্তে ক্রয় করা হলো।

১৫ ১২ তারিখের ক্রয়কৃত পণ্যের ১,০০০ টাকার পণ্য ত্রুটিপূর্ণ থাকায় ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট -২০৫।

ক. নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত কর।

৯। **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**
আহসান ট্রেডার্সের ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো।

২০১৩

ফেব্রুয়ারি-১ ৩০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।

২ নগদ বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা।

৩ আদমের নিকট ধারে বিক্রয় ৫,৫০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

৯ শান্তার নিকট ধারে বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

১২ আকাশের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

১৩ আদমের নিকট থেকে টাকা পাওয়া গেল।

২৬ শান্তার নিকট থেকে টাকা পাওয়া গেল।

২৮ আনাম এন্টারপ্রাইজের নিকট ধারে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা । শর্ত ২/১০, এন ৩০।

ক. ফেব্রুয়ারি মাসের বিক্রয়ের উপর সম্ভাব্য মোট কত টাকা বাট্টা প্রদান করতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

১০। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের মার্চ মাসে মাহিন ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো।

২০১৩

মার্চ-১ ম্যানসনের নিকট ধারে পণ্য ক্রয় ১৮,৫০০ টাকা, শর্ত ২/১০, এন ৩০।

২ প্রকাশের নিকট ধারে ৯,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালন নং ২০৪। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

৩ ধারে বিকাশের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ৪,২০০ টাকা।

৯ ধারে সরবরাহ ক্রয় ১,০০০ টাকা।

১২ ধারে গ্রিন কর্পোরেশনের নিকট পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা। চালান নং ২০৬। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

ক. সাধারণ জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হবে এমন লেনদেনগুলের জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

নগদান বই (অনুশীলনী)

১। শাওন-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে একখানি দুঘরা নগদান বই তৈরি কর।

২০১৩

জানু.- ১, প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৪,৫০০ টাকা এবং প্রারম্ভিক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৪,৭০০ টাকা।

৩, চেকের মাধ্যমে কলকব্জা ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

৫, নগদ পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা এবং নগদ পণ্য বিক্রয় ৩,০০০ টাকা।

৭ জাফর অ্যান্ড কোং এর নিকট হতে নগদ ৩,৩০০ টাকা পাওয়া গেল।

৮ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ২,৭০০ টাকা।

১০ সাদিয়া অ্যান্ড সন্স এর নিকট হতে ৫,০০০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হয়ে তখনই তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

১২ লিলিকে নগদ ৩,৬০০ টাকা এবং চেকে ৪,৩০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

১৫ মুক্তা অ্যান্ড সন্স এর নিকট হতে ৩,৪০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল।

১৮ কারবার খরচ নগদ প্রদত্ত হলো ১,০০০ টাকা।

২০ আমাদের স্বীকৃত ১,৪০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেয়া হলো।

২৩ জেমস অ্যান্ড কোং এর নিকট হতে ৩,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট আদায় করে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

২৫ অফিসের প্রয়োজনে ৭,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উঠানো হলো।

২৮ বেতন বাবদ নগদ ৪,০০০ টাকা ও ভাড়া বাবদ চেক দ্বারা ২,০০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ৭৫ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ৫৫ টাকা।

উত্তর: হাতে নগদ ৭,৯০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ৫,৭২০ টাকা।

২। নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে মেসার্স তানভীর অ্যান্ড কোং এর দুঘরা নগদান বই তেরি কর।

২০১৩

জুলাই-১ নগদ উদ্বৃত্ত ৪৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত ৩০,০০০ টাকা।

৩ নগদে মাল বিক্রয় ২১,০০০ টাকা।

৪ শাপলার নিকট হতে নগদে মাল ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।

৬ চেকের মাধ্যমে মাল বিক্রয় ২৪,০০০ টাকা।

১০ তুলির নিকট হতে নগদে ৯,০০০ টাকা এবং ২৩,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল এবং চেকখানি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

১২ ইশাকে নগদে ৫,০০০ টাকা এবং ১৩,০০০ টাকার চেক দেয়া হলো।
১৪ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ১৭,০০০ টাকা।
১৬ মায়ার নিকট হতে ১২,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
১৯ চেকে ভাড়া প্রদত্ত হলো ২২,০০০ টাকা।
২০ মায়ার নিকট হতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
২২ বিমা সেলামি প্রদত্ত হলো ২,০০০ টাকা।
২৬ সালামের নিকট হতে প্রাপ্ত ৭,০০০ টাকার চেক সঙ্গে সঙ্গে সোহেলকে প্রদত্ত হলো।
২৭ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৮,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল, ৯০০ টাকা।
৩০ সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত ৭,০০০ টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হলো।

উত্তর: হাতে নগদ ৭,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ৯৯,৯০০ টাকা।

৩। হাসেম ব্রাদার্স-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলি অবলম্বন করিয়া একখানি দুঘরা নগদান বহি তৈয়ার কর:

২০১৩

মার্চ- ১ নগদ তহবিল ৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা।
৩ নগদে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা এবং চেকে পণ্য বিক্রয় ৪,০০০ টাকা।
৫ একটি মেশিন ক্রয় ১৫,০০০ টাকা, উহার মূল্য বাবদ নগদ ২,০০০ টাকা এবং ১৩,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হইয়াছে।
৭ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হইয়াছে ৫০০ টাকা।
৮ সজলের নিকট হইতে ২,৫০০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হইয়া তখনই উহা আজমকে প্রদত্ত হইয়াছে।
১০ আসলামের নিকট হইতে নগদ প্রাপ্তি ৫,৫০০ টাকা।
১২ ব্যাংকে জমা দেওয়া হইয়াছে ৩,৫০০ টাকা।
১৪ সালামের নিকট হইতে একখানি চেক পাওয়া গিয়াছে ২,২০০ টাকা।
১৫ সালামের চেকখানি ব্যাংকে জমা দেওয়া হইয়াছে।
১৮ আমাদের স্বীকৃত ৭,০০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
১৯ সালামের চেকখানি অমর্যাদা হইয়া ফেরত আসিয়াছে।
২০ অফিসের প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা এবং মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২,৫০০ টাকা ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে।
২২ আলমের নিকট হইতে ৫,০০০ টাকার মাল ক্রয় করিয়া ৩,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হইয়াছে।
২৫ বিজ্ঞাপন বাবদ নগদ ৭০০ টাকা এবং ভাড়া বাবদ চেক মারফত ১,৩০০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।
২৭ আজাদ কর্তৃক স্বীকৃত নোটের টাকা ব্যাংক আদায় করিল ২,৪০০ টাকা।
২৮ নাদের আলীর নিকট পাওনা ১,৫০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দিল।
৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ২৫০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১২০ টাকা।

উত্তর: সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত ৮,৮০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২৫,২৭০ টাকা।

৪। জনাব শওকত এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে একটি দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

এপ্রিল-১ হাতে নগদ ২২,০০০টাকা।
ব্যাংকে জমা ৯,০০০০ টাকা।
২ নগদ বিক্রয় ৬,০০০ টাকা এবং চেকে ৫,৫০০ টাকা।
৩ প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
৪ ১০,০০০ টাকার মাল ১০% বাট্টায় নগদে ক্রয় করা হলো।
৬ চেকে আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।
৮ জসিমকে প্রদান করা হলো নগদে ৩,৫০০ টাকা ও চেকে ৩,৫০০ টাকা।
১০ নিহার নিকট হতে পাওয়া গেল নগদে ৭,০০০ টাকা ও চেকে ৪,০০০ টাকা। প্রাপ্ত চেকটি সংগে সংগে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
১১ শিশুর নিকট হতে মাল ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
১২ কারবারের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৮,৫০০ টাকা।
১৫ শিশুর পাওনা চেকে প্রদান করা হলো।
২০ চেকে শেয়ার ক্রয় করা হলো ১২,০০০ টাকা।
২২ ১৬,০০০ টাকার পণ্য ৫% বাট্টায় বিক্রয় করে ৬,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোটে সম্মতি পাওয়া গেল এবং অবশিষ্ট টাকা নগদে পাওয়া গেল।
২৫ নগদ ৫,০০০ টাকা এবং চেকে ভাড়া দেয়া হলো ১,০০০ টাকা।
৩০ নগদে বেতন দেয়া হলো ১,৫০০।

উত্তর: হাতে নগদ ২৯,৭০০ টাকা ও ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ২৭,০০০ টাকা।

৫। জিনিয়া এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো একটি উপযুক্ত নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর এবং উদ্বৃত্তকরণ দেখাও।

২০১৩

মে ১ নগদ তহবিল ৭২,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট ৩২,০০০ টাকা।
৩ নগদ মাল ক্রয় ২৪,০০০ টাকা।
৪ নগদ বিক্রয় ৩৬,০০০ টাকা।
৬ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৮,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৪,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
৮ মেহেদী অ্যান্ড সন্সের নিকট হতে ১,৪০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
১০ শুভকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক প্রদত্ত হলো।
১২ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ১২,০০০ টাকা।
১৫ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ১৭,০০০ টাকা।
১৮ চেকের মাধ্যমে কলকব্জা ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
১৯ আমাদের স্বীকৃত ৬,০০০ টাকার একখানি নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হলো।
২১ সাদিয়ার নিকট হতে ১৯,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
২৩ ভাড়া প্রদত্ত হলো ৮,০০০ টাকা।
২৫ বেতন প্রদত্ত হলো চেকে ৭,০০০ টাকা।
২৬ ব্যাংক কর্তৃক চার্জকৃত সুদ ৬,০০ টাকা।
২৭ নগদে বিক্রয় ১৬,০০০ টাকা।
২৮ চেকের মাধ্যমে ক্রয় ২১,০০০ টাকা।
৩০ সমাপনী ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৬,০০০ টাকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে জমা দাও।

উত্তর: হাতে নগদ ৭২,৯০০ টাকা; ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৬,০০০ (ক্রেডিট) টাকা। ব্যাংকে জমাদান ৫৭,৬০০ টাকা।

৬। আনিছা অ্যান্ড কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে একখানি উপযুক্ত নগদান বই তৈরি কর।

২০১৩

মার্চ-১ নগদ তহবিল ১০,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৭,০০০ টাকা।

৩ নগদ মাল ক্রয় ১৫,০০০ টাকা এবং নগদ মাল বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।

৫ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৪,০০০ টাকা এবং নিজ প্রয়োজনে ২,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।

৭ শ্যামার নিকট হতে তাদের ২,৪০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিস্পত্তি সাপেক্ষে ২,৩৫০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেছে।

৯ শ্যামার নিকট হতে প্রাপ্ত চেকখানা ব্যাংকে জমা দেয়া হল।

১০ শালিককে তার ৩,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিস্পত্তি সাপেক্ষে ২,১০০ টাকা নগদ এবং ৮৫০ টাকার একখানা চেক দেওয়া হয়েছে।

১২ শ্যামার চেকখানা প্রত্যাখ্যাত হলো।

২৮ ব্যাংকে ২,৪০০ টাকা জমা দেয়া হয়েছে।

২৯ ভাড়া ও বেতন বাবদ যথাক্রমে নগদ ১,০০০ টাকা ও ৯০০ টাকা এবং বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ ২,৮০০ টাকার একখানা চেক প্রদত্ত হয়েছে।

৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ২৮০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১০০ টাকা।

" ৩০ নগদ উদ্বৃত্ত ১,২০০ টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দাও।

উত্তর: নগদ তহবিল টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১২,১৭০ টাকা।

৭। জনাব সুমন ২০১৩ সালের ১ জুলাই তারিখে নগদ ৫,০০০ টাকা এবং ৭,৫০০ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

২০১৩

জুলাই-৩ নগদে মাল বিক্রয় বাবদ ৮,০০০ টাকা পাওয়া গেছে।

৫ নগদে মাল ক্রয় ৩,০০০ টাকা এবং চেকে মাল ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

৬ চেক মারফত ভাড়া প্রদত্ত হয়েছে ২,৫০০ টাকা।

৭ সামস অ্যান্ড কোং হতে তাদের ১০,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকার একটি চেক প্রাপ্তি এবং সংগে সংগে তা ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।

৯ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ১,০০০ টাকা এবং মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৯০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

১০ সবুজকে তার ৪,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ৩,৮৫০ টাকার একটি চেক প্রদত্ত হয়েছে।

১২ কারবার খরচাবলিবাবদ নগদ ১,৩৫০ টাকা প্রদত্ত হয়েছে।

১৪ গণির নিকট হতে নগদ ৩,২০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকার একখানা চেক পেয়ে চেকটি ঐ দিনই ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাকে ১০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করা হলো।

১৫ সোহেল এর ৫,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ১০% বাট্টা পাওয়া গেছে। তাদের নগদ ২,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।

১৭ গণির নিকট হতে প্রাপ্ত চেকখানি প্রত্যাখ্যাত হলো।

১৯ জবা আন্ড সন্স এর নিকট পাওনা ৪,৫০০ টাকার হিসাব পূর্ণ নিস্পত্তিতে নগদ ২,৫০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।

১৯ চন্দন অ্যান্ড সন্স-এর নিকট পাওনা ৬,০০০ টাকার হিসাব পূর্ণ নিস্পত্তিতে নগদ ৩,৫০০ টাকা এবং ২,৩০০ টাকার একখানি চেক পেয়ে চেকটি তখনই আমাদের পাওনাদার শান্তাকে প্রদান করা হলো।

২০ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ২,২০০ টাকা পেয়ে তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
২২ বিগত বছরের অবলোপনকৃত অনাদায়ী দেনা ১,৩০০ টাকা সজল এর নিকট হতে পাওয়া গেছে।
২৪ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৪,৫০০ টাকা।
২৫ বেতন বাবদ ৩,০০০ টাকা এবং ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা নগদ প্রদত্ত হলো। পক্ষান্তরে বিজ্ঞাপন বাবদ ২,৬০০ টাকা চেকে প্রদান করা হলো।
২৭ নগদ বিক্রয় ৭,০০০ টাকা।
২৮ ডালিয়ার নিকট হতে ৮,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে তখনই ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।
৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ৩৫০ টাকা, ধার্যকৃত চার্জ ২০০ টাকা।
৩১ ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৩,৩,০০ টাকা সংরক্ষণ কর।

করণীয়: উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুতকর।

উত্তর: নগদ তহবিল ১৯,৮৫০ টাকা, ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৩,৩০০ টাকা।

৮। **ফারুক ট্রেডার্স-এর নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো হতে একটি উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কর।**

২০১৩

ডিসেম্বর-১ নগদ তহবিল ৯,০০০ টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৪,০০০ টাকা।
২ বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা।
৩ সুশান এর নিকট হতে চেক পাওয়া গেল এবং ব্যাংকে জমা ২,৩০০ টাকা।
৪ চেক ও নগদ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ২,০০০ টাকা।
৫ অফিসের জন্য ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩,৫০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
৭ সবুরের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি (২৫ টাকা বাট্টা প্রদান করা হলো) ৮৭৫ টাকা।
৮ সাথীকে চেক মারফত প্রদান (২০ টাকা বাট্টা প্রাপ্তি) ৫৮০ টাকা।
৯ আফসারকে ২,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে একটা চেক পাওয়া গেল এবং তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ১,৯৫০ টাকা।
১৫ শাহানার নিকট পূর্বে বিক্রিত মালের মূল্য ৮০০ টাকা হতে ৫% নগদ বাট্টা বাদ দিয়ে ৪০% নগদে এবং ৬০% চেকে পাওয়া গেল এবং চেকটি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
২৬ ব্যাংক ৬০০ টাকার একটি প্রদেয় নোট পরিশোধ করল এবং ৯০০ টাকার একটা প্রাপ্য নোট আদায় করল।
২৭ সুশান এর চেকখানা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসল।

উত্তর: নগদ তহবিল ১৮,১৭৯ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৬,৩৭৪ টাকা।

৯। **রাবক্ষী অ্যান্ড কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করিয়া একখানি তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।**

২০১৩

এপ্রিল-১ প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ১০,৪০০ টাকা এবং প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা ৪,৪০০ টাকা।
৫ জনি অ্যান্ড সন্স-এর নিকট হতে নগদ ২,২০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল। চেকটি সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো। বাট্টা মঞ্জুর করা হলো ৩০০ টাকা।
১০ মাল বিক্রয় ৭,৫০০ টাকা, এ বিক্রয় লব্ধ অর্থের নগদ ৪,০০০ টাকা এবং ৩,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
১৫ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২,০০০ টাকা এবং অফিসের প্রয়োজনে ১,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো।
১৮ সাজেদা অ্যান্ড সন্সকে ৬,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তি বাবদ নগদ ৫,০০০ টাকা এবং ৮০০ টাকার চেক প্রদত্ত হলো।

২২ সাদমান অ্যান্ড সন্স-এর নিকট হতে ৪,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তি বাবদ ১,৫০০ টাকা নগদ ও ২,৩০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।

২৫ আমাদের স্বীকৃত ৩,০০০ টাকার একখানি নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো পক্ষান্তরে আমাদের ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট ব্যাংক কর্তৃক আদায় হলো।

২৭ চেকে বেতন বাবদ ২,৬০০ টাকা এবং বিজ্ঞাপন বাবদ ৩,৩০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

২৮ নগদ ও চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৭,০০০ টাকা।

৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৬০০ টাকা ও ধার্যকৃত চার্জ ৩৫০ টাকা।

উত্তর: নগদ তহবিল ১২,৯০০ টাকা, ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৭,৭৫০ টাকা।

১০। নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বনে রূপসা ট্রেডার্স-এর একখানি তিনঘরা নগদান বই তৈরি কর:

২০১৩

জুন-১ নগদ তহবিল ২৭,৫০০ এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৩,৫০০ টাকা।

৫ নগদ মাল ক্রয় ৭,০০০ টাকা এবং চেক মারফত মাল বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।

৮ রূপার নিকট হতে তার ৩,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষ ২,৮৬০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল।

১০ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ২,৪০০ টাকা তোলা হলো।

১২ জাকিয়ার নিকট পাওনা ৪,২০০ টাকা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ৩,৫০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল। চেকখানি তখনই সবুজের ৩,৮০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে অনুমোদন করা হলো।

১৫ সুজার নিকট হতে ৮,০০০ টাকার মাল ক্রয় করে চেক প্রদান করা হলো ৬,০০০ টাকা।

১৬ নগদ উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।

১৮ নগদ ৭৫০ টাকা এবং ৯০০ টাকার একখানি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

১৯ ১৫ই জুন তারিখে সুজাকে প্রদত্ত চেকখানি অমর্যাদা হয়ে ফেরত আসল।

২০ পাপড়ির নিকট ৬,৫০০ টাকার মাল বিক্রয় করে নগদ ৪,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল।

২৫ লিমনের নিকট হতে মাল ক্রয় ৫,০০০ টাকা কারবারি বাট্টা ১৫%, উক্ত মালের মূল্য ৭০% নগদে ও ৩০% চেক মারফত পরিশোধ করা হলো।

২৭ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ১,২০০ টাকার একখানি চেক প্রিয়ার নিকট হতে পাওয়া গেল এবং চেকখানি তখনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

২৮ বিভুর নিকট হতে নগদ ৩,২০০ টাকা এবং ১,৮০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল। এ প্রেক্ষিতে তাকে ২০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করা হলো।

৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৩৬০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ৮৫ টাকা।

৩১ নগদ তহবিল ৩,৩০০ টাকা হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

উত্তর: হাতে নগদ টাকা; ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫,৬৮৫ টাকা।

১১। পলাশের ১ লা ডিসেম্বর ২০১৩ সালে হাতে নগদ ১৮,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমার ক্রেডিট ব্যালেন্স ১৬,৫০০ টাকা ছিলো। ঐ মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

২০১৩

ডিসে.-২ নগদ বিক্রয় ২৭,০০০ টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্থের ১/৩ অংশ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

৫ জনাব সাদমানের পাওনা ৪,০০০ টাকা ১০% বাট্টায় অর্ধেক নগদে ও অর্ধেক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো।

৬ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ৬,০০০ টাকা।

৭ ৪% বাট্টায় ১৭,০০০ টাকার ৮,৫০০ টাকা নগদে এবং অবশিষ্ট টাকার একটি চেক পাওয়া গেল। চেকটি ঐ দিনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
১০ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৩,৫০০ টাকা।
১১ নোটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
১৩ কর্মচারীর বেতন দেওয়া হলো চেকের মাধ্যমে ৩,৬০০ টাকা।
১৫ আমাদের স্বীকৃত ৮,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো।
২০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১,৩০০ টাকা কারবার থেকে এবং কারবারের প্রয়োজনে ২,৭০০ টাকা ব্যাংক থেকে উঠানো হলো।
২৫ ১০% বাট্টায় ১২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
২৮ আমাদের দেনা ৭,০০০ টাকা ৮% বাট্টায় চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো।
৩০ ব্যাংক সুদ প্রদান করল ৫৭০ টাকা, পক্ষান্তরে চার্জ কেটে নিল ৪৬০ টাকা।
৩১ সমাপনী হাতে নগদের তিন চতুর্থাংশ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

উত্তর: হাতে নগদ ৫,৯৫০ টাকা; ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৫,২০০ টাকা ।

১২। মেসার্স অলিন এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে একখানা তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর:

২০১৩

জানু-১ হাতে নগদ ৯,০০০ টাকা, ব্যাংক উদ্বৃত্ত ৮,০০০ টাকা।
১ ৭,৩০০ টাকার পণ্য ৭,০০০ টাকায় ক্রয় করা হল।
৪ শওকতের নিকট ১০,৫০০ টাকার পণ্য ৫০০ টাকা বাট্টায় নগদে বিক্রয় করা হল।
৫ লভ্যাংশ নগদে পাওয়া গেল ৫০০ টাকা।
৭ শফির নিকট ৫,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৫% বাট্টায় নগদ ৩,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা চেকে পাওয়া গেল।
৯ একজন অফিস কর্মচারীর বেতন ২,০০০ টাকা মালিক নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করল।
১০ নবীর কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি ৯,০০০ টাকা। নগদ বাট্টা ১০%।
১৪ নগদ বিক্রয় ১০,০০০ টাকা যার উপর ১৫% ভ্যাট আদায় এবং সরকারি কোষাগারে জমাদান।
১৫ জনাব সৌরভ হতে ২,০০০ টাকা ঋণ নেয়া হল।
১৭ পূর্বে অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় হল ১,০০০ টাকা।
২০ আসিফ অ্যান্ড সন্সকে ১,৩৭৫ টাকার একখানি চেক দেয়া হল এবং তাদের নিকট হতে এ প্রেক্ষিতে ২৫ টাকা বাট্টা পাওয়া গেল।
২০ নাজমা স্টোর্স এর নিকট হতে ৫৮০ টাকা পাওয়া গেল এবং এ প্রেক্ষিতে বাট্টা মঞ্জুর করা হল ২০ টাকা।
২৫ ১০% সরকারি সিকিউরিটি ক্রয় করা হল ৮,০০০ টাকা।
২৫ গাজী ট্রেডার্স এর নিকট হতে ৫,০০০ টাকার পণ্য ৫% বাট্টায় নগদে ক্রয় করা হল।
২৫ বেতন ও মজুরি যথাক্রমে ১,০০০ ও ৬০০ টাকা নগদে ও চেকে প্রদান করা হল।
৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ৩০০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ২০০ টাকা।
৩১ নগদ উদ্বৃত্তের অর্ধেক ব্যাংকে জমা দাও।

১৩। ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল বেবীর হাতে নগদ ৭৫,৬০০ টাকা ও ২৬,৪০০ টাকা ব্যাংক জমার ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল। উল্লেখিত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপঃ

২০১৩

এপ্রিল-২ ২০,০০০ টাকার পণ্য ৫% বাট্টায় ক্রয় করে ১২,০০০ টাকা নগদে ও ৬,০০০ টাকা চেকে প্রদান করা হলো।

৩ ১,৭০০ টাকা দ্বারা একটি বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় করে ৯০ টাকা দ্বারা তা অফিসে লাগানো হলো।

৪ ৩৭,০০০ টাকার পণ্য ১০% বাট্টায় বিক্রয় করে ১৮,০০০ টাকা নগদে ৭,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট এবং অবশিষ্ট টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।

৫ ২ তারিখে প্রদত্ত চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলো।

৬ নগদ ও চেকে ২১,০০০ টাকা ও ৭,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

৭ প্রারম্ভিক ব্যাংক জমাতিরিক্তের এক পঞ্চমাংশ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

৮ ব্যাংক কর্তৃক জীবন বিমার প্রিমিয়াম ২,৩০০ টাকা প্রদান করা হলো।

৯ বিনার নিকট হতে ৮,৫০০ টাকা পাওনার পরিবর্তে ৬,৫০০ টাকা নগদে এবং ২,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

১০ কর্মচারী নাছিমকে অফিসের প্রয়োজনে ৩,২০০ টাকার চেক উত্তোলন করতে দেয়া হলো।

১১ ৬ তারিখের জমাকৃত প্রাপ্য নোটটি প্রত্যাখ্যাত হলো।

১২ বাড়ি বাড়া বাবদ ৬,৭০০ টাকা প্রদান করা হলো। (১/৩ অংশ মালিকের ব্যক্তিগত বাসস্থানের জন্য ব্যবহৃত)

১৫ অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হলো ১,২০০ টাকা।

১৭ জনাব সোহেলের নিকট ৩০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো।

২০ আবীরের নিকট হতে ২৩,০০০ টাকা পাওনার পরিবর্তে ২২,৫০০ টাকার চেক পেয়ে তখনই বাপ্পির ২৪,০০০ টাকা পাওনার নিষ্পত্তিতে প্রদান করা হলো।

২১ ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করা হলো ৯,০০০ টাকা।

২৩ রাপ্পি অ্যান্ড সন্সের নিকট হতে পণ্য ক্রয় ১১,০০০ টাকা।

২৫ পণ্য ক্রয় ধারে ৬,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ দেয়া হলো ৭০০ টাকা।

২৮ বিজ্ঞাপন বাবদ ৮,০০ টাকা নগদে এবং বেতন বাবদ ৪,৩০০ টাকার চেক দেয়া হলো।

২৯ রাজিবের নিকট ৬,০০০ টাকা পাওনার ৫,৬০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দিল এবং অবশিষ্ট টাকা কু-ঋণ হিসাবে ধার্য করা হলো।

৩০ জমাতিরিক্ত উত্তোলনের উপর ব্যাংক ৫৫০ টাকা সুদ চার্জ করল।

৩১ হাতে নগদ উদ্বৃত্তের ১/২ অংশ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

উত্তরঃ হাতে নগদ ৩০,৫৩০ টাকা; ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৩,১৩০ টাকা।

১৪। মাসুদ হোসেন অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। এ অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৬০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে এ ব্যবসায়ের মোট খুচরা খরচের পরিমাণ ৪০০ টাকা। মে মাসে কারবারে সম্পাদিত নিম্নোক্ত লেনদেনের সাহায্যে একটি খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

মে-১ টেলিফোন খরচ প্রদান ২০ টাকা

সরবরাহ দ্রব্যাদি ক্রয় ১৫ টাকা

কাগজ ক্রয় ১২ টাকা

ডাকটিকেট ক্রয় ৩০ টাকা

৫ আলপিন ক্রয় ১৫ টাকা
রিকসা ভাড়া প্রদান ১৫ টাকা
কার্বন পেপার ক্রয় ১৮ টাকা
পিয়নকে বক্‌শিস ১৭ টাকা
১০ কালি ক্রয় ১৮ টাকা
বাসভাড়া প্রদান ১৭ টাকা
নাস্তা বাবদ খরচ ১৫ টাকা
২০ ডাকটিকেট ক্রয় ১৪ টাকা
অফিস পরিচ্ছন্ন খরচ ২১ টাকা
কার্বন পেপার ক্রয় ১৮ টাকা
রিকসা ভাড়া প্রদান ১০ টাকা
৩০ ট্যাক্সি ভাড়া প্রদান ৪০ টাকা
ডাকটিকেট ক্রয় বাবদ প্রদান ২০ টাকা
বলপেন ও পেন্সিল ক্রয় ১০ টাকা
চা নাস্তা বাবদ খরচ ২০ টাকা

১৫। শামীম আহ্‌সান অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। এ অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৪০০ টাকা। আগস্ট মাসের নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে একটি খুচরা নগদান বই প্রস্তুত করঃ

২০১৩
আগষ্ট-১ অগ্রদত্ত টাকার সমতা বিধানের জন্য প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে ৪০০ টাকার একটি চেক প্রাপ্তি।
২ কাগজ ক্রয় ১৪ টাকা।
কার্বন পেপার ক্রয় ৭ টাকা।
কালি ও পেনসিল ক্রয় ২১ টাকা।
৫ যাতায়াত খরচ প্রদান ১৮ টাকা, বহন খরচ ৭ টাকা।
৮ কুলি খরচ ৮ টাকা।
চা নাস্তা বাবদ আপ্যায়ন ১৭ টাকা।
পার্শ্বেল প্রেরণ ১৭ টাকা।
১০ আপ্যায়ন খরচ প্রদান ১৬ টাকা।
অফিস পরিচ্ছন্ন বাবদ মালিকে বক্‌শিস প্রদান ১০ টাকা।
১৯ কাগজ ক্রয় ৩০ টাকা।
পেপার ওয়েটার ক্রয় ৪০ টাকা।
প্যাকিং খরচ প্রদান ১০ টাকা।
কুলির মজুরি প্রদান ১২ টাকা।
৩০ ডাক খরচ ৩০ টাকা।
টেলিফোন খরচ ১৫ টাকা।
বহন খরচ প্রদান ৭ টাকা।
অফিসের পরিচ্ছন্ন বাবদ ব্যয় ৮ টাকা।

১৬। জাফর ট্রেডার্স অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৮০০ টাকা। ২০১৩ সালের মে মাসে মোট খুচরা খরচের পরিমাণ ছিল ৬৪৫ টাকা। জুন মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের খুচরা খরচ সম্পর্কিত তথ্যাবলি নিম্নরূপঃ

জুন -১	প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে অগ্রদত্ত টাকা পূরণের জন্য চেক প্রাপ্তি।
২	সরবরাহ ক্রয় ২৫ টাকা; টেলিগ্রাম বাবদ প্রদান ৪০ টাকা।
৫	প্যাকিং সামগ্রী ক্রয় ৬০ টাকা; পিয়নকে বকশিস প্রদান ২৫ টাকা।
৮	অফিসের জন্য একটি টেবিল ক্রয় ৩০০ টাকা।
১২	ডাক টিকেট ক্রয় ১২ টাকা; রিক্সা ভাড়া প্রদান ১৫ টাকা।
২০	অফিসের জন্য একটি ঘড়ি ক্রয় ১২০ টাকা; ভিক্ষা প্রদান ৫ টাকা।
৩০	কাগজ ক্রয় ৮২ টাকা; বাস ভাড়া প্রদান ১৮ টাকা।

উপরিউক্ত তথ্যাবলি হতে জুন মাসের জন্য জাফর ট্রেডার্সের একখানি খুচরা নগদান বই তৈরি কর।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী (অনুশীলনী)

১। ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে মি. আরিফের একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করঃ

(ক) নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ২৭,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ২৯,৩৫০ টাকা

(খ) ২৫০ টাকা; ১,০০০ টাকা; ৭০০ টাকা; ২,০০০ টাকার চারখানা ইস্যুকৃত চেক ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে নগদান লিপিবদ্ধ হয়নি।

(গ) ব্যাংক কর্তৃক ১,২০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ বাবদ আদায় হয়েছিল; কিন্তু ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(ঘ) গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি বাবদ ১,৫০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হয়; কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

(ঙ) পাওনা টাকা সরাসরি ব্যাংক হিসাবে জমা হয় ২,০০০ টাকা যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

(চ) ব্যাংক ৪৫০ টাকা সুদ বাবদ মঞ্জুর করে এবং কমিশন বাবদ ৩৫০ টাকা ধার্য করে; কিন্তু কোনটিই নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(ছ) ব্যাংক প্রাপ্য নোটের টাকা আদায় করেছে ৪,৫০০ টাকা কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ২৯,৩৫০ টাকা।

২। নিম্নের তথ্যাবলির ভিত্তিতে পারুল অ্যান্ড সন্সের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করঃ

১. নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (৩১-১-২০১৩) ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ২৬,৭০০ টাকা।

২. আদায়ের জন্য ২,০০০ টাকার একখানি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা ভুলবশত নগদানভুক্ত হয়নি।

৩. ২,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে ভুলবশত ২০০ টাকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৪. আদায়ের জন্য ২,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।

৫. ৩,০০০ টাকা, ২০০০ এবং ১,০০০ টাকার তিনখানা চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রথম ২ খানা চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা নগদানভুক্তকরণ ভুলবশত বাদ পড়ে গেছে।

৬. ৩,১০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইহা ভুলবশত নগদান বহিতে ৩,০০০ টাকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।
৭. ব্যাংক ১,২০০ টাকার একখানা প্রাপ্য নোট আদায় করেছে, কিন্তু তা ৪ ফেব্রুয়ারিতে জানানো হয়েছে।
৮. ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত চেক ১,৫০০ টাকা যা ভুলবশত নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৯. ব্যাংক ১,২০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে কিন্তু নগদান বইতে তা লিপিবদ্ধ হয়নি।
১০. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক ২০০ টাকা যা ভুলবশত নগদানভুক্ত হয়নি।
১১. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ২ খানা প্রাপ্য নোট প্রতিটি ৫০০ টাকা করে যা ভুলবশত নগদান বইতে লেখা হয়নি।
১২. ব্যাংক সরাসরি পাওনাদার মি. সিহাবকে পরিশোধ করেছে ১,০০০ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি।
১৩. ব্যাংক ১,৫০০ ও ৫০০ টাকার ২টি নোটের টাকা পরিশোধ করেছে, কিন্তু ভুলবশত ১ম নোটের টাকা নগদানভুক্ত হয়নি।
১৪. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ২০০ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ২৮,৯০০ টাকা।

৩। **নিম্নের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রাণ কোম্পানির একখানা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর:**
১. নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ (৩১.০৭.২০১৩) ১২,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৫,৮০০ টাকা।
২. চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক হতে ভাঙ্গানো হয়নি ১,০০০ টাকা।
৩. প্রাপ্য টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দান ৪,০০০ টাকা নগদানভুক্ত হয়নি।
৪. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন যা নগদানভুক্ত হয়নি ২,০০০ টাকা।
৫. ইস্যুকৃত ১,২০০ টাকার প্রদেয় নোট এখনও পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।
৬. ১,৫০০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে আদায়ের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৭. ব্যাংক লভ্যাংশ বাবদ ৫০০ টাকা আদায় করে হিসাবকে ক্রেডিট করেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৮. ৩০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
৯. কমিশন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ ১০০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
১০. ব্যাংক কর্তৃক মালিকের জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান ২০০ টাকা যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৮,০০০ টাকা।

৪। **নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অবলম্বন করে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেসার্স টেন্ডুলকার কোং এর ব্যাংকের সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর:**
(ক) ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১০,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২,৫০০ টাকা।
(খ) প্রদেয় হিসাবের জন্য মোট ১৮,২০০ টাকার ৪ খানি চেক ইস্যু করা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ১২,২০০ টাকার দুইটি চেক ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।
(গ) আদায়ের জন্য ইতোমধ্যে ব্যাংকে জমাকৃত ৩,০০০ টাকার একখানি চেক ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু ইহা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি।
(ঘ) ২,৫০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে ২,২০০ টাকায় বাট্টা করা হয়েছে কিন্তু উক্ত নোটের সম্পূর্ণ টাকা দ্বারা নগদান বইতে এন্ট্রি করা হয়েছে।
(ঙ) ১,৮০০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ বাদ পড়েছে।
(চ) প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে একজনের নিকট হতে ৩,৮০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ বাদ পড়েছে।
(ছ) ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ধার্য করা হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৮,৫০০ টাকা।

৫। **নিম্নলিখিত লেনদেন হতে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রীতি ট্রেডার্স এর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।**

(ক) ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৪০,৫০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ৩৬,৫০০ টাকা।

(খ) প্রদেয় হিসাবের জন্য ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ টাকার দু'খানা চেক ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিতত হয়েছে।

(গ) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার চারখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ টাকার দুখানা চেক ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।

(ঘ) মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২০ ডিসেম্বর তারিখে ৮,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে; কিন্তু তা এখনও নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(ঙ) ২০১৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে ৭,০০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(চ) আদায়ের জন্য ১০,০০০ টাকার একখানা চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক তা আদায় করতে পারেনি এবং ২০১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে ১৫,০০০ টাকার একখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধকরণ বাদ পড়ে গেছে।

(ছ) বিনিয়োগের সুদ ৭,৫০০ টাকা এবং একখানা প্রাপ্য নোট বাবদ ৫,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে; কিন্তু এগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(জ) ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ২,০০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৫০০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ৫০,৫০০ টাকা।

৬। **নিম্নোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর :**

১. ব্যাংক বিবরনী অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৭,০০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৮,২০০ টাকা।

২. ইস্যুকৃত মোট ১০,০০০ টাকার তিনখানি চেকের মধ্যে ২,৮০০ টাকার চেকটি এখনও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয় নাই।

৩. ডিসেম্বর মাসে ব্যাংক প্রদেয় নোট ১,০০০ টাকা এবং বিমা সেলামি ৩০০ টাকা পরিশোধ করে যা নগদানভুক্ত হয়নি।

৪. ৪,০০০ টাকা, ৩,৫০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকার তিনটি চেক ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়। প্রথম দুটি চেকের টাকা উক্ত মাসে আদায় হয়েছে।

৫. ব্যাংক ৫,৩০০ টাকার নোট আদায় করে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

৬. ৫০০ টাকার একটি চেক নগদান বইতে দুবার ডেবিট করা হয়।

৭. ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট ব্যাংক হতে ৪,৮০০ টাকায় বাট্টা করে নগদান বইতে সম্পূর্ণ মূল্যে ডেবিট করা হয়।

৮. ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ৩০০ টাকা এবং ধার্যকৃত কমিশন ১০০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

৯. ১,৫০০ টাকার একটি চেক ব্যাংক হতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ১৬,৯০০ টাকা।

৭। **২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর সাহায্যে রেজার হিসাব বইতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর:**

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (ক্রেডিট) ১০,৮০০ টাকা এবং নগদান বইয়ের ডেবিট জের ৫১,১০০ টাকা।

২. প্রদেয় হিসাব জন্য ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র দু খানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. ১০,০০০ টাকার একখানা প্রাপ্য নোট ব্যাংকে ৯,৭০০ টাকায় বাট্টা করাহয়; কিন্তু নগদান বইতে বিলটির পূর্ণমূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪. ৭,৫০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। কিন্ত ইহা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

৫. প্রাপ্য টাকার জন্য প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে; কিন্তু তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র একখানা চেক ৩১ ডিসেম্বর পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।
৬. মালিক তার নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছে; কিন্তু ইহা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৭. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১,২০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৭০০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৪০,৮০০ টাকা।

৮। **নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অবলম্বন করে ২০05 সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রহমান অ্যান্ড কোং-এর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী পত্র তৈরি করঃ**

(ক) ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ছিল ২৪,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ১৫,০০০ টাকা ।
(খ) প্রদেয় হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত মোট ২০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে কেবলমাত্র ৯,০০০ টাকার দু'খানা চেক ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।
(গ) আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে ব্যাংকে জমাকৃত ২,৫০০ টাকার একখানা চেক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয় নি।
(ঘ) ৫,৫০০ টাকার একখানা প্রাপ্য নোট ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
(ঙ) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট ৩২,৫০০ টাকার ছয়খানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ টাকার তিনখানা চেক ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে আদায় হয়েছে।
(চ) মালিক তাঁর নিজ প্রয়োজনে ২০ ডিসেম্বর তারিখে ৬,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছেন, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমান ২১,৫০০ টাকা।

৯। **শাপলা ব্রাদার্স, চাঁদপুর-এর নিম্নলিখিত তথ্যাবলী হতে ২০১৩ সনের ৩০ জুন তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করঃ**

(ক) নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৬,৭২৫ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ৫,৫২৫ টাকা।
(খ) এই মাসে ৩,০৫০ টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয় কিন্তু তা আদায় হয়নি।
(গ) ৩,১০০ টাকার চেক কাটা হলেও ব্যাংকে তা ভাঙ্গানো হয়নি।
(ঘ) ব্যাংক এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
(ঙ) ব্যাংক এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২,০০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে যা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
(চ) ২৮-৬-২০১৩ তারিখে ব্যাংক ৮০০ টাকা লভ্যাংশ আদায় করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
(ছ) জুন মাসে ব্যাংক ২০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ আদায় করে ক্রেডিট করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
(জ) ব্যাংক চার্জ ১০০ টাকা এবং মঞ্জুরীকৃত সুদ ১৫০ টাকা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
(ঝ) শাপলা ব্রাদার্স নিজ প্রয়োজনে ৮০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
(ঞ) ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ইতিপূর্বে ব্যাংকে জমাকৃত ৫০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৫,৪৭৫ টাকা।

১০। **২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে মিসেস নার্গিস আক্তারের একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর :**

(১) নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ২৩,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ১৬,৬২০ টাকা।

(২) ৪৫০ টাকা, ১,৫০০ টাকা, ২,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকার চারটি ইস্যুকৃত চেক ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের পর পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হল।

(৩) ২,৭৫০ টাকা ও ১২,০৫০ টাকার দুটি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চেকগুলো ২০১৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আদায় হয়নি।

(৪) ব্যাংকে পাওনা টাকা সরাসরি আদায় হয়েছে ৫,৫৭০ টাকা যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় নি।

(৫) গৃহনির্মাণ ঋণের কিস্তি বাবদ ৩,৫০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হয়, কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় নি।

(৬) ব্যাংক সুদ বাবদ ১,৪৫০ টাকা মঞ্জুর করে এবং কমিশন বাবদ ৫৫০ টাকা ধার্য করে যার কোনটাই নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ২৬,৪৭০ টাকা।

১১। **নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর:**

(ক) ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছিল ৭,১৪০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ১৩,২৪৩ টাকা।

(খ) ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ৩,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা এবং ৫৪৭ টাকার তিনখানি চেক কাটা হয়েছিল কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাঙানো হয় নি।

(গ) ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ২,৪০০ টাকা এবং ৩,৬০০ টাকা এবং ৪,১০০ টাকার তিনখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঐ তারিখে উক্ত চেকগুলো আদায় হয়নি।

(ঘ) ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি প্রাপ্য নোটের অর্থ আদায় ১,০০০ টাকা, যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

(ঙ) ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোটের অর্থ ১,৫০০ টাকা সরাসরি পরিশোধ করা হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।

(চ) ব্যাংক চার্জ ২০০ টাকা এবং মঞ্জুরীকৃত সুদ ১৫০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

(ছ) ব্যাংক বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছে ১,০০০ টাকা কিন্তু উহা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৯,৮৩০ টাকা।

১২। **জনাব আহমেদের নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামে ৭,২০০ টাকা জমাতিরিক্ত দেখা গেল এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৯৩৭০ টাকা। হিসাবের বই বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ধরা পড়েছে।**

(ক) একটি চেক ব্যাংকে জমা হয়েছিল কিন্তু অমর্যাদাকৃত ২,০০০ টাকা।

(খ) একটি চেক ব্যাংকে জমা হয়েছিল কিন্তু হিসাব সম্পাদনের সাত দিন পরে আদায় হয়েছে ৩, ২০০ টাকা।

(গ) একটি চেক ইস্যু হয়েছিল কিন্তু অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি ৪,৫০০ টাকা।

(ঘ) একজন খরিদ্দার সরাসরি ৫,০০০ টাকা ব্যাংকে প্রদান করেছে কিন্তু তা নগদান বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়নি ৫,০০০ টাকা।

(ঙ) ব্যাংক ভুলক্রমে ক্রেডিট করেছে ৩,৫০০ টাকা।

(চ) একটি নোট বাট্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা অমর্যাদা হয়েছে ৫,০০০ টাকা।

(ছ) ব্যাংক সুদ বাবদ ধার্য করেছে ১১০ টাকা; কমিশন বাবদ ধার্য করেছে ৫২০ টাকা।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৪,৫৭০ টাকা।

১৩। **২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রাজা অ্যান্ড সন্স-এর নগদান বইতে ২৫,৫০০টাকা । ব্যাংক উদ্বৃত্ত দেখা গেল; কিন্তু ঐ একই তারিখে ব্যাংক বিবরণী জের ১৩,৫০০ টাকা। যথারীতি নিরীক্ষা করার পর নিম্নলিখিত গরমিল ধরা পড়লঃ**

(১) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে মোট ১০,৫০০.০০ টাকার পাঁচখানি চেক এবং ৭,০০০.০০ টাকার দুইখানার প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু উহা ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আদায় হয়েছে।

(২) হিসাবের জন্য মোট ১২,৫০০.০০ ট্যাকর ছয়খানি চেক ইস্যু করাহয়েছে; কিন্তু তম্মধ্যে মাত্র ১০,৫০০.০০ টাকার চার খানি চেক ২০১৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হয়েছে।

(৩) ৩,৫০০.০০ টাকার প্রাপ্য নোট ২৪ ডিসেম্বর তারিখে ৩,৪০০.০০ টাকায় বাট্টা করা হয়েছে; কিন্তু উক্ত বিলের সম্পুর্ণ মূল্য দ্বারা নগদান বইতে এন্ট্রি করা হয়েছে।

(৪) ৩,০০০.০০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে; কিন্তু ইহা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

(৫) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে ৪,০০০.০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে; কিন্তু ইহা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(৬) ২,৫০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধিত হয়েছে; কিন্তু ইহা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(৭) ইতোপূর্বে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ১,০০০.০০ টাকার একখানি চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

(৮) ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ২৫০.০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ১৫০.০০ টাকা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ২৯,০০০ টাকা।

ভুল সংশোধনী ও রেওয়ামিল (অনুশীলনী)

১। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

মি. বকুলের ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের চূড়ান্ত হিসাব অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা মিলানো হয়েছে। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত ভুলগুলো পাওয়া গেলঃ

(ক) বহিঃফেরত বইয়ের যোগফল কম দেখানো হয়েছে ৩০০ টাকা।

(খ) ৬,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়কে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

(গ) ধারে বিক্রয় ১,৫২০ টাকা ভুলে খরিদ্দারের হিসাবে ১,৩৪০ টাকা দেখানো হয়েছে।

(ঘ) মজুদ বিবরণীতে সমাপনী মজুদের মূল্য ১৮,০০০ টাকা বেশী দেখানো হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. নীতিগত ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ভুল সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. অনিশ্চিত হিসাব প্রস্তত করে চূড়ান্ত হিসাবে অনিশ্চিত হিসাবের জের প্রস্তত নির্ণয় কর।

২। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) মি. রহিমের নিকট হতে ১,৫০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুল করে বিক্রয় বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(খ) অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত ১,০০০ টাকা অফিস খরচ হিসাবে চার্জ করা হয়েছে।

(গ) হাসানের বেতন বাবদ প্রদত্ত ৩,০০০ টাকা তার ব্যক্তিগত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

(ঘ) ক্রয় হিসাবে ২০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

(ঙ) মালিক কর্তৃক মূলধন সরবরাহ ২,০০০ টাকা যা বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. সংশোধনের জন্য জাবেদার প্রয়োজন নেই এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ভুল সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধন করায় নিট মুনাফা কি পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় কর।

৩। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) ৭,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলে বিক্রয় হিসাবে লেখা হয়েছে।

(খ) আসবাবপত্রের মেরামত ৮,০০০ টাকা আসবাবপত্র হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

(গ) আন্তঃফেরত ১,০০০ টাকা বহিঃফেরত হিসাবে লেখা হয়েছে।

(ঘ) জামান এর নিকট হতে প্রাপ্ত ৫,৭০০ টাকা কামাল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. লেখার ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. সংশোধনী জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।

গ. সংশোধনের ফলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তি পাশে কত টাকা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

৪। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

নিম্নলিখিত ভুলগুলো জনাব রাফ্‌ফাতের হিসাব বইতে রেওয়ামিল তৈরির পর ধরা পড়ে।

(ক) ক্রয় বহির যোগফল কম দেখান হয়েছে ২,০০০ টাকা।

(খ) আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা দ্বারা পণ্য ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।

(গ) শাহীন অ্যান্ড কোং-কে নগদ প্রদত্ত ১,০০০ টাকা তাঁদের হিসাবে ভুলক্রমে ডেবিট করা হয়েছে।

(ঘ) মেশিন মেরামত ব্যয় ১,৫০০ টাকা কলকব্জা হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. রেওয়ামিলে অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ কত তা নির্ণয় কর।

খ. সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধনের পর মালিকানা স্বত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর।

৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) বিক্রয় ফেরত ২০ টাকা ভুলবশত: দৈনিক ক্রয় বহিতে লিখা হয়েছে;

(খ) কর্মচারী আজমকে বেতন প্রদান করে তার ব্যক্তিগত হিসাবখাত ডেবিট করা হয়েছে ৫০০ টাকা;

(গ) বিক্রয় বহির যোগফল কম লিখা হয়েছে ৪০০ টাকা;

(ঘ) সালামের কাছ থেকে ১,৫০০ টাকা পেয়ে ভুলবশত: শামীমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. পরিপূরক ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. সংশোধী জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধনের পর মোট লাভ কি পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় কর।

৬। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) যন্ত্রপাতির মেরামত খরচ ১,৫০০ টাকা যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে;

(খ) লোকমানের নিকট হতে প্রাপ্ত ১,০০০ টাকা ভুলবশত: শরীফের হিসাবে লেখা হয়েছে;

(গ) ঘরভাড়া প্রদান ৫০০ টাকা হিসাবে লেখা হয়নি।

(ঘ) বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ ৩,০০০ টাকা প্রদান করে বিজ্ঞাপন খরচ হিসাবে ৩০০ টাকা ডেবিট করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. বাদ পড়ার ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধনের পর নিট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি কত হবে তা নির্ণয় কর।

৭। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫০০ টাকা ভুলবশত: কারবার খরচ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

(খ) আনোয়ারের নিকট মাল বিক্রয় করে হিসাবের বইতে লেখা হয়নি ৫,০০০ টাকা।

(গ) ৩,০০০ টাকার সরবরাহ ক্রয় ভুলক্রমে সাধারণ খরচ হিসাবে ডেবিট ৩০০ টাকা করা হয়েছে।

(ঘ) পুরানো আসবাবপত্র বিক্রয় ৬,০০০ টাকা ভুলবশত: বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. ভুলগুলোর জন্য রেওয়ামিলে কত টাকা অনিশ্চিত হিসাব হবে তা নির্ণয় কর।

খ. ভুল সংশধনী জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. ভুল সংশোধন করার পর পরোক্ষ ব্যয় কি পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় কর।

প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ (অনুশীলনী)

১। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১০ সালের ১ লা জানুয়ারি তারিখে তুর্না এন্টারপ্রাইজ-এর অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাবের ২,৮০০ টাকা ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল। ঐ বছর অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২,০০০ টাকা হয়েছিল। ২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা সমন্বয় সাধন করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা হয়। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০১১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,৮০০ টাকায় উপনীত হয়। ঐ তারিখে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা হয়েছিল। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা হয়। অবশ্য এ বছরের কোন অনাদায়ী পাওনা ছিল না এবং পরবর্তী বছরের জন্য কোনরূপ অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখার প্রয়োজন নেই।

করণীয়ঃ

ক. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

২। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে সিটি প্রকাশনীর অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ৬,০০০ টাকা ছিল। ঐ বছরে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ছিল ৪৫০০ টাকা। ২০১৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা ৫,৫০০ টাকা সমন্বয় করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমান দাঁড়ায় ৯০,০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রাপ্য হিসাবের উপর ৮% অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা কত টাকা দেখাতে হবে তা নির্ণয়কর।

খ. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৩। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১০ : ১ লা জানুয়ারি - অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির জের ২,১০০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর প্রকৃত অনাদায়ী পাওনা হয়েছে ১,১০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা।

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১১: অনাদায়ী পাওনা ২,৪০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১২: অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,৫০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. প্রত্যেক বছরের নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৪। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের ১ লা জানুয়ারি তারিখে উল্কা প্রকাশনীর অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ৩,০০০ টাকা ছিল। ঐ বছরে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ছিল ৩,৫০০ টাকা। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা ৪,০০০ টাকা সমন্বয় করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমান দাঁড়ায় ৭৫,০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব কত টাকা দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১০ সালের ১ লা জানুয়ারি তারিখে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ক্রেডিট জের ছিল ৯,৩০০ টাকা। ঐ বছরে মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২,৬০০ টাকা ছিল। ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ৫% হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

২০১১ সালে মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩০০ টাকা। এ বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৬৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

২০১২ সালে মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ হয়েছিল ১,৫০০ টাকা এবং বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৫৬,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. ২০১১ সালের নমুনা আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেখাও।

খ. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

কার্যপত্র (উদাহরণ ও সমাধান)

১। নিম্নোক্ত রেওয়ামিলটি জিয়া ট্রেডার্সের হিসাব বই থেকে তিন মাস শেষে ৩১ মার্চ ২০১২ সালে নেওয়া হলো।

জিয়া ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১ মার্চ ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১৪,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫৬,২০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১০,৫০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
অফিস যন্ত্রপাতি	৩,০০,০০০	
প্রদেয় নোট		১,০০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১,২৩,৫০০
সেবা আয়		১,৩৬,২০০
মূলধন হিসাব		২,০০,০০০
উত্তোলন হিসাব	৬,০০০	
বেতন খরচ	২২,০০০	
ভাড়া খরচ	১২,০০০	
ভ্রমণ খরচ	১৩,০০০	
বিবিধ ক্ষতি	২,০০০	
মোট	৫,৫৯,৭০০	৫,৫৯,৭০০

অন্যান্য তথ্য:

(ক) অফিস সাপ্লাইজ হাতে আছে ৭,৫০০ টাকা।

(খ) প্রত্যেক চতুর্থকে অবচয়ের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।

(গ) ৬ মাস মেয়াদী প্রদেয় নোটের উপর ৩,০০০ টাকা, যা বকেয়া আছে ১ জানুয়ারি ইস্যু করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতি মাসে বিমা ১,৫০০ টাকা খরচ হয়।

(ঙ) সেবা প্রদান করা হয়েছে ৭,৫০০ টাকা, যা ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিল দেওয়া হয়নি।

করণীয়:

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।

খ. চতুর্থক শেষে কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

গ. সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান-১ (ক):

জিয়া ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ-৩১	(ক) সাপ্লাইজ খরচ ডেবিট অফিস সাপ্লাইজ ক্রেডিট (অফিস সাপ্লাইজ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৩,০০০	৩,০০০
	(খ) অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি ক্রেডিট (যন্ত্রপাতির অবচয় হিসাব সমন্বয় করা হলো)।		৫,০০০	৫,০০০
	(গ) সুদ খরচ হিসাব ডেবিট বকেয়া সুদ হিসাব ক্রেডিট (বকেয়া সুদ হিসাব সমন্বয় করা হলো)।		৩,০০০	৩,০০০
	(ঘ) বিমা খরচ হিসাব ডেবিট অগ্রিম বিমা হিসাব ক্রেডিট (অগ্রিম বিমা সমন্বয় করা হলো)।		৪,৫০০	৪,৫০০
	(ঙ) প্রাপ্য হিসাব ডেবিট সেবা হতে আয় ক্রেডিট (ধারে সেবা প্রদান হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৭,৫০০	৭,৫০০

সমাধান-১ (খ):

জিয়া ট্রেডার্স
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩১ মার্চ

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১৪,০০০				১,১৪,০০০				১,১৪,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫৬,২০০		৭,৫০০		৬৩,৭০০				৬৩,৭০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১০,৫০০			৩,০০০	৭,৫০০				৭,৫০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০			৪,৫০০	১৯,৫০০				১৯,৫০০	
অফিস যন্ত্রপাতি	৩,০০,০০০				৩,০০,০০০				৩,০০,০০০	
প্রদেয় নোট		১,০০,০০০				১,০০,০০০				১,০০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১,২৩,৫০০				১,২৩,৫০০				১,২৩,৫০০
সেবা আয়		১,৩৬,২০০		৭,৫০০		১,৪৩,৭০০		১,৪৩,৭০০		
মূলধন হিসাব		২,০০,০০০				২,০০,০০০				২,০০,০০০

উত্তোলন হিসাব	৬,০০০				৬,০০০				৬,০০০	
বেতন খরচ	২২,০০০				২২,০০০		২২,০০০			
ভাড়া খরচ	১২,০০০				১২,০০০		১২,০০০			
ভ্রমণ খরচ	১৩,০০০				১৩,০০০		১৩,০০০			
বিবিধ ক্ষতি	২,০০০				২,০০০		২,০০০			
মোট	৫,৫৯,৭০০	৫,৫৯,৭০০								
সাপ্লাইজ খরচ			৩,০০০		৩,০০০		৩,০০০			
অবচয় হিসাব			৫,০০০		৫,০০০		৫,০০০			
অবচয় সঞ্চিতি				৫,০০০		৫,০০০				৫,০০০
সুদ খরচ হিসাব			৩,০০০		৩,০০০		৩,০০০			
বকেয়া সুদ হিসাব				৩,০০০		৩,০০০				৩,০০০
বিমা খরচ হিসাব			৪,৫০০		৪,৫০০		৪,৫০০			
মোট			২৩,০০০	২৩,০০০	৫,৭৫,২০০	৫,৭৫,২০০				
নিট লাভ							৭৯,২০০			৭৯,২০০
মোট							১৪৩,৭০০	১৪৩,৭০০	৫,১০,৭০০	৫,১০,৭০০

সমাধান-১ (গ):

জিয়া ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিলা)

তারিখ	বিবরণী		সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডিসে.	(ক) সেবা আয়	ডেবিট		১,৪৩,৭০০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট			১,৪৩,৭০০
	(সকল আয় বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	(খ) আয় বিবরণী	ডেবিট		৬৪,৫০০	
	বেতন খরচ	ক্রেডিট			২২,০০০
	ভাড়া খরচ	ক্রেডিট			১২,০০০
	ভ্রমণ খরচ	ক্রেডিট			১৩,০০০
	বিবিধ ক্ষতি	ক্রেডিট			২,০০০
	সাপ্লাইজ খরচ	ক্রেডিট			৩,০০০
	অবচয় হিসাব	ক্রেডিট			৫,০০০
	সুদ খরচ	ক্রেডিট			৩,০০০
	বিমা খরচ	ক্রেডিট			৪,৫০০
	(সকল খরচের হিসাবগুলো বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	(গ) মূলধন হিসাব	ডেবিট		৬,০০০	
	উত্তোলন হিসাব	ক্রেডিট			৬,০০০
	(উত্তোলন হিসাব বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	(ঘ) আয় বিবরণী	ডেবিট		৭৯,২০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৭৯,২০০
	(নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)				

২। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের সমাপ্ত হিসাব বছর শেষে ফাতেমা টেডার্সের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

ফাতেমা ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১২,০০০	
প্রাপ্য নোট	১০,০০০	
আসবাবপত্র	৩০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- আসবাবপত্র		৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৪,০০০
ফাতেমা মূলধন		৬৫,০০০
উত্তোলন- ফাতেমা	১৫,০০০	
সেবা হতে আয়		১,০০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৪,০০০	
বেতন খরচ	১২,০০০	
ভাড়া খরচ	১০,০০০	
ভ্রমণ ভাতা	৬,০০০	
বিবিধ খরচ	৫,০০০	
মোট	১,৮৪,০০০	১,৮৪,০০০

অন্যান্য তথ্যঃ

(ক) বছর শেষে সাপ্লাইজ হিসাব দেখাচ্ছে হাতে সাপ্লাইজ এর পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।
(খ) অগ্রিম বিমা ২ বছরের জন্য যা ১ জানুয়ারী ২০১২ থেকে শুরু হয়েছে।
(গ) বছর শেষে বেতন বকেয়া হয়েছে কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি ৪,০০০ টাকা।
(ঘ) এই বছরে আসবাবপত্রের অবচয় ৩,০০০ টাকা।
(ঙ) টেলিফোন বিল ডিসেম্বর মাসের জন্য ৪০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।
খ. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।
গ. বিপরীত জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান-২ (ক):

ফাতেমা ট্রেডার্স

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ-৩১	(ক) সাপ্লাইজ খরচ ডেবিট সাপ্লাইজ ক্রেডিট (অফিস সাপ্লাইজ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৭,০০০	৭,০০০
	(খ) বিমা খরচ হিসাব ডেবিট অগ্রিম বিমা ক্রেডিট (অগ্রিম বিমা হিসাব সমন্বয় করা হলো)।		৬,০০০	৬,০০০
	(গ) বেতন খরচ হিসাব ডেবিট বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট (বকেয়া বেতন হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৪,০০০	৪,০০০
	(ঘ) অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি ক্রেডিট (অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৩,০০০	৩,০০০
	(ঙ) টেলিফোন খরচ হিসাব ডেবিট বকেয়া টেলিফোন খরচ ক্রেডিট (টেলিফোন খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৪০০	৪০০

সমাধান-২ (খ):

ফাতেমা ট্রেডার্স

কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩১ মার্চ

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৫০,০০০				৫০,০০০				৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০				২০,০০০				২০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০			৭,০০০	৩,০০০				৩,০০০	
অগ্রিম বিমা	১২,০০০			৬,০০০	৬,০০০				৬,০০০	
প্রাপ্য নোট	১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০	
আসবাবপত্র	৩০,০০০				৩০,০০০				৩০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-আসবাবপত্র		৫,০০০		৩,০০০		৮,০০০				৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৪,০০০				১৪,০০০				১৪,০০০
ফাতেমা মূলধন		৬৫,০০০				৬৫,০০০				৬৫,০০০
উত্তোলন-ফাতেমা	১৫,০০০				১৫,০০০				১৫,০০০	

সেবা আয়		১,০০,০০০				১,০০,০০০		১,০০,০০০		
বিজ্ঞাপন খরচ	৪,০০০				৪,০০০		৪,০০০			
বেতন খরচ	১২,০০০		৪,০০০		১৬,০০০		১৬,০০০			
ভাড়া খরচ	১০,০০০				১০,০০০		১০,০০০			
ভ্রমণ ভাতা	৬,০০০				৬,০০০		৬,০০০			
বিবিধ খরচ	৫,০০০				৫,০০০		৫,০০০			
মোট	১,৮৪,০০০	১,৮৪,০০০								
সাপ্লাইজ খরচ			৭,০০০		৭,০০০		৭,০০০			
বিমা খরচ			৬,০০০		৬,০০০		৬,০০০			
বকেয়া বেতন				৪,০০০		৪,০০০				৪,০০০
অবচয় খরচ			৩,০০০		৩,০০০		৩,০০০			
টেলিফোন খরচ			৪০০		৪০০		৪০০			
বকেয়া টেলিফোন খরচ				৪০০		৪০০				৪০০
মোট			২০,৪০০	২০,৪০০	১,৯১,৪০০	১,৯১,৪০০				
নিট লাভ							৪২,৬০০			৪২,৬০০
মোট							১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,৩৪,০০০	১,৩৪,০০০

সমাধান-২ (গ):

ফাতেমা ট্রেডার্স

বিপরীত জাবেদা

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ ৩১	বকেয়া বেতন হিসাব ডেবিট বেতন খরচ হিসাব ক্রেডিট		৪,০০০	৪,০০০
,,	বকেয়া টেলিফোন খরচ ডেবিট টেলিফোন খরচ হিসাব ক্রেডিট		৪০০	৪০০

৩। চলতি হিসাব বছর শেষে রেওয়ামিলটি শারমিন ফ্যাশন সেন্টার এর হিসাব বই থেকে নেওয়া হলো।

শারমিন ফ্যামন সেন্টার

রেওয়ামিল

৩০ নভেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৮,৭০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩০,৭০০	
মজুদ পণ্য	৪৪,৭০০	

সাপ্লাইজ	৬,২০০	
যন্ত্রপাতি	১,৩৩,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- যন্ত্রপাতি		২৮,০০০
প্রদেয় নোট		৫১,০০০
প্রদেয় হিসাব		৪৮,৫০০
মূলধন		৯০,০০০
উত্তোলন	১২,০০০	
বিক্রয়		৭,৫৫,২০০
বিক্রয় ফেরত	৮,৮০০	
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৪,৯৭,৪০০	
বেতন ও মজুরি	১,৪০,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২৪,৪০০	
বিবিধ খরচ	১৪,০০০	
রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ	১২,১০০	
বিক্রয় পরিবহন	১৬,৭০০	
ভাড়া খরচ	২৪,০০০	
মোট	৯,৭২,৭০০	৯,৭২,৭০০

অন্যান্য তথ্য:

ক. সাপ্লাইজ হাতে আছে ২,০০০ টাকা।

খ. অবচয় যন্ত্রপাতির উপর ১১,৫০০ টাকা।

গ. ৩০ নভেম্বর প্রদেয় নোটের উপর সুদ বকেয়া হয়েছে ৪,০০০ টাকা।

ঘ. সমাপনী মজুদপণ্য মুল্যায়ন করা হয়েছে ৪৪,৪০০ টাকা।

করণীয়:

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।

খ. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

গ. সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান-৩ (ক): **শারমিন ফ্যামন সেন্টার**

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ-৩১	(ক) সাপ্লাইজ খরচ ডেবিট সাপ্লাইজ ক্রেডিট (অফিস সাপ্লাইজ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।		৪,২০০	৪,২০০
,,	(খ) অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি ক্রেডিট (যন্ত্রপাতির অবচয় হিসাব সমন্বয় করা হলো)।		১১,৫০০	১১,৫০০
,,	(গ) সুদ খরচ হিসাব ডেবিট বকেয়া সুদ হিসাব ক্রেডিট (বকেয়া সুদ হিসাব সমন্বয় করা হলো)।		৪,০০০	৪,০০০
,,	বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ডেবিট পজুদ পণ্য ক্রেডিট (সমাপণী মজুদ পণ্য সমন্বয় করা হলো)		৩০০	৩০০

সমাধান-৩ (খ):

শারমিন ফ্যামন সেন্টার
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩০ নভেম্বর

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৮,৭০০				৮,৭০০				৮,৭০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩০,৭০০				৩০,৭০০				৩০,৭০০	
মজুদ পণ্য	৪৪,৭০০			৩০০	৪৪,৪০০				৪৪,৪০০	
সাপ্লাইজ	৬,২০০			৪,২০০	২,০০০				২,০০০	
যন্ত্রপাতি	১,৩৩,০০০				১,৩৩,০০০				১,৩৩,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-যন্ত্রপাতি		২৮,০০০		১১,৫০০		৩৯,৫০০				৩৯,৫০০
প্রদেয় নোট		৫১,০০০				৫১,০০০				৫১,০০০
প্রদেয় হিসাব		৪৮,৫০০				৪৮,৫০০				৪৮,৫০০
মূলধন		৯০,০০০				৯০,০০০				৯০,০০০
উত্তোলন	১২,০০০				১২,০০০				১২,০০০	
বিক্রয়		৭৫৫,২০০				৭৫৫,২০০		৭৫৫,২০০		
বিক্রয় ফেরত	৮,৮০০				৮,৮০০		৮,৮০০			
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৪,৯৭,৪০০		৩০০		৪,৯৭,৭০০		৪,৯৭,৭০০			
বেতন ও মজুরী	১,৪০,০০০				১,৪০,০০০		১,৪০,০০০			
বিজ্ঞাপন খরচ	২৪,৪০০				২৪,৪০০		২৪,৪০০			
বিবিধ খরচ	১৪,০০০				১৪,০০০		১৪,০০০			
রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত খরচ	১২,১০০				১২,১০০		১২,১০০			
বিক্রয় পরিবহন	১৬,৭০০				১৬,৭০০		১৬,৭০০			
ভাড়া খরচ	২৪,০০০				২৪,০০০		২৪,০০০			
মোট	**৯,৭২,৭০০**	**৯,৭২,৭০০**								
সাপ্লাইজ খরচ			৪,২০০		৪,২০০		৪,২০০			
অবচয় খরচ			১১,৫০০		১১,৫০০		১১,৫০০			
সুদ খরচ			৪,০০০		৪,০০০		৪,০০০			
বকেয়া সুদ				৪,০০০		৪,০০০				৪,০০০
মোট			**২০,০০০**	**২০,০০০**	৯,৮৮,২০০	৯,৮৮,২০০				
নিট ক্ষতি								২,২০০	২,২০০	
মোট							৭৫৭,৪০০	৭৫৭,৪০০	**২,৩৩,০০০**	**২,৩৩,০০০**

সমাধান-৩ (গ):

জিয়া ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিলা)

তারিখ	বিবরণী		সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডিসে.	(ক) বিক্রয়	ডেবিট		৭,৫৫,২০০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট			৭,৫৫,২০০
	(সকল রাজস্ব হিসাব বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	(খ) আয় বিবরণী	ডেবিট		৭,৫৭,৪০০	
	বিক্রয় ফেরত	ক্রেডিট			৮,৮০০
	বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	ক্রেডিট			৪,৯৭,৭০০
	বেতন ও মজুরি	ক্রেডিট			১,৪০,০০০
	বিজ্ঞাপন খরচ	ক্রেডিট			২৪,৪০০
	বিবিধ খরচ	ক্রেডিট			১৪,০০০
	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	ক্রেডিট			১২,১০০
	বিক্রয় পরিবহণ	ক্রেডিট			১৬,৭০০
	ভাড়া খরচ	ক্রেডিট			২৪,০০০
	সাপ্লাইজ খরচ	ক্রেডিট			৪,২০০
	অবচয় খরচ	ক্রেডিট			১১,৫০০
	সুদ খরচ	ক্রেডিট			৪,০০০
	(সকল খরচের হিসাবসমূহ বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	(গ) মূলধন হিসাব	ডেবিট		১২,০০০	
	উত্তোলন হিসাব	ক্রেডিট			১২,০০০
	(উত্তোলন হিসাব বন্ধ করা হলো)				
৩১ ডিসে.	(ঘ) মূলধন হিসাব	ডেবিট		২,২০০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট			২,২০০
	(নিট ক্ষতি মূলধন হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হলো)				

কার্যপত্র (অনুশীলনী)

১। নিম্নোক্ত তথ্যগুলো কানিজ টেডার্সের হিসাব বই থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের হিসাবকাল শেষে নেওয়া হলো।

কানিজ ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২০,৫০০	
অগ্রিম বিজ্ঞাপন	৮,০০০	
অগ্রিম ভাড়া	১২,০০০	
ভূমি	৫০,০০০	
দালান	৬০,০০০	

অবচয় সঞ্চিতি- দালান		১২,০০০
যন্ত্রপাতি	১২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- যন্ত্রপাতি		২,০০০
প্রদেয় নোট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৩,০০০
মূলধন-কানিজ		৮০,০০০
উত্তোলন-কানিজ	১০,০০০	
সেবা আয়		৭০,০০০
বেতন খরচ	১৯,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,০০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১,০০০	
বিদ্যু খরচ	৫০০	
অফিস খরচ	১,৫০০	
সুদ খরচ-প্রদেয় নোট	৫০০	
মোট	১,৯৭,০০০	১,৯৭,০০০

অন্যান্য তথ্য:

ক. ৩০ মাস মেয়াদী প্রদেয় নোট ইস্যু করা হয়েছে জুন ৩০ ২০১২ সালে যার সুদের হার ১০%।

খ. অফিস খরচ বকেয়া হয়েছে ৪০০ টাকা।

গ. অগ্রিম বিমা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় প্রত্যেক মাসে ১০০ টাকা।

ঘ. অনপার্জিত আয় ২,০০০ টাকা সেবা আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

ঙ. অগ্রিম ভাড়া জানুয়ারীর ১ ২০১২ সালে ২৪ মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে।

চ. অবচয় যন্ত্রপাতির টাকা ১,০০০ এবং দালান ৫,০০০ টাকা।

করণীয়:

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।

খ. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

গ. সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

২। চলতি হিসাব বছর শেষে ৩১ ডিসেম্বর রেওয়ামিলটি সালমা হোলসেল কোম্পানীর হিসাব বই থেকে নেওয়া হলো।

সালমা হোলসেল কোম্পানী

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২৫,৪০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৬০০	
মজুদ পণ্য	৯০,০০০	
ভূমি	৯২,০০০	
দালান	১,৯৭,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- দালান		৫৪,৪০০

যন্ত্রপাতি	৮৩,৫০০	
অবচয় সঞ্চিতি-যন্ত্রপাতি		৪২,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩৯,০০০
মূলধন- সালমা		২,৬৭,৮০০
উত্তোলন-সালমা	১০,০০০	
বিক্রয়		৯,০৪,১০০
বিক্রয় বাট্টা	৬,১০০	
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৭,০৯,৯০০	
বেতন খরচ	৬৯,৮০০	
বিবিধ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
গ্যাস এবং তৈল খরচ	৭,২০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	
মোট	১৩,৫৭,৩০০	১৩,৫৭,৩০০

অন্যান্য তথ্য:

ক. অবচয় ১০,০০০ টাকা দালান এবং ৯,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি।

খ. সুদ ৫,০০০ টাকা বকেয়া এবং অপরিশোধিত রয়েছে প্রদেয় নোটের উপর ৩১ ডিসেম্বর।

গ. সমাপনী মুজদপণ্য ৮৮,৯০০ টাকা।

অবচয় (অনুশীলনী)

১। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

জিয়া ট্রেডার্স ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে ১৮,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করেন। ৪ বছর জীবনকাল শেষে মেশিনের প্রত্যাশিত ভগ্নাবশেষ মূল্য ২,০০০ টাকা । মেশিনের প্রত্যাশিত আয়ুস্কালে ১,৬০,০০০ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। প্রকৃত বার্ষিক ব্যবহৃত ঘণ্টা ২০১৩ – ৪০,০০০; ২০১৪ – ৬০,০০০; ২০১৫ – ৩৫,০০০ এবং ২০১৬ – ২৫,০০০ ঘণ্টা।

করণীয়:

ক. মেশিনের মোট অবচিত মূল্যের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. উৎপাদনের একক পদ্ধতি অনুযায়ী অবচয় নির্ধারণ কর।

গ. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি অনুযায়ী অবচয় নির্ণয় কর।

২। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

কেয়ার কোং ১ জানুয়ারী ২০১৩ সালে ২,৯০,০০০ টাকায় একটি মিক্সার মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল ৫ বছর এবং আয়ুস্কাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। কোম্পানির প্রকৌশলী নির্ধারণ করেন মিক্সার মেশিনের কার্যকরী জীবনকাল ৭,৫০০ ঘণ্টা। এটি ১৫০০ ঘণ্টা ২০১৩ সালে, ২৬২৫ ঘণ্টা ২০১৪ সালে, ২২৫০ ঘণ্টা ২০১৫ সালে, ৭৫০ ঘণ্টা ২০১৬ সালে, ৩৭৫ ঘণ্টা ২০১৭ সালে ব্যবহৃত হয়। কেয়ার কোম্পানির হিসাবকাল শেষ হয় প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

করণীয়ঃ

ক. সরলরৈখিক পদ্ধতি অনুসারে অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. জীবন ঘন্টা পদ্ধতি অনুমান করে ১ম ও ২য় বছরের অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. হ্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি অনুসারে ১ম ও ২য় বছরের অবচয় সঞ্চিত্তি হিসাব প্রস্তুত কর।

৩। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১৩ সালের ১ লা জানুয়ারি তারিখে জনাব আহমদ ১,০০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির আয়ুস্কাল ১০ বছর এবং আয়ুস্কাল শেষে এর ভগ্নাবশেষ মূল্য ১০,০০০ টাকা। উক্ত মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা। প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাবসমূহ বন্ধ করা হয়।

করণীয়ঃ

ক. স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় কর।

খ. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কিভাবে মেশিন দেখানো হবে তা দেখাও।

৪। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১২ সালের ১ জুলাই তারিখে মেসার্স বাবু এন্ড সন্স ৩,৮০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে এবং এর সংস্থাপনের জন্য ২০,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে। ২০১৩ সালের ১ জুলাই তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটি আরো ২,০০,০০০ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক তা সংস্থাপনের জন্য ১৫,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক হিসাব বছর শেষে বার্ষিক ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় হিসাবভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটির হিসাব প্রত্যেক বছর ৩০শে জুন তারিখে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

করণীয়ঃ

ক. অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. যন্ত্রপাতি হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

২০১০ সালের ১ লা জানুয়ারি তারিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৮,০০,০০০ টাকা মূল্যের কলকজা-যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। ২০১১ সালের ১ লা জুলাই তারিখে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ১,৮০,০০০ টাকার অতিরিক্ত কলকজা-যন্ত্রপাতির ক্রয় করে এবং এর সংস্থাপন বাবদ ২০,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে বার্ষিক ১০% হারে অবচয় ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

করণীয়ঃ

ক. ২০১১ সালে সম্পত্তির বই মূল্য কত তা নির্ণয় কর।

খ. কলকজা-যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. অবচয় সঞ্চিত্তি হিসাব প্রস্তুত কর।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (অনুশীলনী)

উদাহরণ: ১ মি. আহসান একটি সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে তার ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আহসান

রেওয়ামিল

৩১-১-২০১২

হিসাব শিরোণাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪০,০০০
উত্তোলন	১,২০০	
সেবা আয় হিসাব		৩৫,০০০
বেতন খরচ	৫০০০	
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
খাড়া	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০
প্রদেয় নোট		২০,০০০
যন্ত্রপাতি	৬০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৪,৮০০	
সরবরাহ	২,১০০	
প্রাপ্য হিসাব	১১,২৫০	
নগদ	২৯,৬৫০	
	১২০,০০০	১২০,০০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. ১,৫০০ টাকার সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।

২. যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৩. ১২% হারে প্রদেয় নোটের উপর সুদ ধরতে হবে।

৪. বীমা প্রতিমাসে ৪০০ টাকা খরচ দেখাতে হবে।

৫. সেবা প্রদান করা হয়েছে ১,৫০০ টাকা কিছু এখনও বিল উপস্থাপন করা হয়নি।

করণীয়:

ক. আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ১

মি. আহসান

আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে জানুয়ারি তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
রাজস্ব			
সেবা আয়	৩৫,০০০		
যোগ অনাদায়ী	১,৫০০		৩৬,৫০০
খরচ সমূহ :			
বেতন খরচ		৫,০০০	
ভ্রমন খরচ		৩,০০০	
ভাড়া খরচ		২,৫০০	
বিবিধ খরচ		৫০০	
বিমা খরচ		৪০০	
সরবারহ খরচ		৬০০	
প্রদেয় নোটের সুদ		২০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়		৫০০	
নিট লাভ			১২,৭০০
			২৩,৮০০

মি. আহসান

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

মূলধন	টাকা
যোগ: নিট লাভ	৪০,০০০
বাদ: উত্তোলন	২৩,৮০০
মালিকানা স্বত্ব	(১,২০০)
	৬২,৬০০

মি. আহসান

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
নগদ		২৯,৬৫০	
প্রাপ্য হিসাব		১১,২৫০	
সরবারহ		১,৫০০	
অগ্রিম বিমা		৪,৪০০	
অনাদায়ী সেবা আয়		১,৫০০	
যন্ত্রপাতি	৬০,০০০		
বাদঃ অবচয় সঞ্চিতি	৫০০	৫৯,৫০০	
মোট সম্পত্তি			১,০৭,৮০০
দায়সমূহ:			
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০	
প্রদেয় নোট		২০,০০০	
সুদ বকেয়া		২০০	৪৫,২০০
মালিকানা স্বত্ব			৬২,৬০০
মোট দায়			১,০৭,৮০০

উদাহরণঃ ২ আমান ট্রেডার্সের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

আমান ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোণাম	টাকা	টাকা
নগদ	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৫,৬০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - অফিস সরঞ্জাম		৬,০০০
প্লান্ট	৬০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - প্লান্ট		৫,০০০
অনাপর্জিত সেবা আয়		৬,০০০
মূলধন-আমান		১,০০,০০০
উত্তোলন-আমান	১৫,০০০	
বেতন খরচ	৮,৫০০	
অতিরিক্ত মূলধন		১০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	১৫,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৫,০০০
সেবা আয় হিসাব		৮১,৪০০
	২,২৮,৪০০	২,২৮,০০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. অনাদায়ী সেবা আয়ের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।

২. বছর শেষে সরবরাহ মজুদের পরিমাণ ৫০০ টাকা

৩. বেতন বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা।

৪. অনাপর্জিত সেবা আয়ের ৩,৫০০ টাকা অর্জিত হয়েছে।

৫. প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।

৬. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৭. অগ্রিম বিমার ১৬০০ টাকা এখনও অগ্রিম আছে।

সমাধান: ২

আমান ট্রেডার্স

বিশাদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সোব আয় হিসাব		৮১,৪০০	
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়		৫,০০০	
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়		৩,৫০০	
নিট রাজস্ব			৮৯,৯০০
বাদ: খরচসমূহ			
বেতন ৮,৫০০			
যোগ: বকেয়া	২,৫০০	১১,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		১৫,০০০	
ভাড়া খরচ		২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত অফিস সরবরাহ	(৫০০)	১,৩০০	
অনাদায়ী প্রাপ্য হিসাব		২,০০০	
বিমা খরচ		৪,০০০	
অবচয় হিসাব:			
প্লান্ট	৬,০০০		
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০	১১,০০০	
			৪৬,৮০০
নিট লাভ			৪৩,১০০

আমান ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০
যোগ: নিট লাভ	৪৩,১০০
বাদ: উত্তোলন	(১৫,০০০)
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	১০,০০০
সমাপনী মূলধন:	১,৩৮,১০০

আমান ট্রেডার্স

আর্থিক আস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
নগদ		৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা		১,৬০০	
অফিস সরবরাহ		৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০		
বাদ: অনাদায়ী	(২,০০০)		
অনাদায়ী সেবা আয়	(৫,০০০)	৪৩,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি - অফিস সরঞ্জাম	(১১,০০০)	৩৯,০০০	
প্লান্ট	৬০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি প্লান্ট	(১১,০০০)	৪৯,০০০	
মোট সম্পত্তি			১,৬৩,১০০
দায়সমূহ:			
বেতন বকেয়া		২,৫০০	
অনাপর্জিত সেবা আয় (৬,০০০-৩,৫০০)		২,৫০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০	
প্রদেয় নোট হিসাব		৫,০০০	
মোট দায়			২৫,০০০
মালিকানা স্বত্ব			১,৩৮,১০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			১,৬৩,১০০

উদাহরণ-০৩ আজাদ ট্রের্ডাস ৩১ মার্চ ২০১২ তারিখে তিন মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

আজাদ ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১-৩-২০১২

হিসাব শিরোণাম	টাকা	টাকা
মূলধন		২০,০০০
উত্তোলন	১,০০০	
সেবা আয়		১৫,০০০
বেতন ও মজুরি খরচ	২,৫০০	
ভ্রমণ খরচ	১,৫০০	
ভাড়া খরচ	১,২০০	
বিবিধ খরচ	২০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		১০,০০০
মেশিন	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
সাপ্লাইজ	১,০৫০	
প্রাপ্য হিসাব	৫,৫০০	
নগদ	১৪,৬৫০	
	৬০,০০০	৬০,০০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. সাপ্লাইজ ৪৮০ টাকা অব্যবহৃত আছে।

২. মেশিনের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৩. ৬ মাস মেয়াদী প্রদেয় নোটের সুদ ৩০০ টাকা বকেয়া আছে।

৪. বিমা প্রতি মাসে ২০০ টাকা খরচ ধরে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

৫. সেবা প্রদান করে ১,২০০ টাকার বিল উপস্থাপন করা হয়নি।

৬. মালিক ফেব্রুয়ারি ১ তারিখে ৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন প্রদান করেন যা হিসাবভুক্ত হয় নি, মূলধনের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

১. বিশাদ আয় বিবরণী

২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

৩. উদ্বর্তপত্র / আর্থিক অবস্থান বিবরণী

সামাধান-৩

আজাদ ট্রেডার্স
আয় বিবরণী
৩১ মার্চ ২০১২ তারিখে তিন মাসের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
রাজস্ব			
সেবা আয়		১৫,০০০	
যোগ: বকেয়া		১,২০০	
নিট রাজস্ব			১৬,২০০
বাদ: খরচসমূহ:			
বেতন ও মজুরি খরচ		২,৫০০	
ভ্রমণ খরচ		১,৫০০	
ভাড়া খরচ		১,২০০	
বিবিধ খরচ		২০০	
বিমা খরচ		৬০০	
সাপ্লাইজ	১০৫০		
বাদ: অব্যবহৃত	৪৮০	৫৭০	
প্রদেয় নোটের সুদ		৩০০	
অবচয়: মেশিন $(৩০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৩}{১২})$		৭৫০	
মূলধনের সুদ: $(২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৩}{১২}) + (৫০০০ \times ১০\% \times \frac{২}{১২})$		৫৮৩	
নিট লাভ			৮,২০৩
			৭,৯৯৭

উদাহরন-৪ মি. আসলাম ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বছর প্রথম তিন মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

মি. আসলাম
রেওয়ামিল
৩১-০৩-২০১৩

হিসাব শিরোণাম	টাকা	টাকা
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	১,৮০০	
অগ্রিম ভাড়া	১,৬০০	

অগ্রিম বিমা	১,৪৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১,৫০০
অনাপর্জিত কমিশন		৪,৮০০
মি. আসলামের মূলধন		১৫,০০০
মি. আসলামের উত্তোলন	৪,৫০০	
কমিশন আয়		২০,০০০
মজুরি	৩,৮০০	
অন্যান্য খরচ	৭০০	
	৪১,৩০০	৪১,৩০০

অন্যান তথ্যঃ

১. ৩০০ টাকার অফিস সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।
২. অগ্রিম ভাড়া জানু-১ তারিখে ৪ মাসের জন্য প্রদান করা হয়।
৩. অগ্রিম বিমা ১ বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ১ বছরের জন্য প্রদত্ত হয়েছে।
৪. অনাপর্জিত কমিশন মার্চ ১ তারিখে ৬ মাসের জন্য প্রাপ্ত।
৫. মজুরি ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ১৫০ টাকা বকেয়া আছে।

করণীয়ঃ

১. আয় বিবরণী
২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সমাধান-৪

মি. আসলাম
বিশাদ আয় বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১শে মার্চ ৩ মাসের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
রাজস্ব : কমিশন আয়		২০,০০০	
যোগ: অনাপর্জিত কমিশন		৮০০	
নিট রাজস্ব			২০,৮০০
বাদ: খরচসমূহ			
অফিস সরবরাহ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৩০০	১,৫০০	
ভাড়া	$(১৬০০ \times \frac{৩}{৪})$	১,২০০	
বিমা	$(১৪৪০ \times \frac{২}{১২})$	২৪০	
মজুরি	৩,৮০০		
যোগ: বকেয়া	১৫০	৩,৯৫০	
অন্যান্য খরচ		৭০০	
			৭,৫৯০
নিট লাভ			১৩,২১০

মি. আসলাম
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ৩ মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. আসলামের মূলধন	১৫,০০০	
নিট লাভ	১৩,২১০	
উত্তোলন	(৪,৫০০)	
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০

মি. আসলাম
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	৩০০	
অগ্রিম ভাড়া	৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
বিমা অগ্রিম	১,২০০	২৯,৩৬০
মোট সম্পত্তি		২৯,৩৬০
দায়সমূহ:		
প্রদেয় হিসাব	১,৫০০	
অনাপর্জিত কমিশন	৪,০০০	
মজুরি বকেয়া	১৫০	
মোট দায়		৫,৬৫০
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		২৯,৩৬০

উদাহরণ: ৫ ময়নামতি গেস্ট হাউজ ১ জুন ২০১৩ সালে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ৩০ জুন তারিখে তার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

ময়নামতি গেস্ট হাউজ
রেওয়ামিল
৩০-৬-২০১৩

হিসাব শিরোণাম	টাকা	টাকা
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
দালান	১,৫০,০০০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	

জমি	৫,৯০,০০০	
অনাপর্জিত ভাড়া		৩৫,০০০
বন্ধকী ঋণ		২,৫০,০০০
মূলধন		৬,০০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	
ভাড়া আয়		৯৫,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
	১০,৩০,০০০	১০,৩০,০০০

সমন্বয় সমূহঃ

১. বিমা প্রতি মাসে ২০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ন হয়েছে।

২. সাপ্লাইজ গনণা করে ৩১শে জুন তারিখে অব্যবহৃত আছে ৯,০০০ টাকা।

৩. দালান ও আসবাবপত্রের উপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।

৪. বন্ধকী ঋণের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। ১জুন তারিখে ঋণ গ্রহণ কাজ হয়েছে।

৫. অনাপর্জিত ভাড়ার ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। চলতি মাসের মোট বেতনের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

সমাধান : ৫

ময়নামতি গেষ্ট হাউজ

রেওয়ামিল

৩০-৬-২০১৩

হিসাবের বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
দালান	১,৫০,০০০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	
জমি	৫,৯০,০০০	
অনাপর্জিত ভাড়া		৩৫,০০০
বন্ধকীয় ঋণ	২,৫০,০০০	
মূলধন		৬,০০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	
ভাড়া ব্যায়		৯৫,০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
	১০,৩০,০০০	১০,৩০,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. বিমা প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সাপ্লাইজ গননা করে ৩১শে জুন তারিখে অব্যবহৃত আছে ৯,০০০ টাকা।
৩. দালান ও আসবাবপত্রের ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।
৪. বন্ধকী ঋণের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। ১জুন তারিখে ঋণ গ্রহণ কাজ হয়েছে।
৫. অনাপর্জিত ভাড়ার ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। চলতি মাসের মোট বেতনের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

ময়নামতি গেষ্ট হাউজ
আয় বিবরণী
২০১৩ সালের জুন মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব:		
ভাড়া আয়	৯৫,০০০	
যোগ: অনাপর্জিত ভাড়া আয়	২০,০০০	
নিট রাজস্ব		১,১৫,০০০
ব্যয়সমূহ:		
সাপ্লাইজ খরচ (১৮,০০০ - ৯,০০০)	৯,০০০	
বিমা খরচ	২,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
ঋণের সুদ $(২৫০,৮০০ \times ১০\% \times \frac{১}{১২})$	২,০৮৩	
অবচয়:		
দালাল - $(১৫০,০০০ \times ১০\% \times \frac{১}{১২})$	১,২৫০	
আসবাবপত্র- $(১৭০,০০০ \times ১০\% \times \frac{১}{১২})$	১,৪১৭	৫৮,৭৫০
নিট লাভ		৫৬,২৫০

ময়নামতি গেষ্ট হাউজ
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১৩ সালের ৩০ শে জুন তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৬,০০,০০০
নিটলাভ	৫৬,২৫০
উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৬,৪৬,২৫০

ময়নামতি গেষ্ট হাউজ
উদ্বর্তপত্র
২০১৩ সালের ৩০ শে জুন তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
নগদ		২৫,০০০	
সাপ্লাইজ		৯,০০০	
অগ্রিম বিমা		২২,০০০	
দালান	১,৫০,০০০		
অবচয়	১,২৫০	১,৪৮,৭৫০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০		
বাদ: অবচয়	১,৪১৭		
জমি		১,৬৮,৫৮৩	
		৫৯০,০০০	
মোট সম্পত্তি			৯,৬৩,৩৩৩
দায়সমূহ:			
প্রদের হিসাব		৫০,০০০	
অনাপর্জিত ভাড়া		১৫,০০০	
ঋণের সুদ		২,০৮৩	
বন্ধকী ঋণ		২,৫০,০০০	৩,১৭,০৮৩
মালিকানা স্বত্ব			৬,৪৬,২৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৯,৬৩,৩৩৩

উদাহরণ: ৬ জনাব আলমের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হল:

জনাব আলম
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১৮,১২,৪০০
বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
ক্রয় ফেরত		১৮,৩০০
ক্রয় পরিবহণ	৬,৭০০	
বিমা সেলামী	১০,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,৯৪,১০০	
ভাড়া খরচ (বিক্রয় খরচ)	৮১,০০০	
অফিস	১৩০,৪০০	

অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০	
প্রদেয় হিসাব		২,০০,০০০
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০	
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০	
মজুদ পণ্য	২,০৭,৬০০	
জনাব আলমের মূলধন		২,০০,০০০
নগদ	২০,৯০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
	২২,৩০,৭০০	২২,৩০,৭০০

সমন্বয়সমূহ:

১. সমাপনী মজুদপণ্য ২,১১,১৫০ টাকা।

২. স্টোর সাপ্লাইজ মজুদ ৩৫০ টাকা এবং অফিস সাপ্লাইজ মজুদ-৫০০০ টাকা।

৩. বিমা সেলামী ৭৮০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

৪. অবচয়: স্টোর ইকউপমেন্ট ১৫,১৫০ টাকা ও অফিস সরঞ্জাম ৫,১০০ টাকা।

করণীয়:

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর?

খ. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় ১১,১১,৩৫০ টাকা হলে নিট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ ৩,৪৫,৫৫০ টাকা হলে আর্থিক অবস্থায় বিবরনী প্রস্তুত কর।

সামধান: ৬ বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পন্য		২,০৭,৬০০
যোগ: নিট ক্রয়: ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
বাদ: ফেরত	১৮,৩০০	১১,০৮,২০০
ক্রয় পরিবহণ		৬,৭০০
		১৩,২২,৫০০
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(২,১১,১৫০)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১১,১১,৩৫০

আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১৮,১২,৪০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
নিট বিক্রয়		১৮,০৭,৩০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১১,১১,৩৫০
মোট লাভ		৬,৯৫,৯৫০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ		

বিক্রয় কর্মীর বেতন		১,৯৪,১০০	
ভাড়া		৮১,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৩৫০	১,৪৫০	
অবচয়: স্টোর ইকউপমেন্ট		১৫,১৫০	(২,৯১,৭৫০০)
প্রশাসনিক ব্যয়:			
অফিস ভাড়া		১,৩০,৪০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৫,০০০	১,১৫,৪০০	
বিমা সেলামী		৭,৮০০	
অফিস সরঞ্জামের অবচয়		৫,১০০	২৫৮,৭০০
নিট লাভ			১,৪৫,৫৫০

জনাব আলম

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
চলতি সম্পত্তি			
মজুদ পণ্য		২,১১,১৫০	
নগদ		২০,৯০০	
স্টোর সাপ্লাইজ		৩৫০	
অফিস সাপ্লাইজ		৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব		৫০,০০০	
অগ্রিম বিমা (১০,০০০ – ৭৮০০)		২,২০০	২,৮৯,৬০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫,১০০	৪৭,০০০	
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	১৫,১৫০	২,০৮,৯৫০	
			২,৫৫,৯৫০
মোট সম্পত্তি:			৪,৫৪,৫৫০
দায়সমূহ:			
চলতি দায়:			
প্রদেয় হিসাব		২,০০,০০০	২,০০,০০০
মালিকানা স্বত্ব			৩,৪৫,৫৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			৫,৪৫,৫৫০

উদাহরণঃ ৭ মি. সাহেদ ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে তার ব্যবসায়ের সম্পত্তি রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

মি. সাহেদ
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. সাহেদের মূলধন		১,৭৭,৬০০
মি. সাহেদের উত্তোলন	২৮,০০০	
সম্পদ কর খরচ	৪,৮০০	
উপযোগ খরচ	১১,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৮৯,৩০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,৩০০	
অবচয় সঞ্চিতি দালান		৫২,৫০০
অবচয় সঞ্চিতি - যন্ত্রপাতি		৪২,৯০০
দালান	১৯০,০০০	
নগদ	৪৫,০০০	
অবচয় খরচ-দালান	১০,৪০০	
অবচয় খরচ -যন্ত্রপাতি	১৩,৩০০	
যন্ত্রপাতি	১,১০,০০০	
পরিবহন	৩,৬০০	
বিমা খরচ	৭,২০০	
মজুদ পণ্য	৪০,৫০০	
প্রদেয় বন্ধকী		৮০,০০০
অফিস বেতন খরচ	৩২,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
বিক্রয়		৬৫৮,০০০
বিক্রয় ফেরত	৮,০০০	৪,৩০০
প্রদেয় সম্পদ কর		৪৮২,০০০
ক্রয়		
ক্রয় বাট্টা		১২,০০০
ক্রয় ফেরত		৬,৪০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন খরচ	৭৪,০০০	
বিক্রয় কমিশন খরচ	১৪,৫০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন		৪,০০০
	১১,২৭,০০০	**১১,২৭,০০০**

অন্যান্য তথ্য:

১. সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয় ৭৫,০০০ টাকা।

২. বিমা খরচ এবং উপযোগ খরচের ৬০% বিক্রয় এবং ৪০% প্রশাসনিক খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

৩. দালানের অবচয় ও সম্পত্তি করকে প্রশাসনিক খরচ এবং যন্ত্রপাতির অবচয়কে বিক্রয় খরচ ধরতে হবে।

করণীয়:

ক. বহুধাপ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরনী প্রস্তুত কর।

গ. শ্রেণীবদ্ধ উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৭

মি. সাহেদ

আয় বিবরনী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব		৬,৫৮,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		৮,০০০	
নিট বিক্রয়			৬,৫০,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৪০,৫০০	
ক্রয়	৪,৮২,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(৬,৪০০)		
ক্রয় বাট্টা	(১২,০০০)		
ক্রয় পরিবহণ	৩,৬০০	৪,৬৭,২০০	
নিট ক্রয়		৫,০৭,৭০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(৭৫,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			(৪,৩২,৭০০)
মোট লাভ			২,১৭,৩০০
বাদ: বিক্রয় খরচ বিক্রয় বেতন খরচ		৭৪,০০০	
বিমা খরচ (৭২০০ × ৬০%)		৪,৩২০	
বিক্রয় কমিশন খরচ		১৪,৫০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়		১৩,৩০০	
উপযোগ খরচ (৬০%)		৬,৬০০	(১,১২,৭২০)
প্রশাসনিক খরচ: দালানের অবচয়		১০,৪০০	
বিমা খরচ (৭২০০ × ৪০%)		২,৮৮০	
অফিস বেতন খরচ		৩২,০০০	
সম্পদ কার খরচ		৪৮০০	
উপযোগ খরচ (১১,০০০ × ৪০%)		৪,৪০০	(৫৪,৪৮০)
নিট লাভ			৫০,১০০

মি. সাহেদ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
সাহেদের মূলধন	১,৭৭,৬০০
নিট মুনাফা	৫০,১০০
উত্তোলন	(২৮,০০০)
সমন্বিত মূলধন	১,৯৯,৭০০

মি. সাহেদ

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
চলতি সম্পত্তি:			
প্রাপ্য হিসাব		৫০,৩০০	
নগদ		৪৫,০০০	
অগ্রিম বিমা		২,৪০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৭৫,০০০	১,৭২,৭০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
দালান	১,৯০,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫২,৫০০	১,৩৭,৫০০	
যন্ত্রপাতি	১১,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৪২,৯০০	৬৭,১০০	২,০৪,৬০০
			৩৭৭,৩০০
দায়সমূহ			
চলতি দায়:			
প্রদেয় হিসাব		৮৯,৩০০	
প্রদেয় সম্পত্তি কর		৪,৩০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন		৪,০০০	৯৭,৬০০
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:			
বন্ধকী ঋণ			৮০,০০০
			১,৭৭,৬০০
মালিকানা স্বত্ব			১,৯৯,৭০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব:			৩৭৩,৩০০

উদাহরণঃ ৮ মি. আফজালের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

মি. আফজাল
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৯,০৪,১০০
বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
পণ্য ক্রয়	৭,০৯,৯০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৬৯,৮০০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
গ্যাস ও জ্বালানী	৭,২০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	
মূলধন		২,৬৭,৮০০
উত্তোলন	১০,০০০	
নগদ		
প্রাপ্য হিসাব	২৫,৪০০	
মজুদ পণ্য	৩৭,৬০০	
জমি	৯০,০০০	
দালান	৯২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - দালান	১,৯৭,০০০	
যন্ত্রপাতি	৮৩,৫০০	৫৪,০০০
অবচয় সঞ্চিতি - যন্ত্রপাতি		৪২,৪০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
প্রদেয় বিল		৩৭,৫০০
	১৩,৫৫,৮০০	১৩,৫৫,৮০০

সমন্বয়সমূহঃ

১. দালান ও কলকব্জার অবচয় যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৯০০০ টাকা। (উভয়ই প্রশাসনির খরচ)
২. প্রদেয় নোটের উপর ৭,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. সমাপনী মজুদ পণ্য ৮৯,২০০ টাকা।
৪. বেতনের ৮০% বিক্রয় ও ২০% প্রশাসনিক খরচ।
৫. উপযোগী খরচ, মেরামত খরচ এবং বিমা খরচ ১০০% প্রশাসনিক।
৬. ১৫,০০০ টাকার নোট আগামী বছর পরিশোধ করতে হবে।
৭. গ্যাস ও জ্বালানী বিক্রয় খরচ।

সমাধান: ৮

মি. আফজাল
বিশাদ আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৯,০৪,১০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
নিট বিক্রয়:		৮,৯৯,৫০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৯০,০০০	
যোগ ক্রয়	৭০৯,৯০০	
বাদ সমাপনী মজুদ	(৮৯,২০০)	৭,১০,৭০০
মোট লাভ		১,৮৮,৮০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ :		
বেতন (৬৯,৮০০ × ৮০%)	৫৫, ৮৪০	
গ্যাস ও জ্বালানী	৭,২০০	(৬৩,০৪০)
প্রশাসনিক খরচ :		
অবচয়: দালান	১০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৯,০০০	
বেতন (৬৯,৮০০ × ২০%)	১৩,৯৬০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	৬১,৭৬০
পরিচালন মুনাফা		৬৪,০০০
বাদ: অপরিচালন ব্যয়		
প্রদেয় নোটের সুদ		(৭,০০০)
নিট মুনাফা		৫৭,০০০

মি. আফজাল
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২,৬৭,৮০০
নিট মুনাফা	৫৭,০০০
বাদ: উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৩,১৪,৮০০

মি. আফজাল
উদ্বর্তপত্র
২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ		২৫,৪০০	
প্রাপ্র হিসাব		৩৭,৬০০	
মজুদ পণ্য		৮৯,২০০	১,৫২,২০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
জমি		৯২,০০০	
দালান	১,৯৭,০০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৬৪,০০০	১,৩৩,০০০	
যন্ত্রপাতি	৮৩,৫০০		
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫১,৪০০	৩২,১০০	২,৫৭,১০০
মোট সম্পত্তি			৪০৯,৩০০
দায়সমূহ:			
চলতি দায়:			
প্রদেয় নোট		১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব		৩৭,৫০০	
প্রদেয় সুদ		৭,০০০	৫৯,৫০০
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:			
প্রদেয় নোট			৩৫,০০০
			৯৪,৫০০
মালিকানা স্বত্ব			৩,১৪,৮০০
			৪,০৯,৩০০

উদাহরন: ৯ আসিফ ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলৗ নিম্নরূপ:

আসিফ ট্রের্ডাস
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১৩

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩,০০০
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
১০% বিনিয়োগ		৭০,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	১,২০,০০০	
মজুদ পন্য	৮০,০০০	

সাপ্লাইজ	১০,০০০	
স্টোর ইকইপমেন্ট	১০০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-স্টোর ইকউপমেন্ট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
মূলধন		২২০,০০০
বিক্রয়		৪০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	
সুদ অবচয়	৩,০০০	
সুদ আয়		১২,০০০
ক্রয়	১,৫০,০০০	
ক্রয় ফেরত		১০,০০০
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বেতন	২০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন বিল	১০,০০০	
ভাড়া	১৮,০০০	
বিবিধ খাত	১৫,০০০	
	৮,১৫,০০০	৮,১৫,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. অগ্নি বিমা বকেয়া আছে ৫০০০ টাকা। অগ্নি বিমার ৪০% বিক্রয় খরচ।

২. অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। সাপ্লাইজের ৩০% অফিস খরচ

৩. ভাড়া অগ্রিম ১০,০০০ টাকা। ভাড়ার ৫০% অফিস সংক্রান্ত।

৪. স্টোর ইকুইপমেন্ট এর উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৫. অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা রাখতে হবে।

৬. বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে। বেতনের ৫০% অফিস খরচ।

৭. সমাপনী মজুদের মূল্য ১,২০,০০০ টাকা।

করণীয়:

ক. বহুধাপ আয় বিবরণী।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

গ. উদ্বর্তপত্র।

সমাধান: ৯

আসিফ ট্রেডার্স
আয় বিবরণী
২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৪,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৩,০০০	
নিট বিক্রয়:		৩,৯৭,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৮০,০০০	
ক্রয় ১,৫০,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত ১০,০০০	১,৪০,০০০	
ক্রয় পরিবহণ	১২,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য	(১,২০,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১,১২,০০০
মোট লাভ		২,৮৫,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়		
ভাড়া ১৮,০০০		
বাদ: অগ্রিম (১০,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ (৪,০০০)	৪,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২৫,০০০	
বেতন ২০,০০০		
যোগ: বকেয়া ৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ (১২,৫০০)	১২,৫০০০	
গাপ্লাইজ ১০,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত (৩,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ (২,১০০)	৪,৯০০	
অগ্নি বিমা ২০,০০০		
যোগ: বকেয়া ৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ (১৫,০০০)	১০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	২০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৫,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট অবচয়	১০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৩,০০০)	(৭০,৪০০)
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়:		
ভাড়া	৪,০০০	
বেতন	১২,৫০০	
সাপ্লাইজ	২,১০০	

অগ্নি বিমা	১৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন খরচ	১০,০০০	(৭০,৬০০)
পরিচালন মুনাফা		১,৪৪,০০০
অপরিচালন মুনাফা (ক্ষতি)		
ঋণের সুদ ৩০০০		
বকেয়া ২০০০	(৫,০০০)	
বিনিয়োগের সুদ ১২,০০০		
যোগ: বকেয়া ৬,০০০	১৮,০০০	
বিবিধ ক্ষতি	(১৫,০০০)	(২,০০০)
নিট মুনাফা		১,৪২,০০০

আফিস ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২২০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৪২,০০০
মালিকানা স্বত্ব	৩৬২,০০০

আসিফ ট্রেডার্স

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
মজুদ পণ্য	১,২০,০০০	
সাপ্লাইজ	৩,০০০	
প্রাপ্য সুদ	৬,০০০	
ভাড়া অগ্রিম	১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ৮০,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা ২,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (৫,০০০)	৭৩,০০০	৩,৩২,০০০
বিনিয়োগ		১২০,০০০
১৫% বিনিয়োগ		

স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:		
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১,০০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৩০,০০০	৭০,০০০
		৫২২,০০০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় নোট	৫০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	
বকেয়া বিমা	৫০০০	
বকেয়া বেতন	৫,০০০	
		৯০,০০০
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:		
১০% বন্ধকী ঋণ		৭০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৩৬২০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৫,২২,০০০

উদাহরণ - ১০ হাসান এন্ড সন্স-এর ২০১৩ সালের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

হাসান এন্ড সন্স
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১

ডেবিট ক্রেডিট

হিসাবের শিরোনাম	টাকা	হিসাবের শিরোনাম	টাকা
হাসানের উত্তোলন	৫,০০০	বিক্রয়	২,০০,০০০
নগদ	১,২৫০	ক্রয় ফেরত	১,৫০০
ব্যাংক জমা	৪,৫২৫	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৭৫০
ছাপা ও মনিহারী	৫০০	প্রদেয় নোট	১০,০০০
বিমা খরচ	৩৫০	প্রদেয় হিসাব	৩৩,০০০
বহিঃ পরিবহণ	৪,২০০	ঋন ১০% (৩১.০৩.২০১২)	২৫,০০০
বেতন খরচ	১৮,০০০	মূলধন	১,৪৫,০০০
কারখানা ভাড়া	১,৯০০		
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন	৮০০		
ব্যাংক চার্জ	২৫		
মজুদপণ্য	৩৫,০০০		
পণ্য ক্রয়	১,০০,০০০		
বিনিয়োগ	৫০,০০০		
বিক্রয় ফেরত	২,৫০০		
প্রাপ্য নোট	৪৫,০০০		

ক্রয় পরিবহণ	৭,৫০০		
প্লান্ট ও মেশিন	৫৫,০০০		
অফিস আসবাবপত্র	৮,৫০০		
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০		
কয়লা, গ্যাস ও পানি	১,২০০		
মজুরি খরচ	১,০০০		
সুল্ক	১,৫০০		
অফিস ভাড়া	৪,৫২৫		
	৪,২৫,২৫০		৪,১৫,২৫০

সমন্বয়সমূহ:

১. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২৫০০ টাকা।
২. প্লান্টের উপর ১০% অবচয় ও মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে।
৩. পণ্য বিক্রয়ের মধ্যে ২,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত আছে।
৪. পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ৫০০ টাকার মনিহারী অন্তর্ভুক্ত আছে।
৫. সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪০,০০০ টাকা।
৬. বেতন ২০০০ টাকা, কারখানা ভাড়া ১৫০০ টাকা, অফিস ভাড়া ৫০০ টাকা বকেয়া আছে।
৭. অনাদায়ী পাওনা ২০০০ টাকা। অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।
৮. বিক্রয় ম্যানেজারকে ২,০০০ টাকা কমিশন প্রদান করতে হবে।

করনীয়:

ক. বহুধাপ আয় বিবরণী।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ১০

হাসান এ্যান্ড সন্স
আয় বিবরণী
২০১৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়		২,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(২,৫০০)	
বাদ: আসবাবপত্র বিক্রয়		(২,০০০)	
নীট বিক্রয়			১,৯৫,৫০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৩৫,০০০	
যোগ: নিট ক্রয়:			
ক্রয়	১,০০,০০০		

বাদ: ক্রয় ফেরত	(১,৫০০)		
বাদ: পণ্য উত্তোলন	(২৫০০)		
বাদ: মনিহারী ক্রয়	(৫০০)		
নিট ক্রয়		৯৫,৫০০	
যোগ: মজুরি		১,০০০	
কয়লা, গ্যাস ও পানি		১,২০০	
কারখানা ভাড়া	১,৯০০		
যোগ: বকেয়া	১,৫০০		
প্লান্ট ও মেশিনের অবচয়		৩,৪০০	
ক্রয় পরিবহন		৭,৫০০	
		১,৪৯,১০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ		(৪০,০০০)	
মোট লাভ			৮৬,৪০০
বাদ: পরিচালনা ব্যয়:			
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ:			
বাহ: পরিবহন		৪,২০০	
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৯০০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৭৫০)	৪,১৫০	
বিক্রয় ম্যানেজারের কমিশন		২,০০০	(১০৩৫০)
প্রশাসনিক খরচ:			
ছাপা ও মনিহারী (৫০০ + ৫০০)		১,০০০	
বিমা খরচ		৩৫০	
বেতন	১৮,০০০		
যোগ: বকেয়া	২,০০০	২০,০০০	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন		৮০০	
অফিস ভাড়া	৪,৫২৫		
যোগ: বকেয়া	৫০০	৫,৫২৫	(২৭,৬৭৫)
যোগ (বাদ): নিট অপরিচালন আয় (ক্ষতি)			৪৮,৩৭৫
ব্যাংক চাই		২৫	
ঋণের সুদ		১,৮৭৫	
মূলধনের সুদ		৭,২৫০	(৯,১৫০)
নিট লাভ			৩৯,২২৫

হাসান অ্যান্ড সন্স
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	১,৪৫,০০০
যোগ: নিট লাভ	৩৯,২২৫
বাদ: উত্তোলন (৫,০০০ + ২,৫০০)	(৭,৫০০)
যোগ: মালিকানা স্বত্ব	৭,৫০০

হাসান অ্যান্ড সন্স
উদ্বর্তপত্র
২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:			
চলতি সম্পত্তি:			
নগদ		১,২৫০	
ব্যাংক জমা		৪,৫২৫	
প্রাপ্য নোট		৪৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	(২,০০০)		
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(২,৯০০)	৫৫,১০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৪০,০০০	১,৪৫,৮৭৫
বিনিয়োগ			৫০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তি:			
প্লান্ট ও মেশিন	৫৫,০০০		
বাদ: অবচয়	(৫,৫০০)	৪৯,৫০০	
আসবাবপত্র	৮,৫০০		
বাদ: বিক্রয়	(২,০০০)	৭,৫০০	৫৭,০০০
			২,৫২,৮৭৫
দায় সমূহ:			
চলতি দায়: প্রদেয় নোট		১০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৩৩,০০০	
ঋণের সুদ		১,৮৭৫	
বকেয়া বেতন		২,০০০	
বকেয়া কারখানা ভাড়া		১,৫০০	
বকেয়া অফিস ভাড়া		৫০০	
ম্যানেজারের কমিশন		২,০০০	৫০,৮৭৫
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:			
ঋণ			২৫,০০০
মালিকানা স্বত্ব			১৮৩,৯৭৫

সমস্যা-১ মি. হাসানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ৩০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে ৪ মাসের আর্থিক তথ্যবলী নিয়ে নিম্নে রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন।

মি. হাসান
রেওয়ামিল
৩০ এপ্রিল, ২০১২

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
নগদ	৯,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫,২০০	
সরবরাহ	১,৯০০	
জমি	৫০,০০০	
দালান	২,৫০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - দালান		৪৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		৫৬,০০০
প্রদেয় বন্ধকী		১,০০,০০০
মূলধন		১,৫৮,৫০০
উত্তোলন	৮,৫০০	
সেবা আয়		৩২,০০০
মজুরি খরচ	১৪,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	২,৫০০	
	৩,৪১,১০০	৩,৪১,১০০

সমন্বয়সমূহ:

১. সেবা আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে হিসাবভুক্ত হয়নি ২৫০০ টাকা।

২. ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত মজুরি বকেয়া ৫,০০০ টাকা।

৩. ৩০ শে এপ্রিল তারিখে সরবরাহ হাতে আছে ১,০০০ টাকা।

৪. দালানের অবচয় ৩০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।

করণীয়:

ক. ৩০ শে এপ্রিল তারিখে দালানের বহিমূল্য নির্ণয় কর।

খ. সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মি. হাসানের নিট লাভ নির্ণয় কর।

সমস্যাঃ ২ আল আমীন প্লাষ্টিকের সমন্বিত রেওয়ামিলটি নিম্নরূপঃ

আল আমীন
সমন্বিত রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন		১,৪০,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৮,০০০
প্রদেয় নোট		১৬,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
আসবাবপত্র	৬০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
নগদ	৩০,০০০	
অফিস সরবরাহ	৫০০	
উত্তোলন	২০,৫০০	
১০% বন্ধকী ঋন		৬০,০০০
জমি	৪১,০০০	
বেতন বকেয়া		১,৫০০
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি আসবাবপত্র		৩,০০০
অবচয় সঞ্চিতি সরঞ্জাম		৮,০০০
সুদ প্রাপ্য	১,০০০	
সুদ প্রদেয়		৬০০
নীট লাভ		৪০,৫০০
	৩,০৩,০০০	৩,০৩,০০০

করণীয়ঃ

ক. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

খ. উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত কর।

গ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্নয় কর।

সমস্যা -৩ সোহাগ ট্রান্সপোর্ট এর ২০১৩ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে এক মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ	২৪,০০০	
বাস	২,২০,০০০	
অগ্রিম টিকিট বিক্রয়		২৫,৪০০
প্রদেয় নোট		৩২,০০০
মূলধন		১,৮০,০০০
টিকিট রাজস্ব		১,২২,৬০০
বেতন খরচ	১২,৬০০	
গ্যাস ও তৈল খরচ	১,৮০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	১,২০০	
অগ্রিম বিমা	৮,৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৯২,০০০	
	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০

অতিরিক্ত তথ্যাবলী:

১. অফিস সরঞ্জাম ও বাসের মাসিক অবচয় যথাক্রমে ৪,০০০ ও ১০,০০০ টাকা।

২. একটি প্রতিষ্ঠান ও ২ ব্যক্তি মোট ১০টি অগ্রিম টিকিট নিয়েছিল এর মধ্যে ৭টি টিকিট এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

৩. বাস ড্রাইভারদের প্রতিদিন ৭০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। ৫ জন ড্রাইভারের ৫ দিনের বেতন বকেয়া রয়েছে।

৪. একটি টিকিট কাউন্টার থেকে ১,৫০০ টাকা করে ৬টি টিকিট বিক্রয় করে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়:

ক. ২ নং সমন্বয়ের জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. উপযুক্ত ছকে আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নীট লাভ নির্নয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ - টাকা ধরে উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত কর।

সমস্যা - ৪ **ইস্টান হাউং এর রেওমিল নিম্নরুপ:**

নিশাত হাউজিং
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪,০০,০০০
উত্তোলন	২৫,০০০	
ভাড়া আয়		৩,৯০,০০০
মজুরি		
উপযোগ বিল	৮০,০০০	
সম্পদ কর	২৫,০০০	
সুদ	১৫,০০০	
১৫% বিনিয়োগ	১,০০,০০০	
নগদ	৩৯,৫২৫	
অগ্রিম বিমা	৪,১২৫	
যন্ত্রপাতি	৪৫,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি যন্ত্রপাতি		৯,০০০
দালান	৪,৩০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি দালান		৩০,০০০
জমি	২,৩০,০০০	
অনাপর্জিত ভাড়া		৭,২৫০
বন্ধকী ঋণ		১,৮০,০০০
সাপ্লাইজ	২৬০০	
	১০,১৬,২৫০	১০,১৬,২৫০

সমন্বয়:

১. অগ্রিম বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. যন্ত্রপাতি উপর ১০% ও দালানের উপর ১৫% অবচয় ধরতে হবে।
৩. অনাপর্জিত ভাড়ার পরিমাণ ২৫০ টাকা।
৪. সাপ্লাইজ হাতে আছে ১,৬০০ টাকার।
৫. বন্ধকী ঋণের উপর ১২% সুদ ধরতে হবে। ঋণ ৮০,০০০ টাকা আগামী ১ বছরের মধ্যে প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা আগামী ৬ মাসের মধ্যে আদায় হবে।

করণীয়:

ক. ৫ নং সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।
খ. উপযুক্ত ছকে আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।
গ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

সমস্যা - ৫ **মি. হাসানের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো:**

মি. হাসান
সমন্বিত রেওয়ামিল

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২১,৭৪০		২১,৭৪০	
প্রাপ্য হিসাব	১৬,৯৯০		১৬,৯৯০	
অগ্রিম বিমা	৬০০		৫৫০	
অফিস সরবরাহ	৭২০		৫০০	
জমি	১,৩০,০০০		১,৩০,০০০	
দালান	৩৬,০০০		৩৬,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি দালান		১৫০		১৫০
অফিস সরঞ্জাম	৫,৪০০		৫,৪০০	
অবচয় সঞ্চিতি অফিস সরঞ্জাম		৪৫		৪৫
প্রদেয় নোট		৩,০০০		৩,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৩,৫৯৫		২৩,৫৯৫
অনাপর্জিত ব্যবস্থাপনা ফিস		১,৮০০		১,৫০০
মূলধন		১,৮০,৭৭,		১,৮০,৭৭১
উত্তোলন	১,৫০০		১,৫০০	
বিক্রয় কমিশন		১৫,৪৮৪		১৫,৪৮৪
বিজ্ঞাপন খরচ	১২,৭৫৮		১,২৭৫	
বেতন খরচ	৯,৪২৫		৯,৪২৫	
টেলিফোন খরচ	১,১৯৫		১,১৯৫	
	২,২৪,৮৪৫	২,২৪,৮৪৫		
বিমা খরচ			৫০	
অফিস সরবরাহ খরচ			২২০	
ব্যবস্থাপনা ফিস আয়				৩০০
সুদ			৩০	৩০
বকেয়া সুদ			২,২৪,৮৭৫	২,২৪,৮৭৫

করণীয়ঃ

১. স্থায়ী সম্পত্তির বর্হিমূল্য নির্ণয় কর।
২. সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
৩. আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।

সমস্যা -৬ নিম্নের শাওন-এর কার্যপত্র হতে রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল দেওয়া হল।

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিয়ত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪,৯৮০		৭,৬৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০		৩,৮৫০	
অফিস সাপ্লাইজ	৬০০		২৪০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৬,৬০০		৬,৬০০	
অবচয় সঞ্চিতি অফিস ইকুইপমেন্ট		২,৪২০		২,৫৩০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০		১,৬৬০
অনাপর্জিত কমিশন		৬,৯০০		৭,৭৫০
অফিস সাপ্লাইজ খরচ			৩৬০	
অবচয় খরচ অফিস ইকুইপমেন্ট				
বেতন	৬০০০		১১০	
ভাড়া খরচ	১৫০০		১,৫০০	
	২৩,৬৮০	২৩,৬৮০	২৭,৩৪০	২৭,৩৪০

করণীয়ঃ

ক. নিট ৫,৭২০ টাকা হলে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. সমন্বয়সমূহের জাবেদা দাখিলা দাও।
গ. আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি (অনুশীলনী)

১। জনাব কামাল একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর কারবারের হিসাব বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। তার কারবারের হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নেওয়া হলঃ

	১ জানুয়ারি ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	২৫,০০০	৫০,০০০
ব্যাংক জমা	৮০,০০০	১,০০,০০০
মজুদপণ্য	৫০,০০০	৮০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১,০০,০০০	১,৬০,০০০
প্রদেয় হিসাব	৮০,০০০	১,১০,০০০
আসবাবপত্র	৫০,০০০	-
যন্ত্রপাতি	৪০,০০০	১,৪০,০০০
দালানকোঠা	২,০০,০০০	-

জনাব কামাল তাঁর নিজ প্রয়োজনে কারবার হতে সারা বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে নগদ ৪০০ টাকা করে উত্তোলন করেছেন। এছাড়া কারবার হতে তিনি বছরে মোট ১২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি কারবারের জন্য ১,০০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন এবং এই যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অংশ তিনি তার ব্যক্তিগত গাড়ি বিক্রয় করে সরবরাহ করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

ক. দোকানের ক্যাশ বাক্স হতে ৪,০০০ টাকা চুরি হয়েছে। কিন্তু এটি হিসাবভুক্ত করা হয় নি।

খ. প্রাপ্য হিসাবের ১০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকার উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে।

গ. আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও দালানকোঠার উপর ১০% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে। নতুন যন্ত্রাপাতি ১-১০-২০১৩ তারিখে ক্রয় করা হয়েছিল।

ঘ. প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

ক. উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

ঘ. নিট মুনাফা ৮৬,৫৫০ ও প্রারম্ভিক মূলধন ৪,৬৫,০০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

২। মি. সোহেল রানা তার কারবার প্রতিষ্ঠানের হিসাব বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

বৈষয়িক বিবরণী

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
প্রদেয় হিসাব	৪৫,০০০	নগদ তহবিল	৩০,০০০
বকেয়া খরচাবলি	৫,০০০	ব্যাংকে জমা	১,১০,০০০
মূলধন	৫,০০,০০০০	প্রাপ্য হিসাব	৮৫,০০০
	৫,৫০,০০০	মজুদপণ্য	৫৫,০০০
		আসবাবপত্র	৭০,০০০
		দালানকোঠা	২,০০,০০০
	৫,৫০,০০০		৫,৫০,০০০

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার কারবারে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদের মূল্য ৭০,০০০ টাকা, নগদ তহবিল ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১,৩০,০০০ টাকায় উপনীত হয়। উক্ত তারিখে প্রদেয় হিসাবের জের ৬০,০০০ টাকা এবং বকেয়া খরচের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। মি. সোহেল রানা কারবারের জন্য ৫০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মটরলরী ক্রয় করেছিলেন এবং এই মটরলরীটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অংশবিশেষ তিনি তার ব্যক্তিগত এক খণ্ড জমি ৭০,০০০ টাকায় বিক্রিয় করে এর অর্ধেক সরবরাহ করেছিলেন। সারা বছরে মি. সোহেল রানার নগদ উত্তোলনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৩,০০০ টাকা এবং পণ্য উত্তোলন মোট ১২,০০০ টাকা। আসবাবপত্রের উপর ৫% হারে এবং দালানকোঠার উপর ২% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. সমাপনী মূলধন ৬,৫৭,০০০ টাকা ধরে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৩। জনাব রহিম একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তাঁর ব্যবসায়ের হিসাব বই সংরক্ষণ করেন। ২০১৩ সালে তার ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় এবং অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

বিবরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	৩০০	৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	১,৫০০
মজুদপণ্য	৮,৫০০	৭,০০০
প্রদেয় হিসাব	১০,০০০	১২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১২,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	৮,৫০০
প্রদেয় নোট	৩,০০০	১,৫০০
ভূমি ও দালানকোঠা	১৫,০০০	১৫,০০০
আসবাবপত্র	২,০০০	২,০০০

বছরে উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৭,০০০ টাকা। উত্তোলিত টাকার ৩,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত মটর সাইকেলখানির বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ১,০০০ টাকা দিয়ে তিনি কারবারের জন্য একটি মেশিন ক্রয় করলেন। প্রাপ্য টাকা হতে ৪০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকার উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে। প্রাপ্য নোটের ২% নিয়ে প্রাপ্য নোট বাট্টা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে। ভূমি ও দালানকোঠার উপর ৫% আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করনীয়ঃ

ক. নিট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক ও সামপনী মূলধন নিণয় কর।

গ. নিট লাভ ১৫,৪৫০ টাকা ও সমাপনী মূলধন ৩৭,০০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৪। জনাব রহমত-ই-বিল্লাহ্ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার কারবারের হিসাব যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করেন না। তার হিসাব বইয়ের খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপঃ

বিবরণ	জানুয়ারি ১, ২০১৩	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৩
নগদ তহবিল	১, ৫০০	৩,৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২২,৫০০	৫,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	২৪,০০০	৩০,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৭,০০০	১১,০০০
প্রাপ্য নোট	৬,০০০	১০,০০০
প্রদেয় নোট	৩,০০০	২,০০০
মজুদপণ্য	২১,০০০	২৯,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	২৫,০০০

জনাব রহমত-ই- বিল্লাহ তার নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। এছাড়াও তিনি ২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। চলতি মূলধনের ঘাটতি হওয়ায় ১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে মালিক তার নিজ মটর সাইকেল ৩০,০০০ টাকা বিক্রয় করে এর দুই-তৃতীয়াংশ কারবারে বিনিয়োগ করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি :

ক. কারবার খরচাবলি ২,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে, পক্ষান্তরে ভাড়া ১,৫০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। ৫০০ টাকার অব্যবহৃত সরবরাহ রয়েছে।

খ. প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

গ. আসবাবপত্রের সমাপ্তি উদ্বৃত্তের উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

ক. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ৩০,০০০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৭৯,০০০ ধরে লাভ লোকসান বিবরনী প্রস্তুত কর।

গ. বৈষয়িক বিবরনী প্রস্তুত কর।

৫। জনাব খান একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার হিসাব বই যথাযথ পদ্ধতি মোতাবেক সংক্ষণ করেন না। নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো তার হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

বিবরণ	১ জানুয়ারী ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	২,৫০০	১,৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২০,০০০	১৫,০০০
মজুদপণ্য	৩৫,০০০	৪৬,০০০
প্রাপ্য হিসাব	২৬,০০০	৪৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০	৩০,০০০
প্রাপ্য নোট	২২,০০০	২৭,০০০
প্রদেয় নোট	১৮,০০০	১৬,০০০
আসবাবপত্র	১৬,০০০	২৫,০০০

জনাব খান সারা বছর ধরে প্রত্যেক মাসে নগদ ২৫০ টাকা করে কারবার হতে নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন করেছেন। এছাড়া তিনি ৮,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ১ জুলাই, ২০১৩ সালে তার ব্যবসায়ের জন্য ৫০,০০০ টাকার একটি মোটরভ্যান ক্রয় করেন এবং এ ভ্যান ক্রয়ের জন্য তিনি নগদ ৪০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধনস্বরূপ ব্যবসায়ে সরবরাহ করেন।

অন্যান্য তহবিল:

ক. সাধারণ খরচাবলি ৩,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। পক্ষান্তরে ভাড়া ২,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।

খ. প্রাপ্য টাকার ৩,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকার উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

গ. আসবাবপত্র ও মোটর ভ্যানের বার্ষিক ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ৩৮,৫০০ টাকা ধরে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. নিট লাভ ১৪,৯০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৬। জনাব হাসান তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব বই দুতরফা দাখিলা মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপঃ

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
মূলধন	৬,০০০	ব্যাংক জমা	১,৫৫০
প্রদেয় হিসাব	৩,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৪,০০০
বকেয়া খরচ	৫০	সমাপনী মজুদপণ্য	২,০০০
		আসবাবপত্র	১,২০০
		অগ্রিম খরচ	৩০০
	৯,০৫০		৯,০৫০

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে দেখা গেল যে, প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৪,৮০০ টাকায় উপনীত হয়েছে। সমাপনী মজুদপণ্য ৬,৬৫০ টাকায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ হয়েছে ৪,৫০০ টাকা এবং খরচাবলি বাবদ ১০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি। তার ব্যবসায়ের ব্যাংক হিসাবে ১,৫০০ টাকা জমাতিরিক্ত হয়েছে। বছরে তিনি ব্যবসায় হতে নিজ প্রয়োজনে নগদ ২,৪০০ টাকা এবং ৬০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ব্যবসায়ের জন্য মোট ৫,০০০ টাকা মূল্যের একখানি মোটর লরী ক্রয় করেছেন এবং মোটর লরী ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অংশবিশেষ তিনি ব্যক্তিগত মোটর সাইকেলখানি ৩,০০০ টাকা মূল্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং কারবারের নগদ ২,০০০ টাকা সরবরাহ করে ব্যয় নির্বাহ করেছেন। আসবাবপত্রের উপর ২০০ টাকা এবং মোটর লরীর উপর ৫০ টাকা অবচয়স্বরূপ হিসাবভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

করণীয়ঃ

ক. সমাপণী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. সমাপনী মূলধন ১১,৫৫০ টাকা ধরে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর। (নিট লাভ ৩,৩০০ টাকা ধরে)

৭। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে জনাব ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের ব্যবসায়ের মূলধন ছিল ৬০,০০০ টাকা। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

	টাকা
হাতে নগদ	৮,৭৫০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১০,৫০০
মজুদপণ্য	২৬,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	২২,৫০০
আসবাবপত্র	১২,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	২০,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৮,০০০
বকেয়া বেতন	২,৮০০

মি. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ ২০০৩ সালের ব্যবসা হতে নগদ ৮,০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। তার পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি কারবার থেকে ১,৫০০ টাকা পণ্য দ্রব্য উত্তোলন করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ের ৩,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। তিনি কর্মচারীদের ডিসেম্বর মাসের বেতন ৭,৫০০ টাকা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করেন। প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ২,০০০ টাকার জনৈক ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে। কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে এবং আসবাবপত্রের উপর ৫% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয় :

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. নিট লাভ ৯৪,৬২৫ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৮। মি. খালেক একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি একতরফা হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবের বই সংরক্ষণ করেন। ২০১৩ সালে তার ব্যবসায়ের তথ্যবলী নিম্নরূপঃ

	জানুয়ারি ১, ২০১৩	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৩
নগদ তহবিল	৪০০	২,০০০
প্রাপ্য নোট	৩,৫০০	৫,০০০
ব্যাংক ব্যালেন্স	২,২০০ (ক্রে:)	২,০০০ (ডে:)
আসবাবপত্র	৬,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০	১২,০০০
প্রদেয় নোট	১,৫০০	৮০০
মজুদপণ্য	৭,০০০	১৩,০০০
প্রদেয় হিসাব	৮,০০০	৬,০০০

মি. খালেক কারবার হতে নগদ ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। উত্তোলিত টাকা হতে ৪,০০০ টাকা দ্বারা কারবারের জন্য একটি টেবিল ক্রয় করেন। প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ১,০০০ টাকার একটি অমর্যাদাকৃত বিল অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বিলের ৪০০ টাকা আদায় করা সম্ভব নয় তাই তা অবলোপন করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% এবং প্রাপ্য নোটের উপর ২% সঞ্চিতি করতে হবে। মি. খালেক তাঁর ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল ১২,০০০ টাকায় বিক্রি করে এর অর্ধেক টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। আসবাবপত্রের উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ১৫,২০০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৩৭,২০০ টাকা হলে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. খ এ উল্লেখিত সমাপনী মূলধন নিয়ে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৯। জনাব আলম একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবের বই সংরক্ষণ করেন। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত খতিয়ান উদ্বৃত্ত নিম্নরূপ:

বিবরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	৭৫০	১,৩৫০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	৫,৫০০
প্রদেয় হিসাব	৬,০০০	১০,৫০০
প্রাপ্য নোট	?	৫,৮০০
প্রাপ্য হিসাব	৯,৫০০	১১,০০০
ভূমি ও দালানকোঠা	২৫,০০০	?
আসবাবপত্র	৫,০০০	?
প্রদেয় নোট	২,০০০	১,৫০০

২০১৩ সালে জনাব আলম প্রতি সপ্তাহে ১১৫ টাকা টাকা ব্যবসা হতে উত্তোলন করেছেন তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল ৬,০০০ টাকা ও ব্যবসায় থেকে ৩,০০০ টাকা নিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছেন। প্রাপ্য হিসাবের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ৫% অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি তৈরি কর। ভূমি ও দালানকোঠার ৫% এবং আসবাবপত্রের ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে। এছাড়া জনাব আলম তাঁর ব্যক্তিগত বাইসাইকেলটি ১,৫০০ টাকায় বিক্রয় করে সমুদয় টাকা কারবারে বিনিয়োগ করেছেন। চলতি বছর প্রাপ্য নোট ৫,০০০ টাকা আদায় হয়েছে এবং ২,৮০০ টাকার নতুন বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে।

করণীয়:

ক. প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ৩২,৭৫০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৩৯,৬০০০ টাকা হলে নিট লাভ কত নির্ণয় কর।

গ. নিট লাভ ১২,০৩০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

১০। জনাব আবু তাহের একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তাঁর ব্যবসায়ের বই সংরক্ষণ করেন। নিম্নলিখিত তথ্যাবলি থেকে ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তাঁর লাভ-লোকসান বিবৃতি এবং উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত কর :

বিবরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০০২ টাকা
নগদ তহবিল	৩০০	৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	১,৫০০
মজুদপণ্য	৮,৫০০	৭,০০০
প্রদেয় হিসাব	১০,০০০	১২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১২,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	?
প্রদেয় নোট	৩,০০০	১,৫০০
ভূমি ও দালানকোঠা	১৫,০০০	?
আসবাবপত্র	২,০০০	?

বছরের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৭,০০০ টাকা। এ উত্তোলিত টাকার ৩,০০০ টাকা এবং তার ব্যক্তিগত বাইসাইকেলখানির বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ১,০০০ টাকা দিয়ে তিনি কারবারের জন্য একটি মেশিন ক্রয় করলেন। প্রাপ্য হিসাবের ৪০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ৫% ধরে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে। প্রাপ্য নোট ২,০০০ টাকা আদায় হয়েছে। নতুন প্রাপ্য নোট পাওয়া গেছে ৫,৫০০ টাকা। নোটের ২% নিয়ে বাট্টা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে। ভূমি ও দালানাকোঠার উপর ৫% এবং আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ২২,৩০০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৪২,০০০ টাকা ধরে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।